বৈষ্ণবাচার্য শ্রীহরিদাস দাস গ্রন্থাবলী—৪

শ্রীল-মুরারিগুপ্ত-প্রণীতম্

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্

(মুরারি গুপ্তের কড়চা)

শ্রীল-হরিদাস-দাস-কৃত-বঙ্গানুবাদ-সহিতম্

ভূমিকা ঃ ডঃ মোহন পাল

নিবেদন ঃ মিহিরকুমার রায়

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণি, কলকাতা-৬

SRĪ-SRI-KṚṢṆA-CHAITANYA-CHARITĀMṚTAM
Translated by : Sri Haridas Das
Published by : Sanskrit Pustak Bhandar
38, Bidhan Sarani, Kolkata-6

Year of Publication : 2009
Price : Rs. 250.00

প্রকাশক
শ্রীদেবাশিস ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণি, কলকাতা-৬

প্রথম সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার সংস্করণ, আষাঢ় ১৪১৬

শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য মহোদয়ের
স্মৃতি রক্ষার্থে প্রাপ্ত অর্থানুকুল্যে গ্রন্থটি মুদ্রিত হল।

প্রাপ্তিস্থান
শ্রীহরিবোল কুটীর, পোড়াঘাট, নবদ্বীপ, নদীয়া

মূল্য ঃ ২৫০.০০ টাকা

অক্ষরবিন্যাস
বীণাপাণি লেজার প্রিন্ট, কলকাতা - ৭০০ ১১৪

মুদ্রণ
অভিনব মুদ্রণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

'বৈষ্ণবাচার্য শ্রীহরিদাস দাস গ্রন্থাবলী'র চতুর্থ খন্ড প্রকাশিত হ'ল। এই খন্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে শ্রীল মুরারি গুপ্ত বিরচিত সুবিখ্যাত গ্রন্থ— 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম'। গ্রন্থটি মুরারিগুপ্তের কড়চা' নামেই সুপরিচিত। এই গ্রন্থাবলীর প্রথম খন্ডের নিবেদনেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরম পূজ্যপাদ শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ সম্পাদিত ও বিরচিত সব গ্রন্থই আমরা পুনঃপ্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেছি। গ্রন্থগুলি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণাকৃষ্ট এবং বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশে পরমোৎসাহী শ্রীমিহিরকুমার রায়ের মধ্যস্থতায় 'শ্রীহরিবোল কুটীর' (পোড়াঘাট, নবদ্বীপ) আশ্রমের পরিচালন-কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীজগন্নাথ দাসের বিশেষ সহযোগিতার ফলে বাবাজী মহারাজ কৃত গ্রন্থাবলী প্রকাশের প্রয়োজনীয় অনুমতি-পত্র আমরা লাভ করি।

বর্তমান সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে অধ্যাপক ডঃ মোহন পাল লিখিত একটি সুবিস্তৃত ও সুবিশ্লেষিত ভূমিকা। মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থটিও ডঃ পালের নিকট থেকে আমরা লাভ করি। তাঁর নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এছাড়া সংযোজিত হয়েছে শ্রীমিহিরকুমার রায় লিখিত একটি মূল্যবান প্রাক্কথন—'নিবেদন'। গ্রন্থটি প্রকাশে বিশেষ সহায়তার জন্য শ্রীমিহিরকুমার রায়ের নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রথম খন্ডের নিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডারের সঙ্গে শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের যোগাযোগ ছিল সুগভীর। এই বিপণন-কার্যালয়ে তিনি বহুবার এসেছেন, অবস্থান করেছেন এবং গ্রন্থাদি দেখেছেন। প্রকাশন-সংস্থার পরিচালকবৃন্দের নিকট তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। এই মহামনীষীর গ্রন্থাবলী প্রকাশ করবার দুর্লভ সুযোগ লাভ করে প্রতিষ্ঠান গর্বিত ও আনন্দিত। পাঠকবৃন্দ গ্রন্থপাঠে তৃপ্তি লাভ করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

দেবাশিস ভট্টাচার্য

নিবেদন

'বৈষ্ণবাচার্য শ্রীহরিদাস দাস গ্রন্থাবলী'র চতুর্থ খন্ড প্রকাশিত হ'ল। এই খন্ডে নিবেদিত হয়েছে শ্রীল মুরারি গুপ্ত বিরচিত মহাপ্রভু শ্রীচৈন্যদেবের সুবিখ্যাত লীলাগ্রন্থ—'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' বা 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'। এটি শ্রীগৌরাঙ্গলীলার আদি এবং প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীল মুরারি গুপ্তের নিবাস ছিল নবদ্বীপেই। তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও তাঁর অন্তরঙ্গ লীলাসহচর। বয়সে মহাপ্রভুর থেকে বেশ বড় ছিলেন।* মহাপ্রভুর মহামাধুর্যময় লীলাকাহিনী তিনি কড়চা-রূপে অর্থাৎ সূত্রাকারে গ্রথিত করেন। সহজ সুমধুর সুললিত ভাষায় বিরচিত এই গ্রন্থখানি পাঠকচিত্তে সুধারস বর্ষণ করে। কিন্তু এই মহামূল্যবান গ্রন্থখানি লুপ্তপ্রায় হয়ে পড়েছিল। গৌরভক্তশিরোমণি মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ গ্রন্থখানি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ লিখছেন—

"বহুদিন এই অপূর্ব গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় ছিলেন। পরবর্ত্তী লীলা-লেখকদিগের গ্রন্থসমূহে এই মুরারি গুপ্তের কড়চার নাম দেখিয়া এই গ্রন্থখানি উদ্ধার করিবার জন্য মহাত্মা শিশিরকুমার অনেক অনুসন্ধান করেন। অবশেষে ৪১২ গৌরাব্দে (১৩০৩ সালে) ঢাকা-উথালী নিবাসী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুবংশজাত (বর্ত্তমানে গৌরধাম প্রাপ্ত) শ্রীল মধুসূদন গোস্বামি-প্রভুপাদের নিকট হইতে এই পুঁথির একখানি নকল পাওয়া যায়। সেই সময় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত হইয়াছিল—আর একখানি পুঁথি পাইলেই দুইখানি মিলাইয়া গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আর একখানি নকল পুঁথি হস্তগত হয়। এইখানি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত। দুর্ভাগ্যক্রমে দুইখানি পুঁথির একখানিও শুদ্ধভাবে লিখিত ছিল না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুবংশজাত (বর্ত্তমানে নিত্যধামগত) শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামি-প্রভুপাদের উপর এই গ্রন্থ সম্পাদনের ভার অর্পিত হয়। তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা নিঃশেষিত হওয়ায় ৪২৬ গৌরাব্দে (১৩১৭ সালে) বাঙ্গলা অক্ষরে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়। আর এই তৃতীয় সংস্করণ বর্ত্তমান ৪৪৫ গৌরাব্দে (১৩৩৭ সালে) প্রকাশিত হইল।" (তৃতীয় সংস্করণের অবতরণিকা)

---

* মতান্তরে সমবয়স্ক ছিলেন।

মুদ্রিত গ্রন্থখানির মধ্যে নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত পন্ডিতবৃন্দের মতামত এস্থলে উপস্থাপিত হ'ল। ডঃ শ্রীসুকুমার সেন গ্রন্থটির প্রাচীনত্ব ও অকৃত্রিমত্ব বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।[১] ডঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার লিখছেন—"গ্রন্থখানির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও ইহাতে অজস্র ভুল রহিয়াছে। কতকগুলি ভুল এমন মারাত্মক যে অর্থগ্রহ করা কঠিন।...এইরূপ ভুল পাঠ থাকায় ও বাঙ্গলা অনুবাদ না থাকায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে বইখানি বুঝা স্থানে স্থানে কঠিন হইলেও ভুল পাঠ থাকাতেই বইখানির মূল্য ঐতিহাসিকের নিকট খুব বেশী বিবেচিত হওয়া উচিত। মহাত্মা শিশিরকুমার বা মৃণালবাবু ইচ্ছা করিলেই বইখানি পন্ডিতের দ্বারা আদ্যোপান্ত সংশোধন করাইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু এরূপ সংশোধনের উপদ্রবে অনেক সময়েই মূল গ্রন্থের অর্থ বিকৃত হয়।"[২]

ডঃ শ্রীসুশীলকুমার দে'র মন্তব্য—"The extremely incorrect form in which the text is printed, even in the third edition, precludes the allegation of fabrication or deliberate tampering with the text."[৩]

গ্রন্থটির মধ্যে যে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ চতুর্থ সংস্করণের অবতরণিকায় সে-কথা সুস্পষ্ট করেই উল্লেখ করেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

"বস্তুতঃ এই কড়চাই শ্রীগৌরাঙ্গলীলার আদি ও প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রত্যক্ষদৃষ্ট লীলাচরিত্র অঙ্কিত হওয়ায় ইহাতে বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জন বা স্বকপোলকল্পিতত্বের আশঙ্কা নাই। ভাষাটিও অতি মধুর ও প্রাঞ্জল ; স্থলবিশেষে রচনা-পারিপাট্য অতি প্রশংসনীয়। দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানি বহুভ্রমে বিজৃম্ভিত, স্থলবিশেষে বিকৃত (৩।৪), কোথাও বা ত্রুটিত....।"

প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থটির সঠিক রূপ সমুদ্ধার করা এক সুকঠিন এবং দুঃসাধ্য কর্ম। প্রয়োজনীয় প্রামাণিক পুঁথির সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত সে কর্ম সুদূরপরাহত হয়েই থাকবে।

গ্রন্থটির সঠিক রচনাকালও নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়টিও নানাবিধ সংশয়ে সমাচ্ছন্ন। প্রথম দুটি সংস্করণে গ্রন্থশেষে রচনাকাল ১৪২৫ শকাব্দ বলে উল্লিখিত ছিল। কিন্তু তৃতীয় সংস্করণে সেটি পরিবর্তিত হয়ে ১৪৩৫ শকাব্দ বলে

---

১. বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ-সংস্করণ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৭।

২. শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, সংস্কৃত বুক ডিপো সংস্করণ, পৃ. ৬৯-৭০।

৩. The Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal, Firma KLM, p. 36.

উল্লেখ্য যে, গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩০৩ বঙ্গাব্দে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ। প্রকাশক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ এই সংস্করণের অবতরণিকায় লিখছেন—

"মুরারির কড়চার শেষে আছে ১৪৩৫ শকে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৩৫ শকে তিনি জননী জন্মভূমি ও জাহ্ণবী দেখিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে গমন করেন। তাহা হইলে এই সময় পর্যন্ত প্রভুর লীলা এই গ্রন্থে থাকিবার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীপ্রভুর শেষ দ্বাদশবর্ষের গম্ভীরালীলার কথাও এই গ্রন্থে আছে। ইহাতে বোধ হয় ১৪৩৫ শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয় নাই, তাহার বহু বৎসর পরে মুরারি ইহা শেষ করিয়াছিলেন।"

ডঃ শ্রীসুকুমার সেন লিখছেন—

"গ্রন্থের সর্বশেষ শ্লোকে রচনাকাল দেওয়া আছে। এই রচনাকাল প্রথম দুই সংস্করণে ছাপা ছিল "চতুর্দশ শকাব্দান্তে পঞ্চবিংশতি বৎসরে"। "পঞ্চবিংশতি বৎসরে" ব্যাকরণাশুদ্ধ এবং অন্যদিকেও অগ্রাহ্য, যেহেতু ১৪২৫ শকাব্দের পরের অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। "পঞ্চত্রিংশতি বৎসরে"—ইহাও ব্যাকরণাশুদ্ধ এবং ইহাতেও বর্ণিত বিষয়ের কাল কুলায় না।"[১]

অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তীর মন্তব্য—

"Śrī Kṛṣṇacaitanya Caritāmṛta, popularly known as Murāri Gupta's Kaḍcā is the first authentic biographical work on Śrī Chaitanya, in Sanskrit, written sometime between 1533 and 1542 A.D."[২]

ডঃ শ্রীসুশীলকুমার দে[৩] এবং ডঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদারও[৪] একই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজের সিদ্ধান্ত—গ্রন্থটি মহাপ্রভু

---

১. বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, আনন্দ-সংস্করণ, পৃ. ২৫৮।

২. Bengal Vaisnavism and Sri Chaitanya—Janardan Chakravarty, Asiatic Society, p. 69.

৩. Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal, Firma KLM, p. 38-39.

৪. শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, সংস্কৃত বুক ডিপো, পৃ. ৭৬।

শ্রীচৈতন্যদেবের অপ্রকটের পরে এবং ১৪৫৬ থেকে ১৪৬০ শকাব্দের মধ্যে রচিত হয়।[১]

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' গ্রন্থখানি চারটি প্রক্রম অর্থাৎ বিভাগে বিভক্ত। প্রতিটি প্রক্রম কতগুলি সর্গে বিভক্ত। মোট সর্গসংখ্যা ৭৮। গ্রন্থটির অন্তিম অংশের কিয়দংশ পরবর্তীকালের সংযোজন বলে কোন কোন পন্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে লিখছেন—

"Murāri's comparatively brief account of the latter half of Chaitanya's life, covering his days of Gambhirā, is supposed by some to be of doubtful authenticity, being a subsequent addition."[২]

ডঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমদারের মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ

"...মুরারির গ্রন্থ যাহা অমৃতবাজার কার্য্যালয় হইতে ছাপা হইয়াছে তাহা মোটের উপর অকৃত্রিম ও নির্ভরযোগ্য। ... দুই-চারিটি শ্লোক মুরারির গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত হইতেও পারে। তবে বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন শ্লোকই আমি প্রক্ষিপ্ত বলিতে রাজি নহি।"[৩]

শ্রীল হরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ এ প্রসঙ্গে লিখছেন—

"কড়চাতে যদিও শ্রীগৌরাঙ্গের শেষলীলা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়, তথাপি ইহাতে শ্রীরামানন্দের সহিত মিলন বর্ণনা নাই, অথচ চৈতন্যমঙ্গলে ও মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরূপসনাতনের সঙ্গে মিলন-বর্ণনা হইলেও কিন্তু তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণকথা উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীদাস গোস্বামী বা শ্রীজীব গোস্বামীর নাম নাই। কাশী হইতে বনপথে পুরীধামে না গিয়া (৪।১৪) একেবারে গৌড়মন্ডলে আগমনের বর্ণনা আছে—শ্রীচৈতন্যমঙ্গলেও ইহার অনুবাদ আছে, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে এই ভাবের বর্ণনা নাই। মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যচরিতের দার্শনিক অংশটা প্রায়শঃই বাদ দিয়াছেন—যাহা শ্রীকবি কর্ণপুর গোস্বামী ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর লেখনীতে স্ফুটতররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং একই সর্গে শ্রীচৈতন্যের গম্ভীরালীলার প্রায় সকল ঘটনাই যেন এক নিঃশ্বাসে উল্লিখিত হইয়াছে। এই জন্যই মনে হয় যে চতুর্থ প্রক্রমের ষোড়শ

---

১. চতুর্থ সংস্করণের অবতরণিকা।

২. **Bengal Vaisnavism and Sri Chaitanya—Janardan Chakravarty, Asiatic Society, p. 69.**

৩. **শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, সংস্কৃত বুক ডিপো, পৃ. ৭৬।**

সর্গের পরের অংশটি পরবর্ত্তী সংযোজনা হইবে। অবশ্য ইহা অনুমানমাত্র—দুই-তিনখানা পুঁথি না পাইলে দৃঢ়তররূপে বলিতে সাহস করি না।"[১]

'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম' গ্রন্থটির কাব্যসৌন্দর্যও বড় মনোরম। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ বিষয়টি অপূর্বসুন্দর করে উল্লেখ করেছেন। কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি—

"মুরারির কড়চা এরূপ সরল-সংস্কৃতকাব্যে বিবিধ সুমধুর ছন্দে কড়চাকারে বিরচিত যে, যাঁহারা সুমার্জিত ও সাধুভাষার বাঙ্গলা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে গুরুর উপদেশ ব্যতীত এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন। ইহার ভাষা যেমন সরস ও অমৃত-মধুর, ইহার ভাবও সেইরূপ সুধামাখা ও চিত্তাকর্ষক। শ্রীগৌরাঙ্গের কোমল-করুণ প্রতিচ্ছবি এরূপভাবে গ্রন্থকার স্থানে স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন যাহা একবার পাঠ করিলেই ভক্তপাঠকগণের হৃদয়পটে উহা চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকে। ... শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের সহিত ছন্দের বিচিত্রতা এই গ্রন্থে বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।"[২]

গ্রন্থটির ভক্তিমাধুর্য প্রসঙ্গেও শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষের যথার্থ এবং নিরূপম বিশ্লেষণ নিম্নে উদ্ধৃত করছি—

"...শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গলাভের সময় হইতেই মুরারি জ্ঞানের চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহার প্রত্যেক পদেই ভক্তির মধুর ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়। সমগ্র গ্রন্থখানিই ভক্তির ভাষায় অনুপ্রাণিত,—অতি কোমল, অতি মধুর ; পাঠ করিলেই মনে হয় যেন উহা গৌরভক্তির অনন্ত অফুরন্ত পীযূষময় প্রস্রবণ।"[৩]

গ্রন্থকার শ্রীল মুরারি গুপ্তের চরিততথ্য শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ তাঁর অবতরণিকায় সন্নিবিষ্ট করেছেন। এ বিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সম্পর্কে কেবল কয়েকটি ছত্র এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই—

"শ্রীমুরারি গুপ্ত, গুপ্ত প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর ।।
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কারো ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্বভরণ ।।

---

১. চতুর্থ সংস্করণের অবতরণিকা।
২. তৃতীয় সংস্করণের অবতরণিকা।
৩. তৃতীয় সংস্করণের অবতরণিকা।

চিকিৎসা করেন যাঁরে হইয়া সদয়।
দেহরোগ ভবরোগ দুই তাঁর ক্ষয়।।”

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি, দশম পরিচ্ছেদ)

সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণের অবলম্বন ৪৫৯ গৌরাব্দে (১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ) প্রকাশিত এবং শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী কৃত বঙ্গানুবাদ সমন্বিত গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার প্রকাশিত সংস্করণে বঙ্গানুবাদটি পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে শ্লোকের সন্নিকটে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়া সংযুক্ত করা হয়েছে অধ্যাপক ডঃ শ্রীমোহন পাল লিখিত একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা। ভূমিকা-মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়সমূহের বিস্তৃত পর্যালোচনা। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ লিখিত ‘তৃতীয় সংস্করণের অবতরণিকা’ এবং শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী লিখিত ‘চতুর্থ সংস্করণের অবতরণিকা’ দুটি পূর্ব্ববৎ মুদ্রিত হয়েছে। অবতরণিকা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রন্থটির সম্যক পরিচয় লাভের জন্য অবতরণিকাদুটি পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন।

চতুর্থ সংস্করণে গ্রন্থশেষে গ্রন্থস্থিত যে সমস্ত অশুদ্ধি ও তার শুদ্ধিকরণ-তালিকা সংযুক্ত হয়েছিল, বর্তমান সংস্করণে সে-সব শুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নবদ্বীপনিবাসী বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহাত্মা পরমপূজ্যপাদ গুরুবর শ্রীল কিশোররায় গোস্বামীর অপরিমেয় কৃপাশীর্বাদই এই গ্রন্থপ্রকাশনকর্মের মূল সম্বল। তাঁর শ্রীচরণোদ্দেশ্যে নিবেদন করছি পরম ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

অযোগ্যতা ও অনবধানতাজনিত সর্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পাঠকবৃন্দ এই মধুরাতিমধুর গৌরলীলা নিত্যকাল আস্বাদন করুন—এই প্রার্থনা।

কৃষ্ণলীলামৃতসার তার শতশতধার
দশদিকে বহে যাহা হইতে।
সে চৈতন্যলীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মন-হংস চরাহ তাহাতে ।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ)

‘শ্রীগৌরপদরেণু’
কুশুরিয়া
প্রীতিনগর, নদীয়া
ফাল্গুন, ১৪১৫ (মার্চ, ২০০৯)

কৃপাপ্রার্থী
মিহিরকুমার রায়

ভূমিকা

চরিতকথা : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ইতিহাস ও চরিতকথা সমার্থক ছিল। ভারতবর্ষে দীর্ঘদিন ধরে পুরাণ-ইতিহাসগুলিতে চরিতকথার সূত্র রচিত হয়ে এসেছে। ঋগ্বেদে (৮৫.৬), অথর্ববেদে (২৫.৬.৩-৪) রাজপ্রশস্তির উল্লেখ রয়েছে। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় গায়ক ও বাদকদল ওই যজ্ঞকারী নৃপতির যে বন্দনাগান গাইত তার মধ্যে চরিতগাথার মূলসূত্র ছিল। শতপথব্রাহ্মণে অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রাজাদের নামের তালিকা রয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সেই রাজাদের সম্পর্কে গীতগাথার উল্লেখ রয়েছে। শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে পুরুষমেধযজ্ঞের বিবরণ প্রসঙ্গে দশদিবসব্যাপী গীত দশটি রাজপ্রশস্তির উল্লেখ রয়েছে। এইসব নৃত্য-গীত-বাদ্যকারী দলই মহাকাব্য রচনার পথ প্রস্তুত করেছিল—পাশ্চাত্যে যেমন ছিল চারণকবিগণ। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে ইতিহাস ও পুরাণের সঙ্গে গাথা-নারাশংসীর (রাজপ্রশস্তির) উল্লেখ করা হয়েছে—

"বাকোবাক্যং পুরাণং চ নারাশংসীশ্চ গাথিকা।
ইতিহাসাংস্তথা বিদ্যাঃ শক্ত্যাধীতে হিয়োহন্বহম্।।"[১]

গাথা নারাশংসীর বিশেষ মূল্য ছিল। এই গাথাগুলিতেই প্রথম চরিতকথার সূত্র রাখা ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩.২৫) আখ্যানবিদ নামে এক বিশেষ গোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে। যাস্ক তার নিরুক্ত ভাষ্যে বেদব্যাখ্যার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে 'ঐতিহাসিক' নামক গোষ্ঠীর কথা—

"তৎ কাবিশ্বনৌ দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেকে। অরোরাত্রাবিত্যেকে।
সূর্যাচন্দ্রমসাবিত্যেকে। রাজানৌ পুণ্যকৃতা বিত্যৈতিহাসিকাঃ।।"[২]

এই ঐতিহাসিকরা যে ইতিহাস রচনা করতেন তার মধ্যে প্রাধান্য পেত পৃষ্ঠপোষক রাজার জীবনী, বিবাহ, যুদ্ধবিগ্রহে জয়লাভের কথা।

বেদব্যাস তার মহাভারতকে জয় নামের ইতিহাস বলেছেন—

জয়ো নামেতিহাসঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা।

১। 'ব্রহ্মচারিপ্রকরণম' ; দ্বিতীয়, আচার, ৪৫।

২। 'নিরুক্ত ভাষ্য'-যাস্ক, ১২।২।৫-৮।

পাশ্চাত্যে ইতিহাস ও মহাকাব্যকে এক করে দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে আখ্যান, উপাখ্যান, ইতিহাসকথা বা গাথাকে প্রায় একার্থ করা হয়েছে। প্রাচীনকালে রাজাদের অর্জিতব্য বিদ্যার মধ্যে একটি বিষয় ছিল ইতিহাস। এই সব ইতিহাস-চর্চার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিনের নানা চরিতগাথা চর্চিত হয়েছে। রামায়ণকাব্য মহাভারতের মতো ইতিহাস নয়, কিন্তু রামচরিতের বর্ণনাই এখানে মুখ্য। অবশ্যই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই চরিতকথা।

মহর্ষি বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে বর্তমানকালে এমন কোন মহাত্মা আছেন যিনি সর্ববিধ গুণে ভূষিত এবং বীরত্বে মণ্ডিত। যিনি ধর্ম সম্পর্কে অবহিত, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ, সত্যভাষী এবং কর্তব্যপালনে দৃঢ়চিত্ত। যিনি সচ্চরিত্র এবং সকল প্রাণীর কল্যাণসাধনে উন্মুখ। কে সেই বিদ্বান যিনি সকল কর্মসাধনে সুদক্ষ এবং দেখতে সুন্দর বলে সবার প্রিয়। যিনি পরমাত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানবান যিনি ক্রোধকে জয় করেছেন, যিনি উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট, অন্যের দোষ যিনি দর্শন করেন না, যুদ্ধকালে ক্রুদ্ধ হয়েছেন দেখলে দেবতারাও যাকে ভয় করেন, তার সম্পর্কেই জানতে চেয়েছেন বাল্মীকি নারদের কাছে। এরই উত্তরে নারদ ঈক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রামের কথা বলে সংক্ষেপে রামকথা তাকে শোনালেন। পরে এই কথার উপর ভিত্তি করেই রামায়ণ রচনা করেন বাল্মীকি—

"স যথা কথিতং পূর্বং নারদেন মহাত্মনা।
রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান মুনিঃ।।"[৩]

অর্থাৎ, মহর্ষি নারদ পূর্বে যেভাবে বলেছেন ঠিক সেইভাবেই রঘুবংশীয় রাজন্যমণ্ডলীর চরিতকথা মহর্ষি বাল্মীকি রচনা করলেন।

অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' চরিতসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের (খ্রি.পূঃ ৪৮৩) বহুদিন পরে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে সম্রাট কনিষ্কের সময়ে অশ্বঘোষ এই কাব্য লেখেন অনুমান করা হয়। তখন বুদ্ধদেব দেবতার অবতার। স্বাভাবিকভাবেই এই চরিতকথায় মানবিক ঘটনার পাশাপাশি দৈবী মহিমার কথা এসেছে। রামায়ণের মতোই এই কাব্যটিতে চরিতকথার সঙ্গে ধর্ম সম্পৃক্ত হয়েছে। অশ্বঘোষ বাল্মীকিকে আদিকবি (১.৪৩) বলেছেন। রামায়ণের প্রভাব পড়েছে বুদ্ধচরিত কাব্যে। রাজ্যবিলাসের পরিবর্তে কুমারের অরণ্যযাত্রা, জটাবল্কলধারণ, রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের জন্য মন্ত্রী ও পুরোহিতের অনুরোধ—এসবের মধ্যে রামচরিতের প্রভাব আছে। অশ্বঘোষের লেখা আরও দুটি চরিতকথা

৩। 'রামায়ণম্'-বাল্মীকি ; নিউলাইট প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬ আদি কাণ্ড, তৃতীয় সর্গ, শ্লোক-৯।

'সৌন্দরানন্দ' এবং 'শারিপুত্রপ্রকরণ'। সৌন্দরানন্দ ১৮ সর্গে লেখা মহাকাব্য। বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ কিভাবে সংসার স্পৃহা ত্যাগ করে বহুজনের মুক্তিসাধনের ব্রত নিলেন সেটিই এই গ্রন্থের উপজীব্য। 'শারিপুত্রপ্রকরণ' নয় অঙ্কে লেখা প্রকরণ, এর বিষয় শারিপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়নের বৌদ্ধধর্মগ্রহণের কথা। বৌদ্ধদের লেখা 'অবদান শতক', 'দিব্যাবদান' ইত্যাদি অবদানগুলিতে অশোকের উল্লেখ থাকলেও চরিতগাথা হিসেবে এর মূল্য নেই।

বৌদ্ধসাহিত্যের পাশাপাশি জৈন সাহিত্যেও ধর্মগুরুদের চরিতকথা লেখা হচ্ছিল। জৈন তীর্থংকরদের মধ্যে জিনসেন রচিত 'পার্শ্বাভ্যুদয়' (নবমশতক) এবং ভবদেব সূরি রচিত 'পার্শ্বনাথ চরিত্র' (ত্রয়োদশ শতক) উল্লেখযোগ্য। মহাবীরের জীবনী নিয়ে হেমচন্দ্র লিখেছিলেন (দ্বাদশ শতক) 'ত্রিযষ্টিশলাকাপুরুষচরিত্র'। গুণচন্দ্র (একদশ শতক) প্রাকৃত ভাষায় লিখেছিলেন 'মহাবীরচরিতম্'। অজিতপ্রভ তীর্থংকর শান্তিনাথের এবং সূরাচার্য ও 'মলধারী' হেমচন্দ্র নেমিনাথের চরিতকাব্য রচনা করেন। শলাকা পুরুষগণের জীবনীবিষয়ক অনেক জৈন রচনা আছে।

ষোড়শ সর্গে লেখা 'শঙ্করবিজয়' কাব্য শঙ্করের প্রামাণ্য জীবনী নয়। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে লেখা রাজচরিতগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা সর্বাংশে না থাকলেও চরিতসাহিত্যের পথকে সুদৃঢ় করেছে। পুষ্যভূতি বংশের রাজা হর্ষবর্ধনের জীবনী অবলম্বনে বাণভট্ট লেখেন হর্ষচরিত। এই চরিতকথার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এছাড়া অষ্টম শতকে রচিত বাক্‌পতিরাজের 'গৌড়বহো' (প্রাকৃতে রচিত), একাদশ শতকে রচিত পদ্মগুপ্তের 'নবসহসাঙ্কচরিত' এবং বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত', দ্বাদশ শতকে লেখা হেমচন্দ্রের 'কুমারপালচরিত' (সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রচিত), দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে রচিত কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিণী' (১১৫৩ খ্রিঃ)। রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত হয়েছে শঙ্কুকের 'ভুবনাভ্যুদয়' (এটি পাওয়া যায় নি)। জহ্লনের 'সোমপালবিলাস' দ্বাদশ শতকে লেখা। এই সব চরিতকথাগুলি ছাড়াও সন্ধ্যাকর নন্দীর রচিত 'রামপালচরিত' রচনাটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। পালরাজবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি রামপাল এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি নরচন্দ্রমা রামের মহিমাবিষয়ক দ্ব্যর্থবোধক কাব্য 'রামচরিত' আর্যাছন্দে গ্রথিত ও শ্লেষ অলঙ্কারে মণ্ডিত। গ্রন্থটি রচিত হয় মদনপালদেবের রাজত্বকালে (১১২০-৫৫ খ্রিঃ)। কহ্লন 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থটি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সবরকম স্খলন সংশোধন করার জন্য প্রণয়ন করেছেন। তিনি যথার্থ ঐতিহাসিকের মতই রাজাদের দানপত্র প্রশস্তিপত্র পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। তবে অলৌকিকতাও মিশেছে তার কাব্যে।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবদের আছে আদরনীয় এক গ্রন্থ। কৃষ্ণের চরিতকথা এখানে স্থান পেয়েছে। এই কৃষ্ণ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোনো চরিত্র কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধগ্রন্থে এ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনেকেই ধর্মশাস্ত্ররূপে এবং কাব্যগ্রন্থরূপে এই কাব্যটির মূল্য স্বীকার করলেও ইতিবৃত্ত হিসেবে বা চরিতগ্রন্থ হিসেবে এর মূল্য স্বীকার করেন নি। এই কৃষ্ণকথার আধারেই রচিত হয়েছিল চৈতন্যজীবনীগুলি।

রাজা বা রাজপুরুষ কিংবা নররূপী দেবতাকে নিয়ে জীবনচরিত আগেই লেখা হয়েছিল। কিন্তু প্রকটকালে বা কিয়ৎকাল লোকান্তরিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে এতগুলি জীবনী গ্রন্থ পূর্বে আর কাউকে নিয়েই রচিত হয়নি। সন্ন্যাসী শঙ্করকে নিয়ে 'শঙ্করবিজয়' কাব্য লেখা হলেও তার মধ্যে সত্য ঘটনার থেকে অলৌকিক গাথারই প্রাধান্য ছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে যে জীবনীগুলি রচিত হল তার মধ্যে অলৌকিকতার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতের নানা উপাদান মিশ্রিত ছিল।

সর্বপ্রথম চৈতন্যের জীবনকথাকে আশ্রয় করে যিনি কাব্যরচনা করেন তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রতিবেশী, শ্রীচৈতন্যের থেকে বয়সে কয়েক বছরের বড় —মুরারি গুপ্ত। তাঁর কাব্যের নাম 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্।' কবি ভক্তির আলোকে এই জীবনকথা পরিবেশন করেছেন। চৈতন্যজীবনীগুলির মধ্যে আদিতম এই গ্রন্থটি নানা কারণে অত্যন্ত মূল্যবান। পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি চৈতন্যজীবনীকাব্য ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে কবিকর্ণপূরের লেখা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যম্' গ্রন্থ, তাঁরই লেখা নাটক 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্', বৃন্দাবন দাসের লেখা 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', জয়ানন্দের লেখা 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'; লোচনদাসের 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল', মাধবের লেখা 'চৈতন্যবিলাস'; কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বিখ্যাত। এছাড়াও প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত', রূপ গোস্বামীর 'চৈতন্যাষ্টক' রঘুনাথ দাসের 'গৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরু'র মধ্যে চৈতন্যচরিতকথার উপাদান মেলে। এ সম্পর্কে বিশদভাবে ড. বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

চৈতন্যজীবনীর আদর্শ অবলম্বন করেই অদ্বৈতজীবনী, সীতাজীবনী, বংশীজীবনী ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছিল, পরবর্তীকালে সাধুসন্তের জীবনচরিত ছাড়াও গুণীমানুষের জীবনচরিতকে রূপ দেওয়া হয়েছে। এইভাবে চরিতকথার ধারাটি ক্রমবিকশিত হয়েছিল।

কবি-পরিচিতি

মুরারী গুপ্তের পূর্বনিবাস শ্রীহট্ট। তিনি শ্রীচৈতন্যের থেকে বয়সে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলার একজন প্রধান সহচর ছিলেন মুরারি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনদের কাছে মুরারি একটি শ্রদ্ধেয় নাম। বৈষ্ণব পদকর্তা ও প্রথম চৈতন্যজীবনী রচয়িতা হিসেবে তিনি বৈষ্ণবদের কাছে চিরবন্দনীয়।

"বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তি শক্তিমন্ত।
পূর্ব্ব অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত।।"[৪]

মুরারিকে হনুমানের অবতার হিসেবে বন্দনা করা হয়েছে। এইভাবে দেবকীনন্দনের 'বৈষ্ণববন্দনা'য় শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে (২২ তম শ্লোকে) তাঁর নাম। শ্রীজীব গোস্বামীর 'বৈষ্ণববন্দনা'র ৮৮তম পংক্তিতে, বৃন্দাবন দাসের 'বৈষ্ণববন্দনা'র ২৮তম পংক্তিতে মুরারির নাম আছে। কবি বৃন্দাবন দাস তাঁর 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে' লিখেছেন—

"শ্রীবাসপণ্ডিত আর শ্রীরামপণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত।।
ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার।"[৫]

কবিকর্ণপূর, কৃষ্ণদাস, জয়ানন্দ, লোচনদাস, নরহরি চক্রবর্তী সবাই মুরারির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

মুরারি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়তেন। এছাড়া বৈদ্য বংশের ছেলে বলে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের চর্চা করতেন তিনি। প্রচণ্ড ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। নবদ্বীপের অনেকেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পরিবারের সঙ্গে গুপ্ত পরিবারের

৪। 'বৈষ্ণববন্দনা'-দেবকীনন্দন দাস, (রামদাসবাবাজী সম্পাদিত 'সাধক কণ্ঠমালা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, ৫০১ চৈতন্যাব্দ, পৃ. ৩০।

৫। 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' বৃন্দাবনদাস, ড. সুকুমার সেন (সম্পা) সাহিত্য অকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ. ৬।

সুসম্পর্ক ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ মুরারির চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো হলেও তাঁকে পছন্দ করতেন মুরারি। লোচনদাস তাঁর চৈতন্যমঙ্গলের সূত্রখণ্ডে লিখেছেন—

"মুরারিগুপ্ত বেঝা বৈসে নবদ্বীপে।
নিরন্তর থাকে গোরাচাঁদের সমীপে।
তাঁহার মহিমা কেবা পারয়ে কহিতে।
হনুমান বলি যার খাতি পৃথিবীতে।।"[৬]

লোচনদাস তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে মুরারি সম্পর্কে আরো লিখেছেন—

"সর্বতত্ত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীন।
গৌরপদারবৃন্দে ভকত-প্রবীণ।।
জন্ম হৈতে বালক-চরিত্র যে যে কৈল।
আদ্যোপান্তে যত যত প্রেম প্রচারিল।"[৭]

কিংবা,

শ্রীমুরারি গুপ্ত বেঝা প্রভুর অন্তরীন।
সকল জানয়ে সেই ভকত-প্রবীণ।।
লোক নিস্তারিতে হৈল চৈতন্যচরিত।...
তাহাই হৈল এবে সকলের সূত্র।।
শুনিঞা মাধুরী-লোভে চিত-উতরোল।
নিজ দোষ না দেখিলু মন হৈল ভোল।।
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি রচিল এখন।
দোষ না লইবে কেহ মো অতি অধম।।"[৮]

মুরারি চৈতন্যজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপকার। মুরারি চৈতন্যতত্ত্ববেত্তা বলেই চৈতন্যলীলাসূত্র রচনার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। মুরারির প্রতিবেশী চৈতন্যভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁকে চৈতন্যচরিত রচনা করতে বলেছিলেন। মুরারি নিজেই এই তথ্য দিয়েছেন—

ভক্তঃ শ্রীবাসনামা দ্বিজকুলকমলপ্রোল্লসচ্চিত্রভানুঃ
প্রাহেদং শ্রীমুরারিং ত্বমিহ বদ হরেঃ শ্রীচরিত্রং নবীনম্।

৬। 'চৈতন্যমঙ্গল'-লোচনদাস ; বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই (সম্পাদিত), প্রথম সংস্করণ, সূত্র খণ্ড, ২০০০।

৭। 'চৈতন্যমঙ্গল'-লোচনাদাস ; বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই (সম্পা) পৃ. ৩।

৮। 'চৈতন্যমঙ্গল'-লোচনাদাস ; বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই (সম্পা) পৃ. ৩৩৪।

তস্যাজ্ঞামাকলয্য প্রকটকরপুটে স্তং নমস্কৃত্য ভূয়ঃ
শ্রীমচ্চৈতন্যমূর্ত্তেঃ কলিকলুষহরাং কীর্ত্তিমাহ স্বয়ং সঃ।।[৯]

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণকুলকমলের প্রকৃষ্টরূপে উল্লাসদায়ক বিচিত্র সূর্য্যস্বরূপ শ্রীবাসনামক ভক্ত মুরারিকে বললেন—'তুমি শ্রীগৌরহরির নবনবায়মান পরমসুন্দর চরিত-কথা কীর্তন কর। তাঁর আজ্ঞা পেয়ে কৃতকর-পুটাঞ্জলি মুরারি তাঁকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করলেন এবং স্বয়ং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কলিকলুষনাশন কীর্তিগাথা গান করতে লাগলেন।

বাল্যকাল থেকেই শ্রীচৈতন্যের মুরারির সঙ্গে নানা লীলা সংঘটিত হয়েছিল। নরহরি সরকার ঠাকুরের প্রধান ও প্রিয় শিষ্য লোচনদাস তাঁর চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের আদ্যখণ্ডে লিখেছেন বালক নিমাই এবং মুরারির লীলাগাথা। ঘটনাটি এরকম—শচীনন্দন রাজপথে ধুলোখেলা করছেন। তাঁর অঙ্গ ধুলায় ধূসর হয়েছে। হেমকান্তি কলেবর মলিন হয়েছে। আবার খেলার সময় মাঝে মাঝে গালাগলিও চলছে। কবির বর্ণনায়—

"শিশুমনে ধুলা খেলি ক্ষণে হয় গালাগালি
ধুলা রণ অঙ্গ দিগবাস।
সমান যে বয়ঃক্রম সঙ্গে মিলি এক মর্ম্ম
ঘর্ম্মবিন্দু খেলার আয়াশ।।"[১০]

এই সময় মুরারি গুপ্ত সেই পথে হঠাৎ এসে পড়লেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য বয়স্যরা। শাস্ত্রব্যাখ্যা করতে করতে মুরারি যাচ্ছিলেন। মাথা নেড়ে হাত বাঁকিয়ে তিনি বোঝাতে বোঝাতে যাচ্ছিলেন। তখন—

"দেখি বিশ্বম্ভর রায় তার পাছে পাছে ধায়
অনুসারী গমন বচন।"[১১]

তা দেখে মুরারি একবার বালকের প্রতি কটাক্ষ করে আবার শাস্ত্রব্যাখ্যা করতে লাগলেন। আবার বালক তাঁর নকল করতে লাগল। শিশুগণও যোগ দিতে লাগল। বালকের এই পরিহাস লক্ষ করে বৈদ্য মুরারি রেগে কুবচন বলতে

৯। 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত'-মুরারি গুপ্ত ; চতুর্থ সংস্করণ, প্রথম প্রক্রম, প্রথম সর্গ, ৯ শ্লোক, গৌরাব্দ- ৪৫৯, পৃ. ৩।

১০। 'চৈতন্যমঙ্গল'—লোচনদাস ; বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই সম্পাদিত, সাহিত্যলোক প্রথম সংস্করণ, জুলাই ২০০০, আদ্যখণ্ড, পৃ. ৮১।

১১।ঐ ; পৃ. ৮২।

লাগলেন। তিনি বললেন যে মিশ্র পুরন্দরের পুত্রের এত প্রশংসা যে সবাই করে তার কোনো অর্থ নেই। সে অতি দামাল ছেলে—

"এ ছার কে বোলে ভাল দেখি অতি ভামাল
মিশ্র পুরন্দর সুত এই।
সর্ব্বত্রে শুনিএ কথা ইহার সে গুণ গাঁথা
ভাল নাম ইহার নিমাঞি।।"[১২]

একথা শুনে গৌরহরিও রেগে গেলেন। তিনি ভোজনের কালে এর শোধ তুলবেন বললেন। অবাক হলেন মুরারি। পরে বাড়ি ফিরলেন। গৃহকাজে ব্যাপৃত হয়ে সব কথা ভুলে গেলেন। ভোজনের সময় হল। এদিকে বিশ্বম্ভর কটিতে ধরা বেন্ধে, শিরে তালঝুটি বেঁধে, গলায় রসের কাঠি, কণ্ঠে মুক্তার মালা পরে, নয়নে কাজল টেনে, স্বর্ণালঙ্কার পরে চরণে মগরা ঘাড়ু পড়ে, হাতে ক্ষীর নাড়ু নিয়ে মুরারির ঘরে চললেন। মুরারি তখন ভোজনে বসেছেন। বিশ্বম্ভর সেখানে উপস্থিত হয়ে গম্ভীর স্বরে মুরারি বলে ডাকলেন। গুপ্ত তাঁর গলার স্বর শুনে চমকে উঠলেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় ধীরে ধীরে সেখানে গিয়ে থালায় প্রস্রাব করলেন বালক। মুরারি ছি ছি করে উঠল আর বালক তা দেখে করতালি দিতে লাগলেন। বালক মুরারিকে উপদেশ দেওয়ার ছলে বললেন—

"কর শির নাড়িএগ ভক্তি যোগ ছাড়িএগ
তুমি তর্জ্জা বুঝাহ পারা।
জ্ঞান কর্ম্ম উপেক্ষিয়া কৃষ্ণ ভজ মন দিএগ
রসিক বিদগ্ধ চিদানন্দ।"[১৩]

এসব কথা বলে বালক নিমাই কোথায় চলে গেলেন। মুরারি আর তাঁকে দেখতে পেলেন না। তিনি মনে মনে ধারণা করলেন শচীনন্দন সাক্ষাৎ ঈশ্বর। অতি আনন্দিত চিত্তে তিনি পুরন্দর মিশ্রের কাছে উপস্থিত হলেন। তখন মিশ্র দম্পতি তার বালক-পুত্রকে কোলে নিয়ে আদর করছিলেন। পুত্রের গালে চুম্বন চিহ্ন এঁকে দিচ্ছিলেন। বৈদ্য তার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে শচী জগন্নাথ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মুরারি কোনো কথা বলতে পারলেন না। বালককে দেখে তার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হয়ে উঠল। মুরারি বয়সে শ্রীচৈতন্যের চেয়ে বড় হলেও তাঁর পায়ে ধরে প্রণাম করতে লাগলেন। এসব দেখে বিশ্বম্ভর যেন মায়ের কোলে প্রবেশ করতে চাইলেন। শচী জগন্নাথ বলতে লাগলেন মুরারি দেবতা

১২। ঐ ; পৃ. ৮৩।
১৩। ঐ ; পৃ. ৮৩।

সমান, বালক পুত্রকে প্রণাম করা তাঁর উচিত নয়। সমস্ত লোক মুরারিকে মুনিতুল্য মান্য করে। বালক কি কোনো অপরাধ করেছে তাঁর কাছে? বরং শিশুকে মুরারি যেন আশীর্ব্বাদ করেন চিরজীবী হওয়ার। মুরারি হেসে বলেন যে এই পুত্র আসলে ভগবান। বহু আনন্দ নিয়ে ফিরে গেলেন মুরারি। পরে অদ্বৈত আচার্যের কাছে গিয়ে তাকে প্রণাম করে তিনি বিশ্বম্ভরের স্বরূপ জানতে চাইলেন। অদ্বৈত মুরারিকে বিশ্বম্ভরের স্বরূপ জানালে দুজনে প্রেমানন্দে কোলাকুলি করলেন।

মুরারি এবং নিমাই উভয়েই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলের ছাত্র। টোলের সেরা ছাত্র নিমাই। তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ। সকল ছাত্রই তাঁকে সমীহ করেন। তিনি কাউকেই গ্রাহ্য করেন না। যার তার সঙ্গে এমনকি বিখ্যাত পণ্ডিতদের সঙ্গেও তর্ক জুড়ে দেন। তিনি সবাইকে পরাস্ত করেন। তাঁর কাছে অনেকেই পুঁথির পাঠ দেখাতে আসেন। কিন্তু মুরারি আপন মনে তার নিজের পাঠ নিজেই দেখেন। নিমাই-এর কাছে কোনোদিনই আসেন না। মুরারি গম্ভীরভাবে তাঁর পাঠে নিমগ্ন থাকেন। তিনি কারো সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা বলেন না। নিমাই মনে মনে বিরক্ত হন। মুরারিকে উদ্দেশ্য করে একদিন তিনি বলেন—

ইযে আছে কোন বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন।।
সন্ধিকার্য না জানিয়া কোন কোন জনা।
আপনে চিন্তয়ে পুঁথি প্রবোধে আপনা।
অহঙ্কার করি লোক ভালে মুর্খ হয়।
যেবা জানে তার ঠাঞি পুঁথি না চিন্তয়।।"[১৪]

মুরারি নিমাই-এর অহঙ্কারপূর্ণ কথা শুনেও নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন। তথাপি নিমাই তাকে এবার প্রত্যক্ষভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন—

বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা পাতা দিয়া গিয়া রোগী কর দঢ়।।
ব্যাকরণশাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি।।
মনে মনে চিন্ত তুমি কি বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া।।"[১৫]

১৪। 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'—বৃন্দাবন দাস ; সাহিত্য অকাদেমি দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, সুকুমার সেন (সম্পাদিত) পৃ. ৪৫।

১৫। ঐ ; পৃ. ৪৫।

মুরারি জাতিতে বৈদ্য, তাই তাঁর উচিত কবিরাজী বিদ্যা শিক্ষা করা। ব্যাকরণশাস্ত্র তাঁর চর্চার বিষয় হতে পারে না। মুরারি নিজেও রুদ্র-অংশ। পরম খরতর হলেও তিনি বিশ্বম্ভরের কথায় সংযম রক্ষা করে উত্তর দিলেন—

বড়ত ঠাকুর।
সবারেই চাল দেখি সগর্ব প্রচুর।।
সূত্রবৃত্তি পাঁজি টীকা যে সূত্র দুস্কর।
আমা জিজ্ঞাসিয়া কিবা না পাও উত্তর।।
বিনা জিজ্ঞাসিয়া বল কি বুঝিস তুঞি।
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলিব মুঞি।।"[১৬]

নিমাই সেদিনের পড়া বলতে বললেন। গুপ্ত ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। প্রভু সেই ব্যাখ্যা খণ্ডন করলেও মুরারিকে জয় করতে পারলেন না। কারণ মুরারিও পরম পণ্ডিত। তবে মুরারি বুঝতে পারলেন নিমাই খুব বড় পণ্ডিত। তাঁর কাছে শিক্ষা নিলেও তা লজ্জার নয়। নিমাই এর স্পর্শে আনন্দিত হয়ে মুরারি নতিস্বীকার করে বললেন—

"চিন্তিক তোমার স্থানে শুন বিশ্বম্ভর।।"[১৭]

গয়া থেকে পিতৃপিণ্ড দিয়ে ফিরে আসার পর শ্রীচৈতন্য দিব্যভাবে ও হরিসঙ্কীর্তনে বিভোর হয়ে থাকতেন। ১৫০৯ থেকে ১০ সাল পর্যন্ত এই ভাবপ্রকাশ চলেছিল। এই সময়ের মধ্যে কোনো একদিন শ্রীবাসের ঘরে মহাপ্রভুর দিব্যভাব প্রকাশ পেল।

এরপরে একদিন বরাহভাবের শ্লোক শুনে মুরারির ঘরে চললেন প্রভু। শ্রীরামচন্দ্রের যেমন হনুমানের প্রতি টান ছিল, সেরকম মুরারির প্রতি প্রভুরও ভালোবাসা ছিল। মুরারির ঘরে প্রভু শুকর শুকর বলে ডাকতে লাগলেন। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন গুপ্ত। এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। দেবমন্দিরে প্রবেশ করে বিষ্ণু খট্টার উপর উপবেশন করলেন প্রভু। তিনি সেইসময় ভাববিভোর। চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন—"এই বরাহ দন্তদ্বয় দ্বারা আমাকে মারতে আসছে।" পরে তিনি নিজেই বরাহভাবে জানুদ্বয় ভূমিতে রেখে চলতে শুরু করলেন হাতের দ্বারা। তাঁর চোখ ঘূর্ণিত হতে লাগল, ভীষণ হুঙ্কার দিতে দিতে তিনি দাঁতের অগ্রভাগ দ্বারা একটি জলপাত্র উত্তোলন করলেন। ক্ষণকাল

১৬। ঐ ; পৃ. ৪৫।
১৭। ঐ ; পৃ. ৪৫।

সেই পাত্রটি ধরে রেখে, পরে মুরারিকে তাঁর স্বরূপ বর্ণনা করতে বললেন। মুরারি ভূমিতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হয়ে বললেন যে তিনি তার স্বরূপ জানেন না, কেবল স্বয়ং তিনিই জানেন। প্রভু উপনিষদের একটি শ্লোক উচ্চারণ করলেন—

"আপনিপাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃস শৃনোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বংনহি তস্যবেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্।।"[১৮]

বেদ যে তাঁকে জানে না একথা নিশ্চয় করলেন ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্য। বৈদ্য মুরারি তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালে বিশ্বম্ভর 'প্রেমাময়ি'[১৯] (আমাতে প্রেম হোক) বলে আশীর্বাদ করলেন।

একদিন মুকুন্দ নামক এক বৈদ্যকে অনুশাসনের পর প্রভু মুরারিকেও শাসন করলেন। মুরারিকে ডেকে তিনি বললেন—"হে বৈদ্য! তুমি কেন অধ্যাত্মপর গীত রচনা করেছ? যদি জীবিত থাকতে ইচ্ছে হয় কিংবা শ্রীহরির প্রেমলাভের ইচ্ছা থাকে তাহলে ঐরকম অধ্যাত্মসঙ্গীত ত্যাগ করে শ্রীহরির গুণমহিমাসূচক শ্লোক রচনা কর।" প্রভুর এই কথা শুনে নারায়ণ গুপ্ত নামক এক বৈদ্য বিনয়ের সঙ্গে তাঁকে জানালেন—'হে প্রভু, এঁকে আজ্ঞা করুন যাতে তোমার অবতার এই মুরারি গুরুদেবের নাম গুণগান করতে পারেন।" প্রভু বললেন—"মুরারির তাই হবে। বৈদ্য যা বলবে তা সত্য হবে।"

আর একবার শ্রীবাসগৃহে প্রভু বললেন— "তোমরা কখনও কোথাও অধ্যাত্ম-চর্চা করো না। যদি এতে তোমাদের রুচি থাকে তবে আমি তোমাদের প্রেম দান করব না।" এই সময় মুরারিকে প্রভু বলেছিলেন যে কমলাক্ষের কাছ থেকে অর্থাৎ অদ্বৈত আচার্যের কাছে মুরারি অধ্যাত্ম-চর্চা (মায়াবাদ) শিখেছেন। তা না ছাড়লে প্রেমলাভ হবে না।

শ্রীবাসগৃহে দিব্যভাবাবিষ্ট প্রভু মুরারিকে ডেকে বললেন—"তোমার রচিত সেই কবিতাটি পাঠ কর তো।" মুরারি সুললিত পদসমন্বিত রামাষ্টকটি পাঠ করলেন। প্রভু মুরারির মুখে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের শ্লোকাষ্টক শ্রবণ করে মুরারির মস্তকে স্বচরণ অর্পণ করলেন আর তাঁর ললাটে 'রামদাস' লিখে দিয়ে বললেন—'তুমি আমার প্রসাদে রামদাস হও।" এই কারণেই মুরারিকে হনুমানের অবতাররূপে বন্দনা করেন বৈষ্ণব সমাজ।

১৮। 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম'—মুরারি গুপ্ত ; দ্বিতীয় প্রক্রম, দ্বিতীয় সর্গ শ্লোক-২৩, হরিদাস দাস অনূদিত, মৃণালকান্তি ঘোষ প্রকাশিত, ৪৫৯ গৌরাব্দ, পৃ. ৪৭।
১৯। ঐ ; পৃ. ৪৮।

মুরারি শ্রীচৈতন্যকে রামচন্দ্ররূপে দেখতেন। একবার বিশেষ ভাবের আবেশে মুরারি শ্রীচৈতন্যের দেহে রামের প্রকাশ দেখলেন—

"মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক।
দুর্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।।
বীরাসনে বসিয়াছে মহা ধনুর্দ্ধর।।
জানকী লক্ষণে দেখে বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিগে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে।।"[২০]

রামরূপ দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ল মুরারি। বিশ্বম্ভর ভাবাবেশে তাকে 'বানরা' সম্বোধন করে বললেন—

পাসরিলি তোয়ে পোড়াইল সীতা চোরা।।
তুঞি তার পুরী পুড়ি কৈলি বংশক্ষয়।
সেই প্রভু আমি তোরে দিল পরিচয়।।"[২১]

মুরারি ভাবে বিভোর হয়ে গেলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বললেন। মুরারি জন্মে জন্মে তাঁর দাস হওয়ার প্রার্থনা জানালেন।

প্রভুর সংকীর্তন লীলার মুখ্য সদস্য ছিলেন মুরারি গুপ্ত। লোচনদাস তাঁর চৈতন্যমঙ্গলে বারবার উল্লেখ করেছেন মুরারির কীর্তনের কথা—

"শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
ইঙ্গিত বুঝিয়া গায় বাঢ়ে প্রেমানন্দ।।"[২২]

মুরারি যে সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন তাঁর রচিত পদগুলি থেকেও তা বোঝা যায়। পদগুলির উপর রাগ-রাগিণীর উল্লেখ রয়েছে। সুললিত পদগুলি মুরারির সঙ্গীতপ্রীতির পরিচায়ক।

মুরারি প্রতি যুগেই প্রভুর বহনকারী। সত্যযুগে বিষ্ণুবাহন গরুড়, ত্রেতাযুগে হনুমান। তাই মুরারির দেহে কখনো কখনো গরুড়ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটত। একদিন মহাপ্রভু যখন শ্রীরামের বাড়িতে 'গরুড় গরুড়' বলে ডাকছিলেন তখন মুরারি গরুড়ভাবের আবেশে শ্রীবাসের গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় উপস্থিত হয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের সুবিশাল দেহকে তিনি কাঁধে নিয়ে শ্রীবাস অঙ্গনে ঘুরেছিলেন। মুরারি যে অত্যধিক বলশালী ছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

২০। 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'—বৃন্দাবন দাস ; সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ. ১৪৩।

২১। ঐ ; পৃ. ১৪৩

একদিন প্রভু মুরারিকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন যে দাস্যভাবের ভজনা অপেক্ষা মধুর রসের ভজনা শ্রেষ্ঠ। মধুররসের শ্রেষ্ঠতার কথা শুনে মুরারি তা স্বীকার করলেন। রাত্রিতে তাঁর নিদ্রা হল না। তাঁর ইষ্টদেবতা রামকে ত্যাগ করতে হবে একথা ভেবে তাঁর কষ্ট হতে লাগল। শেষে রঘুনাথের কাছে তিনি জানালেন যে রামচন্দ্রকে ত্যাগ করার থেকে তাঁর মৃত্যু হওয়াই শ্রেয়। সারারাত এরকম চিন্তাভাবনার মধ্যে রজনী অতিবাহিত হল। সকালবেলায় প্রভুর কাছে তিনি গেলেন। তিনি জানালেন যে রঘুনাথের পায়ে তিনি তাঁর মাথা বিক্রি করেছেন। তিনি সেই রামপদ ছাড়তে পারছেন না। আবার প্রভুর আজ্ঞাও তিনি পালন করতে পারছেন না। তাই তিনি প্রার্থনা করলেন প্রভুর সামনেই যেন তাঁর মৃত্যু হয়। মুরারির প্রতি প্রসন্ন হলেন প্রভু। এই একনিষ্ঠ ভক্তি দেখে তিনি আশীর্বাদ করলেন যে মুরারি দাস্যরসের উপাসক হলেও তাঁর হৃদয়ে ব্রজের মধুর রস স্ফূরিত হবে।

মুরারির প্রতি প্রভু সর্বদাই প্রসন্ন—'মুরারি গুপ্তের প্রভু বড় সুখী মনে।'[২৩] একদিন মুরারি গুপ্ত প্রথমে শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করে পরে শ্রীনিত্যানন্দকে প্রণাম করলেন। প্রভু বললেন—

"যে করিলা মুরারি না হয় ব্যবহার।
ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার।।
কোথা তুমি শিখাইয়া ইহা যে না জানে।
ব্যবহারে হেন ধর্ম তুমি লংঘ কেনে।।"[২৪]

রাত্রিতে মুরারি স্বপ্ন দেখলেন শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ আসলে কৃষ্ণ ও বলরাম। স্বপ্নে প্রভু বললেন—"আমি যে কনিষ্ঠ মনে বুঝহ বিচারি।" জেগে উঠে গুপ্ত কাঁদতে লাগলেন। মুরারির স্ত্রী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে লাগলেন। এরপর থেকে শ্রীনিত্যানন্দকে মুরারি প্রথমে প্রণাম করতে লাগলেন। কৃপা করে শ্রীচৈতন্য মুরারিকে চর্বিত তাম্বুল দান করলেন। গুপ্তকে লক্ষ্য করে ভাবাবেশে প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কথা প্রভু প্রচার করতে লাগলেন। প্রভু মুরারিকে আলিঙ্গন দিয়ে বললেন—

২৩। 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'—বৃন্দাবন দাস ; সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ. ১৯৬।

২৪। ঐ ; পৃ. ১৯৬।

"সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ।"[২৫]

মুরারি ভাবাবেশে ঘরে ফিরে অন্ন খেতে চাইলে তাঁর স্ত্রী অন্ন এনে দিলেন। মুরারি ঘৃত মেখে অন্ন নিজের মুখে না তুলে 'খাও খাও কৃষ্ণ' বলতে লাগলেন। মুরারির দেওয়া অন্ন প্রভু ভোজন করলেন, কিন্তু অতিরিক্ত অন্ন খেয়ে প্রভুর অজীর্ণ হয়ে গেল। সকালে মুরারির কাছে অজীর্ণের ঔষধ নিতে এলেন তিনি। মুরারি ভাবাবেশে অন্ন তুলে দেওয়ায় বুঝতে পারেন নি তিনি কি করেছেন। প্রভু ঘটনার কথা তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন। আর ঔষধ হিসেবে কেবল জল চাইলেন। মুরারি জলপাত্র ধরলে প্রভু তা পান করলেন।

"এইমত মুরারির প্রতি দিনে দিনে।
কৃপা করে মহাপ্রভু আপনা আপনে।।"[২৬]

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বেই সেই বিরহবেদনার কথা ভেবে মুরারি আত্মঘাতী হওয়ার জন্য ছুরী প্রস্তুত রেখেছিলেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রচেষ্টায় তিনি আত্মঘাতী হতে পারেননি। শ্রীচৈতন্য মুরারিকে জানিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর নিকট নিরন্তর থাকবেন, তাছাড়া মুরারির বিরহও তিনি সহ্য করতে পারবেন না। লোচনদাস লিখছেন—

"মুরারি কান্দনা প্রভু সহিতে কাতর।
অস্তব্যস্তে উঠিঞা চলিল নিজ ঘর।।
মুরারিকে প্রবোধ কহিল এক বাণী।
তোমার নিকট নিরন্তর আছি আমি।।"[২৭]

প্রভুর সন্ন্যাসে মুরারি তীব্র বেদনায় ভেঙে পড়েছিলেন। সমসাময়িক কালের পদকর্তাদের পদে মুরারির এই বিরহজনিত ক্রন্দনের উল্লেখ আছে। বাসু ঘোষ তাঁর একটি পদে লিখেছেন—

"নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গ সুন্দরে।
ডুবিল ভকত সব শোকের সাগরে।।

২৫। 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'—বৃন্দাবন দাস ; ঐ, পৃ. ১৯৬।

২৬। ঐ ; পৃ. ১৯৭।

২৭। 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'—লোচনাদাস ; বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ই (সম্পাদিত), সাহিত্যলোক, প্রথম সং. ২০০০, পৃ. ২৩৭।

কাঁদিছে অদ্বৈতাচার্য শ্রীবাস গদাধর।
বাসুদেব দত্ত কাঁদে মুরারি বক্রেশ্বর।।''[২৮]

সন্ন্যাসের পর শ্রীনিত্যানন্দ যখন কৌশলে কাটেয়ো থেকে প্রভুকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের ঘরে নিয়ে এলেন এবং সে খবর শচীমাতাকে জানিয়ে তাঁকে নিতে এলেন তা মুরারি জেনে পদ রচনা করেছিলেন—'' প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।''[২৯] ''চলিলা নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।''[৩০] এবং ''ধর ধর ধর রে নিতাই।''[৩১] পদগুলি ধারাবাহিক ঘটনার বিবরণ। আমরা মুরারি গুপ্তের কবিত্বশক্তির বিচার প্রসঙ্গে বিশদভাবে পদগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রভু শান্তিপুর থেকে নীলাচলে গেলেন। দুবছর দক্ষিণাঞ্চল ভ্রমণ করে পুনরায় নীলাচলে ফিরলেন। গৌড় ভক্তমণ্ডলী জগন্নাথের রথযাত্রার সময় পুরী বা নীলাচল যাওয়ার জন্য শান্তিপুরে সমবেত হলেন। অদ্বৈতকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা নীলাচলে নরেন্দ্র সরোবরতীরে এলেন। সেখান থেকে কীর্তন শুরু হল। একেবারে কাশী মিশ্রের বাড়িতে গিয়ে তা শেষ হল। প্রভু ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুরারির খোঁজ করলেন। ভক্তেরা মুরারিকে নরেন্দ্র সরোবর তীরে বিবশ অবস্থায় পেলেন। প্রভুর ডাকে তিনি সেখানে গেলেন। তখন—

মুরারি দেখিয়া প্রভু উঠিলা মিলিতে
পাছে পাছে ভাগে মুরারি লাগিলা বলিতে।।
মোরে না ছুঁইহ মুঞি অধম পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ কলেবর।।''[৩২]

প্রভু মুরারিকে দৈন্য সম্বরন করতে বললেন। তাঁকে কাছে বসিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর গায়ে পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিলেন।

মুরারির সঙ্গে মহাপ্রভুর যোগযোগ ছিল শেষ জীবন পর্যন্ত। ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যর তিরোধানের পর আরো কয়েক বছর মুরারি জীবিতছিলেন। আনুমানিক ১৫৩৫-১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর তিরোধান ঘটেছিল। মহাপ্রভু অপ্রকট হওয়ার পর সেই বিরহ মুরারি খুব বেশিদিন সহ্য করতে পারেন নি।

২৮। 'বৈষ্ণব পদাবলী'—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পা) ; সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৭৯।
২৯। ঐ ; পৃ. ১৪৮।
৩০। ঐ ; পৃ. ১৪৮।
৩১। ঐ ; পৃ. ১৪৯।
৩২। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত, শ্রীগুরু লাইব্রেরী সংস্করণ, পৃ ৬৭৫।

কাব্য-পরিচিতি

মুরারি গুপ্তের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' কাব্য চারটি প্রক্রমে বিভক্ত। প্রতিটি প্রক্রমেই রয়েছে কয়েকটি করে সর্গ। প্রথম প্রক্রমে ষোলটি, দ্বিতীয় প্রক্রমে আঠারোটি, তৃতীয় প্রক্রমে আঠারোটি এবং চতুর্থ প্রক্রমে ছাব্বিশটি সর্গ আছে। মোট ৭৮ সর্গে সাড়ে ১৮০০ শ্লোকের একটি সুবিশাল মহাকাব্য এই গ্রন্থটি।

কাব্যমধ্যে অধিকাংশ সর্গেরই নামকরণ করেছেন কবি। যেমন নারদানুতাপ, নারদপ্রশ্ন, শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব, বাল্যক্রীড়া, শ্রীমদীশ্বরপুরীদর্শন, গয়াগমন ইত্যাদি। তবে দু-একটি ক্ষেত্রে কবি সর্গের নাম দেন নি। যেমন দ্বিতীয় প্রক্রমের ষষ্ঠ সর্গের কোনো নাম কবি দেন নি, চতুর্থ প্রক্রমের ষড়বিংশ সর্গেরও কোনো নাম নেই।

মুরারির কাব্যের প্রথম প্রক্রমের বিষয় এরকম—নারদ বহির্মুখ জনগণকে দেখে অনুতাপ করতে লাগলেন। বৈকুণ্ঠে নারদ উপস্থিত হলে তাকে সান্ত্বনা দিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হলেন। বাল্যলীলাকালে ব্রাহ্মণের ভোজন করলেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিলেন, জগন্নাথ পরলোকগমন করলেন। তাঁর পরিবারে দুঃখ নেমে এল। বালক নিমাই বিদ্যারসে মত্ত হলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল। প্রভু বঙ্গদেশ গমন করলেন। লক্ষ্মী নির্বাণ লাভ করল। শচীর শোক নিবারণের জন্য নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করলেন। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল গয়ায়। পিতৃপিণ্ড দান করে ফিরে এলেন প্রভু।

দ্বিতীয় প্রক্রমের বিষয় সূত্রকারে এরকম—প্রভুর ভাবপ্রকাশ, বরাহবেশ ধারণ, সংকীর্তন আরম্ভ, মেঘনিবারণ, ব্রাহ্মণবালকের মুখে নামে অর্থবাদকল্পনা শুনে গঙ্গায় পতন ও উত্থান, অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে মিলন, নিত্যানন্দ দর্শন, হরিমন্দির মার্জন, নৃত্যবিলাস, বলরামের রসাবেশে মধুপান, সন্ন্যাসের সূচনা, মুরারি প্রভৃতিকে সান্ত্বনা দান।

তৃতীয় প্রক্রমের বিষয় নিম্নরূপ—কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসগ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারণ, শ্রীচৈতন্যের শান্তিপুর আগমন, শ্রীনিত্যানন্দ কর্তৃক প্রভুর দণ্ডভঞ্জন, বিভিন্ন তীর্থদর্শন, সার্বভৌম উদ্ধার, প্রভুর দক্ষিণদেশ গমন, বাসুদেব উদ্ধার, রামানন্দ মিলন, পরমানন্দপুরীর সঙ্গে মিলন, সেতুবন্ধ রামেশ্বর,

রঙ্গক্ষেত্র দেখে গৌড়দেশে আগমন, বাচস্পতি গৃহে অবস্থান, বৈভব প্রকাশ, দেবানন্দকে শিক্ষাদান, রামকেলি ও কানাই নাটশাল পর্যন্ত গমন, পুনরায় শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে অবস্থান, মাতার সঙ্গে মিলন ও নীলাচলে গমন।

চতুর্থ প্রক্রমের বিষয়—প্রভুর বৃন্দাবন গমনে ভক্তগণের বিলাপ, কাশীবিশ্বেশ্বর দর্শন, প্রয়াগে মাধবদর্শন, যমুনাতীরে গমন, কৃষ্ণদাসের সঙ্গে মিলন, লীলাকুণ্ড দর্শন, প্রয়াগে ফিরে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে মিলন, কাশীতে সনাতনের সঙ্গে মিলন, নবদ্বীপে আগমন, শচীমাতার চরণবন্দনা, পুনরায় নীলচলে গমন, প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার, ভক্ত রামদাসের প্রতি অনুগ্রহ, নানাবিধ দিব্যলীলা।

মুরারি তাঁর গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দরভাবে শ্রীচৈতন্যের দিব্যলীলা বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের রীতি অনুসরণ করেই তিনি কথোপকথনের ভঙ্গীতে (দামোদর পণ্ডিতের জিজ্ঞাসা ও মুরারির উত্তর) এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্’ কাব্যের রচনাকাল

মুরারি গুপ্তের কাব্যটিতে চতুর্থ প্রক্রমের যড়বিংশ সর্গের ৩২তম শ্লোকে এর রাচনাকাল সম্পকির্ত একটি শ্লোক দেওয়া আছে। শ্লোকটি হল—

“চতুর্দ্দশশতাব্দান্তে পঞ্চত্রিংশতিবৎসরে।
আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ।।”[৩৩]

মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত প্রথম দুই সংস্করণে পঞ্চত্রিংশতির পরিবর্তে ‘পঞ্চবিংশতি’ ছিল। এই পরিবর্তনের পর গ্রন্থের রচনাকাল দাঁড়ায় ১৪৩৫ শক। কিন্তু মুরারি গুপ্তের কাব্যে শ্রীচৈতন্যের সমগ্র জীবনের বর্ণনা রয়েছে। শ্রদ্ধেয় মৃণালকান্তি ঘোষ তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এ বিষয়ে লিখেছিলেন—

“একটী কথা বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। মুরারির কড়চার শেষে আছে ১৪৩৫ শকে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৪৩৫ শকে তিনি জননী জন্মভূমি ও জাহ্নবী দেখিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে গমন করেন। তাহা হইলে এই সময় পর্য্যন্ত প্রভুর লীলা এই গ্রন্থে থাকিবার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীপ্রভুর শেষ দ্বাদশবর্ষের গম্ভীরালীলার কথাও এই গ্রন্থে আছে। ইহাতে বোধহয় ১৪৩৫ শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয় নাই, তাহার বহু বৎসর পরে মুরারি ইহা শেষ করিয়াছিলেন।”[৩৪]

একথা অবশ্যই সত্য। ‘১৪২৫ শক (বা ১৪৩৫ শক) আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীতে এই গ্রন্থ শেষ হয়।’—এটি অসম্ভব। কারণ ওই সময় পর্যন্ত মহাপ্রভুর বয়স ১৮ বা ২৮। গ্রন্থটিতে মহাপ্রভুর তিরোধানের কথাও উল্লিখিত (১।২।১২-১৪)। ড. দীনেশচন্দ্র সেন এই কারণেই বোধ হয় মনে করছিলেন শ্রীচৈতন্যের জীবনের ১৮ বৎসরের পরবর্তী সব ঘটনাই প্রক্ষিপ্ত। ১৩৪১ সালের ভাদ্র মাসের ‘বঙ্গশ্রী’ পত্রিকায় ড. সুকুমার সেন বলেন যে গ্রন্থখানি আনুমানিক ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়েছিল।[৩৫] কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ ১৪৮৬ থেকে

৩৩। ‘শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্’—মুরারি গুপ্ত ; হরিদাস অনূদিত, মৃণালকান্তি ঘোষ প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ, ৪৫৯ গৌরাব্দ।

৩৪। ঐ ; পৃ. ২।০ -২।,০।

৩৫। ‘শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান’—বিমানবিহারী মজুমদার ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৭৫।

১৫৩৩ শ্রীচৈতন্যের জীবনৎকাল। ড. বিমান বিহারী মজুমদার দেখিয়েছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাস বিরচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে মুরারির কাব্য গ্রন্থের চতুর্থ প্রক্রমের দশম সর্গ পর্যন্ত বিষয়কে অনুসরণ করা হয়েছে। তাছাড়া লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থেও মুরারির গ্রন্থের চতুর্থ প্রক্রমের চতুর্বিংশ সর্গ পর্যন্ত বিষয়কে অনুসরণ করা হয়েছে। আসলে এই সন্দেহের মূল কারণ অন্যত্র রয়েছে—কবিকর্ণপূর তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যম্' গ্রন্থে লিখেছেন (২০।৪২)—

"আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাস বিজ্ঞৈঃ
কেচিন্মুরারিরিতি-মঙ্গলনামধেয়ৈঃ।
যদ্‌যদ্বিলাসললিতং সমলেখি তজ্‌জ্ঞৈ-
স্তত্তদ্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ।।"[৩৬]

যিনি আশৈশব প্রভুর চরিত্র ও বিলাস বিষয়ে বিজ্ঞ, সেই মঙ্গলকর নামধারী মুরারি নামক কোনো ব্যক্তি যে বিলাস-লালিত্য সম্যক লিখেছেন, আমি শিশু তা দেখেই লিখছি। একথা বললেও কবিকর্ণপূর মুরারির গ্রন্থের প্রথম প্রক্রমের একাদশ সর্গ পর্যন্ত বিষয় নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করলেও বাকি অংশ নিজের মতো লিখেছিলেন। ড. মজুমদার অনুমান করেছেন—"তিনি (কবিকর্ণপূর) পিতার নিকট ও অন্যান্য ভক্তদের নিকট (যথা স্বগ্রামবাসী বাসুদেব দত্ত, নিকটবর্ত্তী কুমারহট্ট গ্রামবাসী শ্রীবাস, তাঁহার ভাইয়েদের বা শ্রীবাসের বাড়ীর অন্যান্য লোকের নিকট) নীলাচললীলা শুনিয়াছিলেন, তজ্জন্য মুরারির গ্রন্থকে তাদৃশ নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করেন নাই। তবে মুরারি যেমন শ্রীচৈতন্যের বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনের পর দুই চারিটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াই গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন, কবিকর্ণপূর তাহাই করিয়াছেন।"[৩৭] ড. মজুমদার মুরারি গুপ্তের কাব্যের রচনাকাল সম্পর্কে অনুমান করেছেন—

"মুরারির গ্রন্থ ১৫৩৩ হইতে ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল।"[৩৮] তাঁর এই অনুমানের কারণ ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যর তিরোধান ঘটে। আর কবিকর্ণপূর তাঁর মহাকাব্যটি লেখেন ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে। তাহলে এর মধ্যেই কোনো সময়ে এই কাব্যটি রচিত হয়েছিল। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম' গ্রন্থে লিখেছেন—

৩৬। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'— মুরারি গুপ্ত ; পৃ. ১১০।

৩৭। 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান'—বিমানবিহারী মজুমদার ; পৃ. ৮০-৮১।

৩৮। ঐ ; পৃ. ৮১।

"১৫১৬ থেকে ১৫৪২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মুরারি গুপ্তের গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়েছিল বলে স্থির করা গেল।"[৩৯] তাঁর এই মন্তব্যের কারণ হল ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন ও আরও কয়েকটি স্থান ভ্রমণ করে নীলাচলে ফিরে আসেন। এর পরেই ঘটনার আর বিশেষ কোনো বিবরণ নেই।

আমাদের মনে হয় ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতটিই শ্রদ্ধেয়। এই কাব্যটি শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের পরেই রচিত হয়েছিল—আনুমানিক ১৫৩৩ থেকে ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

ড. সুশীলকুমার দে মনে করেন—

"The work may have been composed during Caitanya's life time, but since it alludes to his passing away, it is probable that it came into existence after his death (1533 A.D.)."[৪০]

৩৯। 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম'—সুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারতী বুক স্টল, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ. ৩৪।

৪০।'Early History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal'– Susil Kr. De ; Firma K.L.M. ; Second Ed. 1961; Page 38-39.

মুরারির কাব্যের শ্রেণিবিচার

মুরারির 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্' কাব্য কড়চা শ্রেণির রচনা হিসেবে পরিচিত। যদিও কবিকর্ণপূর তাঁর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' কাব্যে এই গ্রন্থকে 'চৈতন্যচরিতামৃত' বলেছেন—

"মুরারি গুপ্তচরণৈশ্চতন্যচরিতামৃতে।"[৪১]

তবু কড়চা নামটিই প্রচলিত। এর কারণ বোধ হয় মুরারির নিজের কথা এবং কৃষ্ণদাস করিরাজের উক্তি।

মুরারি তাঁর কাব্যের শেষে বলেছেন—

"এতত্তে কথিতং সূত্রং শ্রীকৃষ্ণচরিতং দ্বিজ।
বর্ণয়িষ্যন্তি বিস্তারৈঃ শ্রীবাসাদ্যা মহত্তমাঃ।।[৪২]

অর্থাৎ হে দামোদর দ্বিজ! এই আমি তোমাকে চৈতন্যকৃষ্ণের চরিতসূত্র বললাম। শ্রীরামাদি মহোত্তমগণ সবিস্তারে তা বর্ণনা করবেন।

মুরারি গ্রন্থশেষে সমগ্র গ্রন্থের সূত্রটি দিয়ে দিয়েছেন (গ্রন্থানুবাদ নামক পঞ্চবিংশ সর্গে)। পরবর্তীকালে কবিকর্ণপূর তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে নবদ্বীপ লীলার অংশটুকু অনুসরণ করায় এবং কৃষ্ণদাস—

"আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত।।"[৪৩]

এইসব কথা বলায় মুরারির কাব্যের সমগ্রতায় সন্দেহ দেখা দেয়। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এই কাব্যের সমগ্রতায় সন্দেহ থাকে না।

৪১। 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'—কবিকর্ণপূর, অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ২০০৭, শ্লোক ৯৪, পৃ. ১৯।

৪২। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'—মুরারি গুপ্ত ; হরিদাস দাস অনূদিত, মৃণালকান্তি ঘোষ প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ, ৪৫৯ গৌরাব্দ, চতুর্থ প্রক্রম, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ, শ্লোক-১, পৃ. ১৭৯।

৪৩। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'—কৃষ্ণদাস কবিরাজ ; সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ সংস্করণ, পৃ. ৬৪।

মুরারির গ্রন্থ কড়চা নামে চিহ্নিত। এই গ্রন্থের আরেকটি নামই দাঁড়িয়েছে 'মুরারি গুপ্তের কড়চা'। কড়চা বলতে সংক্ষিপ্ত নোট বোঝায়। কিন্তু এই কাব্য সুবৃহৎ। গ্রন্থের মোট চারটি প্রক্রমে ৭৮টি সর্গ রয়েছে। শুধু প্রথম প্রক্রমেই আছে ১৬টি সর্গ—৪৩৮টি শ্লোক। কড়চার পক্ষে এই পরিমাণও অত্যধিক। ড. সুকুমার সেন বলেছিলেন—

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানিতেন যে চৈতন্যের আদি ও শেষ লীলা দুই ভক্ত "কড়চা" বা সূত্ররূপে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন।... মুরারি গুপ্ত মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলাই সূত্ররূপে গ্রথিত করিয়াছিলেন। এই কথা মনে রাখিলে ছাপা বইয়ের তিন-চতুর্থাংশ বাদ দিতে হয়। প্রথম চতুর্থাংশেও ভেজাল আছে। মুরারির আদি রচনা এই অংশে নিহিত বলিতে পারি।... গ্রন্থ-রচনাকাল মহাপ্রভুর ব্রজপর্যটনের অল্পকাল পরে। ...তাহার পরে একাধিকবার পরিবর্ধন হইয়াছে। সে পরিবর্ধন কাহার দ্বারা তাহা বলিতে পারি না।"[৪৪]

ড. সেন মনে করেছেন লোচন দাসের গ্রন্থের অনুসরণেই ছাপা বইটিতে শেষ সংস্করণ "বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।"[৪৫]

ড. সুকুমার সেনের মত আমরা মেনে নিতে পারি না। কারণ লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল ছাড়াও মাধবের 'চৈতন্যবিলাস' এবং নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নকরে' মুরারির কাব্যের অনুসরণ দেখা যায়। তাছাড়া ভক্তিরত্নাকরে ৪র্থ প্রক্রমের দশম সর্গ পর্যন্ত শ্লোক থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই সমগ্র কাব্যটিকেই আমরা প্রামাণিক বলছি। আসলে মুরারির গ্রন্থ কড়চা নয়, কাব্য। কাব্য হয়েও মহাকাব্যের মতো তা বিশাল ও গভীর। 'কড়চা' কথাটি বা ধারণাটি কিভাবে এল তা জানা নেই। সূত্র কথাটি মুরারি নিজেই বলেছিলেন। তবে তিনি এই বিশাল কাব্যকেই সূত্র বলেছিলেন। আসলে শ্রীচৈতন্যের সুবিশাল জীবনের প্রেক্ষাপটে তাঁর নিজের কাব্যকে ছোটো বা সংক্ষিপ্ত মনে হয়েছিল। তাছাড়া বাল্মীকির রামায়ণ কাব্যে যেমন প্রথমে কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সূত্র দেওয়া আছে, সেরকম মুরারি তাঁর কাব্যের শেষে সমগ্র কাহিনীসূত্র উল্লেখ করেছেন।

আমরা বলতে পারি মুরারির কাব্যের নাম মুরারি গুপ্তের কড়চা নয়, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'। কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় যাকে বলেছেন

৪৪। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—ড. সুকুমার সেন ; আনন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।

৪৫। ঐ ; পৃ. ২৫৮।

চৈতন্যচরিতামৃত। 'কড়চা' কথাটিকে মাথা থেকে সরিয়ে রাখলেই অনেক বিতর্কের অবসান ঘটবে। মুরারির এই কাব্যটি মহাকাব্য তুল্য একটি রচনা। কাব্যের মধ্যে মহাকাব্যোপম ছন্দ ও অলঙ্কারের সজ্জাও লক্ষ্য করা যায়। যেমন অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা—

অথাবসন্ গৃহে রম্যে মাত্রা সজ্জন বন্ধুভিঃ।।
মুমোদ চ সুরৈঃ সার্দ্ধং যথাদিত্য পুরন্দরঃ।।[৪৬]

৪৬। ''শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতনচরিতামৃতম্'—মুরারি গুপ্ত ; হরিদাস দাস অনূদিত, ড. মৃণালকান্তি ঘোষ প্রকাশিত ; চতুর্থ সংস্করণ, প্রথম প্রক্রম, ত্রয়োদশ সর্গ, শ্লোক-১, পৃ. ৩৩।

মুরারি গুপ্তের কবিত্বকথা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে বৈষ্ণবী কমললতাকে দিয়ে গাইয়েছেন—

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও

জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে

তারে তুমি কি আর বুঝাও।"[৪৭]

কমললতা বলেছেন এটি 'মুরারি ঠাকুরের' গান। পদাবলীরসিক কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র মুরারিকে সম্মান জানিয়েছিলেন তাঁর কবিত্বশক্তির কারণেই। গোকুলানন্দ দাস বা বৈষ্ণবদাস সম্পাদিত 'পদকল্পতরু', জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত ' গৌরপদতরঙ্গিণী', হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' প্রভৃতি পদসংকলন-গ্রন্থে মুরারির পদ সংকলিত হয়েছে। মুরারি তাঁর নিজের কাব্যের দ্বিতীয় প্রক্রমের গঙ্গামজ্জন নামক চতুর্থ সর্গের ২২-২৩ শ্লোকে জানিয়েছেন যে মহাপ্রভুই তাঁকে অধ্যাত্মসঙ্গীত ত্যাগ করে শ্রীহরির মহিমাসূচক শ্লোক রচনা করতে বলেছিলেন—

"কথং ত্বং কৃতবান্ বৈদ্য গীতমধ্যাত্মতৎপরম্।
জীবিতে যদি বাঞ্ছাস্তি প্রেম্নি বা তে হরৈঃ স্পৃহা
তদা গীতং পরিত্যজ্য কুরু শ্লোকং হরেঃ স্বয়ম্।
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ তং দেবং বিনয়েন ভিষক সুধীঃ।।[৪৮]

মুরারি গুপ্ত কেবল যে শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন তা নয়, বড় কবিও ছিলেন। বিশেষভাবে তাঁর লেখা গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগুলি প্রত্যক্ষদর্শীর প্রগাঢ় অনুভূতিতে লেখা সুসমৃদ্ধ পদ। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন—

"চৈতন্যের আদ্য অনুচরদের মধ্যে মুরারি গুপ্তকেই প্রথম পদাবলী রচয়িতা রূপে পাই।...বাঙ্গালায় ও ব্রজবুলিতে মুরারি সাত-আটটির বেশি গান (পদাবলী)

৪৭। 'শ্রীকান্ত'—শরৎচন্দ্র (চতুর্থপর্ব), সুকুমার সেন সম্পাদিত, আনন্দ, চতুর্থ সংস্করণ,১৪০৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৮১।

৪৮। 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'—মুরারি গুপ্ত, পৃ. ৫৩।

লিখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।"[৪৯] ড. সেনের এই অনুমান সঠিক নয়। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বৈষ্ণব পদাবলী' সংকলনে মুরারি গুপ্তের লেখা ১২টি পদ সংকলিত হয়েছে।

গৌরাঙ্গের বাল্যলীলা বিষয়ক পদ "শচীর আঙ্গিনা মাঝে" পদটিতে শ্রীচৈতন্যের মানবিক ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। পরবর্তীকালে বৃন্দাবন দাস এই পদটিকেই অনুসরণ করে বাল্যলীলার পরিচয় দিয়েছিলেন বোঝা যায়। পদটি নিম্নরূপ—

পাহিড়া

"শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড়া খাইয়া যায় পড়ি।।
বাঘনখ গলে দোলে বুক ভাসি যায় লালে
চাঁদমুখে হাসির বিজুলি।
ধুলামাখা সর্ব গায় সহিতে কি পারে মায়
বুকের উপরে লয় তুলি।।
কাঁদিয়া আকুল তাতে নামে গোরা কোল হৈতে
পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি।
হাসিয়া মুরারি বোলে এ নহে কোলের ছেলে
সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি"।।[৫০]

শচীর অঙ্গনমাঝে গোরাচাঁদ হামাগুড়ি দিচ্ছে। অপরূপ সাজে সে সজ্জিত। এই সদ্য হাঁটতে শিখেছে। মায়ের আঙ্গুল ধরে গুড় গুড় করে সে হাঁটে। আবার কখনো কখনো আছাড় খেয়ে পড়ে যায়। তার গলায় বাঘনখের মালা। লাল ফেলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছে সে। তার চন্দ্রমুখে বিদ্যুতের মতো দীপ্ত উজ্জ্বল হাস্যের

৪৯। 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাস'—ড. সুকুমার সেন, আনন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৩৪৪।
৫০। 'বৈষ্ণব পদাবলী'—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ১৪৭।

রেখা। সর্বাঙ্গে সে ধুলামেখে থাকে। মা তার ধুলিমলিন রূপ দেখে তাকে বুকে টেনে নেয়। কিন্তু মা বুকে টেনে নিলেও শিশু তার মায়ের কোলে থাকতে চায় না। কোল থেকে নেমে পড়ে। না নামালে কাঁদে। তারপর আবার মাটিতে গড়াগড়ি দেয়। মুরারি সর্বতত্ত্ববেত্তা কবির মতো বলেন—'এই ছেলে কোলে থাকার মতো নয়। পরে এই ছেলেই সন্ন্যাসী হবে।'

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পদটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"চৈতন্যদেবের বাল্যকৈশোর লীলাকে কেন্দ্র করিয়া মুরারির ভণিতায় যে দুই চারিটি পদ আছে, তাহার আন্তরিকতা অবশ্য স্বীকার্য। মুরারি চৈতন্যের শৈশব-বাল্য-কৈশোর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার এই পদগুলিতে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভক্তের ভক্তি মিশিয়া গিয়াছে। শিশু নিমাইয়ের এই চিত্রটি বাৎসল্যরসের স্নিগ্ধরূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছে।"[৫১]

বাল্যলীলার এই বিবরণ পাঠ করেই হয়ত বৃন্দাবন দাস লিখেছিলেন—

"গড়াগড়ি যায় প্রভু ধুলায় ধূসর।
হাসি উঠে জননীর কোলের উপর।।"[৫২]

মুরারির লেখা শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলার আর একটি বিখ্যাত পদ 'শচীর দুলাল মনোরঙ্গে"। এই পদটিও প্রত্যক্ষ লীলাদর্শীর বিবরণে পরম আন্তরিকতাপূর্ণ। পদটি নিম্নরূপ—

"শচীর দুলাল মনোরঙ্গে।
খেলে সম বয় শিশু সঙ্গে।।
মাঝে গোরা শিশু চারি পাশে।
নাচে আর মৃদু মৃদু হাসে।।
হাতে হাতে করে ধরাধরি।
তালে তালে নাচে ঘুরি ঘুরি।।
ক্ষণে ঘন দেয় করতালি।
ক্ষণে কেহ কহে ভালি ভালি।।
গোরা যবে বলে হরি হরি।।

৫১। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃতীয় সংস্করণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৩, পৃ. ৬৪৮-৪৯।

৫২। 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'—বৃন্দাবন দাস, সাহিত্য অকাদেমি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১, পৃ. ১৭।

ঘন ঘন হরিবোল শুনি।
কাঁপে কলি পরমাদ গুণি।।
মুরারি আনন্দে ভরপুর।
পাপের রাজত্ব হৈল দূর।।[৫৩]

শচীর দুলাল মনের আনন্দে খেলা করছে। তার সঙ্গে রয়েছে সমবয়সী শিশুরা। সে নাচছে আর মৃদু মৃদু হাসছে। গৌরাঙ্গের চারপাশ বেষ্টন করে দাঁড়িয়ে আছে অন্যান্য শিশুরা। তার হাত ধরাধরি করে তালে তালে ঘুরে নাচছে। কেউ করতালি দিচ্ছে কেউ বলছে ভালো ভালো। গৌরাঙ্গ যখন হরি বলে ধ্বনি তুলছে। শিশুগণও একই সঙ্গে হরিধ্বনি করছে। তাদের ঘন ঘন হরিধ্বনি শুনে কলি প্রমাদ গুণেছে। মুরারি এই দৃশ্য দেখে আনন্দিত। তিনি মনে ভাবছেন এবার পাপের রাজত্ব দূর হল।

গৌর-গদাধর বিলাসকে কেন্দ্র করে প্রথম পদ রচনা করেছিলেন সম্ভবত মুরারি গুপ্ত। পরবর্তীকালে নরহরি সরকার ঠাকুর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। গৌরনাগরীভাবের অজস্র পদ রচিত হয়। লোচন দাস নরহরি সরকার ঠাকুরের সুযোগ্য শিষ্য হিসেবে এই গৌরনাগরী ভাবসাধনাকে প্রচার করেন। গৌরাঙ্গ-সমসাময়িক কালের কবি বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়ও গৌর-গদাধর বিষয়ক পদ ও গৌর-নাগরীভাবের একটি পদ রচনা করেছিলেন। মুরারির লেখা পদটি হল—

পঠমঞ্জরী

গদাধর অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ মিলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া।।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে।
রাধাভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে।।
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখখানি।।
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে।। ৪।।[৫৪]

৫৩। 'বৈষ্ণব পদাবলী'—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ; সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ ; ২০০০, পৃ. ১৪৭।

৫৪। ঐ ; পৃ. ১৪৭।

বৃন্দাবনের ভাবে ভাবাবিষ্ট গৌরাঙ্গসুন্দর। গদাধরের অঙ্গে প্রভু তাঁর অঙ্গ হেলিয়ে রেখেছেন। তিনি বৃন্দাবনের গুণগান করছেন। বিভোর হয়ে ক্ষণে ক্ষণে তিনি হাসছেন আর ক্ষণে ক্ষণে তিনি কাঁদছেন। বাহ্যশূন্য হয়ে গেছেন। রাধাভাবে তাঁর প্রাণ আকুল হয়েছে। গোকুলকে আবার মনে পড়েছে। ভাববিভোর শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ চমৎকার। তাঁর দেহরূপ অনন্ত অনঙ্গকে যেন জয় করেছে। তাঁর মুখ কত কোটি চাঁদকে হার মানায়। গদাধর-গৌরাঙ্গের এই সম্মিলিত রূপ দেখলে ত্রিভুবন রসে দ্রবীভূত হয়। মুরারি গুপ্ত যে কেন এই রসে বঞ্চিত তা তিনি জানেন না।

মুরারি তাঁর জীবনীকাব্যেও শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে শ্রীগদাধরের অন্তরঙ্গতাঁর কথা লিখেছেন। কাব্যের দ্বিতীয় প্রক্রম, তৃতীয় সর্গে তিনি লিখেছেন—

গদাধরো মহাপ্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ সৎকুলোদ্ভবঃ।
প্রেমভক্তশ্চ তৎপাদ্যসন্নিকর্ষেঽভিতিষ্ঠীতি।।[৫৫]

অর্থাৎ, সৎকুলজাত মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রীগদাধর তাঁর প্রেমভক্ত—সর্বদাই তাঁর চরণ- সন্নিধানে বাস করেন।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আক্ষেপানুরাগের পদ হিসেবে মুরারি গুপ্তের দুটি পদ সংকলন করেছেন। আমরা এই পদকেই 'গৌর-নাগর' ভাবের পদ হিসেবে আলোচনা করতে চাই। এছাড়া 'শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের রূপ বর্ণন' শীর্ষক ''একদিন মনে আনন্দ বাড়ল।'' পদটিও গৌরনাগরীভাবের পদ। প্রথম পদটি ''সখি হে গোরা কেন নিঠুরাই মোহে।''

সুহই

''সখি হে গোরা কেন নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া দিয়া সেই পদছায়া।
বঞ্চল এ অভাগীরে কাহে।। ধ্রু।।
গৌরপ্রেমে সঁপি প্রাণ জিউ করে আনচান
স্থির হৈয়া রইতে নারি ঘরে।
আগে যদি জানিতাম পিরীতি না করিতাম
যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে।।

৫৫। 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'—মুরারি গুপ্ত, হরিদাস দাস অনূদিত, মৃণালকান্তি ঘোষ প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ, ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৪৯।

আমি ঝুরি যার তরে সে যদি না চায় ফিরে
এমন পিরীতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে বজর ক্ষেপিলে তাহে
যায় ফাটি যায় কিনা বুক।।
মুরারি গুপত কয় পিরীতি সহজ নয়
বিশেষে গৌরাঙ্গ-প্রেমের জ্বালা।
কুল মান সব ছাড় চরণ আশ্রয় কর
তবে সে পাইবা শচীর বালা''।।[৫৬]

গৌরপ্রেমমত্তা কোনো নাগরীভাবসম্পন্না একজন সখীকে বলছেন—গোরা কেন তাঁর প্রতি এত নিষ্ঠুর। সমস্ত জগতকে যিনি তাঁর পদছায়া দান করে মুগ্ধ করেছেন, তিনি কেন অভাগীকে বঞ্চনা করলেন। গৌরপ্রেমে তিনি তাঁর প্রাণ সমর্পণ করে দিয়েছেন। আর তিনি স্থির হয়ে ঘরে থাকতে পারছেন না। প্রাণ আনচান করছে। তিনি (ঐ মেয়েটি) আগে যদি জানতেন তাহলে গৌরপ্রেমে মজে যেতেন না। যেচে প্রাণ দিতে যেতেন না। কিন্তু যে গোরার জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করলেন সেই গোরা তাঁর দিকে তো ফিরেও চাইছে না। চাতকে চায় জল, কিন্তু তাঁর বদলে যদি সে বজ্র পায় তাহলে তো তার বুক ফেটে যাবেই। মুরারি গুপ্ত বিশেষ তত্ত্ববেত্তা হয়ে বলেন যে পিরীতি সহজ কর্ম নয়, বিশেষত গৌরাঙ্গ-প্রেমে মত্ত হলে কুল মান সব কিছু ত্যাগ করে তাঁর আশ্রয় নিতে হবে। তবেই তাঁকে লাভ করা যাবে।

গৌরনাগরীভাবের পদরচনা চৈতন্যসমসাময়িককালের একটি বিশেষ ধারা। নরহরি সরকার ঠাকুর এ বিষয়ে বহু পদ রচনা করেছিলেন। বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, মাধব ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ এঁরা সকলেই এই ধারায় পদ রচনা করেছিলেন।

মুরারির লেখা গৌর-নাগরীভাবের অন্য পদটি ''সখী হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।'' পদটি নিম্নরূপ—

৫৬। 'বৈষ্ণব পদাবলী'—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ; সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ ২০০০, পৃ. ১৪৯।

তথারাগ

"সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও ।।ধ্রু।।
নয়ান পুতলি করি লইনু মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি-আগুন জ্বালি সকলি পুড়াইয়াছি
জাতি-কুল-শীল-অভিমান।।
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়া শ্রবণে গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসায়েছি
কি করিবে কুলের কুকুরে।।
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনা আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায়"[৫৭]

গৌরাঙ্গপ্রেমমত্তা কোনো নদীয়া-নাগরী তাঁর সখীকে বলছেন—"সখি, আপনার ঘরে ফিরে যাও। যে জীবন্ত হয়েও মৃতবৎ হয়ে আছে, নিজেকেই যে খেয়েছে, তাঁকে আর তুমি কি বোঝাবে? বন্ধুর সেই মোহনরূপ নয়ন-পুতলী করে নিয়েছি। হৃদয়ের মাঝে প্রাণ-স্বরূপ গ্রহণ করেছি। প্রেমের আগুন জ্বেলে জাতি কুল শীল অভিমান সমস্তই পুড়িয়ে ফেলেছি। না জেনে মূঢ় লোকে আমাকে কে কি বলে তা আমি কানে শুনি না। বিস্তারিত স্রোতের জলে আমি আমার এই দেহ ভাসিয়ে দিয়েছি। তীরে দাঁড়িয়ে যদি কুকুরের দল চীৎকার করে তাতে আমার কি হবে? খেতে, শুতে, দাঁড়াতে আমার চিত্ত আর অন্য কিছু চায় না। বন্ধু ছাড়া আর কাউকে ভালো লাগে না।" মুরারি গুপ্ত বলছেন—"এমন পিরীতি হলে তিনলোকে তাঁর গুণগান হয়।"

ড. সুকুমার সেন এই পদটির বিষয়ে বলেছেন—"তাহার মধ্যে (মুরারির গানের মধ্যে) দুইটি খুব ভালো, বৈষ্ণব-পদাবলীর শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম।...

৫৭। ঐ; পৃ. ১৪৯।

প্রথম গানে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নাই। দ্বিতীয় গানে শুধু রাই আছে। প্রথম গানে প্রেমবিপন্নার সর্বত্যাগী দুঃসাহসের অভিব্যক্তি।"[৫৮]

ড. সেন পদটিকে রাধার বিরহার্তির প্রকাশ হিসেবে দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মত সমর্থন করা যায় না। পদটি আসলে গৌর-নাগরীভাবের পদ। আগের "সখি হে গোরা কেন নিঠুরাই মোহে।" পদটির সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করলে পদটিকে গৌর-নাগরী ভাবের পদ বলে বোঝা যায়।

মুরারি গুপ্ত রচিত "একদিন মনে আনন্দ বাঢ়ল।" পদটিও গৌর-নাগরীভাবের পদ। নিতাইয়ের নাম উল্লেখ থাকলেও আসলে এটিতে নদীয়া-নাগরীর গোরাপ্রেমের কথাই আছে। পদটি নিম্নরূপ—

ধানশী

"একদিন মনে আনন্দ বাঢ়ল
নিতাই গৌর রায়।
হাসিতে হাসিতে কেহ নাহি সাথে
বাজারে চলিয়া যায়।।
পথে হৈল দেখা রূপে নাহি লেখা
দিঠি দিয়া গোরা গায়।
এহেন সময়ে যতেক নাগরী
জল ভরিবারে যায়।।
কেহ বোলে ইথে গোকুল হইতে
নাটুয়া আইসাছে পারা।
চল দেখিবারে নাচিবে বাজারে
মরুক মরুক জল ভরা।।
বাহে বাহে ছান্দা জাহ্নবীর কাদা
ভরিল যতেক নারী।
হেরি গোরা পানে ভাসিল নয়ানে
কহয়ে দাস মুরারি।।"[৫৯]

৫৮। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'—ড. সুকুমার সেন, আনন্দ সংস্করণ, ১৯৭৮, পৃ. ৩৪৪-৩৪৫।

৫৯। 'বৈষ্ণব পদাবলী'—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪৮।

একদিন নিত্যানন্দ আর গৌরের মনে আনন্দ হল। তারা হাসতে হাসতে বাজারে চলে এলেন। পথে রূপে আলো করে যখন তাঁরা যাচ্ছেন, সেই সময়ে নদীয়া-নাগরীরা যাচ্ছিলেন জল ভরতে। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো নাগরী বলতে লাগলেন—'নবদ্বীপে বোধহয় গোকুল থেকে কোনো নাটুয়া এসেছে। চল, চল আমরা সব বাজারে গিয়ে ওই নাটুয়ার নাচ দেখে আসি। জল ভরে আর কাজ নেই।' বাহবা কি সেই ছন্দের মাধুরী। জাহ্নবীর কাদা ভরল যত নাগরী। গোরাচাঁদের দিকে চেয়ে নাগরীরা চোখের জলে ভেসে যেতে লাগল।

আলোচ্য পদটিতে নৃত্যরত গোরারূপ দেখে নদীয়ানাগরীর মোহিত হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন কবি। নরহরি সরকারের "বেলি অবসানে ননদিনী সনে"[৬০] পদটি এর সঙ্গে তুলনীয়। "কে আছে এমন মনের বেদন"[৬১] পদটিও অনুরূপ ভাবের।

মুরারির লেখা নিত্যানন্দ-বন্দনার একটি পদ পাওয়া যাচ্ছে। পদটি নিম্নরূপ—

ধানশী

"প্রেমে মত্ত মহাবলী চলে দশ দিগ দলি
ধরণী ধরিতে নারে ভার।
অঙ্গভঙ্গী সুন্দর গতি অতি মন্থর
কি ছার কুঞ্জর মাতোয়ার।।
প্রেমে পুলকিত তনু কনক কদম্ব জনু
প্রেমধারা বহে দুটী আঁখে।
নাচে গায় গোরাগুণে পুরুব পৈড়াছে মনে
ভাইয়া ভাইয়া বলি ডাকে।।
হুহুঙ্কার মালসাটে কেশরীর রব ছুটে
ফাটি মরে পাষণ্ডীর জনা।
লগুড় নাহিক সাতে অরুণ কঞ্জক হাতে
হলধর মহাবীর বাণা।।
কেবল পতিত বন্ধু রঙ্কের রতন সিন্ধু
অন্ধের লোচন পরকাশ।

৬০। ঐ; পৃ. ১৫২।

৬১। ঐ; পৃ. ১৫২।

পতিতের অবশেষে রহি গেল গুপ্তদাসে
পুনঃ পহুঁ না কৈল তলাস।।"[৬২]

নিত্যানন্দের চেহারা মত্ত মহাবলীর মতো। দশ দিগ দলিত করে তিনি চলেন। ধরণী তাঁর ভার রাখতে পারে না। তাঁর অঙ্গভঙ্গি অত্যন্ত সুন্দর। গতি অতি মন্থর। মনে হয় হাতি যেন মাতোয়ারা হয়েছে ভাবে। প্রেমে তাঁর সর্বাঙ্গ পুলকিত হয়। সোনার বর্ণ কদমের মতো তাঁর দেহবর্ণ। দুটি আঁখি দিয়ে প্রেমের অশ্রুধারা বয়ে চলে। কখনো সে নাচে, কখনো গায়। ব্রজের ভাবে মত্ত হয়ে কখনো গৌরকে ভাইয়া ভাইয়া বলে ডাকে। তাঁর হুহুঙ্কারে কেশরীর মতো রব। পাষণ্ডীরা এই রব শুনে ঈর্ষায় ফেটে মরে। তাঁর হাতে লগুড় (লাঠি) নেই—আছে রাঙা কঞ্জক। তিনি সত্যই মহাবীর হলধরতুল্য। তিনি পতিতের বন্ধু। অন্ধের কাছে দৃষ্টিস্বরূপ। কেবল পতিতের মধ্যে অবশিষ্ট রইল মুরারি গুপ্ত। প্রভু পুনরায় আর খোঁজ করলেন না বলেই এমন ঘটল।

মুরারি গুপ্ত তাঁর কাব্যের মধ্যেও শ্রীচতন্যের পাশাপাশি শ্রীনিত্যানন্দের মহিমাকথা বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য পদটিতেও শ্রীনিত্যানন্দের মহিমা পরম আগ্রহের ও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে তিনি বর্ণনা করেছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসকে কেন্দ্র করে মুরারির লেখা তিনটি পদ পাওয়া যায়। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস তাঁর পরিবারের তো বটেই, তাঁর পরিকর ও নদীয়াবাসীর কাছে গভীর শোকের বিষয় ছিল। এ বিষয়ে মুরারি, বাসু ঘোষ, বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, পরমেশ্বর দাস পদ রচনা করেছিলেন। বিশেষভাবে মুরারি, বাসু ঘোষ ও বংশীবদনের পদগুলি আন্তরিকতায় অনন্য।

মুরারির প্রথম পদটিতে ঠিক সন্ন্যাসপরবর্তী ঘটনার বিবরণ রয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদটিতেও এর ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে। প্রথম পদটি নিম্নরূপ—

ধানশী

"প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়া নগরে।।ধ্রু।।
ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
পথমাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়।।
ক্ষণেকে সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।

৬২। ঐ; পৃ. ১৪৭।

শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে।।
দাঁড়ায়ে মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস।।
কাতরে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই।
কাঁদি বলে কোথা আছে আমার নিমাই।।
না কাঁদিও শচীমাতা শুন মোর বাণী।
সন্ন্যাস করিল প্রভু গৌরগুণমণি।।
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইলা শান্তিপুরে।
আমারে পাঠ্যএ্যা দিলা তোমা লইবারে।।
শুনিয়া নিতাইর মুখে সন্ন্যাসের কথা।
অচেতন হৈএ্যা ভূমে পড়ে শচীমাতা।।
উঠাইল নিত্যানন্দ চল শান্তিপুরে।
তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে।।
শচী কাঁদে নিতাই কাঁদে নদীয়ানিবাসী।
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী।।
কহয়ে মুরারি গোরাচাঁদে না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিয়া গঙ্গাজলে।।"[৬৩]

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস হয়ে গেল। তাঁকে কাটোয়া থেকে শান্তিপুরে শ্রীনিত্যানন্দ ফিরিয়ে আনলেন। শান্তিপুরে প্রভুকে রেখে শ্রীনিত্যানন্দ শচীমাতাকে নিতে এলেন। শচীর দুঃখের কথা ভেবে শ্রীনিত্যানন্দ পথের মাঝেই গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর ক্ষণকাল বিশ্রাম নিয়ে নিতাই শচীর ঘরে এলেন। নিতাইয়ের গলা শুনে বেরিয়ে এলেন শচী। শচীর সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীনিত্যানন্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই শচী জিজ্ঞাসা করলেন নিমাইয়ের কথা। ভাইয়ের সন্ন্যাসকথা বলতে গিয়ে শ্রীনিত্যানন্দের প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছিল। তবু তাঁকে বলতেই হল নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা। তিনি বললেন যে কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাসগ্রহণের পর নিমাইকে নিয়ে তিনি শান্তিপুরে রেখে এসেছেন। তিনি মাকে নিয়ে আসার জন্যই শান্তিপুর থেকে নবদ্বীপে এসেছেন। শ্রীনিত্যানন্দের মুখে নিমাইয়ের সন্ন্যাসের কথা শুনেই অচেতন হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন শচীমাতা।

৬৩। ঐ ; পৃ. ১৪৮।

শ্রীনিত্যানন্দ তাঁর সুশ্রুষা করে ধীরে ধীরে উঠিয়ে শান্তিপুর যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। শ্রীঅদ্বৈতের ঘরে তিনি মায়ের জন্য অপেক্ষা করছেন সেকথাও বললেন। শচীদেবী এবং শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে নদীয়াবাসী কাঁদতে লাগল। মুরারি ভণিতায় বললেন যে গোঁরাচাদকে না দেখতে পেলে তিনি গঙ্গার জলে প্রবেশ করে মারা যাবেন।

দ্বিতীয় পদটি নিম্নরূপ—

ধানশী

"চলিল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আগে শচী আর সবে চলিলা পশ্চাতে।।
হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ সবাকার মুখে।
নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুখে।
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল জীয়ন্তে মরিয়া।
নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া।।
হেরিতে গৌরাঙ্গ মুখ মনে অভিলাষ।
শান্তিপুর ধায় সবে হৈয়া উর্ধ্বশ্বাস।।
হইল পুরুষশূন্য নদীয়ানগরী।
সবাকার পাছে পাছে চলিল মুরারি।।"[৬৪]

শচী দেবীকে আগে রেখে নদীয়ার সমস্ত লোকই শান্তিপুরের দিকে যেতে লাগলেন। সবাই যেতে যেতে 'হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ' বলে আক্ষেপ করতে লাগলেন। তাঁদের বুক দুঃখে ফেটে যেতে লাগল। চোখ দিয়ে বইতে লাগল জলের ধারা। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসবার্তা শুনে তাঁরা সকলেই মৃতবৎ হয়ে গিয়ে ছিল। এখন শ্রীনিত্যানন্দের মুখে তাঁর বার্তা শুনে সকলেই শান্তিপুরের পথে উর্ধ্বশ্বাসে যেতে লাগলেন। সবার পিছনে চললেন মুরারি।

তৃতীয় পদটি শচীদেবীর জবানীতে লেখা। শ্রীচৈতন্যের বাহ্যজ্ঞানহীন নর্তন ও কীর্তন দেখে বাৎসল্যরসে আপ্লুত শচীদেবী শ্রীচৈতন্য পরিকরদের অনুরোধ করেছেন তাঁকে দেখতে। শ্রীচৈতন্য কীর্তনরসে বিভোর হয়ে অধিক রাত পর্যন্ত কীর্তন করতেন। মাতোয়ারা শ্রীচৈতন্যকে দেখে মা অন্তরে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। পদটি শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে শ্রীচৈতন্যের কীর্তন দেখেই লেখা। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

৬৪। ঐ ; পৃ. ১৪৮।

"ভাবোন্মত্ত চৈতন্যদেব নবদ্বীপে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে আছাড় খাইয়া পড়িতেছেন, শচীমাতার জবানিতে মুরারি এইরূপ একটি উৎকৃষ্ট পদ লিখিয়াছেন।[৬৫] আসলে কিন্তু পদটি শান্তিপুরে শ্রীচৈতন্যকীর্তন দেখেই লেখা। কারণ সন্ন্যাসগ্রহণের পর আর নিজগৃহে ফেরেননি শ্রীচৈতন্য।

রামকেলি বা তুড়ী

"ধর ধর ধর রে নিতাই আমার গৌরে ধর।

আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়া
বারেক করুণা কর।।ধ্রু।।

আচার্য গোঁসাই, দেখিও নিতাই,
আমার আঁখির তারা।

না জানি কি ক্ষণে, নাচিতে কীর্তনে,
পরাণে হইব হারা।।

শুনহ শ্রীবাস, কৈরাছে সন্ন্যাস,
ভূমিতলে গড়ি যায়।

সোনার বরণ, ননীর পূতলি,
ব্যাথা না লাগয়ে গায়।।

শুন ভক্তগণ, রাখহ কীর্তন,
হইল অধিক নিশা।

কহয়ে মুরারি, শুন গৌরহরি,
দেখহ মায়ের দশা।।"[৬৬]

মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর তিনদিন তিন রাত্রি রাঢ়দেশে অনাহারে অনিদ্রায় বিশ্রাম না নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শ্রীনিত্যানন্দ তাঁকে কৌশলে এনেছেন শান্তিপুরে। শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে সন্ধ্যাকালে কীর্তন আরম্ভ হয়েছে। এই নৃত্যে অনেক ভক্ত যোগ দিয়েছেন। কিন্তু মুরারি যোগ দিতে পারেননি। শচীমাতার নিদারুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তিনি প্রভুর জননীর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। শচী অনাহারে অনিদ্রায় বিশ্রামহীনতায় ক্লান্ত শ্রীচৈতন্যের নৃত্য দেখে মনে কষ্ট পাচ্ছেন। একে তো সন্তান সন্ন্যাসী হয়েছে, তাতে আবার এমন উন্মত্তের মতো এই ক্লান্তদেহে

৬৫। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৪৯।

৬৬। 'বৈষ্ণব পদাবলী'—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ; পৃ. ১৪৮।

তিনি নৃত্য করছেন যে প্রায় পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। তাই তিনি একবার নিতাই, একবার অদ্বৈত, আবার একবার শ্রীবাসকে ডেকে বলছেন নিমাইকে দেখতে যাতে সে আছাড় খেয়ে না পড়ে যায়। শচীমাতা বলছেন—

"নিতাই আমার গৌরকে ধর। আছাড় খেয়ে সে যেন না পড়ে যায়। ভাই বলে তাঁকে তুমি করুণাদৃষ্টিতে দেখ। আচার্য গোঁসাই, নিতাই, তোমরা দেখো, আমার আঁখির তারা নিমাই যেন কীর্তন করতে গিয়ে প্রাণ না হারায়। শোনো শ্রীবাস, আমার পুত্র সন্ন্যাস নিয়েছে। ভূমিতলে গড়াগড়ি দিয়ে সে কাঁদছে। তাঁর সোনার অঙ্গ ধূলিধূসর হয়ে গেল। দেখো যেন তাঁর ননীর মতো কোমল শরীরে যেন কোনো ব্যাথা না লাগে। শোনো ভক্তগণ, রাত্রি অনেক হল। তোমরা এবার কীর্ত্তন বন্ধ রাখ।" মুরারি শচীমাতার সঙ্গে সহমর্মী হয়ে গৌরহরির কাছে নিবেদন করছেন—"দেখহ মায়ের দশা।"

পদটিতে মাতার অন্তরের তীব্র আকৃতি চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে। শচীমাতার দুঃখ প্রত্যক্ষ করে লীলাদর্শী কবি এই পদটি রচনা করেছিলেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—

"মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের বাল্যকৈশোর লীলা সম্বন্ধে আরও কিছু বেশীসংখ্যক পদ লিখিলে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের মহিমা বৃদ্ধি হইত। তাঁহার রচনায় প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা ও শিল্পকৌশল যুক্ত হইয়াছে বলিয়া এই পদগুলির স্বাদ একটু বিচিত্র।"[৬৭]

শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসলীলার প্রত্যক্ষদর্শী আর এক কবি বাসুদেব ঘোষ শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, গৌর-পরিকর এবং নদীয়াবাসীর দুঃখকথা বর্ণনা করেছেন গভীর অন্তরিকতায়। বাসুদেবের লেখা "কাঁদে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া", "কহ সখী কি করি উপায়", "সকল মহান্ত মেলি", "কি লাগিয়া দণ্ড ধরে", "প্রভুর মুণ্ডন দেখি', "নদীয়া ছাড়িয়া গেল", "নিতাই করিয়া আগে", "হেদে রে নদীয়ার চাঁদ বাছারে নিমাই", "নানান প্রকারে প্রভু মায়েরে সান্ত্বায় প্রভৃতি পদে গৌর-সন্ন্যাসের বেদনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। বংশীবদনের লেখা গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাসের পদ "আর না হেরিব প্রসর কপালে" একটি বিখ্যাত পদ।

মুরারি যে গৌরসন্ন্যাসে চরম বেদনার্ত হয়েছিলেন এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। প্রত্যক্ষদর্শী কবি বাসু ঘোষ এ সম্পর্কে লিখেছেন—

"নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গসুন্দরে।
ডুবিল ভকত সব শোকের সাগরে।।

৬৭। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৪৯।

কাদিছে অদ্বৈতাচার্য শ্রীবাস গদাধর।
বাসুদেব দত্ত কাঁদে মুরারি বক্রেশ্বর।।"[৬৮]

মুরারি গুপ্তের লেখা শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে মান পর্যায়ের একটি পদ পাওয়া যায়। পদটি নিম্নরূপ—

বরাড়ি

"তপন-কিরণে যদি অঙ্কুর দগধল
কি করব জল অভিযেকে?
দুখভরে প্রাণ বাহিরে যদি নিকসব
কি করব ঔষধ বিশেখে।।
মানিনি! অতএ সমাপহ মান।
মৃদু মৃদু-ভাষে, সম্বাষহ বরতনু
এক বেরি দেহ জিউদান।।
সুন্দর বদনে— বিহসি, বরভামিনি
রচহ মনোহর-বাণী।
কুচ-কনয়া-গিরি মাঝ গহি রাখহ
নিজভুজে আপনা জানি।।
অধর-সুধা-রস পান দেহ সখি
হৃদয় জুড়াওহ মোর।
তুয়া-মুখ-ইন্দু উদয় হেরি, বিলসউ
তিরপতি নয়ন-চকোর।।
নিজগুণ হেরি, পরকো দোখ পরিহরি
তেজহ হৃদয় কো রোখ।
ভনই মুরারি, প্রাণপতি সঙ্গিনি
পুরুষ-বধ বহু দোখ।।"[৬৯]

পদটিতে দেখি শ্রীকৃষ্ণ রাধার তীব্র মান নিবারণ করার জন্য বলছেন—

"সূর্য কিরণের ফলে (মানের দহনে) যদি অঙ্কুর দগ্ধ হয়ে যায় তাহলে জলসেচনে তার কি লাভ হবে। দুঃখের ভারে যদি প্রাণ বাইরে বেরিয়ে যায়

৬৮। 'বৈষ্ণবপদাবলী'—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ; সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ১৭৯।

৬৯। 'বৈষ্ণবপদাবলী'—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ; সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ১৫০।

তাহলে ঔষধ খেয়ে আর কি উপকার হবে? হে মানিনি, মান রাখো। মৃদু-মধুর ভাষায় আমাকে একবার সম্ভাষণ কর। আমার প্রাণ দান কর। তোমার এত সুন্দর মুখ তাতে মনোহর বাণীই মানায়। তোমার চমৎকার কুচরাজি গিরিতুল্য, তার মাঝে আমার স্থান করে দাও। তোমার বাহু দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন কর। অধর সুধারস পান করতে দাও হে সুন্দরী। আমার হৃদয় জুড়াক। তোমার মুখইন্দু উদিত হয়েছে তাই আমার নয়নচকোর তা দেখে তৃপ্ত হতে চাইছে। তোমার নিজের গুণের জন্যই পরের দুঃখ যাতে পরিত্যাক্ত হয় তা করা উচিত। তুমি হৃদয়ের রোষ ত্যাগ কর। মুরারি ভণিতায় কৃষ্ণের পক্ষ নিয়ে বলেন—'ওগো রামা, পুরুষ-বধ বহু দুঃখের কারণ'।

পদটির মধ্যে পূর্বজ কবিদের প্রভাব আছে। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কাব্যে কৃষ্ণ যেভাবে রাধার মানভঞ্জনের চেষ্টা করেছেন, ঠিক সেইভাবেই এখানে নায়ক কৃষ্ণ রাধার মান ভঙ্গ করতে চেয়েছে।

বিদ্যাপতির মান বিষয়ক পদগুলি মুরারি গুপ্তের প্রেরণা হতে পারে। কারণ শ্রীচৈতন্যসহচর মুরারি জানতেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ শ্রীচৈতন্য আস্বাদন করতেন। আলোচ্য পদটি মুরারি গুপ্তের লেখা মান বিষয়ক একটি চমৎকার পদ। ব্রজবুলি ভাষাতেও পদ রচনায় তিনি কতখানি সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ এই পদটি। শব্দ নির্বাচনে কবি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। অনুপ্রাসের চমৎকার ব্যবহারে তার কাব্য মনোহারী হয়ে উঠেছে। নিম্নলিখিত অংশগুলি এর উদাহরণ—

"সুন্দর বদনে বিহসি, বরভামিনি
রচহ মনোহর বাণী।
কুচ-কনয়া-গিরি মাঝ গহি রাখহ
নিজভুজে আপনা জানি।"[৭০]

মুরারি গুপ্তের "কি ছার পিরীতি কৈলা" পদটি মাথুর পর্যায়ের পদ। শ্রীকৃষ্ণের নির্মমতা লক্ষ্য করে সখী তাঁর উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলেছেন।

কামোদ

কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই।

৭০। ঐ ; পৃ. ১৫০।

সফরী সলিল বিন গোঙাইব কত দিন
শুন শুন নিঠুর মাধাই।।
ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগ বাতি
সে কেমনে রহে অ-যোগানে।
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসোঁ হেন
ঝাট আসি রাখহ পরাণে।। ধ্রু।।
বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরীতি তোষে
স্থান ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়।
তার সাক্ষী পদ্ম ভানু জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পিরীতি না রয়।।
যত সুখে বাঢ়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদ-বন্ধু ভাতি।
গুপ্ত কহে এক মাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহুরাতি।।"[৭১]

রাধার সহমর্মী সখী বলছেন—"হে শ্রীকৃষ্ণ, তুমি কি ছার পিরীতি করলে, রাইকে যেন জীবন্ত অবস্থায় বধ করে এলে। রাই আর বাঁচে কিনা সন্দেহ। শোনো নিষ্ঠুর মাধব, সফরী (পুঁটি মাছ) যেমন সলিল ছাড়া বেশিদিন বাঁচতে পারে না, তেমনি রাধাও তোমাকে ছাড়া জীবনধারণ করতে পারে না। একরতি ঘৃত দিয়ে যুগভর বাতি জ্বালাতে চাইলে আর যোগান না দিলে তা কিভাবে জ্বলবে? তার উপর সে প্রদীপ (রাধা) এতক্ষণ নিভে গেল কিনা তাই বা কে জানে। শীঘ্র এসে রাধার প্রাণ রক্ষা কর। উদ্দেশে বুঝলাম প্রেম সাক্ষাতেই তোষণ করে। স্থান ছাড়া বন্ধুই শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তার সাক্ষী দেখ পদ্ম আর সূর্য। জল ছাড়া পদ্ম শুকিয়ে যায়। তখন সূর্যের ভালোবাসা কোথায় থাকে? যত সুখে বাড়িয়েছিলে রাধাকে, আজ তত দুঃখে পোড়ালে। চাঁদের মতো ব্যবহার করলে। মুরারি গুপ্ত ভণিতায় বলছেন যে একমাসে দেশ থেকে দুই পক্ষ ছেড়ে গেল। নিদানে অমাবস্যা দেখা দিল।

মুরারি গুপ্ত যেমন পদ রচনার ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন তেমনি সংস্কৃত জীবনীকাব্য রচনার ক্ষেত্রেও অপূর্ব কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ড. সুশীলকুমার দে মুরারির প্রতিভা সম্পর্কে লিখেছেন—

৭১। 'বৈষ্ণব পদাবলী'—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ; সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ১৪৯।

"Inspite of Murari's reputation for Sanskrit scholarship, his works contain many instances of hapsus lingual which can not be explained merely as a feature of later kavya-style."[৭২]

মৃণালকান্তি ঘোষ প্রকাশিত কাব্যের তৃতীয় সংস্করণের অবতরণিকা অংশে লেখা হয়েছে যে মুরারির কড়চা সরল সংস্কৃত ভাষায় লেখা। এতে নানাধরনের সুমধুর ছন্দ রয়েছে। প্রকাশক লিখেছেন—'ইহার ভাষা যেমন সরস ও অমৃত-মধুর, ইহার ভাবও সেইরূপ সুধামাখা ও চিত্তাকর্ষক। শ্রীগৌরাঙ্গের কোমলকরুণ প্রতিচ্ছবি এরূপভাবে গ্রন্থকার স্থানে স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন যাহা একবার পাঠ করিলেই ভক্তপাঠকগণের হৃদয়পটে উহা চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে অতি অল্প কথায় বিশালভাবের বর্ণনা করিতে মুরারি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।"[৭৩]

মুরারি স্বল্প বাক্য প্রয়োগ করে বিশাল ভাব প্রকাশ করতে পারতেন। যেমন শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

নিজসংস্মৃতিমাত্রসম্পদঃ পুলকপ্রেমজড়ো বভূব হ।
স তদা নিজমেব মন্দিরং সমগাদ শরীরয়া গিরা।।
ভক্তবর্গমুখবেষ্টিতঃ প্রভুঃ প্রেমপাকপরিপূর্ণ-বিগ্রহঃ।
হরিকীর্ত্তনসৎকথাসুখং মুমুদে দানবসিংহমর্দ্দনঃ।।[৭৪]

এই বর্ণনার মধ্যে 'পুলকপ্রেমজড়ঃ' ও 'প্রেমপাকপরিপূর্ণ-বিগ্রহঃ' এই দুটি সংক্ষিপ্ত অথচ গাঢ় শব্দবন্ধে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবমগ্ন দিব্যরূপ চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

অনেকসময় মুরারি সুন্দর চিত্রকল্প (Imagery) সৃষ্টি করেছেন। যেমন—

ততঃ পূর্ণে নিশানাথে নিশীথে ফাল্গুনে শুভে।
কালে সর্ব্বগুণোৎকর্ষে শুদ্ধগন্ধবহান্বিতে।।
মনঃসু দেবসাধূনাং প্রসন্নেষু চ শীতলে।
স্বর্ণদ্যাঃ শুদ্ধ সলিলে জাতে জাতঃ স্বয়ৎ হরিঃ।।[৭৫]

৭২। 'Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal'–Dr. Susil Kr. De; Farma KLM, 2nd Ed. 1961, page 35.

৭৩। 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'—মুরারি গুপ্ত ; হরিদাস দাস অনূদিত, মৃণালকান্তি ঘোষ প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ, ৪৫৯ গৌরাব্দ, পৃ. ৯০।

৭৪। ঐ, পৃ. ৯০।

৭৫। 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'—মুরারি গুপ্ত ; হরিদাস দাস অনূদিত, মৃণালকান্তি ঘোষ প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ, ৪৫৯ গৌরাব্দ, পৃ. ১৩।

অর্থাৎ, তারপরে ফাল্গুনী রাকা পূর্ণিমায় শুভ ও সর্বগুণোৎকর্ষযুক্ত সময়ে বিশুদ্ধ পবন প্রবাহিত হতে থাকলে দেবতা ও মানুষের মন প্রসন্ন হলে সুরধুনীর শুদ্ধ জলও সুশীতল হলে স্বয়ং হরি প্রাদুর্ভূত হলেন।

মুরারি এত চমৎকার বর্ণনা করতে পারেন মনে হয় আমাদের চোখের সামনে রয়েছে এক চলমান চিত্র। যেমন—

> ততো দ্বিজানাং যজুষাং সুনি স্বণৈ
> মৃদঙ্গ ভেরী পটাহাদিনদিতৈঃ।
> বরাঙ্গনাবক্ত্র সরোজমঙ্গলোজ্জ্বল-
> স্বণৈরাববৃধে মহোৎসবঃ।।[৭৬]

অর্থাৎ, তারপরে দ্বিজগণমুখে যজুর্বেদের সুন্দর ধ্বনি, মৃদঙ্গ, ভেরী ও পটহাদির নিনাদ এবং বরাঙ্গনাদের মুখপদ্ম হইতে উত্থিত মঙ্গলময় উজ্জ্বল উলু উলু শব্দে মহোৎসবঘটা হতে লাগল।

মুরারি যে কেবল ভক্ত ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন একজন বাস্তবসচেতন কবি। তাই শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক দৈবী জীবনের মাহাত্ম্যের কথা বলতে গিয়ে তার মানবিক সত্তার পরিচয়ও স্পষ্টভাবে দিয়েছেন। যেমন দুষ্ট বালক চৈতন্যের অশুচিস্থানে অধিষ্ঠান, গৃহের ভাণ্ড ভেঙে ফেলা, কিংবা রেগে গিয়ে মায়ের মুখের দিকে খণ্ড ইঁটের টুকরো ছুড়ে ফেলা ইত্যাদি ঘটনা পরিপূর্ণভাবে মানবিক। তাছাড়া বালক নিমাইয়ের দুষ্টুমির কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন যে প্রভু বালকগণের সঙ্গে খেলা করতেন, বয়স্যদের সঙ্গে খেলা করতে করতে ধূলিধূসর হয়ে পড়তেন, ক্ষুধিত হয়েও ভোজন করতে চাইতেন না।

মুরারি গুপ্তের কাব্যের মধ্যে আছে নাটকীয়তা। কাব্যের মধ্যে যেমন নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তেমনি আবার নাটকীয় সংলাপে পরিপূর্ণ এই কাব্য। দামোদর পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করছেন আর মুরারি তার উত্তর দিচ্ছেন। এই উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে কাব্যটি রচিত। আসলে মহাভারত বা অন্যান্য সংস্কৃত কাব্যের নীতিই এই কাব্যে অনুসৃত হয়েছে।

মুরারি চরিত্রচিত্রণেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সংক্ষিপ্ত পরিসরেই তিনি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করতে পারতেন। বাস্তব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ প্রত্যক্ষদর্শী কবি সকলের চরিত্রই সুচারুভাবে চিত্রিত করেছেন।

কাব্যটির ছন্দ ও অলংকার নির্মাণেও মুরারির কবিপ্রতিভার পরিচয় স্পষ্ট।

৭৬। ঐ; পৃ. ২৬।

পরবর্তী চৈতন্যজীবনীসাহিত্যে মুরারির প্রভাব

শ্রীচৈতন্যজীবনের আদি রূপকার মুরারি গুপ্ত। স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তী চৈতন্যজীবনীসাহিত্যগুলিতে মুরারির প্রভাব রয়েছে। কবিকর্ণপূর, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, কৃষ্ণদাস সকলেই মুরারি গুপ্তকে অনুসরণ করে আরো অন্যান্য তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

কবিকর্ণপুর তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যম্' লেখেন ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মহাকাব্যে তিনি মুরারির কাব্যের একাদশ সর্গ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেন। কবিকর্ণপূর নবদ্বীপলীলা বিষয়ে মুরারির গ্রন্থকেই সর্বাধিক প্রামাণ্য মনে করেছিলেন। অধিকাংশ স্থলে তিনি পূর্বোক্ত গ্রন্থের কয়েকটি শব্দ ও ছন্দমাত্র বদলে দিয়েছেন। যেমন—

মুরারি—

অথি প্রভাতে বিমলেঽরুনেঽর্কে
স্বয়ং কৃতস্নানবিধির্যথাবৎ।
হরিং সমভ্যর্চ্চ্য পিতৃ ন সুরাদীন্
নান্দীমুখশ্রাদ্ধ মহাকরোদ্দ্বিজৈঃ।। ১।১০।৩[৭৭]

কবিকর্ণপূরের মহাকাব্য—

অথ প্রভাতে বিমলার্কভূষিতে
স্বয়ং কৃতস্নান বিধির্যথাবিধি।
প্রভুঃ পিতৃনর্চ্চয়িতুং যথাতথা
নান্দীমুখশ্রাদ্ধমথাকরোদসৌ।।[৭৮]

কবিকর্ণপূর কিভাবে মুরারিকে অনুসরণ করেছিলেন ড. বিমানবিহারী তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে সেকথা বিস্তৃতভাবে বলেছেন। তিনি একটি তালিকাও করে দিয়েছেন। (প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৮৭-৯২)

৭৭। 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান'—বিমানবিহারী মজুমদার ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯, পৃ. ৮২-৮৩।

৭৮। ঐ; পৃ. ৮৩।

বৃন্দাবন দাস তাঁর 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে মুরারিকে অনুসরণ করেছেন। শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলার অধিকাংশ ঘটনাই মুরারির গ্রন্থ থেকে বৃন্দাবন দাস সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু তিনি লোচন দাসের মতো এতখানি অনুসরণ করেননি। মুরারি যেমনভাবে তাঁর গ্রন্থের লীলাগুলিকে বিভক্ত করেছেন, অনেকটা তেমনই করেছেন বৃন্দাবন দাস। মুরারির প্রথম প্রক্রম বৃন্দাবনের আদিখণ্ড, দ্বিতীয় প্রক্রম মধ্যখণ্ড, তৃতীয় প্রক্রম অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ প্রক্রমের ঘটনা বৃন্দাবন দাস বাদ দিয়েছেন। মুরারি রচিত রামাষ্টকের দুটি শ্লোক উদ্ধার করলেও বৃন্দাবন তাঁর অনুবাদের ক্ষেত্রে আক্ষরিক নন বরং স্বাধীন। ড. মজুমদার বৃন্দাবন দাসের অনুসরণের একটিতালিকা করেছেন। (শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ড. বিমানবিহারী মজুমদার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯, পৃ. ২০৪-২০৬)

লোচন দাস তাঁর শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে প্রধানত মুরারি গুপ্তকে অবলম্বন করেছেন। তবে গুরু নরহরি সরকার ঠাকুরের কাছে শোনা অনেক ঘটনা তিনি এতে যোগ করেছিলেন। যেমন নিমাই শচীমাতার গর্ভে থাকার সময় শচীমাতার গর্ভ বন্দনা করেছিলেন অদ্বৈতাচার্য একথা বলেছেন। লোচন বাল্যকাল থেকে নিমাইয়ের হরিভক্তিপরায়ণতার কথা বলেছেন। তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুরারির কাব্যকেই তিনি আদর্শ হিসেবে সামনে রেখেছেন। তবে যেহেতু কবি নাগরীভাবের উপাসক ছিলেন, তাই কাব্যের অধিক অংশ জুড়ে নবদ্বীপলীলার চিত্র অঙ্কন করেছেন। লোচন নিজেও বলেছেন তিনি মুরারির গ্রন্থকে উপজীব্য করে চৈতন্যমঙ্গল লিখেছেন।

ওড়িয়া কবি মাধবের ' চৈতন্যবিলাস' কাব্যে মুরারি গুপ্তের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন মাধবের কাব্যের দ্বিতীয় ছান্দের ১৭-২০ শ্লোকের সঙ্গে মুরারির ২।১৮।১৯-২২ শ্লোকের মিল আছে। অনুমান করা হয় লোচন, মুরারি ও মাধবের গ্রন্থকে সামনে রেখেই চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখেছেন—

"আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত।
প্রভুর মধ্য শেষলীলা স্বরূপ দামোদর।
সূত্র করি গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।।"[৭৯]

মুরারির গ্রন্থের আদি ও মধ্যলীলার ঘটনাগুলিকে কৃষ্ণদাস অনুসরণ

৭৯। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৮।

করেছিলেন। তবে কৃষ্ণদাস তাঁর কাব্য রচনার সময় অনেকগুলি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল মুরারি, কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবন দাসের জীবনীগ্রন্থগুলি। কৃষ্ণদাস যে মুরারির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন তা তাঁর কথায় প্রকাশিত—

"শ্রীমুরারিগুপ্ত গুপ্তপ্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর।
প্রতিগ্রহ না করে না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্বভরণ।।
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহ রোগ ভব রোগ দুই তার ক্ষয়।"[৮০]

জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে মুরারির অনুসরণ সেভাবে দেখা যায় না। জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী বলে নিজের মতো কাব্য রচনা করেছেন।

'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম দাস মুরারির গ্রন্থ থেকে নানা শ্লোক প্রমাণ হিসাবে নিয়েছেন।

যেমন—১।১।১৬-১৮, ১।২।১-১০, ১।৫-১১, ১।৫।১৮, ১।৬।৪, ১।৭।৩, ২।৩।১০-১৬; ২।১৩।২৩, ২।৭।২৭, ২।৭।৮-১৮; ৪।২।১-৫, ৪।১০।১ ইত্যাদি। উদাহরণ—

ততশ্চ পশ্যাত্র বসন্তবেশৈ।
শ্রীরামকৃষ্ণৌ ব্রজসুন্দরীভিঃ।
চিক্রীড়তু স্ব-স্ব যুথেশ্বরীভিঃ[৮১]
সমং রসজ্ঞৌ কলধৌতমণ্ডিতৌ।। (৪।১০।১)

ভক্তিরত্নাকরে মুরারির গ্রন্থের লীলা যে অনুসৃত হয়েছে তা নয়। কিন্তু তাঁর সামনে মুরারির আদর্শ ছিল। গ্রন্থে চতুর্থ প্রক্রমের ১০ম সর্গ পর্যন্ত শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। তাই ড. সুকুমার সেন গ্রন্থের সমগ্র অংশের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ প্রকাশ করলেও আমরা এই গ্রন্থটিকে মুরারির লেখা বলেই মনে করি।

মুরারির গ্রন্থ চৈতন্যজীবনের সব থেকে প্রামাণিক গ্রন্থ। ভক্তির আধারে এই কাব্যের কাহিনী পরিবেশিত হলেও চৈতন্যজীবনের নানা প্রামাণিক কাহিনী বিবৃত হওয়ায় বিশেষত নবদ্বীপলীলার সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় প্রায় সকল

৮০। ঐ; পৃ. ৬৪।

৮১। 'শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর'-নরহরি চক্রবর্তী ; কিশোরী দাস বাবাজী সম্পাদিত ও প্রকাশিত, পঞ্চম সংস্করণ, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পঞ্চম তরঙ্গ, পৃ. ১৮১।

চৈতন্যজীবনী-রচয়িতাই মুরারির কাব্যের কাহিনীসূত্র নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে কবিকর্ণপূর বা কৃষ্ণদাস নীলাচললীলার ঘটনাবলীর অন্যান্য বিবরণ দিয়েছেন তথ্য সন্ধান করে। আর একটি দিকও লক্ষ্য করতে হবে। মুরারি তাঁর লেখা চৈতন্যজীবনীগ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্'। পরবর্তীকালে এই নামটিকেই অন্যান্য কবিগণ তাঁদের চৈতন্যজীবনীকাব্যের নাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যেমন কবিকর্ণপূর তাঁর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় (৯৪ শ্লোকে) মুরারির কাব্যকে 'চৈতন্যচরিতামৃত' বলেছেন। তিনি মুরারির কাব্যের অনুসরণেই তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যম্'। অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মুরারির অনুসরণে তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। তাই চৈতন্যজীবনীকাব্যের নামকরণের ক্ষেত্রেও পথ প্রদর্শন করেছিলেন মুরারি একথা বলা যায়।

ডঃ মোহন পাল
অধ্যাপক
বর্ধমান রাজ কলেজ

২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

তৃতীয় সংস্করণের অবতরণিকা

শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবর্ণিত প্রামাণিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীপাদ্ মুরারি গুপ্ত রচিত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্" নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থখানিই আদি। বহুদিন এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় ছিলেন। পরবর্ত্তী লীলা-লেখকদিগের গ্রন্থসমূহে এই মুরারি গুপ্তের কড়চার নাম দেখিয়া এই গ্রন্থখানি উদ্ধার করিবার জন্য মহাত্মা শিশিরকুমার অনেক অনুসন্ধান করেন। অবশেষে ৪১২ গৌরাব্দে (১৩০৩ সালে) ঢাকা-উথালী নিবাসী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুবংশজাত (বর্ত্তমানে গৌরধামপ্রাপ্ত) শ্রীল মধুসূদন গোস্বামি-প্রভুপাদের নিকট হইতে এই পুঁথির একখানি নকল পাওয়া যায়। সেই সময় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত হইয়াছিল— আর একখানি পুঁথি পাইলেই দুইখানি মিলাইয়া গ্রন্থ প্রকাশ করা হইবে। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে আর একখানি নকল পুঁথি হস্তগত হয়। এইখানি দেবনাগর অক্ষরে লিখিত। দুর্ভাগ্যক্রমে দুইখানি পুঁথির একখানিও শুদ্ধভাবে লিখিত ছিল না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুবংশজাত (বর্ত্তমানে নিত্যধামগত) শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামি-প্রভুপাদের উপর এই গ্রন্থ সম্পাদনের ভার অর্পিত হয়। তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহা নিঃশেষিত হওয়ায় ৪২৬ গৌরাব্দে (১৩১৭ সালে) বাঙ্গলা অক্ষরে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়। আর এই তৃতীয় সংস্করণ বর্ত্তমান ৪৪৫ গৌরাব্দে (১৩৩৭ সালে) প্রকাশিত হইল।

মুরারির কড়চা এরূপ সরল-সংস্কৃতকাব্যে বিবিধ সুমধুর ছন্দে কড়চাকারে বিরচিত যে, যাঁহারা সুমার্জ্জিত ও সাধুভাষার বাঙ্গলা বুঝিতে পারেন, তাঁহারা চেষ্টা করিলে গুরুর উপদেশ ব্যতীত এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন। ইহার ভাষা যেমন সরস ও অমৃতমধুর, ইহার ভাবও সেইরূপ সুধামাখা ও চিত্তাকর্ষক। শ্রীগৌরাঙ্গের কোমলকরুণ প্রতিচ্ছবি এরূপভাবে গ্রন্থকার স্থানে স্থানে বর্ণনা করিয়াছেন যাহা একবার পাঠ করিলেই ভক্তপাঠকগণের হৃদয়পটে উহা চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে অতি অল্প কথায় বিশালভাবের বর্ণনা করিতে মুরারি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইহা দেখাইতেছি। তদ্‌যথা—

"নিজসংস্মৃতিমাত্রসম্পদঃ পুলকপ্রেমজড়ো বভুব হ।
স তদা নিজমেব মন্দিরং সমগাদশরীরয়া গিরা।।৬
ভক্তবর্গমুখবেষ্টিতঃ প্রভুঃ প্রেমপাকপরিপূর্ণ-বিগ্রহঃ।
হরিকীর্ত্তনসৎকথাসুখং মুমুদে দানবসিংহমর্দ্দনঃ।।" ৭ (১।১)

"পুলকপ্রেমজড়ঃ" ও "প্রেমপাকপরিপূর্ণ-বিগ্রহঃ" এই দুইটী পদে শ্রীগৌরাঙ্গের যে অবস্থার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ভাষার সীমাবদ্ধ-অর্থ অতিক্রম করিয়া ভক্তপাঠকের হৃদয়ে অতি বিশাল ও সমুজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পায়।

শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের সহিত ছন্দের বিচিত্রতা এই গ্রন্থে বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। আবার দুই এক কথাতেই এক একটি চরিত্র কিরূপে প্রস্ফুট করা যাইতে পারে, এই গ্রন্থে তাহার উদাহরণেরও অভাব নাই। এইরূপ কতিপয় উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"শ্রীবাসো যত্র রেজে হরিপদকমলপ্রোল্লসন্মত্তভৃঙ্গঃ
প্রেমার্দ্রোত্তুঙ্গবাহুঃ পরমরসমদৈর্গায়তীশং সদোৎকঃ।
গোপীনাথো দ্বিজাগ্র্যঃ শ্রবণপথগতে নাম্নি কৃষ্ণস্য মত্তো-
হত্যুচ্চৈ রৌতি স্ম ভূয়ো লয়তরলকরো নৃত্যতি স্মাতিবেলম্ ।। ১৯
বালোদ্যদ্ভাস্করাভো বুধজনকমলোদ্বোধনে দক্ষমূর্ত্তিঃ
কারুণ্যাব্ধিহিমাংশোরিব জনহৃদয়োত্তাপশান্ত্যেকমূর্ত্তিঃ।
প্রেমধ্যানাতিদক্ষো নটনবিধিকলাসদ্গুণাদ্যো মহাত্মা
শ্রীযুক্তাদ্বৈতবর্য্যঃ পরমরসকলাচার্য্য ঈশো বিরেজে ।। ২০
যত্র সর্ব্বগুণবানতি রেজে চন্দ্রশেখরগুরুর্দ্বিজরাজঃ।
কৃষ্ণনামকৃষিতাঙ্গরুহঃ স প্রস্খলন্নয়নবারিভিরার্দ্রঃ ।। ২১
যত্র নৃত্যতি মুনৌ হরিদাসে দাসবৎসলতয়া জগদীশঃ ।
খেচরৈঃ সুরগণৈঃ সমহেশৈর্লাস্যমাশু পরিপশ্যতি হৃষ্টঃ ।।" ২২
"জগন্নাথস্তস্মিন্ দ্বিজকুলয়োধীন্দুসদৃশো-
হভবদ্বেদাচার্য্যঃ সকলগুণযুক্তো গুরুসমঃ।
স কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি ধ্যানপ্রবলতর-যোগেনা মনসা
বিশুদ্ধঃ প্রেমার্দ্রো নবশশিকলেবাশু ববৃধে।।" ২৪ (১।১)

মুরারি গুপ্তের সহিত শ্রীবাস, গোপীনাথ, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য, চন্দ্রশেখরাচার্য্য, হরিদাস ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল, সুতরাং সুনিপুণ চিত্রকর গুপ্ত

মহাশয়ের তুলিতে তাঁহাদের যে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা যে স্বাভাবিক ও নিখুঁত হইবে তাহাতে দ্বিমত হইতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত আরো কথা এই যে, শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গলাভের সময় হইতেই মুরারি জ্ঞানের চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহার প্রত্যেক পদেই ভক্তির মধুর ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায়। সমগ্র গ্রন্থখানিই ভক্তির ভাষায় অনুপ্রাণিত,—অতি কোমল, অতি মধুর ; পাঠ করিলেই মনে হয় যেন উহা গৌরভক্তির অনন্ত অফুরন্ত পীযূষময় প্রস্রবণ। দুই একটী পদ্য এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—

"চৈতন্যচন্দ্র তব পাদনখেন্দুকান্তিরেকাদশেন্দ্রিয়গণৈঃ সহ জীবকোষম্ ।
অন্তর্বহিশ্চ পরিপূরয় তস্য নিত্যং পুষ্ণাতু নন্দয়তু মে শরণাগতস্য ।।
চৈতন্যচন্দ্র তব পাদসরোজযুগ্মং দৃষ্ট্বাপি যে ত্বয়ি বিভো ন পরেশবুদ্ধিম্ ।
কুর্ব্বন্তি মোহবশগা রসভাবহীনাস্তে মোহিতা বিততবৈভবমায়য়া তে ।।
চৈতন্যচন্দ্র ন হি তে বিবুধা বিদন্তি পাদারবিন্দযুগলং কৃত এব চান্যে ।
যেষাং মুকুন্দ দয়সে করুণার্দ্রমূর্ত্তে তে তাং ভজন্তি প্রণমন্তি বিদন্তি নিত্যম্।।
নত্বা বদামি তব পাদসহস্রপত্রমাজ্ঞা বিভো ভবতু তে মম তত্র শক্তিঃ ।
ভূয়াদ্যথা তব কথামৃতসারপূর্ণা বাণী বরেণ্য নৃহরে করুণামৃতাব্ধে ।।"

(২।১।৭)

শ্রীগৌরচন্দ্রের নিকট তিনি প্রার্থনা করিতেছেন—"হে বিভো, হে নরহরি, হে করুণামৃতসাগর, হে বরেণ্য, তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার বাণী যাহাতে তোমার কথামৃতের সারপূর্ণ হয় আমায় সেইরূপ শক্তি দাও।"

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার এই লীলা-লেখককে তাদৃশী শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ এই গ্রন্থখানি তাদৃশ কৃপাশক্তিরই অমৃতময় ফল। সুতরাং ইহা গৌরভক্তমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য।

* * *

শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীহট্টবাসী। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"শ্রীবাসপণ্ডিত আর শ্রীরামপণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত।।
ভবরোগনাশ বৈদ্য মুরারি নাম যাঁর।
শ্রীহট্টে এ সব বৈষ্ণবের অবতার।।"

ইঁহারা এবং আরও অনেক শ্রীহট্টবাসী শ্রীগৌরাঙ্গের পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-

পুরন্দরের সহিত নবদ্বীপের এক পাড়ায় বাস করিতেন। ইঁহাদের পরস্পরে বেশ সম্প্রীতি ছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন অবতীর্ণ হইলেন তখন মুরারি পঞ্চদশবর্ষীয় যুবক। তিনি তখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়িতেন এবং আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন। মুরারি বিলক্ষণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং অল্পবয়সেই নবদ্বীপের বিদ্বজ্জন-সমাজে বেশ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি দয়ালু, মিষ্টভাষী, বিনয়ী, নিরীহ ও স্নিগ্ধ ছিলেন। চিকিৎসাতেও তাঁহার বেশ সুনাম ছিল। সেই সকল কারণে তিনি সকলেরই প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

মিশ্র-পরিবারের সহিত গুপ্ত-পরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিশেষতঃ শৈশবাবধি নিমাইচাঁদের প্রতি মুরারির আন্তরিক আকর্ষণ থাকায় শ্রীনিমায়ের জন্মাবধি প্রায় সমস্ত নবদ্বীপ-লীলা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ঠাকুর লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের সূত্রখণ্ডে আছে—

"মুরারিগুপত বেজা বৈসে নবদ্বীপে।
নিরন্তর থাকে গোরাচাঁদের সমীপে ।।
"সর্ব্বতত্ত্ব জানে সে প্রভুর অন্তরীণ ।
গৌরপদারবৃন্দে ভকত-প্রবীণ ।।
জন্ম হৈতে বালক-চরিত্র যে যে কৈল।
আদ্যোপান্তে যত যত প্রেম প্রচারিল।।"

এই সমস্তই মুরারির বিলক্ষণ জানা ছিল। সেই জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশের পর যখন তাঁহার লীলা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইল, তখন ভক্তেরা সকলে পরামর্শ করিয়া মুরারি প্রতি এই ভার অর্পণ করা সাব্যস্ত করিলেন এবং শ্রীবাস দ্বারা তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল। যথা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে—

"ভক্তঃ শ্রীবাসনামা দ্বিজকুলকমলপ্রোল্লসচ্চিত্রভানুঃ
প্রাহেদং শ্রীমুরারিং ত্বমিহ বদ হরেঃ শ্রীচরিত্রং নবীনম।
তস্যাজ্ঞামাকলয্য প্রকটকরপুটেস্তং নমস্কৃত্য ভূয়ঃ
শ্রীমচ্চৈতন্যমূর্ত্তেঃ কলিকলুষহরাং কীর্ত্তিমাহ স্বয়ং সঃ।।" (১।১।৯)

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণকুলকমলের উল্লসিত সূর্য্যস্বরূপ ভক্ত শ্রীবাস মুরারিকে বলিলেন, "তুমি গৌরহরির নবীনচরিত্র বর্ণনা কর।" তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মুরারি নিজেই তখন শ্রীমৎচৈতন্যবিগ্রহের কলিকলুষনাশিনী কীর্ত্তি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

মঙ্গলাচরণ ও মুখবন্ধ লিপিবদ্ধ করা হইলে দামোদর পণ্ডিত শ্রীপ্রভুর লীলা-বিষয়ক একটি প্রশ্ন মুরারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তদ্‌যথা—

"এতচ্ছ্রুত্বাদ্ভুতং প্রাহ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শ্রীচৈতন্যকথামত্তঃ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ।। ১৫
কথয়স্ব কথাং দিব্যামদ্ভুতাং লোকপাবনীম্।" ১৬
"তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য পণ্ডিতস্য মহাত্মনঃ।
উবাচ বচনং প্রীতো মুরারিঃ শ্রূয়তামিতি।।" ২০ (১।২)

শ্রীলোচনদাসঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

"মুরারিগুপত বেজা প্রভুতত্ত্ব জানে।
দামোদর পণ্ডিত পুছিলা তাঁর স্থানে।।"

এই পয়ার লিখিয়া, তাহার পরে তিনি মুরারি গুপ্তের কড়চা হইতে উল্লিখিত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এইভাবে দামোদর পণ্ডিত এক একটি প্রশ্ন করেন এবং মুরারি তাহার যথাযথ উত্তর তাঁহার কড়চায় লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন। এইরূপে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি রচিত হয়। যথা—

"দামোদর পণ্ডিত সব পুছিল তাঁহারে ।
আদ্যপান্ত যত কথা কহিল প্রকারে ।।
শ্লোকচ্ছন্দে হৈল পুঁথি 'গৌরাঙ্গচরিত' ।
দামোদর-সংবাদ মুরারি-মুখোদিত ।।"

মুরারি গুপ্তের কড়চা আদি ও প্রামাণিক বলিয়াই শ্রীপ্রভুর পরবর্ত্তী লীলালেখকগণ মূলতঃ এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই তাঁহাদের গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই কথা তাঁহারা আপনাপন গ্রন্থেও স্বীকার করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত ।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রন্থিত ।।
প্রভুর মধ্য-শেষ-লীলা স্বরূপ-দামোদর ।
সূত্র করি গ্রন্থিলেন গ্রন্থের ভিতর ।।
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণন করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ।।"

অন্যত্র—

"দামোদর-স্বরূপ আর গুপ্ত-মুরারি ।
মুখ্য মুখ্য লীলা সূত্রে লিখেছে বিচারি ।।

সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।
বিস্তারি বলেছে তাহা দাস বৃন্দাবন ।।"

কবিকর্ণপূর তাঁহার "শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" মহাকাব্যের বিংশ সর্গ এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন—

"আশৈশবং প্রভুচরিত্রবিলাসবিজ্ঞৈঃ
কেচিন্মুরারিরিতি-মঙ্গলনামধেয়ৈঃ।
যদ্‌যদ্বিলাসললিতং সমলেখি তজজ্ঞৈ-
স্তত্তদ্বিলোক্য বিলিলেখ শিশুঃ স এষঃ ।। ৪২।।
বদ্ধাঞ্জলিঃ শিরসি নির্ভরকাকুবাদৈ-
র্ভূয়ো নমাম্যহমসৌ স মুরারিসংজ্ঞং।
তং মুগ্ধকোমলধিয়ং ননু যৎপ্রসাদা-
চ্চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমক্ষিপীতং ।।৪৩।।"

অর্থাৎ—শৈশবাবধি যিনি প্রভুর চরিত্র ও বিলাস বিষয়ে সুবিজ্ঞ, সেই তত্ত্বজ্ঞ "মুরারি" এই মঙ্গলনামা কোন এক মহাত্মা যে যে বিলাসলালিত্য সম্যক লিখিয়াছেন, এই আমি শিশু তাহাই দেখিয়া লইয়াছি। ৪২।

আমি মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নিরতিশয় কাকুবাক্যে পুনঃ পুনঃ সেই মনোহর ও কোমলবুদ্ধি মুরারিনামক মহাত্মাকে প্রণাম করিতেছি। যাঁহার প্রসাদে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরিতরূপ অমৃত আমার অক্ষিপীত অর্থাৎ নেত্রপদ্মের গোচর হইয়াছে।৪৩।

ঠাকুর লোচনদাস তাঁহার "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থ কেবল যে মুরারির কড়চা অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন তাহা নহে, এই গ্রন্থের অনেক স্থান তিনি সরস ও সুললিত কবিতা-ছন্দে অনুবাদও করিয়াছেন। লোচনদাস বলিতেছেন—

"শ্লোকছন্দে হৈল পুঁথি 'গৌরাঙ্গচরিত'।
দামোদর-সংবাদ মুরারিমুখোদিত ।।
শুনিয়া আমার মনে বাড়িল পীরিত।
পাঁচালি-প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গচরিত।"

শেষে ইহাই বলিয়া তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন যে,—

"শ্রীমুরারিগুপ্ত বেজা প্রভুর অন্তরীণ।
সকল জানয়ে সেই ভকত-প্রবীণ।।
লোক নিস্তারিতে কৈল চৈতন্যচরিত্র।
তাঁহার প্রসাদে হৈল সংসার পবিত্র।।

শ্লোকবন্ধে কৈল গৌর-গুণের কবিত্ব।
তাহাই হইল এবে সকলের সূত্র।।
শুনিয়া মাধুরী-লোভে চিত্ত উতরোল।
নিজ দোষ না দেখিনু মন হৈল ভোল।।
পাঁচালী প্রবন্ধে আমি রচিল এখন।
দোষ না লইবে কেহ মো অতি অধম।।"

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরও এই কড়চার অনেক স্থান বিস্তারিত করিয়া তাঁহার "শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত" গ্রন্থের কলেবর সমলঙ্কৃত করিয়াছেন।

উপরে বলিয়াছি শ্রীনিমাইচাঁদের জন্মাবধি প্রায় সমস্ত নবদ্বীপ-লীলা মুরারি সচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন এবং সেই সকল লীলা তিনি তাঁহার গ্রন্থে কড়চা করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। তদ্ভিন্ন প্রভুর লীলা-বিষয়ক কতকগুলি পদও তিনি রচনা করেন। তন্মধ্যে বাল্যলীলা-বিষয়ক দুইটী পদ প্রদত্ত হইল—

পহিড়া

শচীর আঙ্গিনা মাঝে ভুবনমোহন সাজে
গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি
আছাড় খাইয়া যায় পড়ি।।
বাঘনখ গলে দোলে বুক ভাসি যায় লোলে
চাঁদমুখে হাসির বিজুলি।
ধূলামাখা সর্ব্ব গায় সহিতে না পারে মায়
বুকের উপরে লয় তুলি।।
কাঁদিয়া আকুল তাতে নামে গোরা কোল হৈতে
পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি।
হাসিয়া মুরারি বোলে এ নহে কোলের ছেলে
সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি।।

কামোদ

শচীর দুলাল মনোরঙ্গে। খেলে সমবয় শিশু সঙ্গে।।
মাঝে গোরা শিশু চারিপাশে। নাচে আর মৃদু মৃদু হাসে।।

হাতে-হাতে করে ধরাধরি।	তালে-তালে নাচে ঘুরি-ঘুরি।।
ক্ষণে ঘন দেয় করতালি।	ক্ষণে কেহ কহে ভালি ভালি।।
গোরা যবে বলে হরি হরি।	শিশুগণ সঙ্গে বলে হরি।।
ঘন ঘন হরিবোল শুনি।	কাঁপে কলি পরমাদ গুণি।।
মুরারি আনন্দে ভরপূর।	পাপের রাজত্ব হৈল দূর।।

শ্রীগৌরাঙ্গ শৈশবাবধি মুরারির প্রতি কিরূপ কৃপা করিয়াছিলেন তাহা কতকগুলি ঘটনা দ্বারা বেশ উপলব্ধি করা যায়। এই সকল ঘটনার অধিকাংশই মুরারি তাঁহার কড়চায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অপর কতকগুলি অন্যান্য লীলাগ্রন্থে আছে। ভক্তপাঠকগণের উপভোগের জন্য মুরারি ও তাঁহার প্রভু সম্বন্ধীয় কতকগুলি লীলা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীনিমাইচাঁদের বয়স যখন সবে পাঁচ বৎসর, তখন তিনি সমবয়স্ক শিশুদিগের সহিত রাজপথে ধূলাখেলা করেন। একদিন এইরূপ খেলা করিতেছেন,—সকলেই দিগম্বর, ধূলায় ধূসরিত,—এমন সময় মুরারি গুপ্ত কয়েকজন বয়স্য সহ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। মুরারির বয়স তখন বিশ বৎসর, যোগবাশিষ্ঠ পড়েন, বয়স্যদিগের সহিত এই সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতে করিতে চলিয়াছেন, এবং মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য হাত মুখ মাথা নাড়িতেছেন। এই সময় মুরারি পশ্চাৎ হইতে হাসির শব্দ শুনিতে পাইলেন। চাহিয়া দেখিলেন, নিমাই সঙ্গীগণ লইয়া হাসিতে হাসিতে আসিতেছে। মুরারি গম্ভীর প্রকৃতির লোক, অল্পতে অধৈর্য্য হয়েন না এবং মনে মনে বিরক্ত হইলেও তাহা তাঁহার মুখে কিছু মাত্র প্রকাশ পায় না। কাজেই তিনি উহা গ্রাহ্য না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাখ্যা করিতে করিতে চলিলেন। কিন্তু আবার সেইরূপ হাস্যধ্বনি শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলেন। দেখেন যে, সেই পাঁচ বৎসরের দিগম্বর শিশু নিমাই, তাঁহার হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী ও কথা অবিকল অনুকরণ করিতে করিতে আসিতেছে, আর তাই দেখিয়া অপর শিশুগুলি আনন্দে উচ্চহাস্য করিতেছে। ইহা দেখিয়া মুরারির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, তিনি বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন—"জগন্নাথ মিশ্রের একটা অকাল কুষ্মাণ্ড জন্মিয়াছে। ইহারই এত সুখ্যাতি!"

এই কথা শুনিয়া নিমাই ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—"আচ্ছা এখন যাও, ভাল শিক্ষা দিব তোমায় ভোজনের কালে।" পাঁচ বৎসরের শিশুর মুখে এই কথা শুনিয়া মুরারি বিস্মিত হইলেন, কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ইহা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় উপস্থিত হইল, মুরারি ভোজনে বসিলেন।

হেথা বিশ্বম্ভর হরি অঙ্গের সুবেশ করি
কটিতে আটিয়া পীতধড়া।
শিরে শোভে তিন ঝুঁটি গলায় সে রসকাঠি
কণ্ঠে লগ্ন মুকুতা দুবেড়া।।
নয়ানে অঞ্জন রেখা পাঁচ-থুপী বান্ধে শিখা
ঝলমল হেম-অলঙ্কার।
চরণে মগড়া খাড়ু হাথে লঞা ক্ষীরনাড়ু
চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।।

এইরূপ মদনমোহন সাজে শ্রীনিমাইচাঁদ মুরারি গুপ্তের গৃহে আসিয়া জলদগম্ভীর নাদে "মুরারি" বলিয়া ডাকিলেন। গলার স্বর শুনিয়াই মুরারি বুঝিতে পারিলেন কে ডাকিতেছে। অম্‌নি মুরারির সকালবেলার সেই কথা স্মরণ হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ নিমাইচাঁদ মুরারির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত!

একে হেমগৌরকান্তি কলেবর, তারপর ভুবনভুলান সাজ,—দেখিয়াই মুরারি ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। শচীর দুলাল মৃদুমধুর হাসিয়া বলিলেন,

"তরস্ত না হয়ো তুমি এই খানে আছি আমি
ধীরে সুস্থে করহ আহার।"

মুরারির মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল, তিনি অন্যমনস্ক ভাবে তাড়াতাড়ি আহার করিতে লাগিলেন। এ দিকে নিমাইচাঁদ—

মধ্য-ভোজন বেলা ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা
থাল ভরি এ মূত মূতিল।

মুরারির যেন চমক ভাঙ্গিল, তিনি ছি! ছি! করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই নিমাইচাঁদ ক্রোধভরে কহিলেন—

"হাত মুখ মাথা নাড়া ছাড়হ মুরারি।
শুষ্ক জ্ঞানচর্চ্চা ছাড় ভজহ শ্রীহরি।।
জীব আর ভগবানে ভিন্ন যে না করে।
প্রস্রাব করি যে তার থালার উপরে।।"

এই কথা বলিয়াই শ্রীনিমাই চকিতের মত কোথায় চলিয়া গেলেন, মুরারি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না! তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখন

তাঁহার মনের মধ্যে ক্রোধের কণামাত্র রহিল না, এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, সমস্ত দেহ দিয়া একটা আনন্দের ঢেউ বহিয়া গেল। কারণ তাঁহার—

মনে মনে অনুমান   এহ কভু নহে আন
সত্য পঁহু শচীর তনয়।

অনুমান কেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল—ইনি স্বয়ং শ্রীভগবান।

তখনই মুরারি মিশ্রপুরন্দরের গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার মনপ্রাণ আনন্দে ভরপূর হইয়া দেহকে দ্রুতগতিতে টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পদযুগল প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না।

এদিকে শচী ও জগন্নাথ—তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ধন, আঁধার ঘরের মাণিক,—নিমাইচাঁদকে লইয়া কত আদর, কত সোহাগ, কত মুখ-চুম্বন করিতেছেন, আর কোলে করিবার জন্য দুইজনে কাড়াকাড়ি করিতেছেন। এমন সময় মুরারি চঞ্চল-চাহনিতে নিমাইচাঁদকে অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শচী-জগন্নাথ তাড়াতাড়ি আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিলেন। কিন্তু মুরারির সে দিকে দৃষ্টি নাই, তিনি নিমাইচাঁদের চন্দ্রবদন পানে পলকহারা দৃষ্টিতে চাহিয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার—

পুলকিত সব গা   আপাদ মস্তক যা
ধারা বহে নয়নের জলে।
অরুণ কমল আঁখি   ঐ সে প্রেমের সাখী
গদগদ আধ-আধ বোলে।।

মুরারি স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারিলেন না, গোরাচাঁদের রাঙ্গাচরণে পড়িয়া ভক্তিভরে বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। শচীদুলাল তখন ন্যাকা সাজিয়া জননীর ক্রোড়ের মধ্যে সান্ধাইলেন, যেন নিরীহ ভাল মানুষটি, কিছুই জানেন না! শচী ও জগন্নাথ মুরারির কাণ্ড দেখিয়া ভীত হইয়াছেন এবং ব্যস্ত হইয়া বলিতেছেন, "কর কি গুপ্তমশাই, আমার দুধের ছেলে কি অপরাধ করেছে যে তুমি তাহার অকল্যাণ কর্‌ছো? দোহাই তোমার! আমাদের যাহা হয় হোক গে, এই কচি ছেলের অপরাধ লইও না, উহাকে আশীর্ব্বাদ কর যেন দীর্ঘজীবী হয়।" ইহাই বলিয়া মুরারির হাত দুখানি ধরিয়া মিশ্রমহাশয় কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। মুরারি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—

"বালক লালিছ কাছে   ইহা ত জানিবে পাছে
তোমা সম নাহি ভাগ্যবান্।

স্মরণ রাখিও মনে আমার এই বচনে
বিশ্বম্ভর পঁহু ভগবান্।।

এই কথা বলিয়া মুরারি এই শুভ সংবাদ জানাইবার জন্য অদ্বৈত-সভায় চলিয়া গেলেন।

* * *

নিমাইপণ্ডিতের বয়স তখন ১৬ বৎসর, প্রথম যৌবন, দিবানিশি বিদ্যারসে মজিয়া আছেন, প্রত্যহ প্রাতঃকালে নবীন-নটবর বেশে শিষ্যগণসহ গঙ্গাদাসের টোলে আসিয়া বীরাসনে বসেন। তাঁহার ন্যায় আরও অনেকে বিদ্যাচর্চ্চা করিতে এখানে আসেন। অল্পবয়সেই নিমাইপণ্ডিতের বিদ্যার সৌরভ দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এমন কি অনেকের বিশ্বাস তাঁহার পাণ্ডিত্য বৃহস্পতিকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তিনি কাহাকেও গ্রাহ্য করেন না ; যার তার সঙ্গে যে কোন বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে তিনি কখনও পশ্চাদ্‌পদ হন না। অনেককে তাঁহার নিকট পুঁথি চিন্তাইতে হয়। বয়োকনিষ্ঠ বলিয়া যদি কেহ তাঁহাকে গ্রাহ্য না করেন, কি তাঁহার নিকট পুঁথি চিন্তাইতে না আসেন, তাহা হইলে নিমাইপণ্ডিত তাহাকে আপন পদতলে না আনিয়া কিছুতেই ছাড়েন না।

মুরারি গুপ্তও গঙ্গাদাসের টোলে অনেকদিন হইতে আসিতেছেন। কিন্তু ১১ বৎসর পূর্ব্বে যে নিমাইকে স্বয়ং শ্রীভগবান বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, ক্রমে সংশয় আসিয়া সে ভাব তাঁহার মন হইতে সরিয়া গিয়াছে। এখন, নিমাইপণ্ডিত বয়সে অনেক ছোট বলিয়া তাঁহাকে গুরুর আসন দিতে,—এমন কি সমকক্ষ ভাবিতেও—মুরারি রাজী নহেন। সেই জন্য আপন মনে পুঁথি চিন্তা করেন। কাহারও সহিত বড় একটা কথাবার্ত্তা বলেন না। কিন্তু নিমাইপণ্ডিতও ছাড়িবার পাত্র নহেন, সুবিধা পাইলেই মুরারিকে নানা প্রকার ঠাট্টা-তামাসা করেন। একদিন নিমাইপণ্ডিত বলিতেছেন,—

"সন্ধিকার্য্য না জানিয়া কোন কোন জনা।
আপনে চিন্তয়ে পুঁথি প্রবোধে আপনা।।
অহঙ্কার করি লোক ভালে মুর্খ হয়।
যেবা জানে তাঁর ঠাঞি পুঁথি না চিন্তয়।।"

নিমাইপণ্ডিতের বাক্যযন্ত্রণায় মুরারির মনে বিরক্তির সঞ্চার হইলেও তিনি তাহা প্রকাশ না করিয়া আপন মনে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নীরব থাকিয়াও মুরারি নিস্তার পাইলেন না। কারণ 'সেবক দেখিয়া বড় সুখী গৌররায়',

আর 'সে কারণে তিনি তারে চালেন সদায়'। তাই দুষ্ট-হাসি হাসিয়া প্রভু বলিলেন,—

"বৈদ্য তুমি উহা কেনে পড়।
লতাপাতা লৈয়া গিয়া রোগী কর দড়।।
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি।।
মনে মনে চিন্ত তুমি কে বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দৃঢ় কর গিয়া।।"

মুরারি চিকিৎসা-ব্যবসা করেন, সেই কথা উল্লেখ করিয়া নিমাইপণ্ডিত তাঁহার অন্তরে আঘাত করিবার চেষ্টা করিলেন, কতকটা কৃতকার্য্যও হইলেন। আঁতে ঘা খাইয়া মুরারি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, পুঁথির উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"বড় ত ঠাকুর, সবাকেই চাল্‌তে চাও, এত গর্ব্ব কিসের? নিজে সূত্রবৃত্তি, পাজি, টীকা, কত হেন কর। এই ত বিদ্যার দৌড়!" তারপর বলিলেন,—"কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করেই ত যখন-তখন বল—'কি জানিস্ তুঞি'? আচ্ছা বলত, আমার কাছে কোন্ কথার জবাব পাও নি? তুমি বামুনের ছেলে, কি আর বল্‌বো! নচেৎ দেখায়ে দিতাম।"

নিমাইপণ্ডিতের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। মুরারি আর আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না, শেষে গোরাচাঁদের ফাঁদে পড়িয়া গেলেন। মুরারির কথা শুনিয়াই নিমাই বলিলেন—"বেশ ত, আজ যাহা পড়িলে তাহাই ব্যাখ্যা কর দেখি?" মুরারি তৎক্ষণাৎ ব্যাখ্যা করিতে শুরু করিলেন। প্রথমে অগ্রাহ্যভাবে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, কিন্তু নিমাইপণ্ডিত যখন তাঁহার ব্যাখ্যায় ভুল ধরিতে লাগিলেন, তখন বুঝিলেন—বালক হইলেও নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য অগাধ। তখন নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে—

"গুপ্ত বলে এক অর্থ, প্রভু বলে আর।
প্রভু ভৃত্য কেহ কারে নারে জিনিবার।।"

প্রভুর কৃপায় মুরারি তখন পরমপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অঙ্গে পদ্মহস্ত বুলাইলেন। প্রভুর স্পর্শ পাইয়া মুরারির সর্ব্বাঙ্গ পুলকে ভরিয়া গেল, আর সেই সঙ্গে তাঁহার জিগীষা-বৃত্তিও লোপ পাইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"এরূপ পাণ্ডিত্য কি মানুষে সম্ভবে! বিশেষতঃ যাঁহার স্পর্শে দেহ এরূপ পুলকিত হয়, তিনি কখনই সাধারণ মনুষ্য নহেন। তখন সেই পঞ্চমবর্ষীয় বালকের কথা তাঁহার স্মরণ-পথে পতিত

হইল, তিনি বুঝিলেন,—এই নিমাইপণ্ডিত কে? ইহাতে ভক্তিভরে তাঁহার মস্তক অবনত হইয়া আসিল, ইচ্ছা হইল শ্রীপ্রভুর পদতলে লুটাইয়া পড়েন। কিন্তু তখনও তাঁহার মন সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয় নাই, তাই ছাত্রদিগের সম্মুখে আপনাকে হাস্যাস্পদ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন। কাজেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—এখন হতে—"চিন্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বম্ভর।" নিজ দাসের সহিত এইরূপ রসরঙ্গ করিয়া নিমাইপণ্ডিত শিষ্যগণ সহ গঙ্গাস্নান করিতে চলিয়া গেলেন।

* * *

মহাপ্রকাশের দিন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ভগবান্-ভাবে শ্রীবাসের গৃহে গেলেন। সেখানে শ্রীবাসের পরিজন দ্বারা আপনার অভিষেক করাইয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিলেন। দেখিতে দেখিতে ভক্তগণের সমাগম হইল। তখন নিত্যানন্দ ছত্র ধরিয়াছেন, নরহরি চামর ঢুলাইতেছেন, গদাধর তাম্বুল যোগাইতেছেন, আর অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নানাবিধ সেবায় নিযুক্ত আছেন। এমন সময় মুরারির ডাক পড়িল।

মুরারির তখন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। তিনি মহাপ্রভুর চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার গর্ব্ব অহঙ্কার জিগীষাবৃত্তি সমস্তই ভস্মীভূত হইয়াছে, তিনি দৈন্যের খনি হইয়াছেন। মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ হইয়াছে শুনিয়া তিনি ভয়ে তাঁহার কাছে আসিতে পারিতেছেন না। কিন্তু স্বয়ং শ্রীভগবান্ যখন ডাকিতেছেন, তখন আর উপায় কি? কাজেই তাঁহার আসিতে হইল,—একরূপ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে আনিতে হইল। তিনি আসিয়া বিষ্ণুখট্টার সম্মুখে দীঘল হইয়া পড়িলেন।

প্রভু জানেন মুরারি তখনও অধ্যাত্মচর্চ্চা একেবারে ছাড়িতে পারেন নাই। তাই বলিলেন,—"মুরারি, জ্ঞানচর্চ্চা ছাড়িয়া দাও।" মুরারি মুখ না তুলিয়াই বলিলেন,—"প্রভু, জ্ঞানচর্চ্চা কাহার কাছে করিব?" শ্রীগৌরাঙ্গ ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন,—"কেন, অদ্বৈত ত আছেন?" অদ্বৈতের প্রতি কটাক্ষ করায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর, অধ্যাত্মচর্চ্চায় দোষ কি?" শ্রীভগবান্ বলিলেন,—"দোষ আর কিছুই না, কেবল জ্ঞানচর্চ্চায় আমাকে পাওয়া যায় না।" অদ্বৈত আর উত্তর করিতে পারিলেন না।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন,—"মুরারি, তুমি শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক, হনুমানের অবতার, তুমি অধ্যাত্মচর্চ্চা কর, এ বড় অন্যায়।" তারপর বলিলেন,—"এখন মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাও।"

মুরারি মাথা তুলিয়া বিষ্ণুখট্টার দিকে চাহিলেন, কিন্তু সেখানে যাঁহাকে দেখিবেন আশা করিয়াছিলেন তাঁহাকে (অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গকে) দেখিতে পাইলেন

না, তৎপরিবর্ত্তে যে দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টিগোচরে পতিত হইল, তাহা তিনি দেখিবেন বলিয়া কখনও ভাবেন নাই। তিনি দেখিতেছেন,—নবদুর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া বীরাসনে বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া আছেন। তাঁহার বামে জনকনন্দিনী সীতা বিরাজিতা। লক্ষ্মণ ছত্র ধরিয়াছেন, ভরত ও শত্রুঘ্ন চামর ঢুলাইতেছেন, আর চারিদিকে বানরগণ স্তুতিপাঠ করিতেছেন। মুরারি এই দৃশ্য দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তখন বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট শ্রীভগবান্, শ্রীরামলীলায় শ্রীহনুমন্তের বীরত্বকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে মুরারির চৈতন্য-সম্পাদন করা হইল। তখন তিনি হৃদয় উঘাড়িয়া অতি করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মুরারির ভাগ্য দেখিয়া ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ও কারুণ্যরসে ভরিয়া গেলে।

শ্রীপ্রভু তখন বলিলেন,—"মুরারি, আমি তোমাকে বর দিব, কি বর চাও বল?" এই কথা শুনিয়া মুরারি বলিলেন,—

"প্রভু, আর নাহি চাঙ।
হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাঙ।।
যে তে ঠাঞি প্রভু কেনে জন্ম নহে মোর।
তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর।।
জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু দাস।
তা সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস।।
তুমি প্রভু মুঞি দাস ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর প্রভু না ফেলিবে তথা।।
সপার্ষদ তুমি যথা কর অবতার।
তথাই তথাই দাস হইব তোমার।।"

মুরারির প্রার্থনা শুনিয়া প্রভুর পদ্মপলাশলোচন সজল হইয়া উঠিল। তিনি আবেগভরে বলিলেন,—"তথাস্তু"। অমনি চারিদিক হইতে ভক্তগণ উল্লাসভরে "জয় জয়" ধ্বনি দিতে লাগিলেন।

একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ মুরারিকে বলিলেন,—"তোমার রচিত 'শ্রীরঘুনাথাষ্টক' শ্লোক পাঠ কর।" মুরারি ভক্তিগদগদভাষে শ্লোকগুলি পড়িলেন। ইহা শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার কপালে "রামদাস" নাম লিখিয়া দিলেন। তারপর তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীপ্রভুর আলিঙ্গন পাইয়া মুরারি আনন্দে ডগমগ হইতে লাগিলেন এবং আপন মনে হাসিতে হাসিতে বাড়ী আসিলেন। আসিয়াই সহাস্যবদনে স্ত্রীকে বলিতেছেন,—"ওগো, শীঘ্র ভাত

দাও।" পতিপ্রাণা সতী পতির ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন তিনি কোন রসে বিভোর হইয়া আছেন। কাজেই স্বামীর আনন্দ দেখিয়া তিনিও আনন্দিত হইলেন। তারপর বিবিধ ব্যঞ্জনসহ এক থালা অন্ন আনিয়া স্বামীর সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। মুরারি প্রফুল্লমনে আহার করিতে বসিয়া ঘৃত দিয়া অন্ন মাখিলেন এবং গ্রাস তুলিয়া "খাও" "খাও" বলিয়া কোন অদৃশ্য ব্যক্তির বদনে দিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই অন্নের গ্রাসগুলি ভূতলে পড়িতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে থালা অন্নশূন্য হইল। তখন গুপ্ত-গৃহিণী পুনরায় অন্নব্যঞ্জন আনিয়া যত্ন করিয়া স্বামীকে ভোজন করাইলেন।

পরদিবস অতি প্রত্যুষে শ্রীপ্রভু মুরারির গৃহে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়াই মুরারির সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা আনন্দলহরী খেলিয়া গেল। তিনি দণ্ডবৎ করিয়া বসিতে আসন দিলেন। প্রভু আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"মুরারি, কিছু ঔষধ দাও।" মুরারি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের ঔষধ? কি হয়েছে?" প্রভু—"অজীর্ণের।" মুরারি—"অজীর্ণ কিসে হ'ল?" প্রভু—"তুমি জান না, কেন হ'ল? কাল ও কি কর্‌লে? অত রাত্রে গ্রাসে গ্রাসে ঘৃতমাখা অন্ন মুখে তুলে দিলে। তোমার অন্ন কি আমি ফেল্‌তে পারি?"

এই সকল কথা মুরারি কিছু বুঝিতে পারিলেন না। গত রাত্রে বিহ্বল অবস্থায় কি করেছেন তা তাঁহার আদপে স্মরণ নাই, চেষ্টা করিয়াও মনে আনিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া প্রভু বলিলেন,—"তুই জানিস্ না, তোর স্ত্রী জানে, তাকে জিজ্ঞাসা কর্। দেখ্, তোর্ আর কোন ঔষধ দিতে হবে না, তোর্ জলই ইহার ঔষধ।" ইহাই বলিয়া, মুরারি নিষেধ করিবার পূর্ব্বেই, তাঁহার জলপাত্র হইতে প্রভু ঢোকে ঢোকে জল পান করিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীমুরারি গুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। সেইজন্য তাঁহাকে শ্রীহনুমন্তের অবতার বলা হইত। যথা বৈষ্ণব বন্দনায়—

"বন্দিব মুরারি গুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত।
পূর্ব্ব অবতারে যাঁর নাম হনুমন্ত।।"

মুরারির দেহে হনুমানের আবেশ প্রায় হইত এবং তখন তাঁহার শরীরে অসুরের ন্যায় বল হইত। জগাই-মাধাই যে সময় নবদ্বীপের একরূপ সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, তখন তাহাদের মনে এই গর্ব্ব ছিল যে, নবদ্বীপে তাহাদের ন্যায় বলবান্ আর কেহই নাই। কিন্তু যে দিন শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন সেই দিন শ্রীপ্রভুর আদেশে মুরারি এই ভ্রাতৃদ্বয়কে দুই কোলে করিয়া অবলীলাক্রমে প্রভুর প্রাঙ্গণে আনিয়া হাজির করিলেন।

মুরারির দেহে গরুড়ের আবেশও কখন কখন হইত। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুর আবেশে "গরুড়" "গরুড়" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মুরারি তখন নিজের বাড়ীতে ছিলেন। প্রভুর আহ্বানে তাঁহার গরুড়-আবেশ হইল। তিনি "এই যে আমি" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্রীবাসের গৃহপানে ছুটিলেন। পথের লোকে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইল ; ভাবিল নিশ্চয় তাঁহার মাথা খারাপ হইয়াছে। কিন্তু মুরারি তখন একরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য,—কে কি বলিতেছে সে দিকে তাঁহার আদপে লক্ষ্য নাই। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়াই তিনি প্রভুকে বলিলেন,—"কেন দাসকে স্মরণ করেছেন? কোথায় লয়ে যেতে হবে আজ্ঞা করুন?" ইহাই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সেই চারিহস্ত পরিমিত প্রকাণ্ড দেহ অক্লেশে স্কন্ধে করিয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনায় দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একদিন শ্রীবাসের বাড়ীতে বরাহ-অবতারের একটি শ্লোক শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ গর্জ্জন করিতে করিতে দ্রুতপদে মুরারির বাড়ী গমন করিলেন। মুরারি তখন বাড়ীতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া শ্রীপ্রভু একেবারে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া মুরারি দেবগৃহের দ্বারদেশে যাইয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীনিমাই ঘর হইতে বলিতে লাগিলেন,—'ইনি কে? এ যে প্রকান্ড বরাহ! ইনি যে বড় বলবান্ দেখ্ছি! ইনি যে বিশাল দন্তদ্বারা আমাকে মর্ম্মস্পর্শি বেদনা দিতেছেন!" ইহাই বলিয়া প্রভু পশ্চাতে হটিতে লাগিলেন। মুরারি দেখিলেন, হঠাৎ তিনি বরাহভাব অঙ্গীকার করিয়া, ভূমিতে হস্ত ও জানু পাতিয়া, লোচনযুগল ঘুরাইয়া ইতিউতি চাহিতেছেন। তৎপরে সম্মুখস্থ পিত্তলের জলপাত্র দন্তের দ্বারা তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

মুরারি দেখিতেছেন,—ঠিক যেন নর-বরাহ। তিনি মুরারিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আমার স্বাভাবিক রূপ বর্ণনা কর।" মুরারি ভয়ে জড়বৎ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং বারম্বার দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন,—"আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমার স্বরূপ বর্ণন করিবার সামর্থ্য আমার নাই।" ইহাই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তখন নর-বরাহ বলিলেন,—"এখন আমি যাই।" ইহাই বলিয়া শ্রীপ্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুরারির সন্তর্পণে তিনি চেতন পাইলেন। তখন সহজভাবে বলিলেন,—'আমি শ্রীবাসের গৃহে শ্রীবরাহ-অবতারের স্তব শুনিতেছিলাম, এখানে কি করিয়া আসিলাম?" মুরারি আর কি উত্তর দিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন।

একদিন মহাপ্রভু মুরারিকে লইয়া বিরলে বসিলেন। তারপর বলিলেন,—

"দেখ মুরারি, তুমি রঘুনাথের উপাসক, তাঁহাকে দাস্যভাবে ভজনা করিয়া থাক। ইহা অপেক্ষা মধুরভাবের ভজনা অনেক শ্রেষ্ঠ। এই মধুরভাব তুমি আস্বাদন কর নাই। মধুরভাবের একমাত্র উপাস্য ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ। তদ্‌যথা—

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বাংশী সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম সর্ব্বরসময়।।
বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিকশেখর।
সকল সদ্‌গুণবৃন্দরত্ন-রত্নাকর।।
মধুর-চরিত্র কৃষ্ণের মধুর-বিলাস।
চাতুর্য্যে বৈদগ্ধে করে যেঁহো লীলারাস।।"

সেই কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভজনা কর। শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা ভিন্ন মধুররসের আস্বাদন কেহই করিতে পারে না।" এই প্রকারে শ্রীপ্রভুর নিকট মধুররসের ভজনের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়া মুরারির মন ফিরিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"প্রভু, আমি তোমার দাস, তোমার আজ্ঞাবহ ; তুমি যাহা আদেশ করিবে, প্রাণ দিয়াও তাহা পালন করিব।"

মুরারি এই কথা চিন্তা করিতে করিতে স্বগৃহে গমন করিলেন। রাত্রিতে নিদ্রা হইল না, মনের মধ্যে এই এক কথাই তোলপাড় করিতে লাগিল। তাঁহার উপাস্য-দেবতা রঘুনাথকে ত্যাগ করিতে হইবে, ইহা ভাবিতেই তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। শেষে রঘুনাথকে উদ্দেশ করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"হে রামচন্দ্র, কি করিয়া তোমার শীতল চরণ ত্যাগ করিব? তার চেয়ে এখনই আমার মৃত্যু হউক।" এই ভাবে সারারাত্র বিলাপ করিয়া কাটাইলেন। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রভুর গৃহে গমন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই, কাজেই তাঁহার দর্শনের আশায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; এবং প্রভু বহির্বাটিতে আসিবামাত্র তাঁহার শীতলচরণে পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে এই নিবেদন করিলেন,—

"রঘুনাথ-পায়ে মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
ছাড়িতে না পারোঁ রাম পাঙ বড় ব্যথা।।
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
তোমা আজ্ঞাভঙ্গ হয় কি করোঁ উপায়।।
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময়।
তোমা আগে মৃত্যু হউ যাউক সংশয়।।"

মুরারির মুখে এই কথা শুনিয়া প্রভু মনে বড় সুখ পাইলেন। তাঁহার

কমললোচন জলে ভরিয়া গেল। তিনি মুরারিকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তারপর বলিলেন,—"সাধু মুরারি, তুমিই ধন্য! তোমার ন্যায় ভক্ত জগতে বিরল। তোমার ভজনই প্রকৃত সুদৃঢ় ; এমন কি, আমার কথাতেও তোমার মন কিছুমাত্র টলিল না। উপাস্য ঠাকুরের প্রতি সেবকের এইরূপ প্রীতি থাকাই একান্ত বাঞ্ছনীয়। স্বয়ং প্রভুও যদি পদ ছাড়াইয়া লইতে চাহেন, তবুও প্রকৃত সেবক তাহা ছাড়িতে পারেন না। তোমার ইষ্টদেবের প্রতি তোমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা কতদূর দৃঢ়, তাহাই জগতকে জানাইবার জন্য, আমি রঘুনাথকে ছাড়িতে বারম্বার তোমাকে অনুরোধ করিয়াছি ও লোভ দেখাইয়াছি। কিন্তু তুমি শ্রীরাম-কিঙ্কর, সাক্ষাৎ হনুমান্, তোমাকে লইয়াই তাঁহার বড়াই। তুমি ছাড়িলে তাঁহার থাকিবে কি? যাহা হউক আমার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়াছে, তুমি শ্রীরামচন্দ্রের কিরূপ একনিষ্ঠ ভক্ত তাহার প্রমাণ জগত দেখিয়াছে। এখন আমার কথা শুন, রঘুনাথকে তোমার ছাড়িতে হইবে না, তাঁহাকে যেরূপ ভাবে ভজনা করিয়া আসিয়াছ, সেইভাবে এখনও করিবে। আর তোমার একনিষ্ঠ ভক্তির পুরস্কারস্বরূপ আমার বরে তোমার হৃদয়ে ব্রজের মধুর রস স্ফুরিত হইবে।"

শ্রীপ্রভুর কৃপায় মুরারি মধুর রস আস্বাদন করিবার উপযোগী কতটা হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত পদাবলী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। কয়েকটি পদ প্রকাশিত হইল। তদ্‌যথা—

ধানশী

একদিন মনে আনন্দ বাঢ়ল নিতাই-গৌররায়।
হাসিতে হাসিতে, কেহ নাহি সাথে, বাজারে চলিয়া যায়।।
পথে হৈল দেখা, রূপ নাহি লেখা, দিঠি ফেলাইল গোরা-গায়।
এ হেন সময়ে, যতেক নাগরী, জল ভরিবারে যায়।।
কেহ বলে ইথে, গোকুল হইতে, নাটুয়া আসিয়াছে পারা।
চল দেখিবারে, নাচিবে বাজারে, মরুক্ মরুক্ জল-ভরা।।
বাহে বাহে ছান্দা, জাহ্নবী সুকান্দা, ভরিল যতেক নারী।
হেরি গোরা পানে, ভরিল নয়ানে, কহয়ে দাস মুরারি।।

পঠমঞ্জরী

গদাধর অঙ্গে পঁহু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন-গুণ গান বিভোর হইয়া।।

ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বাহ্য নাহি জানে।
রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গকুল পড়ে মনে।।
অনন্ত অনঙ্গ-জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কাঁদে হেরি মুখ-খানি।।
ত্রিভুবন দরবিত এ-দোঁহার রসে।
না জানি মুরারিগুপ্ত বঞ্চিত কোন্ দোষে।।

সুহই

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যেই, আপনারে খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও ।। ধ্রু।।
নয়ান-পুতলি করি, লইনু মোহন-রূপ,
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পীরিতি-আগুন জ্বালি, সকলি পুড়াইয়াছি,
জাতি-কুল-শীল-অভিমান।।
না-জানিয়া মূঢ়-লোকে, কি-জানি কি-বলে মোকে,
না-করিয়া শ্রবণ-গোচরে।
স্রোত-বিথার জলে, এ-তনুটি ভাসায়েছি,
কি করিবে কুলের কুকুরে।।
খাইতে শুইতে রইতে, আন নাহি লয় চিতে,
বন্ধু বিনা আর নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কয়, পীরিতি এ-মতি হয়,
তার গুণ তিন-লোকে গায়।।

সুহই

সখি হে কেন গোরা নিঠুরাই মোহে।
জগতে করিল দয়া, দিয়া সেই পদ-ছায়া,
বঞ্চিল এ অভাগিরে কাহে ।। ধ্রু ।।
গৌরপ্রেমে সঁপি প্রাণ, জিউ করে আনচান,
স্থির হৈয়া রইতে নারি ঘরে।

আগে যদি জানিতাম, পীরিতি না করিতাম,
যাচিঞা না দিতু প্রাণ পরে।।
আমি ঝুরি যার তরে, সে যদি না চায় ফিরে,
এমন পীরিতে কিবা সুখ।
চাতক সলিল চাহে, বজর ক্ষেপিলে তাহে,
যায় ফাটি যায় কিনা বুক।।
মুরারি গুপত কয়, পীরিতি সহজ নয়,
বিশেষে গৌরাঙ্গ-প্রেমের জ্বালা।
কুল মান সব ছাড়, চরণ আশ্রয় কর,
তবে সে পাইবা শচীর বালা।।

শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নদীয়ায় আনন্দের ঢেউ উঠিল। নিত্যই নব-নব আনন্দের প্রস্রবণ ছুটিতে লাগিল। এই আনন্দ উপভোগ করিয়া, সুখের সায়রে সাঁতার দিয়া, ভক্তেরা আত্মহারা হইয়া গেলেন। এই সময় একদিন মুরারির মনে হইল—এ সুখ কতদিন থাকিবে? প্রভুর দর্শনে, স্পর্শনে, সুমধুর বাক্য শ্রবণে, মনের ময়লামাটি মুছিয়া গিয়াছে। কিন্তু চিরদিন কি এইভাবে যাইবে? প্রভু আমার আর কতকাল এই মলিন জগতে থাকিবেন! ভুবনমোহন ভুবন আন্ধার করিয়া চলিয়া গেলে তখন কি হইবে ! তাঁহার বিরহ-বেদনা কি করিয়া সহ্য করিব! এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে মুরারির হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন,—তাঁহার অদর্শনের অগ্রেই ত চলিয়া যাওয়া ভাল! সেখানে যাইয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিব। তাঁহার আশায় পথপানে চাঁহিয়া থাকিলে বিরহ-বেদনা সেরূপ কষ্টকর হইবে না। ইহাই স্থির করিয়া একখানি ধারালো ছুরী প্রস্তুত করাইলেন এবং ঘরের এক কোণে লুকাইয়া রাখিলেন। ইচ্ছা রহিল, শ্রীপ্রভুর ভুবনমোহন রূপ একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া, তাঁহার শ্রীমুখের মধুর কথা ভাল করিয়া শুনিয়া, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মনে মনে বিদায় লইয়া, নিস্তব্ধ নির্জ্জন নিশিথে গলায় ছুরী বসাইয়া নিত্যধামে চলিয়া যাইবেন।

শ্রীমুরারি গোপনে এইরূপ স্থির করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মুরারি যুগপৎ আনন্দে ও আতঙ্কে অভিভূত হইলেন। শ্রীপ্রভুকে লুকাইয়া এমন একটা গর্হিত কাজ করিতে যাইতেছেন, ইহা মনে হইবামাত্র তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাকে সামলাইয়া লইলেন এবং শ্রীপ্রভুর শীতল চরণতলে পড়িয়া দণ্ডবৎ করিলেন এবং তাঁহাকে বসিতে আসন দিলেন।

দুই এক কথার পর শ্রীগৌরাঙ্গ অতি কোমল-মধুর স্বরে বলিলেন,—"ভাই, আমার একটা কথা রাখবে?"

মুরারি। (তটস্থ হইয়া) কি বল্‌ছ? তোমার কথা রাখ্‌ব না? এ দেহ মন সবই ত তোমার।

প্রভু। এই কথা তবে ঠিক?

মুরারি। নিশ্চয়।

তখন প্রভুর বদন গম্ভীর হইল। তিনি মুরারিকে আপনার কাছে আনিয়া বসাইলেন এবং তাঁহার দেহে পদ্মহস্ত দিয়া কাণে কাণে বলিলেন,—"ছুরীখানা আমাকে আনিয়া দাও।"

প্রভুকে প্রথমে দেখিয়াই যদিও মুরারির বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এ কথা তাঁহার আদপে বিশ্বাস হয় নাই যে, প্রভু তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং প্রভু যখন তাঁহার গুপ্ত কার্য্য ব্যক্ত করিলেন, তখন মুরারি একেবারে দিশাহারা হইয়া গেলেন, কি উত্তর দিবেন তাহা ভাবিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইলেন না। তখন একবারও তাঁহার মনে হইল না যে, যাঁহাকে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহার পক্ষে জীবের মনের ভাব অবগত হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। কাজেই তখন আপনার দোষ ঢাকিবার জন্য সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলিয়া ফেলিলেন। একটু যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতেছেন,—"সে কি প্রভু, কে তোমাকে এ-কথা বলিল? আমি ত ছুরীর কথা কিছুই জানি নে!"

প্রভু। আমাকে আবার বলবে কে? আমি সব সংবাদই রাখি। ছুরী কোথায় তৈয়ার হয়েছে তা জানি, কি জন্য তৈয়ার করেছ তা জানি, কোথায় রেখেছ তাও জানি।

ইহা বলিয়াই প্রভু উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন এবং ছুরীখানি আনিয়া মুরারির সম্মুখে রাখিলেন। তারপর আবেগভরে বলিলেন,—"মুরারি! তোমার এই কাজ?"

মুরারির মুখ দিয়া আর কথা সরিল না, তিনি অধোবদনে বসিয়া রহিলেন।

তখন প্রভু সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন,—"আচ্ছা মুরারি! আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমাকে ফেলে যেতে চাও?"

মুরারি আর কি বলিবেন, তিনি অঝোর-নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া প্রভু মুরারিকে টানিয়া আনিয়া আপন কোলে বসাইলেন এবং তাঁহার গায়ে কমল-কর বুলাইতে লাগিলেন। একটু পরে কোমল-স্বরে বলিলেন,— "মুরারি, কে তোমাকে এই বুদ্ধি দিয়াছে? আমার বিরহ সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না

বলে তুমি এই ভয়ঙ্কর কাজ কর্‌তেছিলে, আর তোমার বিরহ আমি কি করে সহিব তাহা একবারও ভাব্‌লে না? মুরারি! এই তোমার অহৈতুক প্রীতি?"

তখন মনের আবেগে উভয়েরই নয়ন দিয়া দরদরিত ধারায় অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। একটু পরে আপনাকে সামলাইয়া প্রভু বলিলেন,—"আমাকে একটি ভিক্ষা দিতে হবে। বল, তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না?" মুরারি তখন আত্ম-গ্লানিতে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। কিন্তু প্রভুও ছাড়িতেছেন না। তিনি আবার বলিলেন,—"বল মুরারি বল, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না?" মুরারি অনেক কষ্টে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"না"।

কিন্তু সেই "না" কথায় প্রভুর তৃপ্তি হইল না। তিনি মুরারির দক্ষিণ হস্তখানি লইয়া আপনার মাথার উপর রাখিলেন, রাখিয়া আবেগ-ভরে গদগদস্বরে বলিলেন,—"মুরারি, আমার মাথার দিব্য, বল যে এমন কাজ আর কর্‌বে না।"

নিমাই বলিতেছেন, আর মুরারি ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন। মুরারির স্ত্রী দোরের আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্ত কথা শুনিলেন। শেষে স্বামীর ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া নিজেও কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রতি প্রভুর যে কি অসীম করুণা তাহা বুঝিতে পারিয়া তিনি আত্মহারা হইয়া গেলেন,—মনে মনে প্রভুকে কোটি কোটি প্রণাম করিতে লাগিলেন।

মুরারি তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। প্রভুর কোলে বসিয়া থাকা অপরাধের কাজ ভাবিয়া তাড়াতাড়ি কোল হইতে নামিলেন ও প্রভুর শীতল চরণে শরণ লইলেন ; তারপর আবেগভরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"প্রভু, তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব? পাছে তুমি ফেলিয়া যাও, তাই ভেবে পাগল হয়েছিলাম। প্রভু, আমাকে ক্ষমা কর।" ইহাই বলিয়া মনপ্রাণ উঘাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

* * *

প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিন দিন তিন রাত্র অনাহারে, অনিদ্রায়, আদপে বিশ্রাম না করিয়া, রাঢ়দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। নিত্যানন্দ কৌশল করিয়া তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে আনিয়া হাজির করিলেন এবং নিজে নদেবাসীদের আনিবার জন্য নবদ্বীপে যাত্রা করিলেন। মুরারি তখন নবদ্বীপে ছিলেন। নিত্যানন্দের সহিত যখন শচীমাতার সাক্ষাৎ হইল, তখন তিনি প্রভুর বাড়ীতে উপস্থিত। এই ঘটনাটি তিনি কবিতায় এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

ধানশী

প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ আইলেন নদীয়া-নগরে।।
ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
পথ মাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়।।
ক্ষণেকে সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচী-ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে।।
দাঁড়ায়ে মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভায়ের কহিতে সন্ন্যাস।।
কাতরে পড়িয়া শচী দেখিয়া নিতাই।
কাঁদি বলে, "কোথা আছে আমার নিমাই।।"
"না কাঁদিহ শচীমাতা শুন মোর বাণী।
সন্ন্যাস করিলা প্রভু গৌর-গুণমণি।।
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু আইল শান্তিপুরে।
আমারে পাঠায়ে দিলা তোমা লইবারে।।"
শুনিয়া নিতাইর মুখে সন্ন্যাসের কথা।
অচেতন হৈঞা ভূমে পড়ে শচীমাতা।।
উঠাইলা নিত্যানন্দ—"চল শান্তিপুরে।
তোমার নিমাই আছে অদ্বৈতের ঘরে।।"
শচী কান্দে নিতাই কান্দে নদীয়া-নিবাসী।
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী।।
কহয়ে মুরারি, গৌরচাঁদে না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিয়া গঙ্গাজলে।।

প্রভুকে দর্শন করিতে যাইবেন বলিয়া নদেবাসী প্রভুর বাটীতে মিলিত হইলেন। যিনি শুনিলেন তিনিই আসিলেন। ভক্তবৃন্দ আসিলেন, অভক্তও আসিলেন। শেষে শচীদেবীকে অগ্রে করিয়া সকলে শান্তিপুরে যাত্রা করিলেন। যথা মুরারি গুপ্তের পদ—

ধানশী

চলিলা নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আগে শচী আর সবে চলিলা পশ্চাতে।।

হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ সবাকার মুখে।
নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুঃখে।।
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল জীবন্তে মরিয়া।
নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া।।
হেরিতে গৌরাঙ্গ-মুখ মনে অভিলাষ।
শান্তিপুরে ধায় সবে হৈয়া উর্দ্ধশ্বাস।।
হইল পুরুষ-শূন্য নদীয়ানগরী।
সবাকার পাছে পাছে চলিলা মুরারি।।

শান্তিপুরে প্রভুকে পাইয়া সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সন্ধ্যার পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সেখানে সকলে আসিয়া মিলিত হইলেন। নিত্যানন্দ আসিলেন বটে, কিন্তু তিনি নৃত্যগীতে পূর্ণমাত্রায় যোগদান করিতে পারিলেন না। পাছে প্রভু পড়িয়া যান, এই আশঙ্কায় নিতাই দুই বাহু প্রসারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কেবল একজন কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারিলেন না, ইনি মুরারি গুপ্ত। মুরারি যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে শচীমাতার দশা দেখিয়া কীর্ত্তনের আনন্দ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। তিনি প্রভু-জননীর সন্নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার অবস্থা দর্শন করিতে লাগিলেন। শচী সেখানে তাঁহার নিমাইচাঁদের নৃত্য দেখিতে আসেন নাই। সেখানে তাঁহার আসিবার দুইটী কারণ ছিল। প্রথমতঃ তাঁহার নিমাইকে আর দেখিতেপাইবেন না, তাই প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইতেছেন। দ্বিতীয়তঃ তিন দিন তিন রাত্র আহার ও বিশ্রাম নিমাইয়ের ঘটে নাই। তাই শচীর ইচ্ছা তিনি কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া বিশ্রাম করেন। কিন্তু সে ত দূরের কথা, নিমাই কীর্ত্তনানন্দে এরূপ উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন যে, প্রায় পড়িয়া যাইবার যো হইতেছে। তাই শচীমাতা কখন অদ্বৈত, কখন নিতাই, কখন বা শ্রীবাসকে ডাকিয়া বলিতেছেন,— "তোমরা আমার নিমাইকে দেখ, যেন পড়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে না যায়।"

যখন প্রকৃতই নিমাই পড়িয়া যাইবার মত হইতেছেন, তখন শচী চক্ষু বুজিয়া কানে আঙুল দিতেছেন। কখন ভক্তদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—"রাত্রি অনেক হয়েছে, কীর্ত্তন বন্ধ কর। আমার বাছাকে একটু ঘুমাতে দাও।" শচীর দশা দেখিয়া মুরারির হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তিনি মনে মনে প্রভুকে বলিতেছেন—"একবার মায়ের দশা দেখে যাও।" শচীর এই ভাব দেখিয়া মুরারি যে পদটি রচনা করেন, তাহা নিম্নে দিলাম—

ধর ধর ধররে নিতাই আমার গৌরে ধর।

আছাড় সময়ে অনুজ বলিয়ে
বারেক করুণা কর।।
আচার্য্যগোঁসাঞি দেখিও নিমাই
আমার আঁখির তারা।
না জানি কি ক্ষণে নাচিতে কীর্ত্তনে
পরাণে হইবে হারা।।
শুনহ শ্রীবাস কৈরাছে সন্ন্যাস
ভূমিতলে গড়ি যায়।
সোনার বরণ ননীর পুতলি
ব্যথা না লাগয়ে গায়।।
শুন ভক্তগণ রাখহ কীর্ত্তন
হইল অধিক নিশা।
কহয়ে মুরারি শুন গৌরহরি
দেখহ মায়ের দশা।।

* * *

প্রভু শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আসিলেন। সেখান হইতে দক্ষিণাঞ্চলে দুই বৎসর ভ্রমণ করিয়া পুনরায় নীলাচলে ফিরিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনবার্ত্তা নদীয়ায় পাঠান হইল। এই সংবাদ পাইয়া গৌড়ের ভক্তমণ্ডলী তাঁহাকে দর্শন করিতে নীলাচলে আসিবার জন্য শচীর অনুমতি লইয়া শান্তিপুরে সমবেত হইলেন, এবং অদ্বৈতাচার্য্যকে লইয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস বিশেষ পরিশ্রমের সহিত হাঁটিয়া ভক্তেরা নীলাচলে নরেন্দ্র-সরোবরতীরে আসিলেন। সেখান হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া একেবারে প্রভুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

প্রভু একে একে ভক্তদিগের সহিত মিলিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ইতিউতি চাহিয়া কাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শেষে হতাশভাবে বলিলেন,—"মুরারিকে যে দেখ্‌ছিনে, মুরারি কোথায়?" এই কথা শুনিয়া কয়েকজন ভক্ত মুরারিকে আনিতে চলিলেন।

এদিকে মুরারি অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত নরেন্দ্র-সরোবরতীরে আসিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিতে যাইয়া বিবশীকৃত হইয়া পড়িলেন, আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না। তখন তিনি রোদন করিতে করিতে সঙ্গীদিগকে বলিলেন—"আমি অতি দীন, অধম, পামর। আপনাদিগের কৃপায় এই হতভাগা এতদূর

আসিতে পারিয়াছে। আর অগ্রসর হইবার শক্তি সামর্থ্য বা সাহস নাই। আপনারা কৃপা করিয়া এই অধমের কথা প্রভুপদে জানাইয়া কৃতার্থ করিবেন।"

ভক্তেরা নরেন্দ্র-সরোবরতীরে যাইয়া মুরারিকে পাইলেন ; দেখিলেন, তিনি যথাস্থানে পড়িয়া আছেন। তাঁহারা মুরারিকে বলিলেন—"শীঘ্র উঠ, প্রভু তোমাকে ডাক্‌ছেন।" প্রভুর তলব হইয়াছে শুনিয়া মুরারি আর পড়িয়া থাকিতে পারিলেন না ; কষ্টে শ্রষ্ঠে উঠিয়া, দুই গুচ্ছ তৃণ মুখে করিয়া আর দুই গুচ্ছ হাতে ধরিয়া, দীনাতিদীনের ন্যায়, ক্রমে প্রভুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই প্রভুর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি মুরারিকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। মুরারি দূর হইতে প্রভুকে দণ্ডবৎ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু প্রভু আলিঙ্গন করিতে আসিতেছেন দেখিয়া তাঁহার আর দণ্ডবৎ করা হইল না, তিনি ত্রস্তভাবে পিছু হটিতে লাগিলেন এবং করযোড়ে কাতর স্বরে বলিলেন—

"মোরে না ছুঁইহ, মুঞি অধম পামর।
তোমা স্পর্শযোগ্য নহে এ পাপকলেবর।।"

প্রভুর কমললোচন ছলছল হইয়া উঠিল। মুরারির কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। তিনি জোর করিয়া মুরারিকে টানিয়া আনিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পরে মুরারিকে আপনার কাছে বসাইয়া, তাঁহার ধূলিমাখা দেহ ঝাড়িতে ঝাড়িতে আবেগ-ভরে বলিলেন—

"মুরারি! কর দৈন্য সম্বরণ। তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন।।"

*　　　*　　　*

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখ্যশাখার মধ্যে মুরারিগুপ্ত অন্যতম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

"শ্রীমুরারিগুপ্তশাখা প্রেমের ভাণ্ডার। প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর।
প্রতিগ্রহ না করেন, না লন কাহার ধন। আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ।।
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়। দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়।।"

তথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রবে শুনি গুপ্তের ক্রন্দন। বিশেষে দ্রবিলা সব ভাগবতগণ।।
মুরারির প্রতি সব বৈষ্ণবের প্রীত। সর্ব্বভূতে কৃপালুতা মুরারি-চরিত।।
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কার। 'মুরারি-বল্লভ' প্রভু সর্ব্ব অবতার।।"

*　　　*　　　*

একটী কথা বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব। মুরারির কড়চার শেষে আছে ১৪৩৫ শকে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪৩১ শকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইহার চারি বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৪৩৫ শকে তিনি জননী জন্মভূমি ও জাহ্নবী দেখিবার জন্য শ্রীনবদ্বীপে গমন করেন। তাহা হইলে এই সময় পর্য্যন্ত প্রভুর লীলা এই গ্রন্থে থাকিবার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীপ্রভুর শেষ দ্বাদশবর্ষের গম্ভীরালীলার কথাও এই গ্রন্থে আছে। ইহাতে বোধহয় ১৪৩৫ শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয় নাই, তাহার বহু বৎসর পরে মুরারি ইহা শেষ করিয়াছিলেন।

৪৪৫ গৌরাব্দ শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ

চতুর্থ সংস্করণের অবতরণিকা

আশৈশব শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের চরিত্রবিলাসবিজ্ঞ তত্ত্ববিৎ মহাত্মা শীল শ্রীমুরারি গুপ্তই এই "শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত" নামক লীলাসূত্রগ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থখানি বিবিধ মধুর ছন্দোবিন্যাসে সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছেন। ইঁহার নামান্তর— 'শ্রীমুরারি গুপ্তের কড়চা' ; সাধারণতঃ 'কড়চা' বলিতে স্মারকলিপিজাতীয় লেখারই সূচনা করিলেও ইহাতে বৈলক্ষণ্য আছে। যেহেতু ইহাতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রায় সকল লীলারই যথেষ্ট পরিবেশণ রহিয়াছে। কেবল চতুর্থ প্রক্রম চতুর্বিংশ সর্গ ব্যতীত অন্যত্র সকল লীলাই স্ফুটতররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর মহাশয়কৃত 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' নামক গ্রন্থরত্নের প্রধানতঃ এই কড়চাই উপাদান বা অবলম্বন। শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামিচরণ তদীয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে ত্রয়োদশ সর্গ পর্য্যন্ত ইঁহারই অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও শ্রীচৈতন্যভাগবতে ইঁহার বহু স্থলের সাহায্য লইয়াছেন। স্থলবিশেষে ইঁহারই বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। অন্যান্য পদকর্ত্তা বা লীলালেখকগণও অল্পবিস্তর ইহার সহায়তা পাইয়াছেন। এমন কি 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থকারও বলিয়াছেন—

'আদিলীলামধ্যে প্রভুর যতেক চরিত্র।
সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত।।'

অন্যত্র—

'দামোদর-স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি।।
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ।' ইত্যাদি। (আদি ১৩)

বস্তুতঃ এই কড়চাই শ্রীগৌরাঙ্গলীলার আদি ও প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রত্যক্ষদৃষ্ট লীলাচরিত্র অঙ্কিত হওয়ায় ইহাতে বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জন বা স্বকপোলকল্পিতত্বের আশঙ্কা নাই। ভাষাটিও অতি মধুর ও প্রাঞ্জল ; স্থলবিশেষের রচনা-পারিপাট্য অতি প্রশংসনীয়। দুঃখের বিষয় গ্রন্থখানি বহুভ্রমে বিজৃম্ভিত, স্থলবিশেষে বিকৃত (৩।১৪), কোথাও বা ত্রুটিত (১।১৫।১৪ এর পরে, ২।১৫।৯ এর পরে, ৩।১০।৪½ এর পরে, ৩।১৪।২৬ এর পরে, ৪।১১।৭-৮) ইত্যাদি।

সে যাহাই হউক, শ্রীমন্ মহাপ্রভুই যে তাঁহাকে লীলাগ্রন্থ-লেখনে অনুমতি ও অনুপ্রেরণা দিয়াছেন, তাহা মুরারি স্বয়ংই (২।৪।২৪-২৬) স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যেও (৬।৪৪-৪৫) বর্ণিত হইয়াছে। মুরারিগুপ্ত-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহুস্থলে অত্যুচ্চ প্রশংসাবাক্য বিদ্যমান আছে। ঐতিহাসিকগণের চক্ষে এই গ্রন্থ নাতিপ্রশংসিত হইলেও কিন্তু ভক্তগণের নিকট ইহার মৌলিকতা ও মহাপ্রিয়তা বিষয়ে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীল লোচনদাস করচার ৪র্থ প্রক্রমের ১৬শ সর্গ পর্য্যন্ত আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন—অধিকাংশস্থলে অনুবাদ করিয়াছেন—স্থলবিশেষে অস্পষ্ট ঘটনাগুলিকে অধিকতর সুব্যক্ত করিয়াছেন। ৪।১৭ হইতে ২০শ সর্গ পর্য্যন্ত শ্রীলোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায় না, তৎপরে ২১শ সর্গের রামদাস নামক দ্রাবিড়বিপ্রের প্রসঙ্গটি অনুবাদ করিয়াই শ্রীলোচন নিজগ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে—শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য ত্রয়োদশ সর্গ পর্য্যন্ত ইঁহার আনুগত্যে চলিয়া তৎপর অন্য পন্থা ধরিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতকারও ইহার বহুল তাৎপর্য্যানুবাদ করিয়া স্বগ্রন্থকলেবর পুষ্টি করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরেও প্রথম প্রক্রমের ছয় শ্লোক, দ্বিতীয় প্রক্রমের দুই শ্লোক এবং চতুর্থ প্রক্রমের দুই শ্লোক অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

এক্ষণে মুরারি গুপ্তের কড়চার রচনাকাল-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল ১৪২৫ শকাব্দার আষাঢ় মাসে শুক্লাসপ্তমীতে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু তৃতীয় সংস্করণে ১৪২৫ এর পরিবর্ত্তে ১৪৩৫ করা হইয়াছে। অনেকেরই মনে হয় যে এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বা কাল্পনিক। মহাকাব্য ১৪৬৪ শাকে রচিত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থশেষেই উক্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের রচনাকালও আনুমানিক ১৪৭৫ হইতে ১৪৮৫ শাকের মধ্যে ধরা যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবত কিন্তু শ্রীমন্ নিত্যানন্দপ্রভুর অপ্রকটের পরে ১৪৬৫ হইতে ১৪৭০ শাক মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে। চৈতন্যমঙ্গলে কড়চার ৪।১৭ হইতে ৪।২০ এবং ৪।২২ হইতে ৪।২৪ পর্য্যন্ত অধ্যায়-কয়েকটার কোনই ইঙ্গিত না থাকায় যদি ইহাদিগকে পরবর্ত্তীকালের সংযোজনা বলিয়াও মনে করা যায়,* তথাপি ১।২।১৪ শ্লোকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপ্রকটলীলার নির্দেশ সূচনা করায়

---

* সন্দেহের একটি কারণ এই যে ৪।১৭।১১ শ্লোকে গৌড়ীয়ভক্তগণসঙ্গে মুরারির নাম গণনা করা হইয়াছে—'বৈদ্যসিংহ মুরারিকঃ'। এই উক্তি দেখিয়া মনে ধারণা হয় যে দৈন্যভূষণ গৌরভক্ত কখনই নিজেকে গৌরবান্বিত সপ্রমাণ করিতে পারেন না।

এই গ্রন্থ ১৫৫৫ শাকের পরেই রচিত হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু যে মুরারি (চৈতন্যভাগ—মধ্য ২০) শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকটকালেই ভাবিয়াছিলেন—

'অতএব যাবৎ আছয়ে অবতার।
তাবৎ আমার দেহত্যাগ প্রতিকার।।'

এবং ইহার জন্য 'খরসান কাতি এক আনিল যতনে' এবং 'নিশায় এড়িব দেহ হরিষ অন্তরে।' ইত্যাদি—সেই মুরারি গুপ্ত যে মহাপ্রভুর বিরহে দীর্ঘ দিন প্রকট থাকিবেন—তাহাও অনুমান করা চলে না। মহাকাব্য যখন ১৪৬৪ শাকে রচিত, তখন অন্ততঃ তিন চার বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থ রচনা হইয়াছিল, ইহা বেশ অনুমিত হয়। কাজেই ১৪৫৬ হইতে ১৪৬০ শকাব্দাই ইহার রচনাকাল বলিয়া আমার বিশেষ ধারণা।

শ্রীমুরারি গুপ্তের শ্রীচৈতন্য

যুগাবতাররূপে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া কীর্ত্তন-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন (১।৪।২৫-২৭)। আবার (১।৫।৪) শ্লোকে 'হরেরংশং' বলিয়া (১।১২।১৯) শ্লোকে 'ভগবান্ স্বয়ং' বলিয়াছেন। (১।১।১৪) শ্লোকের বন্দনায় চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, শ্রীবৎসচিহ্নিত হরিই চৈতন্য—এই উক্তিও দেখা যায়। অন্যত্র বহুস্থলে তিনি জনার্দন, বিষ্ণু অচ্যুত, অজ, হরি ও কৃষ্ণ শব্দে চৈতন্যদেবকেই বুঝাইয়াছেন।

২।৫।১৫-১৬ শ্লোকে গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের দক্ষিণ ভুজে স্বীয় দক্ষিণ ভুজ অর্পণ করিয়া গদাধরে বাম হস্ত দিলেন এবং শ্রীরামপণ্ডিতের ক্রোড়ে চরণকমল দান করিয়া ক্রীড়াবিনোদ করিলেন। ২।১০।১৪-১৭ শ্লোকগুলিতে গৌরাঙ্গের বস্ত্রহরণ-লীলানুকরণ দেখান হইয়াছে।

মুরারি রঘুনাথের উপাসক হইলেও কিন্তু শ্রীচৈতন্যকেই শ্রীরামবুদ্ধিতে দেখিতেন (৪।২৬।৩০)।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে 'নন্দকিশোর' (৪।২।১১), তাহাও মুরারির ভাবচক্ষুতে ধরা পড়িয়াছে। তাঁহার ভক্তরূপে অবতার-কথাও মুরারি বলিয়াছেন—(৩।১৫।২৩) 'জ্ঞাতোঽসি ভগবান্ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তরূপধৃক্' ইত্যাদি। আবার ইনি যে 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত' তাহারও স্পষ্টোক্তি আছে—'রাধিকারসবিনোদ' (৩।১৫।১৮) এবং 'শ্রীরাধাভাবমাপন্নো মাধুর্য্যরসলম্পটঃ' (৩।১৫।২৩)। শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু গৌরাঙ্গ সম্বন্ধেও তাঁহার সবিশেষ জ্ঞান ছিল (৩।১।১৮, ৪।৮।১০, ৪।৯।২০, ৪।১০।২৩) ইত্যাদি)। মুরারির মতে শ্রীগৌরাঙ্গ তিনভাবেই

প্রায়শঃ বিহার করিতেন—'গোপীভাবৈর্দাসভাবৈরীশভাবৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ' (২।৩।১৭)। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশমূর্ত্তি ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, গদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাসাদি নবদ্বীপবাসিগণ, শ্রীধর প্রভৃতির সহিত অবস্থান করেন (৪।১৪।৮-১০)। শ্রীগৌরীদাসের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দসহ মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি-স্বরূপে অবস্থান-বিবরণও ইহাতে (৪।১৪।১২-১৫) বর্ণিত হইয়াছে। রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট গৌর শৃঙ্গাররসময় ষড়্‌ভূজমূর্ত্তি দেখাইয়াছেন (৪।১৬।১৩)।

কড়চাতে যদিও শ্রীগৌরাঙ্গের শেষলীলা পর্য্যন্ত বর্ণির্ত হইয়াছে দেখা যায়, তথাপি ইহাতে শ্রীরামানন্দের সহিত মিলন বর্ণনা নাই, অথচ চৈতন্যমঙ্গলে ও মহাকাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরূপসনাতনের সঙ্গে মিলন-বর্ণনা হইলেও কিন্তু তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণকথা উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীদাস গোস্বামী বা শ্রীজীব গোস্বামীর নাম নাই। কাশী হইতে বনপথে পুরীধামে না গিয়া (৪।১৪) একেবারে গৌড়মণ্ডলে আগমনের বর্ণনা আছে—চৈতন্যমঙ্গলেও ইহার অনুবাদ আছে, কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে এইভাবের বর্ণনা নাই। মুরারি গুপ্ত শ্রীচৈতন্যচরিতের দার্শনিক অংশটা প্রায়শঃই বাদ দিয়াছেন—যাহা শ্রীকবি কর্ণপূর গোস্বামী ও শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর লেখনীতে স্ফুটতররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ৪।২৪ সর্গ গ্রন্থে বর্ণনার ক্রমভঙ্গ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং একই সর্গে শ্রীচৈতন্যের গম্ভীরালীলার প্রায় সকল ঘটনাই যেন এক নিঃশ্বাসে উল্লিখিত হইয়াছে। এইজন্যই মনে হয় যে চতুর্থ প্রক্রমের ষোড়শ সর্গের পরের অংশটী পরবর্ত্তী সংযোজনা হইবে। অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র—দুই তিন খানা পুঁথি না পাইলে দৃঢ়তররূপে বলিতে সাহস করি না।

৩।১১।১৩ ও ১৫ শ্লোকে 'অনুজ' পাঠটি নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক বলিতে হইবে, কেন না চৈতন্যমঙ্গল ও মহাকাব্যাদিতে উহাকে 'তনুজ' ধরিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

চৈতন্যমঙ্গল—মধ্যখণ্ড—

'আপন তনুজ দেখি কহিছে বচন।'

মহাকাব্য (১২।৫)—

জ্ঞাত্বাথ তস্যাশয়মেষ সদ্যঃ
স্বয়ং স্বপুত্রেণ সদাদরেণ। ইত্যাদি।

২।১৫।১২ ও ১৯ শ্লোকে গদাধরকে 'অপ্‌সরা' বলা হইয়াছে কেন নির্ণয় করা সুকঠিন। ঐ ১০ শ্লোকে তাঁহাকে 'গোপী' বলিতে শ্রীরাধাই বাচ্য বুঝিতে হইবে ; শ্রীরাধাতে 'চন্দ্রকান্তি' নামিকা গন্ধর্বকন্যার প্রবেশই শুনা যায় ; গন্ধর্বাকেই

অপ্সরা বলা হইয়াছে কি? চৈতন্যমঙ্গলে কিন্তু মাঘ মাসে গঙ্গাস্নান-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ নাই। মহাকাব্যে ১১।৮-১০ এই বর্ণনা থাকিলেও 'অপ্সরা' শব্দের বিন্যাস বা তৎসূচক কোনও কথা নাই।

৩।৮।১০ শ্লোকের 'বৈদূর্য্যঘোষৈঃ' শব্দের অর্থ কি? 'বৈদূর্য্য' শব্দে ত মণিবিশেষকেই বুঝায়, তৎপরিবর্ত্তে 'মৃদঙ্গ' শব্দ দিলেও চলিতে পারে।

এতদ্ব্যতিরিক্ত বহুস্থলেই ছন্দঃপাত আছে। তাহাদের শোধন করিতে গেলে গ্রন্থের স্বারস্য ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে বিবেচনায় আমি তাহাতে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ না করিয়াই অর্থসুগমের অনুরোধে বহুস্থলে এবং কেবলমাত্র যে যে স্থলে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও মহাকাব্যের সহিত বিরোধ ঘটিয়াছে, সেই সকল স্থলের দুই একটা অক্ষর বা শব্দ পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি। আশা করি, ইহাতে গ্রন্থের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণই থাকিবে। আক্ষরিক অনুবাদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বটে, কিন্তু স্থলে স্থলে তাৎপর্য্যানুবাদও করিতে হইয়াছে। পরিশেষে গৌরভক্তগণের নিকট দীনহীন অনুবাদকের সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা অনুবাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সকল পরিহার করিয়া মূলগ্রন্থের তাৎপর্য্য আস্বাদন করিলেই আমি কৃতকৃতার্থ হইব। ইতি

ভক্তদাসানুদাস
শ্রীহরিদাস দাস

শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীহরিবোল কুটীর
৪৫৮ চৈতন্যাব্দ

সূচীপত্রম্

প্রথমঃ প্রক্রমঃ

দ্বিতীয়ঃ প্রক্রমঃ

তৃতীয়ঃ প্রক্রমঃ

চতুর্থঃ প্রক্রমঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্

প্রথম-প্রক্রমে

প্রথমঃ সর্গঃ

স জয়ত্যতিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ ।
বরজানুবিলম্বিসদ্ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অতিশুদ্ধ বিক্রম-(শৌর্য্যাতিশয়)যুক্ত, স্বর্ণবর্ণ, পদ্মপলাশলোচন, আজানুবিলম্বিতভুজ এবং ভক্তিরসে বহু প্রকারে নর্ত্তন-পরায়ণ সেই গৌরসুন্দরের জয় হউক।

জগন্নাথসুতো জগৎপতির্জগদাদির্জগদার্ত্তিহা বিভুঃ ।
কলিপাতা কলিভারহারকোঽজনি শচ্যাং নিজভক্তিমুদ্বহন্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তিনি জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন, জগতের পতি (পালক), বিশ্বকারণ, বিশ্বের আর্ত্তি-বিনাশন ও বিভু (ব্যাপক) ; তিনি কলিপাতা (কলির আশ্রয়দাতা বা কলিকলুষ হইতে রক্ষণকারী) এবং কলির ভার-(পীড়া)নাশন। নিজ (উন্নত উজ্জ্বলরসগর্ভা) ভক্তি বহন করতঃ (অর্থাৎ বিতরণ জন্য সঙ্গে লইয়া) শচীর গর্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

স নবদ্বীপবতীষু ভূমিষু দ্বিজবর্য্যৈরভিনন্দিতো হরিঃ ।
নিজপিতুঃ সুখদো গৃহে সুখং নিবসন্ বেদষড়ঙ্গসংহিতাম্ ।। ৩।।
নিপপাঠ গুরোর্গৃহে বসন্ পরিচর্য্যাভিরতঃ শুচিব্রতঃ ।
স চ বিশ্বম্ভরসংজ্ঞকো হরির্যুগধর্ম্মাচরণায় ধর্ম্মিণাম্ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩-৪) নবদ্বীপযুক্ত ভূমিখণ্ডে (অন্তর্দ্বীপ, মধ্যদ্বীপাদি নয়টি দ্বীপযুক্ত) ব্রাহ্মণবর্য্যগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত সেই হরি, গৃহে সুখে বাস করিয়া নিজ পিতামাতা জগন্নাথ ও শচীদেবীকে সুখ দান করিয়াছেন এবং গুরু

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের গৃহে বাস করিয়া শিক্ষা কল্পাদি ষড়ঙ্গযুক্ত সমগ্র বেদ-সংহিতাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি তৎকালে পবিত্রভাবে গুরুদেবের পরিচর্য্যায় রত ছিলেন। সেই হরির প্রকটলীলার নাম—**বিশ্বম্ভর**। তিনি যুগোচিত ধর্মাচরণ করিবার জন্য

হরিকীর্ত্তনমাদিশৎ স্মরন্ পুরুষাথায় হরেরতিপ্রিয়ম্ ।
স গয়াসু পিতৃক্রিয়াং চরন্ হরিপাদাঙ্কিতভূমিষু স্বয়ম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) ধার্মিকগণকে হরি-সংকীর্ত্তন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, যেহেতু তিনি মনে ভাবিলেন যে, পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম লাভের জন্য শ্রীহরির অতিপ্রিয় নাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্য কর্ত্তব্য। তিনি নিজে হরিপাদাঙ্কিত ভূমি গয়াতে গিয়া পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে করিতে

নিজসংস্মৃতিমাত্রসম্পদঃ পুলকপ্রেমজড়ো বভূব হ ।
স তদা নিজমেব মন্দিরং সমগাদশরীরয়া গিরা ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) নিত্য কৃষ্ণস্মরণমননে বিভোর হইয়া পুলকাদি ভাবোদ্গম ও প্রেমে স্তব্ধ হইয়াছিলেন। তখন অশরীরী বাণী (দৈববাণী) শ্রবণ করিয়া শীঘ্রই আবার নবদ্বীপে নিজ মন্দিরে আগমন করিয়াছেন।

ভক্তবর্গমুখবেষ্টিতঃ প্রভুঃ প্রেমপাকপরিপূর্ণ-বিগ্রহঃ ।
হরিকীর্ত্তনসৎকথাসুখং মুমুদে দানবসিংহমর্দ্দনঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) সেই প্রভু মুখ্য মুখ্য ভক্তবর্গ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত থাকিতেন; তাঁহার দেহ সর্বদাই প্রেমের বিবিধ অবস্থায় (অশ্রু-কম্পাদি ভাব-ভূষণে) পরিপূর্ণ হইত। দৈত্যেন্দ্রদলন সেই গৌরাঙ্গ হরি-কীর্ত্তনে ও হরিকথার সুখে আনন্দ করিতে লাগিলেন।

অথাস্য কীর্ত্তিং শ্রবণামৃতং সতামুদারকীর্ত্তেঃ শ্রুতিভিঃ পিপাসুভিঃ ।
বিগাহিতুং শ্রীযুতসৎকথাং শুভামুবাহ হর্ষাশ্রুবিলোললোচনঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) এই পরমযশস্বী মহাপ্রভুর কীর্ত্তি-কলাপ সাধুসজ্জনদিগের শ্রবণরসায়ন ; কাজেই তাঁহাদের পিপাসু কর্ণরন্ধ্রে উহার প্রবেশ ইচ্ছা করিয়া শ্রীমুরারি গুপ্ত আনন্দাশ্রু-পরিপূর্ণ হইয়া এই পরমমঙ্গল সুন্দর কথার অবতারণা করিলেন।

ভক্তঃ শ্রীবাসনামা দ্বিজকুলকমলপ্রোল্লসচ্চিত্রভানুঃ
প্রাহেদং শ্রীমুরারিং ত্বমিহ বদ হরেঃ শ্রীচরিত্রং নবীনম্ ।
তস্যাজ্ঞামাকলস্য প্রকটকরপুটৈস্তং নমস্কৃত্য ভূয়ঃ
শ্রীমচ্চৈতন্যমূর্ত্তেঃ কলিকলুষহরাং কীর্ত্তিমাহ স্বয়ং সঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) ব্রাহ্মণকুলকমলের প্রকৃষ্টরূপে উল্লাসদায়ক বিচিত্র সূর্য্যস্বরূপ শ্রীবাসনামক ভক্ত শ্রীমুরারিকে বলিলেন,—'তুমি শ্রীগৌরহরির নবনবায়মান পরমসুন্দর চরিত-কথা কীর্ত্তন কর।' তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া কৃতকরপুটাঞ্জলি মুরারি তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন এবং স্বয়ং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কলিকলুষ-নাশন কীর্ত্তিগাথা গান করিতে লাগিলেন।

অথ স চিন্তয়ামাস বৈদ্যসূনুর্ম্মুরারিকঃ ।
কথং বক্ষ্যামি বহ্বর্থাং চৈতন্যস্য কথাং শুভাম্ ।।১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) তৎপরে বৈদ্যনন্দন সেই মুরারি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কি প্রকারে আমি অর্থবহুলা শ্রীচৈতন্যকথা কীর্ত্তন করিব?

যদ্বক্তুং নৈবশক্নোতি বাচস্পতিরপি স্বয়ম্ ।
তথাপি বৈষ্ণবাদেশং কর্ত্তুং যুক্তং মতির্মম ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) যেহেতু, সাক্ষাৎ বৃহস্পতিও এই লীলা বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন ; তথাপি আমার বিবেচনায় বৈষ্ণবাজ্ঞা পালন করাই যুক্তিযুক্ত।

নির্ম্মলা ভাতি সততং কৃষ্ণস্মরণসম্পদা ।
বৈষ্ণবাজ্ঞা হি ফলদা ভবিষ্যতি ন চান্যথা ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) কৃষ্ণস্মরণরূপ সম্পত্তির সহিত বৈষ্ণবাজ্ঞা সততই নির্মলা হইয়া ফলদায়িকাই হইবে, ইহাতে অন্যথা হয় না।"

ইত্যুক্ত্বা বক্তুমারেভে ভগবদ্ভক্তিবৃংহিতাম্।
কথাং ধর্ম্মার্থকামায় মোক্ষায় বিষ্ণুভক্তয়ে ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) এই বলিয়া তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের জন্য এবং বিষ্ণুভক্তির নিমিত্ত ভগবদ্‌ভক্তি দ্বারা পরিপুষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গকথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নমামি চৈতন্যমজং পুরাতনং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাব্জচক্রিণম্ ।
শ্রীবৎসলক্ষ্মাঙ্কিতবক্ষসং হরিং সত্তালসংলগ্নমণিং সুবাসসম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) যিনি অজ (জন্মরহিত) পুরাণপুরুষ, যিনি চতুর্ভুজ এবং শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্রধারী, যাঁহার বক্ষোদেশে শ্রীবৎসচিহ্ন (রোমাবর্ত্তবিশেষ) বিদ্যমান, যাঁহার সুন্দর ললাটে মণি সংলগ্ন (অথবা কণ্ঠে মহাতেজস্কর মণি বিরাজমান) এবং যাঁহার পরিধানে অত্যুত্তম বসন—সেই চৈতন্য-হরিকে প্রণাম করি।

বদামি কাঞ্চিদ্ ভগবৎকথাং সতাং হর্ষায় কিঞ্চিৎ স্খলনং যদা ভবেৎ ।
তদাত্র সংশোধয়িতুং মহত্তমাঃ প্রমাণমেবাত্র পরোপকারিণঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) সজ্জনদিগের আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে যৎসামান্য ভগবৎকথা বলিতেছি—যদি কোথাও কোনও চ্যুতি বা ত্রুটি হয়, তবে পরোপকারী মহত্তম সাধুগণ সংশোধন করিবেন—ইহাই আমার বিশ্বাস।

নবদ্বীপ ইতি খ্যাতে ক্ষেত্রে পরমবৈষ্ণবে ।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তাঃ বৈষ্ণবাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ ।।১৬।।
মহান্তঃ কর্ম্মনিপুণাঃ সর্ব্বে শাস্ত্রার্থপারগাঃ।
অন্যে চ সন্তি বহুশো ভিষক্‌শূদ্রবণিগ্‌জনাঃ ।। ১৭।।
স্বাচারনিরতাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বে বিদ্যোপজীবিনঃ ।
তত্র দেবব্রতাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠভবোনাপমে ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬-১৮) **'নবদ্বীপ'** নামে প্রসিদ্ধ এক পরম-বৈষ্ণব ক্ষেত্র আছে। তাহাতে ব্রাহ্মণ, সাধু, শান্ত, বৈষ্ণব, সৎকুলীন, মহাজন ও কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ বাস করেন। ইঁহারা সকলেই শাস্ত্রার্থপারদর্শী। আবার উহাতে বহুবিধ চিকিৎসক, শূদ্র ও বণিকাদিও বিরাজ করেন। সেই বৈকুণ্ঠসদৃশ ধামে সকলেই নিজ নিজ আচারে নিরত, শুদ্ধ, বিদ্যোপজীবী এবং দেবব্রত (দেবপূজক) ছিলেন।

শ্রীবাসো যত্র রেজে হরিপদকমলপ্রোল্লসন্মত্তভৃঙ্গঃ
প্রেমার্দ্রোত্তুঙ্গবাহুঃ পরমরসমদৈর্গায়তীশং সদোৎকঃ ।
গোপীনাথো দ্বিজাগ্র্যঃ শ্রবণপথগতে নাম্নি কৃষ্ণস্য মত্তো-
হত্যুচ্চৈ রৌতি স্ম ভূয়ো লয়তরলকরো নৃত্যতি স্মাতিবেলম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) এই ধামে শ্রীহরিপদকমলের আনন্দময় মত্ত মধুকর শ্রীবাস বিরাজ করিতেন ; তিনি সদা সর্বদা প্রেমে (অশ্রু স্বেদাদিতে) আর্দ্র থাকিতেন এবং উর্দ্ধবাহু হইয়া পরম রসানন্দে উৎকণ্ঠিতচিত্তে প্রভুর নামগুণাদি গান করিতেন। আবার দ্বিজকুলতিলক **গোপীনাথও** তথায় বাস করিতেন ; তাঁহার

কর্ণপথে কৃষ্ণনাম প্রবেশ করা মাত্রই মত্ত হইয়া তিনি অতি উচ্চকণ্ঠে শব্দ করিতেন এবং পুনঃ পুনঃ লয় (গীত, বাদ্য ও পাদন্যাসাদির ক্রিয়াকালের পরস্পর সাম্য) রক্ষার জন্য চঞ্চলকর হইয়া অর্থাৎ হস্তভঙ্গী করিয়া নিরতিশয় নৃত্য করিতেন।

বালোদ্যদ্ভাস্করাভো বুধজনকমলোদ্বোধনে দক্ষমূর্ত্তিঃ
কারুণ্যাব্ধির্হিমাংশোরিব জনহৃদয়োত্তাপশান্ত্যেকমূর্ত্তিঃ ।
প্রেমধ্যানাতিদক্ষো নটনবিধিকলাসদ্গুণাদ্যো মহাত্মা
শ্রীযুক্তাদ্বৈতবর্য্যঃ পরমরসকলাচার্য্য ঈশো বিরেজে ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) এই ধামে শ্রীযুক্ত **অদ্বৈত** আচার্য্যবর্য্যও বিরাজমান ছিলেন। তিনি উদীয়মান তরুণ সূর্য্যের কান্তিমালা ধারণ করিয়া জ্ঞানিগণরূপ কমলকুলের প্রকাশন-ব্যাপারে মহানিপুণ ছিলেন। করুণা-সমুদ্র তিনি চন্দ্রের ন্যায় জনগণ-হৃদয়ের তাপশান্তির জন্যই যেন কেবল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। প্রেমধ্যানে তিনি মহাদক্ষ ছিলেন, নৃত্যগীতাদি কলাবিদ্যায় ও মহা মহা গুণকদম্বে তিনি বরীয়ান্ মহাত্মা ছিলেন। অধিক কি বলিব? তিনি পরমরসকলার আচার্য্য ঈশ্বরই বটেন !!

যত্র সর্ব্বগুণবানতি রেজে চন্দ্রশেখরগুরুর্দ্বিজরাজঃ ।
কৃষ্ণনামকৃষিতাঙ্গরুহঃ স প্রস্খলন্নয়নবারিভিরার্দ্রঃ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) এই ধামে দ্বিজরাজ **চন্দ্রশেখর** গুরুও বিরাজমান ছিলেন। তিনি সর্ব্বগুণমণ্ডিত ছিলেন—কৃষ্ণনামে তাঁহার প্রচুরতর রোমাঞ্চ হইত এবং নিরন্তর অশ্রুধারায় তিনি স্নাতদেহ হইতেন।

যত্র নৃত্যাতি মুনৌ হরিদাসে দাসবৎসলতয়া জগদীশঃ ।
খেচরৈঃ সুরগণৈঃ সমহেশৈর্লাস্যমাশু পরিপশ্যতি হৃষ্টঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) এই স্থানে মুনি **হরিদাস** নৃত্য করিতে থাকিলে আনন্দিতমনে জগদীশ্বর (মহাপ্রভু) দাসের প্রতি বৎসল (স্নেহশীল) হইয়া মহেশ্বর সহ খেচর (আকাশচারী) দেবগণের সহিত শীঘ্রই সেই লাস্য (নৃত্য) পরিদর্শন করিতেন।

যত্র বিষ্ণুপদসম্ভবা সরিদ্বেগবত্যতিতরা করুণার্দ্রা ।
স্পর্দ্ধয়া রবিসুতা-সরযূনাং যা দধার কনকোজ্জ্বলং হরিম্ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) এই ধামের প্রান্তদেশে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা **ভাগীরথী**

মহাবেগবতী ও করুণার্দ্রা হইয়া যমুনা ও সরযু নদীর সহিত স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন প্রবাহিত হইতেছেন ; (যে হেতু ইনিই তীরে নীরে) স্বর্ণোজ্জ্বল গৌরহরিকে ধারণ করিয়াছেন।

জগন্নাথস্তস্মিন্ দিজকুলপয়োধীন্দুসদৃশো-
ঽভবদ্বেদাচার্য্যঃ সকলগুণযুক্তো গুরুসমঃ।
স কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিধ্যানপ্রবলতর-যোগেন মনসা
বিশুদ্ধঃ প্রেমার্দ্রো নবশশিকলেবাশু ববৃধে ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) আবার সেই ধামে দ্বিজকুল-সমুদ্রের চন্দ্রসদৃশ **জগন্নাথও** বাস করিতেন। তিনি বেদাচার্য্য, সকলগুণময় ও বৃহস্পতিসম ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল ধ্যানের প্রবলতর যোগযুক্ত মনে তিনি পবিত্র ও প্রেমাপ্লুত ছিলেন এবং নবীন চন্দ্রকলাবৎ শীঘ্রই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমেঽবতারানুক্রম
প্রথমঃ সর্গঃ ।। ১ ।।

ইতি অবতারানুক্রম-নামক প্রথম সর্গঃ ।। ১।।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

অথ তস্য গুরুশ্চক্রে সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেদিনঃ ।
পদবীমিতি তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রীমন্মিশ্রপুরন্দরঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তৎপরে তাঁহার তত্ত্বজ্ঞ গুরু (অধ্যাপক) তাঁহাকে সর্বশাস্ত্রার্থ-পারদর্শী জানিয়া **'শ্রীমন্ মিশ্র-পুরন্দর'** এই পদবী দান করিলেন।

তমেকদা সৎকুলীনং পণ্ডিতং ধর্ম্মিণাম্বরম্ ।
শ্রীমন্নীলাম্বরো নাম চক্রবর্ত্তী মহামনাঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) একদিন মহামনাঃ ও সমগ্র বংশমঙ্গলকারী **শ্রীমন্নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী** সেই মহাকুলীন, পণ্ডিত ও ধার্মিকাগ্রগণ্য জগন্নাথ মিশ্রকে

সমাহূয়াদদৎ কন্যাং শচীং স কুলকৃৎশদঃ ।
তাং প্রাপ্য সোঽপি ববৃধে শচীমিব পুরন্দরঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) আহ্বান করিয়া তাঁহার হস্তে নিজ কন্যা **শচীকে** দান

করিলেন। ইন্দ্র যেমন শচীকে পত্নীরূপে পাইয়া ক্রমশঃ শ্রীযুক্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এই মিশ্র-পুরন্দরও শচীদেবীকে বিবাহ করিয়া অবধি সর্বথা বর্দ্ধিষ্ণু হইতে লাগিলেন।

ততো গেহে নিবসতস্তস্য ধর্ম্মো ব্যবর্দ্ধত ।
আতিথ্যৈঃ শান্তিকৈঃ শৌচৈর্নিত্যকাম্যক্রিয়াফলৈঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) এইরূপে গৃহস্থ হইয়া বাস করিতে করিতে আতিথ্য-বিধানে, শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠানে, পবিত্রতায় এবং নিত্য-কাম্যাদি ক্রিয়ার আচরণের ফলে তাঁহার ধর্ম্মও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

তত্র কালেন কিয়তা তস্যাষ্টৌ কন্যকাঃ শুভাঃ।
বভূবুঃ ক্রমশো দৈবাত্তাঃ পঞ্চত্বং গতাঃ শচী ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) কতিপয় কালের (বৎসরের) মধ্যে ক্রমশঃ তাঁহার আটটি কল্যাণময়ী কন্যা জন্মিয়া দৈববশতঃ সকলেই অল্পকালেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বাৎসল্য-দুঃখতপ্তেন জগাম মনসা হরিম্ ।
পুত্রার্থং শরণং শ্রীমান্ পিতৃযজ্ঞং চকার সঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) শচী বাৎসল্যভরে দুঃখিতচিত্তে মনে মনে শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীমন্‌মিশ্র পুরন্দরও পুত্র-কামনায় পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।

কালেন কিয়তা লেভে পুত্রং সুরসুতোপমম্ ।
মুদমাপ জগন্নাথো নিধিং প্রাপ্য যথাঽধনঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) কিছুকাল পরে তিনি দেবকুমারসদৃশ এক পুত্ররত্ন লাভ করিলেন এবং নির্ধন ব্যক্তি নিধি পাইলে যেমন আনন্দলাভ করে, তদ্রূপ সেই জগন্নাথও নিরতিশয় আনন্দ পাইলেন।

নাম তস্য পিতা চক্রে শ্রীমতো বিশ্বরূপকঃ ।
পঠতা তেন কালেন স্বল্পেনৈব মহাত্মনা ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) পিতা জগন্নাথ সেই পরমসুন্দর পুত্রের **'বিশ্বরূপ'** নাম রাখিলেন। সেই মহাত্মা অতি অল্পকাল পাঠাভ্যাস করিয়াই

বেদাংশ্চ ন্যায়শাস্ত্রঞ্চ জ্ঞাতঃ সদ্‌যোগ উত্তমঃ ।
স সর্ব্বজ্ঞঃ সুধীঃ শান্তঃ সর্ব্বেষামুপকারকঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) বেদচতুষ্টয় ও ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলেন। ভক্তিযোগেও তিনি উত্তম হইলেন। অহো! তিনি সর্বজ্ঞ, সুধী, শান্ত ও সর্বজীবের উপকারী ছিলেন।

হরের্ধ্যানপরো নিত্যং বিষয়ে নাকরোন্মনঃ ।
শ্রীমদ্ভাগবতরসাস্বাদমত্তো নিরন্তরম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) তিনি নিরন্তর হরিধ্যানেই মগ্ন থাকিতেন, কদাচ বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না ; নিত্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের রসের আস্বাদনেই মত্ত থাকিতেন।

তস্যানুজো জগদ্‌যোনিরজো জজ্ঞে স্বয়ং প্রভুঃ ।
ইন্দ্রানুজো যথোপেন্দ্রঃ কশ্যপাদদিতেঃ সুতঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) কশ্যপ ঋষি ও অদিতির গৃহে যেরূপ ইন্দ্রানুজ 'উপেন্দ্র' নামে সুতোৎপত্তি হইয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহাদের গৃহে জগদ্‌যোনি অজ (জন্মরহিত) প্রভু স্বয়ং বিশ্বরূপের অনুজরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন।

হরিসঙ্কীর্ত্তনপরাং কৃত্বা ত্রিজগতীং স্বয়ম্ ।
উষিত্বা ক্ষেত্রপ্রবরে পুরুষোত্তমসংজ্ঞকে ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) তিনি নিজেই ত্রিভুবনকে হরিসংকীর্ত্তনময় করিয়া, 'পুরুষোত্তম' নামক ক্ষেত্রশ্রেষ্ঠে বাস করিয়া,

কৃত্বা ভক্তিং হরৌ শিক্ষাং কারয়িত্বা জনস্য সঃ ।
শ্রীবৃন্দাবনমাধুর্য্যমাস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ জনান্ ।। ১৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) লোকশিক্ষার জন্য স্বয়ং হরি হইয়াও হরিভক্তি যাজন করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনমাধুর্য্য নিজে আস্বাদন করিয়া জনগণকেও আস্বাদন করাইয়াছেন।

তারয়িত্বা জগৎ কৃৎস্নং বৈকুণ্ঠস্থৈঃ প্রসাধিতঃ ।
জগাম নিলয়ং হৃষ্টো নিজমেব মহর্দ্ধিমৎ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) সমগ্র জগতের ত্রাণ করিয়া বৈকুণ্ঠবাসী জনগণ কর্ত্তৃক প্রসাধিত (আরাধিত) হইয়া নিজের মহামহৈশ্বর্য্যযুক্ত ধামে আনন্দিতমনে প্রয়াণ করিয়াছেন।

এতচ্ছুত্বাদ্ভুতং প্রাহ ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
শ্রীচৈতন্যকথামত্তঃ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী, জিতেন্দ্রিয় ও শ্রীচৈতন্যকথামত্ত শ্রীদামোদর পণ্ডিত বলিলেন,—

কথয়স্ব কথাং দিব্যামদ্ভুতাং লোকপাবনীম্ ।
যাং শ্রুত্বা মুচ্যতে লোকঃ সংসারাদ্ঘোরকিল্বিষাৎ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) 'ওহে মুরারি! যাহার শ্রবণে লোক ঘোরকলুষময় সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারে, সেই দিব্য অদ্ভুত লোকপাবনী কথাই বল ত!'

শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে পরমাঃ প্রেমসম্পদঃ ।
জায়ন্তে সর্ব্বলোকস্য তদ্বদস্ব হরেঃ কথাম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) "যাহাতে সর্ববিধ লোকের শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে পরম প্রেমসম্পত্তি লাভ হয়, সেই গৌরকথাই বল হে।

কস্য হেতোঃ পৃথিব্যাং স জাতঃ সর্ব্বেশ্বরো বিভুঃ ।
কৃতং কিমিহ তেনৈব জগতামীশ্বরেণ চ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) সেই সর্বেশ্বর প্রভু কি হেতু পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন? সেই জগৎস্বামী এই ধরায় কি কি কার্য্যই বা করিয়াছেন ?

বক্তুমর্হসি ভদ্রাণি কর্ম্মাণি মঙ্গলানি চ।
জগতাং তাপশান্ত্যর্থং প্রেমার্থং সুমহাত্মনাম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তাঁহার শ্রবণরসায়ন মঙ্গলকর কর্মসমূহের কীর্ত্তন কর— যাহাতে জগৎসমূহের তাপশান্তি ত হইবেই ; আবার মহাত্মাগণও প্রেমামৃত লাভ করিবেন।"

তচ্ছুত্বা বচনং তস্য পণ্ডিতস্য মহাত্মনঃ ।
উবাচ বচনং প্রীতো মুরারিঃ শ্রূয়তামিতি ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) সেই মহাত্মা পণ্ডিত দামোদরের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুরারি প্রীতি লাভ করিলেন এবং গৌরকথা বলিতে লাগিলেন—

সাধু তে কথয়িষ্যামি যথাশক্ত্যা দ্বিজোত্তম ।
সংক্ষেপাদ্বিস্তরান্নালং বক্তুং শক্লোতি ভার্গবঃ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) হে দ্বিজোত্তম ! শ্রবণ কর, আমি যথাশক্তি উত্তমরূপে

তোমাকে সংক্ষেপে গৌরকথা বলিতেছি ; সাক্ষাৎ ভার্গব (বৃহস্পতিও) ঐ লীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে পারেন না।

অথ নারদো ধর্ম্মাত্মা বর্ষে ভারতসংজ্ঞকে ।
বৈষ্ণবাগ্র্যো মহাতেজাঃ পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভঃ ।। ২২ ।।
কৈলাশশিখরাকারে মেখলাবরভূষণঃ ।
ঐণচর্ম্মধরো বিষ্ণোরংশঃ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ ।।২৩ ।।
সর্ব্বেষামুপকারায় বভ্রামাকাশমণ্ডলে ।
মহতীং রণয়ন্ প্রীতো হরিনাম প্রগয়াতীম্ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২-২৪) ধর্মপ্রাণ নারদ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, মহাতেজস্বী ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ; তাঁহার আকার কৈলাসপর্বতের শিখরের তুল্য, মেখলাই তাঁহার মহাভূষণ ; তিনি মৃগচর্ম পরিধান করিয়াছেন, বিষ্ণুর অংশ তিনি সকলেরই প্রিয়। একদিন তিনি সকলের উপকারের জন্য ভারতবর্ষে আকাশমণ্ডলে আনন্দিতচিত্তে হরিনাম-পরায়ণা মহতী বীণা বাদন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

দ্রক্ষ্যামি বৈষ্ণবং কুত্র তত্র বৎস্যামি সাম্প্রতম্ ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা দদর্শ পৃথিবীমিমাম্ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) 'আমি কোথায় বৈষ্ণব দেখিব? তথায় সংপ্রতি বাস করিব।' এইরূপে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে তিনি এই পৃথিবী দর্শন করিলেন।

কলিনা পাপমিত্রেণ প্রথিতামলপঙ্কিলাম্ ।
গামেব ম্লেচ্ছহস্তস্থাং প্রচণ্ডকরশোষিতাম্ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) অহো। পাপমিত্র কলি-কর্ত্তৃক এই পৃথিবী অধিকৃত হইয়াছিল, মল-(কলুষ) রাশিতে উহা পঙ্কিল হইয়াছিল, ম্লেচ্ছহস্তে ধেনুর যেরূপ দুর্দশা হয়, তদ্রূপ এই পৃথিবী কলিকর্ত্তৃক উপদ্রুত হইতেছিল! প্রচণ্ডকিরণ (সূর্য্য) কর্ত্তৃক উহা শোষিতই বলিয়া দৃষ্ট হইল।

জনাংশ্চ দদৃশে তত্র পাপব্যাধিসমাকুলান্ ।
পরাপবাদনিরতান্ শঠান্ হ্রস্বায়ুষঃ কৃশান্ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) জনমণ্ডলী পাপে ও ব্যাধিতে সমাকুল বলিয়া দেখা গেল। তাহারা পরনিন্দায় নিরত, শঠ, ক্ষীণায়ু ও কৃশ হইয়াছিল।

রাজ্ঞশ্চ পাপনিপুণান্ শূদ্রান্ স যবনান্ খলান্ ।
ম্লেচ্ছান্ বিকর্ম্মনিরতান্ প্রজাসর্ব্বস্বহারকান্ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) রাজাগণ পাপকার্য্যে নিপুণ, যবনগণ সহ শূদ্রসকল খল-প্রকৃতি, ম্লেচ্ছগণ অপকর্মে নিরত এবং প্রজাগণের সর্ব্বস্বহারী হইয়াছিল।

শাস্ত্রজ্ঞানপি সাধূনাং নিন্দকানাত্মমানিনঃ ।
এতান্ বহুবিধান্ দৃষ্ট্বা চিন্তয়ামাস নারদঃ ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) শাস্ত্রজ্ঞগণও তখন সাধুগণের নিন্দক এবং আত্মশ্লাঘাপর হইয়াছিল!! এই সব বহুবিধ ব্যাপার দেখিয়া নারদ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে মহাকাব্যে প্রথম-প্রক্রমে শ্রীনারদানুতাপো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।। ২।।
ইতি শ্রীনারদানুতাপ-নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং নিমগ্নেয়ং বসুন্ধরা ।
সর্ব্বেষাং পাপদগ্ধানাং হরিনামরসায়নঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) কলিযুগের প্রথম সন্ধিতে এই বসুন্ধরা (পাপরাশিতে) নিমগ্ন হইল। পাপদগ্ধ সকল জীবের পক্ষে হরিনাম-রসায়নই

তারকোঽয়ং ভবত্যেব বৈষ্ণবদ্বেষিণং বিনা ।
আত্মসম্ভাবিতা যে চ যে চ বৈষ্ণবনিন্দকাঃ ।। ২।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তারক হইয়া থাকে, কিন্তু বৈষ্ণববিদ্বেষ্টাগণ হরিনামের মাহাত্ম্য বুঝে না। যাহারা স্বশ্লাঘাপরায়ণ এবং বৈষ্ণবনিন্দক,

যে কৃষ্ণনাম্নি দেহেষু নিন্দেয়ুর্মন্দবুদ্ধয়ঃ ।
তেঽনিত্যা ইতি বক্ষ্যন্তে তেষাং নিরয় এব হি ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) যাহারা কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণবিগ্রহের প্রতি নিন্দা করে অথবা ঐ কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণতনুকে অনিত্য বলে, তাহারাই মন্দবুদ্ধি, তাহাদেরই নরক অনিবার্য্য।

অত্র কিং স্যাদুপায়োঽয়মিতি নিশ্চিত্য শুদ্ধধীঃ ।
বৈকুণ্ঠাখ্যং পরং ধাম জগাম করুণানিধিঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) এই বিষয়ে কি উপায় বিধেয়—এই চিন্তা করিতে করিতে শুদ্ধবুদ্ধি করুণানিধি নারদ **বৈকুণ্ঠ** নামক পরধামে গমন করিলেন।

অথ ত্রিবেদীপরিগীয়মানং দদর্শ বৈকুণ্ঠমখণ্ডধিষ্ণ্যম্ ।
স্বতেজসা ধ্বস্তরজঃসমূহং দিশাং দশামাপ গুণাৎ পরাং মুনিঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) ঋক্, যজুঃ ও সাম নামক বেদত্রয় যাঁহাকে নিরন্তর স্তব-স্তুতি করিতেছে, নিজ তেজে যাঁহা দশ দিকের রজঃ (মালিন্য বা প্রকৃতির গুণ) সমূহকে বিধ্বস্ত করিয়াছে, মুনি নারদ সেই অখণ্ডশক্তি বৈকুণ্ঠের দর্শন লাভ করিলেন এবং গুণাতীত দশা প্রাপ্ত হইলেন।

মধুব্রতানাং নিবহৈর্হরের্যশঃ প্রগীয়মানং কমলাবলীষু ।
বিরাজিতং রত্নতটাভিরামবাপীভিরামুক্তলতাসুগন্ধিভিঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) তত্রত্য পদ্মসমূহে মধুকররাজি নিত্য হরিগুণ গান করিতেছে—তথায় রত্নবদ্ধ-তটযুক্ত অতিরমণীয় বাপী-(দীর্ঘিকা)সমূহ বিরাজমান এবং তন্মধ্যে উৎপন্ন লতারাজির সদ্‌গন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত অথবা তত্রত্য (জাত) নীলোৎপল কহ্লারাদি লতাসমূহের পুষ্পসমূহে সুন্দর হইয়াছে।

মাণিক্যগেহৈর্বড়ভীভিরন্বিতং গজেন্দ্রমুক্তাবলিভূষিতাভিঃ ।
সার্বর্ত্তবৈঃ শাখিভিরন্বিতং খগৈর্বিকূজিতং চন্দ্রশিলাপথাঢ্যম্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তথায় মাণিক্যময় গৃহরাজি বর্ত্তমান—তাহাতেও আবার বড়ভী-(চন্দ্রশালিকা) সমূহ বিরাজ করে, যাহাতে গজেন্দ্রমুক্তাসমূহ বিশেষ শোভাধায়ক হইয়াছে। সর্বঋতুর (ফলকুসুমবর্ষী) বৃক্ষরাজি শোভা করিতেছে—বিহগগণ বেশ কাকলিধ্বনি করিতেছে এবং উহার পথসমূহ চন্দ্রকান্তমণিসমূহে খচিত রহিয়াছে।

তত্র শ্রিয়া জুষ্টমজং পুরাতনং লসৎকিরীটদ্যুতিরঞ্জিতালকম্ ।
বিকাশিদিব্যাব্জজিতেক্ষণং লসৎসুধাকরারাধিতসন্মুখোল্লসম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) তথায় লক্ষ্মী কর্ত্তৃক উপসেবিত অজ (জন্মরহিত) পুরাণ **পুরুষোত্তমকে** মুনিবর দর্শন করিলেন ; তাঁহার ললাটদেশ পরমসুন্দর কিরীটের কান্তিমালায় রঞ্জিত হইয়াছে—প্রস্ফুটিত দিব্য পদ্ম-বিজয়ী তাঁহার

লোচনদ্বয়—মনোজ্ঞ চন্দ্রমাকর্ত্তৃক আরাধিত তাঁহার সুন্দর মুখ প্রসন্ন দেখা যাইতেছে।

লসন্মহাকুণ্ডলগণ্ডশোভিতং সুকম্বুকণ্ঠং কনকোজ্জ্বলাংশুকম্ ।
কৃষ্ণং চতুর্ভিঃ পরিঘোপমৈর্ভুজৈর্নীলাদ্রিশৃঙ্গং সুরপাদপৈরিব ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) মনোহর মহাকুণ্ডলদ্বয় গণ্ডযুগলে দোদুল্যমান হইয়া শোভাধার হইয়াছে— তাঁহার কণ্ঠদেশ সুন্দর শঙ্খবৎ রেখাত্রয়যুক্ত, পরিধানে স্বর্ণবর্ণবিজয়ী বসন—নীলাচলের শিখরদেশ যেরূপ কল্পবৃক্ষগণ কর্ত্তৃক শোভিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরিঘোপম (লৌহলগুড়বৎ) ভুজচতুষ্টয়ধারী **শ্রীকৃষ্ণকে** নারদ দর্শন করিলেন।

বিরাজমানং কনকাঙ্গদাদিভির্মুক্তাবলীভির্বরহেমসূত্রৈঃ ।
সকিঙ্কিণীজালনিবদ্ধচেলোল্লসন্নিতম্বং বরপাদপঙ্কজম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) স্বর্ণময় অঙ্গদাদি, মুক্তাহারসমূহ এবং অত্যুত্তম হেমসূত্রাদি তিনি স্থানে স্থানে পরিধান করিয়াছেন—নিতম্বদেশ কিঙ্কিণী সমূহের সহিত বস্ত্রদ্বারা শোভিত—তদীয় চরণে অত্যুত্তম পদ্মই যেন প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

তদীয়পাদাব্জমনোজ্ঞগন্ধমাঘ্রায় হর্ষাশ্রুতনূরুহোদ্গমৈঃ ।
বিসংজ্ঞ এবাশু পপাত ভূমৌ স দণ্ডবৎ কৃষ্ণসমীপতো মুনিঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) সেই মুনি নারদ শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের মনোজ্ঞ গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াই আনন্দাশ্রুপাতে এবং পুলক-কদম্বে বিভূষিতকলেবরে শীঘ্রই অচেতন হইয়া কৃষ্ণসমীপে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন।

ততঃ প্রসার্য্যাশু করং কৃতজ্ঞো রত্নাঙ্গুরীভিন্নখপ্রভং প্রভুঃ ।
মুদা স্পৃশন্মূর্দ্ধ্নিমুনের্মনোহরং বভাষ ঈষৎস্মিতশোভিতাননঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) তৎক্ষণাৎ কৃতজ্ঞ প্রভু রত্নাঙ্গুরীযুক্ত নখ-প্রভাবিশিষ্ট কর প্রসারণ করিয়া আনন্দে মুনির শিরোদেশ স্পর্শ করিলেন এবং মৃদুমধুর হাস্যশোভিত বদনে মনোহর বাক্যে বলিলেন,—

স্বায়ম্ভুবোত্তিষ্ঠ মুনে মহাত্মন্ যন্মো বদস্যদ্য করোমি তত্তে ।
মমৈব কালোঽয়মুপাগতঃ স্বয়ং যুগেষু ধর্ম্মাচরণায় ধর্ম্মিণাম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) 'হে ব্রহ্মানন্দন মুনে! হে মহাত্মন্! উত্থান কর ; অদ্য আমাকে যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব ; ধার্মিকদের ধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ করিবার জন্য বহুযুগান্তে এই কালটি আমারই অবতারের সূচক হইয়া সমাগত হইয়াছে!!'

ততঃ সমুত্থাপ্য মহর্ষিসত্তমং মহত্তমৈকান্তপরায়ণো হরিঃ ।
সমাদিদেশাসনমাশু তস্মৈ তস্মিন্নিবিষ্টো মুনিরাজ্ঞয়া হরেঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) মহাজনদিগের একান্ত শরণ শ্রীহরি তখন মহর্ষিপ্রবর নারদকে উঠাইয়া শীঘ্রই তাঁহাকে আসনে বসিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া মুনি আসনে বসিলেন।

অথান্বপৃচ্ছদ্ভগবান্ মুনে কথং সংপ্রাপ্তবান্ মামিহ কিং তবেপ্সিতম্ ।
পূর্ণস্য কার্য্যং করবাণি সাধো পরোপকারায় মহদ্বিচেষ্টিতম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) অনন্তর ভগবান্ সেই মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে মুনে! তোমার আগমনের কারণ কি? তোমার বাঞ্ছিতই বা কি? হে সাধো ! আমি তোমার জন্য সকল কার্য্যই করিতে প্রস্তুত আছি অথবা আমি পূর্ণতর অবতারের কার্য্যই করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ; মহাজনদের সকল চেষ্টাই পরোপকারের জন্য।'

ইত্থং সতোয়াম্বুদতুল্যঘোষং বচোঽমৃতং কৃষ্ণদয়ামৃতাব্ধেঃ ।
উবাচ পূর্ণস্মিতবীক্ষয়া হরের্নমামি লোকান্ পরিপাহি দুঃখিতান্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) এই ভাবে কৃষ্ণরূপ কৃপামৃতসমুদ্রের সজল জলধরবৎ গম্ভীর ধ্বনিযুক্ত বাক্যামৃত পান করিয়া মুনিবর শ্রীহরির পূর্ণহাস্যযুক্ত (স্বপ্রার্থনা-পূর্ত্তিসূচক) কটাক্ষপাতের আশায় বলিলেন—"হে প্রভো ! তোমাকে প্রণাম করি, দুঃখিত লোকগণকে পরিত্রাণ কর।

ক্ষিতিঃ ক্ষিণোত্যদ্য সমাকুলা বিভো জনস্য পাপৌঘযুতস্য ধারণাৎ।
জনাশ্চ সর্ব্বে কলিকালদষ্টাঃ পাপে রতাস্ত্যক্তভবৎপ্রসঙ্গাঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) পাপরাশিযুক্ত লোকের ধারণ করিয়া পৃথিবী অদ্য সমাকুলা হইয়া মহাকষ্টে পড়িয়াছে। সকল লোকই কলিকালদষ্ট এবং তোমার প্রসঙ্গাদি ত্যাগ করতঃ পাপেই নিরত হইয়াছে।

তান্ পাহি নাথ ত্বদৃতে ন তেষামন্যোঽস্তি পাতা নিরয়াত্তু সদ্গতিং ।
এবং বিচার্য্য কুরু সর্ব্বলোকনাথ স্বয়ং সদ্গতিরীশ নান্যঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) হে নাথ! এই সকল লোকের নিস্তার কর, তুমি ব্যতিরেকে তাহাদের ত্রাতা অন্য কেহ নাই। হে সর্ব্বলোকনাথ! এই বিচার করিয়া তুমি তাহাদিগকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া সদ্গতি প্রদান কর। হে ঈশ! তুমি স্বয়ংই সদ্গতি, অপর কেহই নহে।"

ইত্থং সমাকর্ণ্য মুনের্বচো হরির্বিদন্নপি প্রাহ কিমাচরিষ্যে ।
কেনাপ্যুপায়েন ভবেদ্ধি শান্তিস্তদ্‌ব্রূহি তং প্রাহ পুনঃ স্বভূসুতঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হরি সর্ব্বতত্ত্ব জানিয়াও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কি করিতে হইবে, বল দেখি। কোন্ উপায়ে সকলের শান্তি বিধান হয় বল ত।' তখন আবার নারদ প্রভুকে বলিলেন—

স্বয়ং সুশীতঃ শতচন্দ্রমা যথা ভূদেববংশেঽপ্যবতীর্য্য সৎকুলে।
বাৎস্যে জগন্নাথসুতেতি বিশ্রুতিং সমাপ্লুহি স্বং কুরু শং ধরণ্যাঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) "তুমি শত শত চন্দ্রমার ন্যায় স্বয়ং সুশীতল হইয়া ব্রাহ্মণবংশে সৎকুলে বাৎস্য গোত্রে অবতীর্ণ হও, জগন্নাথ-সুত এই প্রখ্যাতি লাভ কর এবং ধরণীরও মঙ্গল বিধান কর।

রামাদিরূপৈর্ভগবন্ কৃতং হি যৎ পাপাত্মনাং রাক্ষসদানবানাম্ ।
বধাদিকং কর্ম্ম ন চেহ কার্য্যং মনো নরাণাং পরিশোধয়স্ব ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) তুমি রামাদিরূপে পাপাত্মা রাক্ষস দানবাদির যে বধসাধনাদি করিয়াছ, হে ভগবন্ ! এবার কিন্তু তাহা করিতে পারিবে না ; অথচ সকল মানবের মন পরিশোধন করিতে হইবে।

তানাসুরং ভাবমুপাগতান্ হি যদা হনিষ্যে ক্ব তদাস্তি লোকঃ ।
এবং ব্যবস্য স্বধিয়াত্মনো যশঃ প্রখ্যাহি লোকাঃ সুখিনো ভবন্তু ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) যদি সেই সব আসুরভাবাপন্ন জনগণকেই হত্যা করিবে, তবে আর লোক কোথায় থাকিবে হে ? এই বিবেচনা করিয়া নিজ বুদ্ধিবলে নিজ কীর্ত্তি বিস্তার করিতে থাক এবং ইহাতেই লোকগণ সুখী হউক।

তত্রৈব রুদ্রেণ মুনিপ্রবীরাঃ কর্ত্তুং হি সাহায্যমবাতরিষ্যন্ ।
তথেতি তং প্রাহ হরিঃ সুরর্ষিং সোঽপি প্রণম্যাশু জগাম হৃষ্টঃ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) রুদ্র সহিত মুনিশ্রেষ্ঠগণও তোমার সাহায্যকল্পে পৃথিবীতেই অবতার গ্রহণ করিয়াছেন।" সুরর্ষির বাক্য শ্রবণে হরি **'তথাস্তু'** বলিলেন এবং নারদও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে **অন্যত্র** চলিয়া গেলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমে নারদপ্রশ্নো
নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।।

ইতি **নারদপ্রশ্ন**-নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

অথ শ্রুত্বা তু তৎসর্ব্বং শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ ।
উবাচ পরমপ্রীতঃ কথ্যতাং নৃহরেঃ কথাম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) শ্রীদামোদর পণ্ডিত এই সব কথা শুনিয়া পরম প্রীত হইয়া বলিলেন,—"গৌরহরির কথা বল, বল।

কে কে তত্রাবতারেষু স্ববতীর্ণা মহীতলে ।
অবতারাশ্চ কতিধা তান্ বদস্বামনুপূর্ব্বশঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) অবতারগণের মধ্যে কে কে মহীতলে সুন্দররূপে অবতীর্ণ হইলেন? আর অবতারগণই বা কত প্রকার ? এই সব তত্ত্ব আনুপূর্বিক বল দেখি !!"

ইতি শ্রুত্বা দ্বিজাগ্র্যস্য বচনং শ্রীমুরারিকঃ ।
উবাচ পরমপ্রীত্যা শ্রূয়তামিতি সাদরম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) শ্রীমুরারি গুপ্ত দ্বিজবরের এই বাক্য শ্রবণে পরম প্রীতির সহিত তাঁহাকে বলিলেন—"আপনি আদরপূর্বক শ্রবণ করুন।

অথ তে কথয়াম্যন্যৎ স্বাংশাবতরণং হরেঃ ।
শুদ্ধভক্ততয়া খ্যাতান্ ভক্তানীশ্বররূপিণঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) এক্ষণে আমি আপনাকে হরির স্বাংশাবতারগণের কথাই বলিতেছি। ইঁহারা শুদ্ধভক্তরূপেই প্রসিদ্ধ, ভক্ত হইলেও ইঁহারা ঈশ্বর-স্বরূপই বটে।

আদৌ জাতো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রীমাধবপুরী প্রভুঃ ।
ঈশ্বরাংশো দ্বিধা ভূত্বাঽদ্বৈতাচার্য্যশ্চ সদ্‌গুণঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) সর্বাদ্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ **শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী** আবির্ভূত হইলেন, ইনি ঈশ্বরাংশই। দ্বিতীয় ঈশ্বরাংশ হইলেন কল্যাণগুণময় **শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।**

তয়োঃ শিষ্যোঽভবদ্দেবশ্চন্দ্রাংশুশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
স আচার্য্যরত্ন ইতি খ্যাতো ভুবি মহাযশাঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) তাঁহাদের শিষ্য হইলেন—চন্দ্রবৎ স্নিগ্ধকিরণ দেব **চন্দ্রশেখর,** ইঁহাকে আচার্য্যরত্ন বলিয়াই সকলে জানে, পৃথিবীতে ইঁহার মহাকীর্তি রটিত হইয়াছে।

শ্রীনারদাংশজাতোঽসৌ শ্রীমৎশ্রীবাসপণ্ডিতঃ ।
গন্ধর্ব্বাংশোঽভবদ্বৈদ্যঃ শ্রীমুকুন্দঃ সুগায়নঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) শ্রীনারদাংশ-রূপে শ্রীমান্ **শ্রীবাস** পণ্ডিত অবতীর্ণ হইলেন। বৈদ্য ও সুগায়ক **শ্রীমুকুন্দও** গন্ধর্বাংশে আবির্ভূত হইয়াছেন।

শ্রীমৎশ্রীহরিদাসোঽভূন্মুনেরংশঃ শৃণুষ্ব তৎ ।
কথিতং নাগদষ্টেন ব্রাহ্মণেন যথা পুরা ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) নারদ মুনির অংশ শ্রীমান্ **শ্রীহরিদাসও** আবির্ভূত হইলেন—নাগদষ্ট (সর্পক্ষত ডঙ্ক) ব্রাহ্মণ প্রাচীনকালে ইহার যে তত্ত্ব বলিয়াছেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন।

আদৌ মুনিবরঃ শ্রীমান্ রামো নাম মহাতপাঃ ।
দ্রাবিড়ে বৈষ্ণবক্ষেত্রে সোঽবাৎসীৎ পুত্রবৎসলঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) পুরাকালে মহর্ষি শ্রীমান্ রাম নামক জনৈক মহাতপস্বী বৈষ্ণবক্ষেত্র দ্রাবিড়ে বাস করিতেন। তিনি পুত্রবৎসল ছিলেন।

তস্য পুত্রেণ তুলসীং প্রক্ষাল্য ভাজনে শুভে ।
স্থাপিতা সাঽপতদ্ভূমাবপ্রক্ষাল্য পুনশ্চ তাম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) তাঁহার পুত্র তুলসী প্রক্ষালন করিয়া পবিত্র পাত্রে রাখিলেন, কিন্তু তাহা ভূমিতেই পড়িয়া গেল। পুনরায় সেই তুলসী প্রক্ষালন না করিয়াই

পিত্রেঽদদাৎ পুনঃ সোঽপি শ্রীরামাখ্যো মহামুনিঃ ।
দদৌ ভগবতে তেন জাতোঽসৌ যবনে কুলে ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) মুনিপুত্র পিতার হস্তে দিলেন। মহর্ষি শ্রীরামও সেই তুলসী শ্রীভগবান্‌কে সমর্পণ করিলেন। অধৌত তুলসী ভগবানে অর্পণ করার ফলে তিনি যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

স ধর্ম্মাত্মা সুধীঃ শান্তঃ সর্ব্বজ্ঞানবিচক্ষণঃ ।
ব্রহ্মাংশোঽপি ততঃ শ্রীমান্ ভক্ত এব সুনিশ্চিতঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) তিনি ধার্মিক, সুধী, শান্ত ও সর্বজ্ঞ ছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মাংশ হইয়াও তিনি ভক্তরূপেই সুনিশ্চিত হইয়াছেন।

অবধূতো মহাতেজা নিত্যানন্দো মহত্তমঃ ।
বলদেবাংশতো জাতো মহাযোগী স্বয়ং প্রভুঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) বলদেবাংশরূপে অবধূত, মহাতেজস্বী, মহত্তম, মহাযোগী ও সাক্ষাৎ প্রভু **নিত্যানন্দ** আবির্ভূত হইয়াছেন।

ন তস্য কুলশীলানি কর্ম্মাণি বক্তুমুৎসহে ।
অপি বর্ষশতেনাপি বৃহস্পতিরপি স্বয়ম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) তাঁহার কুল শীলাদি বা লীলাদি শত বর্ষেও আমি ত বলিতেই পারিব না, স্বয়ং বৃহস্পতিও পারিবেন না।

বক্তুং নেশেঽপরে কিংবা বয়ং হি ক্ষুদ্রজন্তবঃ ।
শ্রীকৃষ্ণদ্বিতীয়শ্চাপি গৌরাঙ্গপ্রাণবল্লভঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তখন আবার ক্ষুদ্র জীব আমরা বা অন্য কেহ কি বর্ণনা করিবে? ইনি শ্রীকৃষ্ণদ্বিতীয় এবং শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণবল্লভ অথবা শ্রীগৌরাঙ্গই ইঁহার প্রাণবল্লভ।

অন্যে চ শতশো জাতা দেবাশ্চ মুনিপুঙ্গবাঃ ।
পৃথিব্যামংশভাবেন তান্ন সংখ্যাতুমুৎসহে ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) অন্যান্য শত শত দেবতা, মুনিপুঙ্গবগণও এই পৃথিবীতে অংশভাবে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা করিতেও আমি অসমর্থ।

অথাবতারো দ্বিবিধঃ পুরুষস্য প্রকীর্ত্তিতঃ ।
যুগাবতারঃ প্রথমঃ কার্য্যার্থেঽপরসম্ভবঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) পুরুষাবতার দ্বিবিধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। প্রথম হইতেছেন—**যুগাবতার** ও দ্বিতীয়—**কার্য্যাবতার** (লীলাবতার)।

যুগাবতারাঃ কথ্যন্তে যে ভবন্তি যুগে যুগে ।
ধর্ম্মং সংস্থাপয়ন্তি যে তান্ শৃণুষ্ব যথাক্রমম্ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) যাঁহারা যুগে যুগে অবতার হইয়া যুগধর্ম সংস্থাপন করেন, ক্রমশঃ তাঁহাদের তত্ত্ব শ্রবণ করুন।

সত্যে যুগে ধ্যান একঃ পুরুষস্যার্থসাধকঃ ।
তদর্থেঽবতরৎ শুক্লশ্চতুর্বাহুর্জটাধরঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) **সত্যযুগে** ধ্যানই একমাত্র পুরুষার্থসাধক, এই জন্য চতুর্ভুজ ও জটাধর **শুক্ল** অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সহস্রচন্দ্রসদৃশঃ সদা ধ্যানরতো মুনীঃ ।
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং ধ্যানাচার্য্যো বভূব হ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) তাঁহার দেহকান্তি সহস্র চন্দ্রবৎ উদ্‌ভাস্বর, সর্বদাই ধ্যাননিরত মুনিরূপে তিনি সকল জীবের ধ্যানাচার্য্য হইয়াছিলেন।

ত্রেতায়াং যজ্ঞ এবৈকো ধর্ম্মঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ ।
তত্র যজ্ঞঃ স্বয়ং জাতঃ স্রুক্‌স্রুবাদিসমন্বিতঃ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) ত্রেতায় যজ্ঞই কেবল সর্বার্থসাধক ছিল, তাহার জন্য স্রুক্ স্রুবাদি হস্তে লইয়া স্বয়ং যজ্ঞই অবতীর্ণ হইলেন।

যাজ্ঞিকৈর্ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধং যজ্ঞভুক্ স জনার্দ্দনঃ ।
যজ্ঞমেবাকরোজ্জিষ্ণুর্জনান্ সর্ব্বানশিক্ষয়ৎ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সহিত যজ্ঞভোক্তা সেই নারায়ণ যজ্ঞই করিয়াছেন এবং সকল জীবকে শিক্ষাও দিয়াছেন।

দ্বাপরে তু যুগে পূজা পুরুষার্থায় কল্পতে।
ইতি জ্ঞাত্বা স্বয়ং বিষ্ণুঃ পৃথুরূপো বভূব হ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) দ্বাপর যুগে পূজাই পুরুষার্থদায়ক—এই বুঝিয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণুই পৃথুরূপে অবতার করিলেন।

পূজাঞ্চকার ধর্ম্মাত্মা লোকানাঞ্চানুশাসনম্ ।
কারয়ামাস পূজায়াং সর্ব্বেষামভবন্মনঃ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) নিজে ধার্মিক হইয়া পূজা করিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিয়াছেন এবং তাহাতেই সকল লোকের পূজাতে মনোনিবেশ হইয়াছিল।

কলৌ তু কীর্ত্তনং শ্রেয়ো ধর্ম্মঃ সর্ব্বোপকারকঃ ।
সর্ব্বশক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ পরমানন্দদায়কঃ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) কলিকালে কীর্ত্তনই মঙ্গলপ্রসু সর্বোপকারক ধর্ম—ইহাই সর্বশক্তি সমন্বিত ও সাক্ষাৎ পরমানন্দদায়ক।

ইতি নিশ্চিত্য মনসা সাধূনাং সুখমাবহন্ ।
জাতঃ স্বয়ং পৃথিব্যান্তু শ্রীচৈতন্যো মহাপ্রভুঃ ।। ২৬ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) এই জানিয়া সাধুদিগের সুখদান করিবার অভিলাষে পৃথিবীতে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কীর্ত্তনং কারয়ামাস স্বয়ং চক্রে মুদান্বিতঃ ।
যুগাবতারা এতে বৈ কার্য্যার্থে চাপরান্ শৃণু ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) তিনি স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া ও কীর্ত্তন করাইয়া আনন্দ লাভ করিয়াছেন। ইঁহারাই যুগাবতার। কার্য্যার্থে অবতারগণের নামলীলাদি এক্ষণে শ্রবণ করুন।

মাৎস্যে তু বেদোদ্ধরণং কৌর্ম্মে মন্দারধারণম্ ।
বারাহে ধারণং ভূমের্নারসিংহে বিদারণম্ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) মৎস্যাবতারে বেদোদ্ধার, কূর্মরূপে মন্দার পর্বতের ধারণ, বরাহাবতারে পৃথিবীর উদ্ধার এবং নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুর বিদারণ করিয়াছেন।

চক্রে দনুজশত্রুস্য বামনে ভুবনশ্রিয়ম্ ।
জিগ্যে তু ভার্গবঃ ক্ষৌণীং জিত্বা রাজ্ঞঃ সুদুর্মদান্ ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) বামনরূপে দানবেন্দ্র বলিকে ছলনা করিয়া ত্রিভুবনের সম্পত্তি অধিকার করিলেন এবং পরশুরামাবতারে সুদুর্মদ রাজাগণকে পরাজয় করিয়া পৃথিবী শাসন করিলেন।

দদৌ গাং ব্রাহ্মণায়ৈব বিষ্ণুর্লোকৈকতারণঃ ।
শ্রীরামে রাবণং হত্বা যশসা পূরিতং জগৎ ।। ৩০ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) লোকৈকতারণ বিষ্ণু ব্রাহ্মণের হস্তেই পৃথিবী সম্প্রদান করিয়াছেন—শ্রীরামাবতারে রাবণকে নিহত করিয়া জগৎকে যশঃসমূহে পূর্ণ করিলেন।

শ্রীমৎকৃষ্ণাবতারে তু ভূমের্ভারাবতারণম্ ।
স্বয়মেব হরিস্তত্র সর্ব্বশক্তিসমন্বিতঃ ।। ৩১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩১) শ্রীকৃষ্ণাবতারে কিন্তু সর্বশক্তিসমন্বিত হরি স্বয়ংই পৃথিবীর ভার নাশ করিয়াছেন।

বৌদ্ধে তু মোহনং চক্রে বেদানাং ভগবান্ পরঃ ।
ম্লেচ্ছানাং নিধনঞ্চৈব কল্কিরূপেণ সোঽকরোৎ ।। ৩২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩২) সেই পরম ভগবান্ বুদ্ধরূপে বেদসমূহের মোহন করিয়াছেন এবং কল্কিরূপে ম্লেচ্ছগণের নিধন করিয়াছেন।

এবংবিধান্যনেকানি কর্মাণি* বহুরূপিণঃ ।
কার্য্যাবতারা নৃহরেঃ কথিতাঃ পরমর্ষিভিঃ ।। ৩৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৩) এই প্রকারে সেই বহুরূপী প্রভুর বহুবিধ কর্মাবলী কথিত হইয়াছেন এবং পরমর্ষিগণ শ্রীহরির এই এই কার্য্যাবতারের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমেঽবতারানুকরণং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।।

ইতি **অবতারানুক্রম**-নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

শৃণুষ্বাবহিতং ব্রহ্মন্ চৈতন্যস্যাবতারকম্ ।
নবীনং জগদীশস্য করুণাবারিধেবিভোঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) হে ব্রহ্মন্ ! জগদীশ্বর করুণানিধান প্রভু শ্রীচৈতন্যের নবীন অবতার-কথা সাবধানে শ্রবণ কর।

গতে দেবর্ষিবর্য্যে তু স্বাশ্রমে ভগবান্ পরঃ ।
জগন্নাথস্য বিপ্রর্ষের্মনস্যাবিশদচ্যুতঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) দেবর্ষিবর্য্য নারদ স্বাশ্রমে গমন করিলে বিপ্রর্ষি জগন্নাথের চিত্তে অচ্যুত প্রবেশ করিলেন।

তেনাহিতং মহত্তেজো দধার সময়ে সতী।
এতস্মিন্নন্তরে সাধ্বী শচী পতিপরায়ণা ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) কালক্রমে সেই মহাতেজঃ তৎকর্ত্তৃক আহিত হইয়া সতী শচী ধারণ করিলেন।

লেভে গর্ভং হরেরংশং গঙ্গেব শাম্ভবং শুভা ।
তস্যাস্তেজোঽতিববৃধে শুক্লপক্ষে যথা শশী ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) গঙ্গা যেরূপ শম্ভুর তেজ ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কিয়দ্দিন পরে সাধ্বী পতি-পরায়ণা কল্যাণী শচীদেবী স্বগর্ভে হরির অংশ

---

* বহূনি...

ধারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার তেজঃ সাতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, যেমন শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলা বৃদ্ধি পায়।

তাং দৃষ্ট্বা রূপসম্পন্নাং তপ্তচামীকরপ্রভাম্ ।
শ্রিয়া যুক্তো জগন্নাথো মুমুদে হৃষ্টমানসঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) গলিত-সুবর্ণকান্তিরূপিণী তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীযুক্ত জগন্নাথ হৃষ্টমনে আমোদ করিতে লাগিলেন।

অথ তাং তাদৃশীং দৃষ্ট্বা দেবা ব্রহ্মাদয়োঽপরে ।
গন্ধর্ব্বা অমরা যে চ যে চ সেন্দ্রা নভোগতাঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) অতঃপর তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ, গন্ধর্বগণ, ইন্দ্র সহ অপরাপর আকাশচারী দেবতা

কৃতাঞ্জলিপুটা হর্ষাৎ সাশ্রুকণ্ঠবিলোচনাঃ ।
তুষ্টুবুর্ম্মুদিতাঃ সর্ব্বে প্রণামানতকন্ধরাঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) কৃতাঞ্জলিপুটে হর্ষভরে অশ্রুপূর্ণলোচনে অবনতশিরে প্রণাম ও স্তব স্তুতি করিয়া আনন্দিত হইতেন।

নমামি ত্বাং সদাগর্ভামদিতিং জননীং হরেঃ ।
চন্দ্রর্কাগ্নিপ্রভাগর্ভাং সত্ত্বগর্ভাং ধৃতিং ক্ষমাম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) 'তুমি সদাকাল বিষ্ণুকে গর্ভে ধারণ কর, তুমি হরির জননী অদিতি, তোমাকে নমস্কার। তোমার গর্ভে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতির প্রভা বিদ্যমান, আত্মা বিদ্যমান, তুমি ধৃতি, তুমি ক্ষমা—তোমাকে নমস্কার।

অদ্বেষগর্ভাং সংসিদ্ধিং বেদগর্ভাং স্বয়ং হরেঃ ।
দেবকীং রোহিণীঞ্চৈব যশোদাং সর্ব্বথাভবাম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) তোমার গর্ভে অজাতদ্বেষ্টা বর্ত্তমান, তুমি সম্যক্ সিদ্ধি, তোমার গর্ভে বেদের উৎপত্তি, তুমি স্বয়ং হরির সর্বথা প্রসূতি দেবকী, রোহিণী এবং যশোদা প্রভৃতি।

তং বৈ বিভর্ষি গর্ভে ত্বং যো যজ্ঞং প্রথয়িষ্যতি ।
কীর্ত্তনাখ্যং মহাপুণ্যং যদ্‌যজ্ঞৈর্নোপপদ্যতে ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) যিনি যজ্ঞ বিস্তার করিবেন, সেই পুরুষবরকে তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছ। এই যজ্ঞ হইতেছে— কীর্ত্তন-যজ্ঞ, যাহা সহস্র সহস্র অন্য যাগে সমধিগম্য নহে।

কীর্ত্তনং নৃহরেঃ শ্রুত্বা নিমিষার্দ্ধেন যা ভবেৎ ।
প্রীতিরস্মাদৃশাং সা তু কোটিযজ্ঞৈর্ভবেন্ন হি ।। ১১ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) এই গৌরহরির কীর্ত্তন নিমিষার্দ্ধ কালমাত্র শ্রবণ করিয়াও আমাদের যে প্রীতিলাভ হয়, সেই প্রীতি কোটি যজ্ঞ দ্বারাও সম্পাদ্যমান নহে।

অহো মহ্যং পুরা দত্তমমৃতং হরিণা স্বয়ম্ ।
সমুদ্রমন্থনং কৃত্বা ততঃ কোটিগুণাধিকম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) অহো! পুরাকালে সমুদ্রমন্থন করিয়া আমাকে স্বয়ং হরি অমৃত দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইতেও কোটিগুণে অধিকতর

রসং পশ্যাম এবাত্র শৃণ্বন্তঃ শ্রীহরের্যশঃ ।
মোক্ষমপ্যনৃতং চেতো মন্যতে কীর্ত্তনাদ্ধরেঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) রস শ্রীহরির যশঃ শ্রবণ করিয়া আমরা এই কীর্ত্তনে উপলব্ধি করিতেছি। মনে হয় যে, মোক্ষও কীর্ত্তনের তুলনায় অসত্যই বটে!!'

এবমুক্ত্বা ততো দেবাঃ সেন্দ্রা জগ্মুঃ প্রণম্য তাম্ ।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা গায়ন্তঃ শ্রীহরের্যশঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) ইন্দ্রসহিত দেবগণ শচীকে প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মাকে অগ্রগামী করতঃ শ্রীহরির যশোগাথা গান করিতে করিতে স্বধামে গমন করিলেন।

স্বাং পুরীং শ্রীপতেরংশো জাতো ভুব্যতিহর্ষিতঃ ।
কলের্ভাগ্যং প্রশংসন্তো নৃত্যন্তঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) 'লক্ষ্মীপতির অংশ আনন্দিত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন!' এই বলিয়া তাঁহারা কলিভাগ্য প্রশংসা করিতে করিতে নৃত্য করিয়া করিয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন !

ততঃ পূর্ণে নিশানাথে নিশীথে ফাল্গুনে শুভে ।
কালে সর্ব্বগুণোৎকর্ষে শুদ্ধগন্ধবহান্বিতে ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) তৎপরে ফাল্গুনী রাকা পূর্ণিমায় শুভ ও সর্বগুণোৎকর্ষযুক্ত সময়ে বিশুদ্ধ পবন প্রবাহিত হইতে থাকিলে—

মনঃসু দেবসাধূনাং প্রসন্নেষু চ শীতলে ।
স্বর্নদ্যাঃ শুদ্ধসলিলে জাতে জাতঃ স্বয়ং হরিঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) দেবতা ও মনুষ্যের মন প্রসন্ন হইলে—সুরধুনীর শুদ্ধ

তং বিকাশিকমলেক্ষণং লসৎপূর্ণচন্দ্রবদনং কনকাভম্ ।

তেজসা বিতিমিরা দিশঃ স্বয়ং কারয়ন্তমুপলভ্য সুতং সঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) শ্রীজগন্নাথ মিশ্রপুরন্দর পুত্ররূপে সেই প্রফুল্লকমলনয়ন, মনোজ্ঞপূর্ণচন্দ্রবদন, সুবর্ণকান্তি, এবং নিজতেজে দশ দিক্ উদ্ভাস্বরকারক তাঁহাকে পাইয়া

প্রীতিসাগররসস্য ন পারং প্রাপ পদ্মনিধিনা যথাঽধনঃ ।

শ্রীজগন্নাথমিশ্রপুরন্দরঃ প্রেমগদ্গদমুখং সদা দধে ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) প্রীতিসাগর-রসের অন্ত পাইলেন না। নির্ধন ব্যক্তি যেমন পদ্মনিধি পাইয়া পরমানন্দসাগরে নিমজ্জিত হয়, অদ্য মিশ্রপুরন্দরেরও সেই অবস্থা। সদাকাল প্রেমে তাঁহার মুখে গদ্গদ বাণী উচ্চারিত হইত।

তস্য জন্মসময়েঽনুশশাঙ্কং রাহুরগ্রসদলং ত্রপয়ৈব ।

কৃষ্ণপদ্মবদনেন নির্জ্জিতঃ প্রাবিশৎ সুররিপোর্মুখং বিধুঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) তাঁহার জন্মসময় আসন্ন দেখিয়া রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিল। বোধ হয়, চন্দ্রমা শ্রীকৃষ্ণপদ্মবদনে নির্জিত হইয়া মহালজ্জিত হইয়াই স্বয়ং দেবারির মুখবিবরে প্রবেশ করিয়াছে।

তত্র পুণ্যসময়ে মনুজানাং কীর্ত্তনং নরহরেঃ কৃতং জনৈঃ ।

পূজনং সপদি জাহ্নবীজলে স্নানদানমঘমার্জ্জনং শুচৌ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) সেই পুণ্যসময়ে সকল লোক নরহরির নামকীর্ত্তন করিতেছিলেন এবং পবিত্র গঙ্গাজলে শীঘ্রই স্নান, দান, অঘমার্জন, পূজাদি করিতে লাগিলেন।

জহৃষুঃ সুরগণাঃ সমহেন্দ্রাঃ পদ্মসম্ভবমহেশপুরোগাঃ ।

অপ্সরোভিরতিনৃত্যপরাভির্নায়কাশ্চ সুমনাংসি ববর্ষুঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) ব্রহ্মা শিবাদি মহেন্দ্র সহ দেবগণ হৃষ্ট হইলেন। অপ্সরাগণ মহানৃত্যে নিরত হইলেন—নায়কগণ কুসুমরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

নীলাম্বরশ্চক্রবর্ত্তী জন্মনা তস্য হর্ষিতঃ ।

আজগামাশ্রমং তূর্ণং জামাতুঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) সর্বশাস্ত্রবিৎ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাঁহার জন্ম দেখিয়া আনন্দিতচিত্তে জামাতার গৃহে শীঘ্রই উপস্থিত হইলেন।

জগন্নাথং সমাহূয় শচীং সম্বোধয়ন্ সুধীঃ ।

দৌহিত্রজন্মকালজ্ঞ ইদং বচনমব্রবীৎ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) দৌহিত্রের জন্মকালবিৎ সেই সুধী চক্রবর্ত্তী জগন্নাথ ও শচীকে আহ্বান করতঃ এই বাক্য বলিলেন—

অয়ে পুরুষসিংহোঽয়ং জাতঃ প্রোচ্চে বৃহস্পতৌ ।

অসৌ সর্ব্বস্য লোকস্য পাতা নিত্যং ভবিষ্যতি ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) "ওহে! বৃহস্পতি তুঙ্গে আছে—এই বালক পুরুষসিংহই হইবে। ইনি নিত্যই সকল লোকের রক্ষক হইবেন।

সুশীলঃ সর্ব্বধর্ম্মাণামাশ্রয়ো ন্যাসিনাং বরঃ ।

প্রীতিদঃ সর্ব্বভূতানাং পূর্ণামৃতকরো যথা ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) ইনি সুশীল, সর্বধর্ম্মের আশ্রয়, সন্ন্যাসি-চূড়ামণি, সর্বজীবের প্রীতিদায়ক পূর্ণচন্দ্রবৎ হইবেন।

সমুদ্ধর্ত্তা সদৈবায়ং পিতৃমাতৃকুলদ্বয়ম্ ।

এবমুক্তে দ্বিজে তস্মিন্ সর্ব্বে প্রমুদিতা জনাঃ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) ইনি সদাই পিতৃমাতৃকুলদ্বয়কে সমুদ্ধার করিবেন।" সেই ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে সকল লোকেই প্রমুদিত হইল।

মাতা হর্ষমতীবাপ শ্রুত্বা তৎ পিতৃভাষিতম্ ।

বাৎস্যশ্চকার পুত্রস্য জাতকর্ম্মমহোৎসবম্ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) পিতার বাক্য শ্রবণে শচীমাতা পরমানন্দ লাভ করিলেন। বাৎস্য জগন্নাথ পুত্রের জন্মোৎসবকার্য্য সুসম্পাদন করিলেন।

তাম্বুলং চন্দনং মাল্যং গন্ধং প্রাদাৎ দ্বিজাতয়ে ।

ক্রমেণোত্থানকর্ম্মাদিমঙ্গলানি চকার সঃ ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) তাম্বূল, গন্ধ, মাল্য ও চন্দনাদি তিনি ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে বালকের উত্থান-পর্বাদি সব নিষ্পাদন করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ইতি **শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব**-নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

ততঃ কালেন কিয়তা জানুচংক্রমণং শিশোঃ ।
দৃষ্ট্বা প্রহর্ষমাপ্তৌ তৌ দম্পতী কলভাষিণঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) কিছুকাল পরে কলভাষী বালকের জানুচংক্রমণ (হামাগুড়ি) দেখিয়া সেই মিশ্র-দম্পতী প্রহৃষ্ট হইলেন।

শোণপদ্মাভবদনে দ্বিজরাজস্য রশ্ময়ঃ ।
সুস্মিতে ভান্তি সাধূনাং মনোধ্বান্তাপহারিণঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) সেই দ্বিজরাজ গৌরের সুন্দর হাস্যশোভি রক্তপদ্মাভ মুখে কিরণমালা প্রকাশিত হইল, তাহাতে সাধুদের মনের অন্ধকার দূরীভূত হইল।

পুরা বিভর্ত্ত্যসৌ বিশ্বমিতি চক্রে পিতা স্বয়ম্ ।
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভর ইতি নাম তস্য সুশোভনম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) প্রাচীন কালে ইনি বিশ্বের ভরণ (ধারণ ও পোষণ) করিয়াছেন বলিয় পিতা স্বয়ং ইহার শ্রীমৎ **'বিশ্বম্ভর'** এই সুন্দর নামকরণ করিলেন।

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গো লসৎপদ্মায়তেক্ষণঃ ।
প্রভঞ্জনাম্বরো রৌপ্যহারী মালালকো হরিঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) এই হরি তপ্তকাঞ্চনবৎ গৌরাঙ্গ, সুন্দর পদ্মের ন্যায় বিশালনয়ন, দিগ্‌বসন, রৌপ্যালঙ্কারধারী এবং মাল্য ও অলকে (কুঞ্চিত কেশকলাপে) সুশোভিত হইলেন।

রাকাসুধাকরমুখঃ কলবাগমৃতান্বিতঃ ।
মধুরাকৃতিরামুক্তকঙ্কণাঙ্গদভূষণঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তাঁহার মুখখানি যেন রাকাচন্দ্রমা, বাক্য অস্পষ্ট অথচ মধুর অমৃতবৎ, আকৃতি মধুর এবং ইনি কঙ্কণ, অঙ্গদাদি ভূষণ পরিধান করিয়াছেন।

ভঙ্গহিঙ্গুলরক্তাব্জকরপাদতলঃ শুচিঃ ।
ববৃধে কলয়া নিত্যং শুক্লপক্ষ ইব দ্যুরাট্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) তাঁহার করতল ও পদতল দলিতহিঙ্গুলের ন্যায় রক্তবর্ণ ও পবিত্র। শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় কলা কলা (ক্রমশঃ) ইনি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেন।

ততঃ কালেন শোণাভ্যাং পাদাভ্যামমিতদ্যুতিঃ ।
অটন্ বিরহজং তাপং মেদিন্যাঃ সংজহার সঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তৎকালে কিছুকাল মধ্যে রক্তাভ চরণযুগলে পর্য্যটন করিতে করিতে এই অমিতদ্যুতি বালকটি পৃথিবীর বিরহ-জনিত তাপ সংহার করিলেন।

তীর্থভ্রমণশীলস্য দ্বিজস্যান্নং জনার্দ্দনঃ ।
ভুক্ত্বা তং স্মারয়ামাস নন্দগেহকুতূহলম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) তৈর্থিক বিপ্রের অন্ন ভক্ষণ করিয়া এই জনার্দন তাহাকে নন্দগৃহের কুতূহলই স্মরণ করাইয়া দিলেন।

বয়স্যৈর্বালকৈঃ সার্দ্ধং বিহরংস্তরুপল্লবৈঃ ।
আহতাঃ শিশবঃ সর্ব্বে বিচক্রুঃ পুরতো মুদা ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) বয়স্য বালকগণের সহিত বিহার করিতে করিতে তরুপল্লবাদির দ্বারা শিশুগণকে আঘাত করিলে তাহারা তাঁহার সম্মুখে বিবিধ ভাববিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ভুবি তিষ্ঠন্ পদৈকেন জানুনান্যস্য জানুকম্ ।
পস্পর্শ মর্কটীং লীলাং কুর্ব্বন্ মায়ার্ভকো হরিঃ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) এই মায়া-মনুজ হরি মর্কটলীলার অনুকরণে এক চরণে পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া, নিজ জানু দ্বারা অন্য বালকের জানু স্পর্শ করিতেন।

একদা ধর্ত্তুমাত্মানমুদ্যতাং জননীং রুষা ।
বীক্ষ্য কোপপরিপূর্ণো ভাজনানি বভঞ্জ সঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) একদিন জননী ক্রোধে তাহাকে ধরিতে আসিতেছেন দেখিয়া তিনি ক্রোধ-পূর্ণ হইয়া গৃহের ভাণ্ডসমূহ ভাঙ্গিয়া দিলেন।

পুরা ভগ্নে চ ভাণ্ডে যং যশোদা পশুরজ্জুভিঃ ।
ববন্ধ বেপিতা তস্য ভয়াদ্বীক্ষ্য মুখং শচী ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) দ্বাপরে ভগ্ন ভাণ্ড দেখিয়া মা যশোদা যাহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, অদ্য তাহার মুখ দেখিয়া শচীমাতা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

উপর্য্যুপরিবিন্যস্তত্যক্তমৃদ্ভাণ্ডসংহতৌ।
উপবিশ্যাশুচৌ দেশে মাতুরগ্রে জহাস সঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) পরিত্যক্ত মৃদ্‌ভাণ্ডসমূহকে উপরি উপরি সজ্জিত করিয়া, সেই অশুচি স্থলে আসন করিয়া ইনি মাতার সম্মুখে হাসিতে লাগিলেন।

তং দৃষ্ট্বা সা শচী প্রাহ ত্যজ তাত জুগুপ্‌সিতম্ ।
স্থানং শুদ্ধং পুনঃ স্নাত্বা মমাঙ্কারোহণং কুরু ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) তাঁহাকে তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া শচীমাতা বলিলেন,—"বৎস! নিন্দনীয় (অপূত) স্থল ত্যাগ কর, পুনরায় স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়া আমার ক্রোড়ে আরোহণ কর।"

এবমুক্তে তু তাং প্রাহ ভগবান্ সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ।
দত্তাত্রেয়স্য ভাবৈকপূর্ণঃ সর্ব্বজ্ঞপূরকঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) মাতার এই বাক্য শ্রবণে সর্বতত্ত্ববিৎ ভগবান্ তখন দত্তাত্রেয়ের ভাবে বিভাবিত সর্বপণ্ডিতশিরোমণিরূপে মাতাকে বলিলেন,—

শৃণু শুচিরশুচির্ব্বা কল্পনামাত্রমেতং
ক্ষিতিজলপবনাগ্নিব্যোমবিত্তং জগদ্ধি।
বিততবিভবপূর্ব্বাদ্বৈতপাদাব্জ একো
হরিরিহ করুণাব্ধির্ভাতি নান্যৎ প্রতীহি ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) "শুন মাতা, শুচি বা অশুচি, এই বিচার কল্পনামাত্রই, যেহেতু এই জগৎ—পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশনামক পঞ্চ ভূতে নির্মিত। প্রচুরতর ঐশ্বর্য্যসম্বলিত অনন্যসাধারণপাদপদ্মবিশিষ্ট করুণাময় শ্রীহরিই একমাত্র সর্বত্র প্রতিভাত হইতেছেন—অন্য কিছুই বিশ্বাস করিও না।

অতঃ পবিত্র এবাস্মি নাপবিত্রঃ কথঞ্চন ।
জানীহি মাতর্নান্যাং ত্বং শঙ্কাং কর্ত্তুমিহার্হসি ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) অতএব আমি পবিত্রই আছি, অপবিত্র কখনই নহি—ইহা তুমি জানিবে। মা, তুমি এ বিষয়ে অন্য শঙ্কা করিতে পার না।"

এবমুক্তে সুতে সা তং করে সংগৃহ্য সত্বরা ।
আনীয় স্নাপয়ামাস স্বর্নদীস্বচ্ছবারিভিঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) পুত্র এই কথা বলিলে মাতা তাঁহাকে শীঘ্রই হস্তে ধরিয়া আনিলেন এবং সুরধুনীর স্বচ্ছ সলিলে স্নান করাইলেন।

অথ কতিপয়ে কালে মুক্তমৃত্তাণ্ডসংহতৌ।

উপবিষ্টং সুতং বীক্ষ্য শচী বাগ্‌ভিরতাড়য়ৎ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ আবার কয়েক দিন পরে পুনরায় ত্যক্ত মৃদ্‌ভাণ্ডের উপরি উপবিষ্ট পুত্রকে দেখিয়া শচী বাক্যদ্বারা তাড়না করিলেন।

অপবিত্রে নিষিদ্ধেঽপি স্থানে ত্বং মন্দধীঃ কথম্ ।

তিষ্ঠসীতি বচঃ শ্রুত্বা মাতুঃ ক্রোধসমন্বিতঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ 'অপবিত্র ও নিষিদ্ধ স্থানে মন্দবুদ্ধি তুমি কেন বসিয়াছ হে!'— মাতার এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধান্বিত

শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরঃ প্রাহ মূঢ়ে নাস্ত্যশুচিঃ ক্বচিৎ ।

উক্তং ময়ৈতৎ পূৰ্ব্বং তে তৎ কিং মাং ত্বং বিগর্হসি ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) হইয়া শ্রীমৎবিশ্বম্ভর বলিলেন—'মূঢ়ে! কোথাও ত অশুচি নাই—আমি ত এ কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে কেন তুমি আমাকে নিন্দা করিতেছ?'

ইত্যুক্ত্বা বদনে তস্যা ইষ্টকং প্রাহিণোৎ রুষা ।

তদাঘাতেন ব্যথিতা মূৰ্চ্ছিতা নিপপাত সা ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) এই বলিয়া মাতার বদনে তিনি রোষাবেশে এক খণ্ড ইষ্টক ছুড়িলেন—তাহার আঘাতে শচীমাতা ব্যথিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন।

তদা সৰ্ব্বাঃ সমাগত্য স্ত্রিয়স্তাং শীতলৈৰ্জ্জলৈঃ ।

সিষিচুঃ স্ম তদা তত্র হরির্মানুষকর্ম্মকৃৎ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) তখন স্ত্রীগণ সকলে সমাগত হইয়া তাঁহাকে শীতল জলে সিঞ্চিত করিলেন। তখন মানুষলীলার অনুকরণকারী হরি

আগত্য প্ররুরোদাশু মাতর্মাতরিতি স্বয়ম্ ।

শ্রীহস্তং তন্মুখে ন্যস্য সৰ্ব্বদুঃখাপহারকম্ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) তথায় শীঘ্র আসিয়া 'মা মা' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন এবং স্বয়ং সর্বদুঃখনাশন শ্রীহস্ত মাতার মুখে দিলেন।

ততঃ প্রবুদ্ধা সা সদ্যঃ ক্রোড়ে কৃত্বা সুতং শচী ।

মুমোদ বৎসলাতীব পুত্রস্নেহাতিবিহ্বলা ।। ২৫ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) তাহাতেই শচী প্রবুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রকে ক্রোড়ে করিলেন এবং পুত্রস্নেহে সাতিশয় বিহ্বলা বৎসলা মাতা আনন্দ লাভ করিলেন।

ততো জগদ্গুরুং প্রাহ কাচিদ্ধর্ষপরায়ণা ।
পরিহাসপরা মাত্রে নারিকেলফলদ্বয়ম্ ।। ২৬ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) কোনও পরিহাসপরা নারী আনন্দিতচিত্তে জগদ্গুরু বিশ্বম্ভরকে বলিলেন—'দুইটি নারিকেল ফল আনিয়া

সমানীয় প্রযচ্ছাস্যৈ তদা সুস্থা ভবিষ্যতি ।
ন চেৎ মরিষ্যতি তদা কিমুপায়ং করিষ্যসি ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) তোমারে মাতাকে দিলেই ইনি সুস্থ হইবেন, নচেৎ ইনি মরিবেন। তবে তুমি কি উপায় করিবে?'

ইতি কস্যা বচঃ শ্রুত্বা মাতুরঙ্কাত্ত্বরান্বিতঃ ।
নির্গত্যানীয় স দদৌ নারিকেলফলদ্বয়ম্ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) এই কথা শুনিয়াই সত্বর মাতার ক্রোড় হইতে অবতরণ করিয়া গৌরহরি গৃহের বহির্দেশে গেলেন এবং দুইটি নারিকেল আনিয়া মাতাকে দিলেন।

তৎকালপাতনাদম্বুযুক্তবৃন্তযুগং হরিঃ ।
তদ্দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ প্রোচুঃ কুতঃ প্রাপ্তং ত্বয়া ফলম্ ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) ঐ ফলদ্বয় তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে পাতিত হওয়াতে তাহাদের বৃন্তে (বোঁটায়) অম্বু (ক্ষীর)ও সংলগ্ন ছিল। এই ব্যাপার দেখিয়া নারীগণ বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নিমাই ! বল ত, ফল দুইটি কোথায় পাইয়াছ হে?"

ততো হুঙ্কৃতিভিঃ সর্ব্বা বারয়িত্বা মহামনাঃ ।
বৎসগোত্রধ্বজো মাত্রে দদৌ স্মেরমুখাম্বুজম্ ।। ৩০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) ইহাতে সেই মহামনাঃ বিশ্বম্ভর হুঙ্কার করিয়া সকল নারীকে নিবারণ করিলেন এবং মাতার সমীপে নিজের হাস্যশোভিত বদন-পদ্ম দান করিলেন।

অথান্যচ্ছৃণু বীর্য্যাণি বিচিত্রাণি মহাত্মনঃ ।
লোকোত্তরাণি সাধূনি মায়িনঃ পরমাত্মনঃ ।। ৩১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩১) তৎপরে ঐ মহাত্মা, কৃপানিধান ও পরমাত্মা হরির অন্যান্য লোকাতীত বিচিত্র সাধু (অত্যুত্তম) বীর্য্যের (প্রভাবের) কাহিনী শ্রবণ করুন।

রাত্রৌ কদাচিৎ সংসুপ্তা শচী পূর্ণাং জনৈরিব ।
পুরমালক্ষ্য সংবিগ্না ক্রোড়স্থং স্বসুতং শচী ।। ৩২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ একদা রাত্রিকালে সুষুপ্তা শচী দেখিলেন যে, নিজের গৃহ যেন জনগণে পূর্ণ হইয়া গেল—দেখিয়া শচী শঙ্কিতা ও সমুদ্বিগ্না হইয়া ক্রোড়স্থ পুত্রকে

শঙ্কিতা প্রেষয়ামাস পতিগেহে ত্বরান্বিতা ।
পূজিতং পথি দেবৈশ্চ শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরং হরিম্ ।। ৩৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৩) পতির গৃহে সত্বর পাঠাইয়া দিলেন। পথে দেবগণ শ্রীমৎ বিশ্বম্ভর-হরিকে পূজা করিলেন।

পথি প্রযাতস্য সুতস্য পাদয়োঃ সুরিক্তয়োর্নূপুরনিস্বনং মুহুঃ ।
শ্রুত্বা সশঙ্কঃ কিমিদং কুতঃ স্বনং বাৎস্যঃ শচীং প্রাহ শচী চ বাৎস্যম্ ।। ৩৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৪) পুত্র যখন পথে চলিতেছেন, তখন তাঁহার রিক্ত চরণযুগলেও মুহুর্মুহু নূপুরধ্বনি হইল শুনিয়া জগন্নাথ সশঙ্ক হইয়া শচীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ব্যাপার কি? কোথা হইতে ধ্বনি আসিল?' আবার শচীও নিজ পতিকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন।

গতে সমীপং তনয়েঽতিবিস্মিতো দৃষ্ট্বা সুরিক্তং সুতপাদপঙ্কজম্ ।
কুতঃ শ্রুতং নূপুরমঞ্জুলস্বনং সুতং সমালিঙ্গ্য মুদং যযৌ দ্বিজঃ ।। ৩৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৫) পুত্র নিকটে গেলে মিশ্র পুত্রের পাদপদ্ম রিক্ত দেখিয়া এবং কোথা হইতে নূপুরের মনোজ্ঞ ধ্বনি শুনিলেন, এই চিন্তা করিয়া অতিশয় বিস্মিতই হইলেন। কিন্তু তিনি বিশ্বম্ভরকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমে
বাল্যক্রীড়ায়াং জন্মাদিলীলাবর্ণনং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ।
ইতি **বাল্যক্রীড়ায় জন্মাদিলীলাবর্ণনা**-নামক ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তমঃ সর্গঃ।

ইতি শ্রুত্বা হরেঃ পাদপঙ্কজধ্যাননির্বৃতঃ।
দামোদরঃ পর্য্যপৃচ্ছদ্ধরের্জ্যেষ্ঠস্য সৎকথাম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) মুরারির মুখে গৌর-কথা শ্রবণে শ্রীহরির পাদপদ্মধ্যানে নির্বৃত (পরমানন্দিত) দামোদর গৌরের জ্যেষ্ঠভ্রাতার সৎকাহিনীও জিজ্ঞাসা করিলেন।

কথয়স্ব মহৎ খ্যাতং বিশ্বরূপস্য তত্ত্বতঃ ।
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ ভো ব্রহ্মন্ শ্রূয়তাং কথয়ামি তে ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) 'ওহে মুরারি! **বিশ্বরূপের** মহা আখ্যান তত্ত্বতঃ বল' এই বাক্য শ্রবণে মুরারি বলিলেন,—'ওহে দ্বিজবর! শ্রবণ করুন, আমি তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি।'

ইত্যুক্ত্বা বক্তুমারেভে বৈদ্যো হৃদ্যাং কথাং শুভাম্ ।
বলদেবাংশকস্যাপি বিশ্বরূপস্য পাবনীম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) বৈদ্য মুরারি এই বলিয়া বলদেবের অংশী বিশ্বরূপের হৃদয়গ্রাহী কল্যাণময়ী পাবনী কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীমৎশ্রীবিশ্বরূপঃ সকলগুণনিধিঃ ষোড়শাব্দোঽতিশুদ্ধঃ
প্রাণাচার্য্যত্বমাত্মশ্রবণমননতঃ শক্তধীঃ প্রেমভক্তঃ ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদাঽসৌ নরহরিচরণাসক্তচিত্তোঽতিহৃষ্টঃ
শান্তঃ সন্তোষযুক্তো জগতি ন রতিমান্ বেদবেত্তা রসজ্ঞঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) শ্রীমৎ শ্রীবিশ্বরূপ নিখিলগুণসমুদ্র, ষোড়শবর্ষবয়স্ক ও অতিশুদ্ধ এবং পরমাত্মার বিষয়ে শ্রবণ-মননাদি করিয়া এই সুধী প্রেমভক্ত আচার্য্যত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্বদার তরে শ্রীকৃষ্ণচরণে আসক্তচিত্ত এবং অতিহৃষ্ট ছিলেন ; শান্ত (বিজিতেন্দ্রিয়), সন্তোষশীল, পার্থিব-বিষয়ে বৈরাগ্যবান্, বেদবিৎ এবং রসজ্ঞ ছিলেন।

জনকো বিজনে বিচিন্ত্য তৎ তনয়স্যোদ্বহনোচিতাং বধূম্ ।
মনসা পরিচিন্তয়ন্ স্বয়ং বুবুধে তৎ সকলং দ্বিজাত্মজঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) পিতা জগন্নাথ নির্জনে এই কথা চিন্তা করিয়া পুত্রের

বিবাহোপযুক্ত বধূর বিষয়েও মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং বিশ্বরূপ এই ব্যাপার সব অনুভব করিলেন।

স বিশ্বরূপঃ পিতুরিত্থমন্তশ্চেষ্টাং বিদিত্বা সকলং তিতিক্ষুঃ ।
ত্যক্ত্বা গৃহং স্বর্গনদীং প্রতীর্য্য জগ্রাহ সন্ন্যাসমশক্যমন্যৈঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) সেই বিশ্বরূপ পিতার এইরূপ আন্তরিক চেষ্টা জানিয়া এবং শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসকলসহিষ্ণু হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। ভাগীরথী পার হইয়া অন্য সকলের অসম্ভব সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ততঃ পিতা তৎ পরিশ্রুত্য বিহ্বলো মাতা চ সাধ্বী বিললাপ দুঃখিতা ।
তাবাহতুঃ পুত্রহিতৌ সুতো মে সন্ন্যাসধর্ম্মে নিরতো ভবত্বিতি ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তৎপর পিতা এই কথা শুনিয়া বিহ্বল হইলেন এবং পতিব্রতা মাতাও দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল মিশ্র-দম্পতী বলিলেন,—'আমার পুত্র সন্ন্যাসধর্ম্মেই নিরত থাকুক।'

ইত্যাশিষন্তৌ তনয়ায় দত্ত্বা মুনিব্রতৌ ধৈর্য্যমুবাহতুঃ স্ম ।
বিষাদমুৎসৃজ্য সুতং জগৎপতিং ক্রোড়ে নিধায়াশু মুদং তদাপতুঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) তাঁহারা পুত্রোদ্দেশ্যে এই আশীর্বাদ দান করিয়া মুনিব্রতাবলম্বনে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। বিষাদ ত্যাগ করতঃ জগৎপতি পুত্র নিমাইকে ক্রোড়ে করিয়া শীঘ্রই তাঁহারা পরমানন্দ লাভ করিলেন।

ততো হরিঃ প্রাহ পিতর্গতো মে ভ্রাতা ভবন্তং পরিহায় দূরম্ ।
ময়ৈব কার্য্যা ভবতশ্চ সেবা মাতুশ্চ নিত্যং সুখমাপ্নুহি ত্বম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) তখন গৌরহরি বলিলেন,—'পিতঃ! আপনাকে ত্যাগ করিয়া ভ্রাতা দূরদেশে গিয়াছেন। আমিই আপনার এবং মাতার নিত্য সেবা করিব—আপনি সুখে থাকুন।'

ইত্থং নিশম্য স্বসুতস্য বাক্যমনল্পগম্ভীরমনোজ্ঞমর্থবৎ ।
আলিঙ্গ্য তং হর্ষজনেত্রবারিভিরবাপ মোদং জননী পিতা চ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) নিজপুত্রের এতাদৃশ মহাগম্ভীর, মনোজ্ঞ ও সার্থক বাক্য শ্রবণে মাতাপিতা আনন্দাশ্রুপাত করিতে করিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন।

তদঙ্গসংস্পর্শরসাভিতৃপ্তগাত্রাণি নার্দ্রা বিদুরঞ্জসাপরম্ ।
গতাঃ স্বযোগেন যথা সুযোগিনঃ পশ্যন্তি নেমং ন পরঞ্চ লোকম্ ।।১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) স্নেহসিক্ত জনগণ ইহার অঙ্গসংস্পর্শামৃতে মহাতৃপ্ত হইয়া সহসা অপর সকল বস্তুই বিস্মৃত হইতেন। যোগবলে পরমাত্মায় গ্রস্তচিত্ত যোগিগণবৎ ইঁহারাও ইহলোক-পরলোক-সন্ধানরহিত হইয়াছিলেন।

পঠন্ পিতুঃ সেবনযুক্তচেতাঃ ক্রীড়াপরো বালকসঙ্‌ঘমধ্যে।
ক্রীড়ন্ বয়স্যৈঃ কিল ধূলিধূসরো ন বেদ কিঞ্চিৎ
ক্ষুধিতোঽপি ভোজনম্।।১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) ইনি পিতৃসেবনে আসক্তচিত্ত হইয়াও পাঠাভ্যাস করিতেন, বালকগণ সহ খেলা করিতেন। কখনও বয়স্যগণ সহ ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলিধূসরাঙ্গ হইয়াছেন, ক্ষুধিত হইয়াও ভোজনের জন্য মনোযোগ করিতেন না।

কদাচিদালোক্য পিতা স্বতন্ত্রং সংভর্ৎসয়ামাস সুতং হিতার্থী ।
পাঠাদিকঞ্চৈব বিহায় সর্ব্বং ক্ষুধার্দ্দিতঃ ক্রীড়সি বালকৈর্বৃতঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) একদিন পিতা ইঁহাকে স্বতন্ত্র (অবাধ্য) দেখিয়া, হিতাভিলাষী হইয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন—'লেখাপড়া সব ছাড়িয়া তুমি সদাকাল বালকগণে পরিবৃত থাক এবং ক্ষুধিত হইয়াও ক্রীড়া করিতেছ?'

ততো রঞ্জন্যাং শয়নাবসানে স্বপ্নেঽবদত্তং দ্বিজবর্য্যমুখ্যঃ ।
ন কিং সুতং ত্বং বহুমন্যসে হি কিং বা পশুঃ স্পর্শমণিং ন বেত্তি ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) তৎপরে রজনীযোগে শয়নশেষে স্বপ্নে কোনও দ্বিজবর্য্যচূড়ামণি তাঁহাকে নিন্দা করিয়া বলিলেন,—'তুমি পুত্রকে বহু সম্মান কর না কেন হে? অথবা পশু কি কখনও স্পর্শমণির আদর করিতে জানে ?

রত্নাংশুকালঙ্কৃতদেহযষ্টিঃ কিং বা ন চাশ্নাতি তদংশুকানি ।
তমাহ মিশ্রো হ্যকুতোভয়ঃ স্বয়ং নারায়ণশ্চেদ্ভবতীহ পুত্রঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) কিম্বা ঐ পশু যদি রত্নজড়িত বস্ত্র দ্বারা আবৃতগাত্রও হয়, তথাপি কি সে ঐ বস্ত্রখানাকে চর্বণ করে না?' তখন তাঁহাকে মিশ্রচন্দ্র স্বয়ং অকুতোভয়ে বলিলেন,—'আমার পুত্র যদি নারায়ণও হয়,

তথাপি তত্তাড়নমেব ধর্ম্ম ইত্যুক্তো বিপ্রোঽপি তমাহ সাধু ।
ইত্যেবমুক্ত্বা প্রযযৌ দ্বিজাগ্র্যো বাৎস্যঃ প্রবুদ্ধঃ পুনরাশশংস ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) তথাপি তাহার তাড়না করাই আমার ধর্ম্ম।' ব্রাহ্মণ এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দান করিলেন। অনন্তর দ্বিজবর প্রয়াণ করিলে বাৎস্য মিশ্রবর জাগ্রত হইয়া সকলের নিকট পুনঃ পুনঃ স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

স্বপ্নং নিশম্যাশু জনাঃ প্রহৃষ্টা বিশ্বম্ভরং পুরুষবর্য্যসত্তমম্ ।
তং মেনিরে পূর্ণমনোরথং মুদা মেনে পিতা স্বং জননী চ তুষ্টা ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) তখন স্বপ্নকথা-শ্রবণে জনগণ শীঘ্রই আনন্দিত হইলেন এবং সেই বিশ্বম্ভরকে মহাপুরুষোত্তম বলিয়া মনে করিলেন। পিতা আনন্দে নিজেকে পূর্ণমনোরথ ভাবিলেন এবং জননীও পরিতুষ্টা হইলেন।

ততঃ কদাচিন্নিবসন্ স্বমন্দিরে সমুদ্যদাদিত্যকরাতিলোহিতঃ ।
স্বতেজসাপূরিতদেহ আববৌ উবাচ মাতর্ব্বচনং কুরুষ্ব মে ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) অনন্তর একদিন নিজমন্দিরে বাস করিতে করিতে তিনি সমুদীয়মান সূর্য্যের কিরণে যেন অতিশয় রক্তবর্ণ হইলেন এবং নিজ কান্তিমালায় পূরিতদেহ হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ও শচীমাতাকে বলিলেন—'মা! আমার বাক্যানুসারে একটা কাজ কর।'

তথা জ্বলন্তং স্বসুতং স্বতেজসা বিলোক্য ভীতা তমুবাচ বিস্মিতা ।
যদুচ্যতে তাত করোমি তত্ত্বয়া বদস্ব যত্তে মনসি স্থিতং স্বয়ম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) নিজতেজে জাজ্বল্যমান নিজপুত্রকে দেখিয়া ভীতচিত্তা ও বিস্মিতা মাতা বলিলেন—'বৎস! তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। তোমার মনে যাহা আছে, তাহা স্বয়ং বল দেখি।'

তদিত্থমাকর্ণ্য বচোঽমৃতং পুনস্তাং প্রাহ মাতর্ন হরেস্তিথৌ ত্বয়া ।
ভোক্তব্যমাকর্ণ্য বচঃ সুতস্য সা তথেতি কৃত্বা জগৃহে প্রহৃষ্টবৎ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) মাতার এই বাক্যামৃত শ্রবণপুটে পান করিয়া বিশ্বম্ভর পুনরায় তাহাকে বলিলেন,—'মা! তুমি হরিবাসরে (একাদশীতে) ভোজন করিবে না।' এই কথা শুনিয়া শচীদেবীও 'তাহাই করিব' বলিয়া আনন্দিতচিত্তে স্বীকার করিলেন।

নিবেদিতং পূগফলাদিকং যৎ দ্বিজেন ভুক্ত্বা পুনরব্রবীত্তাম্ ।
ব্রজামি দেহং পরিপালয়স্ব সুতস্য নিশ্চেষ্টগতং ক্ষণার্দ্ধম্ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) তৎপরে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহাকে গুবাক, তাম্বুল ও

ফলাদি নিবেদন করিলে তিনি তাহা ভোজন করিয়া পুনরায় মাতাকে বলিলেন—'মা, আমি যাইতেছি ; স্বীয় পুত্রের এই নিশ্চেষ্ট দেহটিকে ক্ষণার্দ্ধকাল পালন করুন।'

ইত্যুক্ত্বা সহসোত্থায় দণ্ডবচ্চাপতদ্‌ভুবি ।
বিশ্বম্ভরং গতং দৃষ্ট্বা মাতা দুঃখসমন্বিতা ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) এই বলিয়া সহসা দণ্ডায়মান হইয়া পুনরায় পৃথিবীতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া রহিলেন। বিশ্বম্ভরকে অচেতন দেখিয়া মাতা দুঃখিতা হইলেন।

স্নাপয়ামাস গাঙ্গৈয়েস্তোয়ৈরমৃতকল্পকৈঃ ।
ততঃ প্রবুদ্ধঃ সুস্থোঽসৌ ভূত্বা স ন্যবসৎ সুখী ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) অমৃত-কল্প গঙ্গাজলে তাঁহাকে স্নান করাইলে পর তিনি জাগ্রত, সুস্থ ও সহজকান্তি প্রকাশ করিয়া সুখী হইলেন।

তেজসা সহজেনৈব তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতোঽভবৎ ।
জগন্নাথোঽব্রবীচ্চৈনাং দৈবীং মায়াং ন বিদ্মহে ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) এই ব্যাপার শুনিয়া জগন্নাথ মিশ্র বিস্মিত হইলেন এবং শচীকে বলিলেন—'এ কি দৈবমায়া, বুঝিতেছি না।'

ইতি শ্রুত্বা কথাং দিব্যাং প্রাহ দামোদরদ্বিজঃ ।
কিমিদং কথিতং ভদ্র স্বয়ং কৃষ্ণো জগদ্‌গুরুঃ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) এই দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া দ্বিজ দামোদর জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও মুরারি! এ কি কথা বলিলে? জগদ্‌গুরু স্বয়ং কৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন ;

জাতঃ কথং ব্রজামীতি পালয়স্ব সুতং শুভে ।
ইতি মাত্রে কথং প্রাহ হ্যেতন্মে সংশয়ো মহান্ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) তিনি কেন বলিলেন—'আমি যাইতেছি, হে কল্যাণি ! তুমি নিজ পুত্রকে পালন কর' ইত্যাদি। এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কিং মায়া জগদীশস্য তদ্বক্তুং ত্বমিহার্হসি ।
হরেশ্চরিত্রমেবাত্র হিতায় জগতাং ভবেৎ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ জগদীশ্বরের আবার মায়া কি ? ইহা তোমাকে বলিতে হইবে। শ্রীহরির সকল চরিত্রই ত জগতের হিতের জন্যই হইয়া থাকে।''

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমে
বাল্যক্রীড়ায়াং সপ্তমঃ সর্গঃ।
ইতি বাল্যক্রীড়া-নামক সপ্তম সর্গ ।

অষ্টমঃ সর্গঃ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য চিন্তয়িত্বা বিচার্য্য চ ।
নত্বা হরিং পুনঃ প্রাহ শৃণুষ্ব সুসমাহিতঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) দামোদরের প্রশ্ন শুনিয়া, মুরারি চিন্তা ও বিচার করিয়া, শ্রীহরির চরণে দণ্ডবৎ প্রণতিপূর্বক পুনরায় বলিলেন,—'সাবধানে শ্রবণ করুন।

জনস্য ভগবদ্ধ্যানাৎ কীর্ত্তনাৎ শ্রবণাদপি ।
হরেঃ প্রবেশো হৃদয়ে জায়তে সুমহাত্মনঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) ভগবানের ধ্যানে, কীর্তনে ও শ্রবণে মহাভাগ্যবান্ ভক্তজনের হৃদয়ে হরি প্রবেশ করেন।

তস্যানুকারং চক্রে স তত্তেজস্তৎপরাক্রমম্ ।
দধাতি পুরুষো নিত্যমাত্মদেহাদিবিস্মৃতঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) প্রভু এই লীলারই অনুকরণ করিলেন। তাঁহার তেজ—তাঁহার পরাক্রম। আত্মদেহাদি-বিস্মৃত মানব ঐ পরাক্রমকে নিত্যই ধারণ করেন।

ভবেদেবং ততঃ কালে পুনর্বাহ্যো ভবেত্ততঃ ।
করোতি সহজং কর্ম্ম প্রহ্লাদস্য যথা পুরা ।। ৪।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) এই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত কথা। তার পরে আবার কালক্রমে তাঁহার বাহ্যাবেশও হয় এবং সাহজিক কর্মাদিও করিয়া থাকেন। যেমন পুরাকালে এই প্রভু প্রহ্লাদের সহিত।

তাদাত্ম্যোঽভূত্তোয়নিধৌ পুনর্দ্দেহস্মৃতিস্তটে ।
এবং হি গোপসাধ্বীনাং তাদাত্ম্যং সম্ভবেৎ ক্বচিৎ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) সমুদ্রমধ্যে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুনরায় তটে আসিলে দেহস্মৃতি হইয়াছিল। এইরূপেই গোপীগণেরও কখনও ভগবানের সহিত তাদাত্ম্য হইতে শুনা যায়।

ঈশ্বরস্তস্য সংশিক্ষাং দর্শয়ংস্তচ্চকার হ ।
লোকস্য কৃষ্ণভক্তস্য ভবেদেতৎস্বরূপতা ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) ঈশ্বর এই শিক্ষাই দিবার জন্য সেই (ফলদানকারী ভক্ত ব্রাহ্মণের দেহে প্রবেশ করিয়া) লীলা করিয়াছেন। রহস্য এই যে, কৃষ্ণভক্ত লোকের ঈশ্বরসারূপ্য প্রাপ্তি হয় অর্থাৎ ভক্তদেহে ভগবদধিষ্ঠান হইলে ভক্তদেহে আর ভগবদ্দেহে ভিন্নভাব থাকে না।

যথাত্র ন বিমুহ্যন্তি জনা ইত্যভ্যশিক্ষয়ন্ ।
ভক্তদেহো ভগবতো হ্যাত্মা চৈব ন সংশয়ঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) যাহাতে লোক এই কথায় বিমুগ্ধ না হয়—এই শিক্ষাই প্রভু দান করিলেন। **ভক্তদেহই ভগবানের আত্মা**—ইহাতে সংশয় নাই।

কৃষ্ণঃ কেশিবধং কৃত্বা নারদায়াত্মনো যশঃ ।
তেজশ্চ দর্শয়ামাস ততো মুনিবরো ভূবি ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) কৃষ্ণ কেশিবধ করিয়া নারদ মুনিকে নিজ যশঃ ও তেজঃ (পরাক্রম) দেখাইলে মুনিবর

পপাত দণ্ডবত্তস্মিন্ স্থানে শতগুণাধিকম্ ।
ফলমাপ্নোতি গত্বা তু বৈষ্ণবো মথুরাং পুরীং ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) পৃথিবীতে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব, মথুরাপুরীর ঐ স্থানে গমন করিলে শতগুণ অধিক ফল লাভ করেন।

এবং রামো জগদ্‌যোনিবিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ।
শিবায় পুনরেবাসৌ মানুষীমকরোৎ ক্রিয়াম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) এইরূপে জগদ্‌যোনি রামচন্দ্রও শিবকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া পুনরায় মানুষী লীলা করিয়াছিলেন।

পুনঃ শৃণুষ্ব ভো ব্রহ্মন্ চৈতন্যস্য কথাং শুভাম্ ।
তচ্ছ্রুত্বা শ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) হে দ্বিজ! এক্ষণে আবার কল্যাণময়ী শ্রীচৈতন্যকথা শ্রবণ করুন, যাহা শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করিলে মানব ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে।

গুরোর্গেহে বসন্ জিষ্ণুর্ব্বেদান্ সর্ব্বানধীতবান্ ।
পাঠয়ামাস শিষ্যান্ স সরস্বতীপতিঃ স্বয়ম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) গুরুর গৃহে বাস করিয়া এই বিষ্ণু সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিলেন এবং সেই সরস্বতীপতি স্বয়ং শিষ্যগণকেও পড়াইতে লাগিলেন।

তৎপিতাপি মহাভাগো বেদান্তাদীন্ পঠন্ সুখী ।
ততশ্চ পুনরায়াতো জগন্নাথো দ্বিজর্ষভঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) বেদান্তাদি পড়িয়া সুখী হইয়া তাঁহার পিতা দ্বিজমণি জগন্নাথও গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

দৈবযোগেন তস্যাভূজ্জ্বরঃ প্রাণাপহারকঃ ।
অতস্তং তাদৃশং দৃষ্ট্বা সহ মাত্রা স্বয়ং হরিঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) দৈবযোগে তাঁহার দেহে প্রাণনাশক জ্বর আসিল। কাজেই তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া মাতার সহিত স্বয়ং হরি শ্রীমান্ বিশ্বম্ভর

জগাম জাহ্নবীতীরে নিজভক্তৈঃ সমাবৃতঃ ।
শ্রীমান্ বিশ্বম্ভরো দেবো হরিকীর্ত্তনতৎপরৈঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) ভক্তগণে পরিবৃত হইয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। ভক্তগণ হরিনাম কীর্তনে রত হইলেন।

অথ তস্য পদদ্বয়ং হরিঃ পিতুরালিঙ্গ্য সগদ্গদস্বরম্ ।
অবদৎ পিতরাশু মাং প্রভো পরিহায় ক্ব ভবান্ গমিষ্যসি ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) তৎপরে গৌরহরি তাঁহার পিতার চরণযুগল আলিঙ্গন করিয়া গদ্গদ স্বরে বলিলেন—'হে পিতঃ! হে প্রভো! এক্ষণে আমাকে ত্যাগ করিয়া আপনি কোথায় যাইতেছেন?'

ইতি বাগমৃতং সুতস্য সঃ শ্রবণাভ্যাং পরিপীয় সাদরম্ ।
অবদদ্রঘুনাথপাদায়োস্তব সম্যক্ সুসমর্পণং কৃতম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) তিনি পুত্রের এই বাক্যামৃত শ্রবণপুটে পান করিয়া আদরের সহিত বলিলেন—'বৎস! তোমাকে আমি শ্রীরঘুনাথের পাদপদ্মেই সম্যক্‌প্রকারে সমর্পণ করিলাম।'

গগনে সুরবর্য্যসংহতৌ সমহেন্দ্রে সমুপস্থিতে দিবা ।
হরিসংকীর্ত্তনতৎপরে জনে দ্যুনদীতোয়গতো দ্বিজোত্তমঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) দিবাভাগে মহেন্দ্র সহ দেববরগণ আকাশে সমুপস্থিত হইলে এবং জনমণ্ডলী হরিসংকীর্ত্তন করিতে থাকিলে দ্বিজমণি গঙ্গাজলে অবনমিত হইলেন।

পরিহায় তনুং দিবৌকসাং রথমাস্থায় যযৌ হরেঃ পুরীম্ ।
নিত্যসিদ্ধশীরোঽপি মহাত্মা লোকহিতাচরণায় যথাসুখম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তিনি তনু ত্যাগ করিয়া দেবগণের রথে আরোহণপূর্বক শ্রীহরিধামে প্রয়াণ করিলেন। মহাত্মা জগন্নাথ নিত্যসিদ্ধদেহ হইলেও লোকহিত আচরণের জন্য মহাসুখে (লোকানুকরণে) বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ করিলেন (বলা হইল)।

অথ সিদ্ধিগতং পতিং শচী পরিদীনা বিললাপ দুঃখিতা ।
চরণে বিনিপত্য স প্রভোঃ কুররীব প্রমদাগণাবৃতা ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) পতির সিদ্ধিপ্রাপ্তি দেখিয়া দুঃখিতা ও মহাদীনা শচী স্বামীর চরণে পড়িয়া প্রমদাগণে বেষ্টিত হইয়া কুররী পক্ষীর ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন।

পিতরং বিলপতো মুহুর্দ্দৃশোরপতদ্বারিঝরো দয়ানিধেঃ ।
গজমৌক্তিকহারবিভ্রমং বিদধদ্বক্ষসি লক্ষণং বভৌ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) কৃপানিধান গৌরহরি পিতৃশোকে বিলাপ করিতে থাকিলে মুহুর্মুহু তাঁহার নয়নযুগল হইতে জলধারাপাত হইতে লাগিল ; দেখিয়া মনে হয়, যেন তাঁহার বুকের উপরে গজমতির হারই শোভা বিস্তার করিতেছিল।

অথ বন্ধুজনৈঃ প্রশান্তিতঃ পরিণামোচিতসৎক্রিয়াং প্রভুঃ ।
অকরোৎ পরিবেদনান্বিতো বিধিদৃষ্ট্যা সকলাং সহ দ্বিজৈঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) অনন্তর বন্ধুগণ কর্ত্তৃক প্রশান্তিত প্রভু বেদনান্বিত হইয়া ঔর্দ্ধদেহিক সকল ক্রিয়াকলাপ বিধিমতে ব্রাহ্মণগণের নির্দ্দেশে নির্বাহ করিলেন।

বিমনা ইব সঞ্চিতৈর্ধনৈঃ পিতৃযজ্ঞং পিতৃবৎসলোঽকরোৎ।
দ্বিজপূজনসৎক্রিয়াং ক্রমাদ্‌বিদধে তাং স ধরাদিভাজনৈঃ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) বিমনস্ক হইয়াই যেন পিতৃবৎসল গৌরহরি সঞ্চিত ধনাদি ব্যয় করিয়া পিতৃযজ্ঞ করিলেন। ক্রমে ক্রমে জলাধার মৃণ্ময় পাত্রাদি দান করিয়া ব্রাহ্মণসেবা সৎক্রিয়াদি তিনি সম্পাদন করিলেন।

ইতি যো বদতি প্রভোঃ পিতুর্দিবসংস্থানমতন্দ্রিতো নরঃ ।
লভতে দ্যুনদীং হরেঃ পুরীং পরিহায়াশু মলং স গচ্ছতি ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) শ্রীপ্রভুর পিতার এই বৈকুণ্ঠগমনকথা অনলস হইয়া যে মানব পাঠ করে, সে শীঘ্রই মালিন্যাদি দূর করিয়া গঙ্গায় দেহত্যাগে হরিধামে গমন করিবে।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমে
জগন্নাথমিশ্রসংসিদ্ধির্নামাষ্টমঃ সর্গঃ।
ইতি জগন্নাথ মিশ্রের সিদ্ধিলাভ-নামক অষ্টম সর্গ।

নবমঃ সর্গঃ।

ততঃ পপাঠ স পুনঃ শ্রীমান্ শ্রীবিষ্ণুপণ্ডিতাৎ ।
সুদর্শনাৎ পণ্ডিতাচ্চ শ্রীগঙ্গাদাসপণ্ডিতাৎ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অনন্তর নিমাই আবার শ্রীবিষ্ণু পণ্ডিত, সুদর্শন পণ্ডিত এবং শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিদ্যাং যে পণ্ডিতমহত্তমাঃ ।
তেষাং মহোপকারায় তেভ্যো বিদ্যাং গৃহীতবান্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) যে সকল পণ্ডিত মহাশয়গণ ব্রাহ্মণসমূহকে বিদ্যাদান করিতেন, তাঁহাদেরই মহোপকার সাধন করিতে মহাপ্রভু তাঁহাদের নিকট অধ্যয়ন করিলেন।

লোকশিক্ষামনুচরন্ মায়ামনুজবিগ্রহঃ ।
ততঃ পঠন্ পণ্ডিতেষু শ্রীমৎসুদর্শনেষু চ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) লোকশিক্ষার আচরণ করিয়া সেই মায়ামনুষ্যবিগ্রহ শ্রীমৎ সুদর্শন প্রভৃতি পণ্ডিতের নিকট পাঠাভ্যাস করিতে করিতে

সতীর্থৈঃ প্রহসন্ বিপ্রৈর্হসদ্ভিঃ পরিহাসকম্ ।
উবাচ বঙ্গজৈর্বাক্যৈ রসজ্ঞঃ সস্মিতাননঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) হাস্যপরায়ণ সতীর্থ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরিহাসরস বিস্তার করিয়া হাসিতে হাসিতে বঙ্গদেশীয় বাক্যে কথা বলিতেন।

ততঃ কালেন কিয়তাচার্য্যস্য বনমালিনঃ ।
জগাম পুর্য্যাং তং দ্রষ্টুং কৌতুকাৎ প্রণতস্য সঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) কিয়দ্দিন পরে সেই রসিকশিরোমণি মৃদুমধুর হাস্যশোভিত বদনে বনমালী আচার্য্যের মন্দিরে তাঁহার সহিত দর্শনাভিলাষে গমন করিলেন। আচার্য্য কৌতুকভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

আভাষ্য গচ্ছতাচার্য্যং হরিণা দদৃশে পথি ।
বল্লভাচার্য্যদুহিতা সখীজনসমাবৃতা ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) আচার্য্যের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে গমন করিতেছেন, এমন সময় গৌরহরি পথে বল্লভাচার্য্যের কন্যাকে সখীজন-পরিবেষ্টিতা দেখিলেন।

স্নানার্থং জাহ্নবীতোয়ে গচ্ছন্তী রুচিরাননা ।
দৃষ্ট্বা তাং তাদৃশীং জ্ঞাত্বা মনসা জন্মকারণম্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) সেই মনোজ্ঞবদনা লক্ষ্মী গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া মনে মনে তাঁহার জন্মকারণ জানিলেন এবং

তস্যা জগাম নিলয়ং স্বমেব স্বজনৈঃ সহ ।
শ্রীমান্ বিশ্বম্ভরো দেবো বিদ্যারসকুতূহলী ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) শ্রীমান্ বিশ্বম্ভরদেব বিদ্যারসকুতূহলী হইয়া নিজ পরিজনগণ সহ স্বভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অপরেদ্যুঃ পুনস্তত্র বনমালী দ্বিজোত্তম ঃ ।
আচার্য্যঃ শ্রীহরের্গেহমাগত্য প্রণমন্ শচীম্ ।।
উবাচ মধুরাং বাণীং শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরস্য তে ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) অপর একদিন সেই দ্বিজবর্য্য বনমালী আচার্য্য শ্রীগৌরহরির মন্দিরে আসিয়া শ্রীশচীমাতাকে প্রণামপূর্বক মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন— ‘তোমার বিশ্বম্ভরের

সুতস্যোদ্বাহনার্থায় কন্যাং সুরসুতোপমাম্ ।
বল্লভাচার্য্যবর্য্যস্য বরয়স্ব যদীচ্ছসি ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) বিবাহের জন্য বল্লভাচার্য্যবরের দেবকন্যাসদৃশী কন্যা লক্ষ্মীকে বরণ কর—যদি তোমার ইচ্ছা হয়।'

এতৎ শ্রুত্বা শচী প্রাহ বালোঽসৌ মম পুত্রকঃ ।
পিত্রা বিহীনঃ পঠতু তত্রোদ্‌যোগো বিধীয়তাম্ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) তাঁহার কথা শুনিয়া শচী মাতা বলিলেন—'নিমাই আমার অতিবালক, পিতৃশূন্য ; সে দিন কতক পড়ুক্, তাহাতেই উদ্‌যোগ করুন।'

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা নাতিহৃষ্টমনা যযৌ ।
আচার্য্যো দৃষ্টবাংস্তত্র পথি কৃষ্ণং মুদানিবতম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) শচীর কথায় বিষণ্ণমনে বনমালী আচার্য্য চলিয়া যাইতে সেই পথে আনন্দিত গৌরহরিকে দর্শন করিলেন।

ভগবাংস্তং প্রণম্যাশু সমালিঙ্গ্য সুনির্ভরম্ ।
ক্ব ভবানদ্য গন্তাসি পপ্রচ্ছ মধুরং বচঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) ভগবান্ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ প্রণাম ও গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন—'অদ্য কোথায় গিয়াছিলেন?'

স আহ মাতুশ্চরণং তব দৃষ্ট্বা সমাগতঃ ।
নিবেদিতং ময়া তস্যৈ তবোদ্বাহায় তত্র সা ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) তিনি উত্তর দিলেন—'তোমার মাতার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসিলাম। তাঁহাকে তোমার বিবাহের কথা নিবেদন করিয়াছিলাম ; তাহাতে তিনি

শ্রদ্ধাং ন বিধতে তেন বিমনাঃ সংব্রজাম্যহম্ ।
ইত্যুক্তে নোত্তরং দত্ত্বা প্রহস্য প্রযযৌ হরিঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) শ্রদ্ধা করিলেন না ; তাহাতেই দুঃখিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।' বনমালী আচার্য্যের এই কথার কোনই উত্তর না দিয়াই বিশ্বম্ভর মৃদু হাস্য করিয়া প্রস্থান করিলেন।

আগত্য স্বাশ্রমং প্রাহ মাতরং কিং ত্বয়োদিতম্ ।
আচার্য্যায় বচঃ সোঽপি বিমনাঃ পথি গচ্ছতি ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) স্বভবনে আসিয়া তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মা! তুমি আচার্য্যকে কি কথা বলিয়াছ, যাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া পথে চলিয়া যাইতেছেন?

কথং ন তস্য সংপ্রীতিঃ কৃতা মাতঃ প্রিয়োক্তিভিঃ ।
এতজ্জ্ঞাত্বা সুতস্যাশু মতমাপ্তজনং পুনঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) মা! কেন তুমি তাহাকে মিষ্ট বাক্য বলিয়া সংপ্রীতি দর্শন করিলে না?' কল্যাণী শচীমাতা পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া পুনরায়

আচার্য্যং ত্বরয়া নেতুং প্রেষয়ামাস সা শুভা ।
আচার্য্যঃ সহসাগত্য নমস্কৃত্বাব্রবীদিদম্ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) আপ্তজন ডাকিয়া আচার্য্যকে শীঘ্র আনয়ন করিতে প্রেরণ করিলেন। আচার্য্যও সহসা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন—

কথমীশ্বরি মামাজ্ঞামকরোত্ত্বব্রবীতু মে ।
সংপ্রহৃষ্টো বচঃ শ্রুত্বা ভবত্যাঃ সন্নিধাবহম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) 'ঈশ্বরি! আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয় বলুন দেখি। আপনার আদেশবাক্য শুনিয়া, আমি আনন্দিতচিত্তে আপনার সমীপে আগত হইলাম'।

এবমুক্তে ততঃ পাহ তং শচী যত্ত্বয়া বচঃ ।
উদ্বাহার্থং তু কথিতং তৎ কর্ত্তুং ত্বমিহার্হসি ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) তৎপরে শচী বলিলেন—'তুমি যে নিমাইর জন্য বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছিলে, তাহার এক্ষণে সংঘটন করিতে চেষ্টা কর।

ত্বং সুহৃদ্বৎসলোঽতীব সুতস্য স্বয়মেব তৎ ।
পুরা প্রোক্তং স্নেহবশাত্তত্র ত্বাং কিং বদাম্যহম্ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) তুমি নিরতিশয় সুহৃদ্‌বৎসল, পুত্রের বিবাহকথা তুমিই স্নেহে স্বয়ং পূর্বে আমাকে বলিয়াছ, এ বিষয়ে তোমাকে আমি আর কি বলিব?'

এতৎ শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ প্রাহাচার্য্যো নমন্ বচঃ ।
ঈশ্বরি ত্বদ্বচো নিত্যং করোমি শিরসা বহন্ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া আচার্য্য দণ্ডবৎ করিয়া বলিলেন—'ঈশ্বরি! তোমার আদেশ আমি নিত্যই শিরোধার্য্য করিব।'

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ তত্র বল্লভো মিশ্রসত্তমঃ ।
যত্র তিষ্ঠতি তত্রৈব সোঽপ্যুদ্যম্য ত্বরান্বিতঃ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) এই বলিয়া তিনি উদ্যমের সহিত সত্বর মিশ্রসত্তম বল্লভের মন্দিরে উপনীত হইলেন।

দিদেশাসনমানীয় স্বয়মেব যথাবিধি ।
মিশ্রঃ পপ্রচ্ছ বিনয়াদাচার্য্যবনমালিনম্ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) বল্লভ স্বয়ংই আসন আনিয়া উহাকে যথাবিধি উপবেশন করাইয়া বিনয়ভরে আচার্য্য বনমালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

মমানুগ্রহ এবাত্র তবাগমনকারণম্ ।
অন্যদ্বাস্তি কিয়ৎ কার্য্যং তদাজ্ঞাং কর্ত্তুমর্হসি ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) 'আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই কি আপনার এ স্থলে আগমন হইয়াছে? অথবা অন্য কিছু কার্য্য আছে—তাহা আদেশ করুন।'

এবমুক্তে ততঃ প্রাহাচার্য্য শৃণু বচো মম ।
মিশ্র-পুরন্দরসুতঃ শ্রীবিশ্বম্ভরপণ্ডিতঃ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) মিশ্রের এই কথা শ্রবণে আচার্য্য তখন বলিলেন,—'আমার কথা শুন, মিশ্র পুরন্দরের পুত্র নিখিলকল্যাণগুণময় শ্রীবিশ্বম্ভর পণ্ডিতই

স এব তব কন্যায়া যোগঃ সদ্গুণসংশ্রয়ঃ ।
পতিস্তেন বদাম্যদ্য দেহি তস্মৈ সুতাং শুভাম্ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) তোমার কন্যার যোগ্য পতি ; কাজেই এক্ষণে এই বলিতেছি যে, তুমি তাঁহার হস্তে কল্যাণী কন্যাকে সমর্পণ কর।'

তৎ শ্রুত্বা বচনং তস্য মিশ্রঃ কার্য্যং বিচার্য্য চ ।
উবাচশ্রূয়তাং ভাগ্যবশাদেতদ্ভবিষ্যতি ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) মিশ্র তাঁহার বাক্য-শ্রবণে কর্ত্তব্য বিচার করিলেন এবং বলিলেন—'শুনুন, ভাগ্যবশতঃ এই সম্বন্ধ হইবে।

ময়া ধনবিহীনেন কিঞ্চিদ্দাতুং ন শক্যতে ।
কন্যৈকৈব প্রদাতব্যা তত্রাজ্ঞাং কর্ত্তুমর্হসি ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) আমি ত নির্ধন, কিছুই দিতে পারিব না, কেবল কন্যাই দিব—এ বিষয়ে আপনার কি আজ্ঞা হয়?

যদি বা মে হরিঃ প্রীতো ভগবান্ দুহিতুর্ভবেৎ ।
তদৈব মে সংভবতি জামাতা পণ্ডিতোত্তমঃ ।। ৩০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) যদি ভগবান্ শ্রীহরি আমার ও কন্যার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তবেই সেই পণ্ডিতবর বিশ্বম্ভর জামাতা হইবে।

রত্নেন মুক্তাসংযোগো গুণৈনৈব যথা ভবেৎ ।
তথা ভবদ্গুণৈনৈবানয়োর্যোগো ভবিষ্যতি ।। ৩১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩১) রত্নের সহিত মুক্তাসংযোগ করিতে যেমন গুণের (সূত্রের) আবশ্যক, তদ্রূপ আপনারই গুণে এই দুইজনের সংযোগ (মিলন) হইবে।'

ইত্যুক্তে পরমপ্রীত আচার্য্যঃ প্রাহ সাদরম্ ।
ভবদ্বিনয়বাৎসল্যাৎ সর্ব্বং সম্পাদ্যতে শুভম্ ।। ৩২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩২) বল্লভ এই কথা বলিলে, পরমপ্রীত হইয়া আচার্য্য বনমালী আদরের সহিত বলিলেন—'তোমার বিনয়ে ও বাৎসল্যে সকল কার্য্য মঙ্গলমতে নির্বাহ হইবে।'

ইত্যুক্ত্বা পুনরাগম্য সর্ব্বং শচ্যৈ ন্যবেদয়ৎ ।
আচার্য্যো গৌরচন্দ্রস্য বিবাহানন্দনির্বৃতঃ ।। ৩৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৩) তাঁহাকে এই বলিয়া পুনর্বার শচীর সমীপে আসিয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। এইরূপে আচার্য্য গৌরচন্দ্রের বিবাহের আনন্দে পরম সুখী হইলেন।

এতৎ সর্ব্বং সংবিদিত্বা সুতং প্রোবাচ সা শচী ।
সময়োঽয়ং কুরুম্বাত্র তাত বৈবাহিকং বিধিম্ ।। ৩৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৪) সেই শচী সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রকে বলিলেন—'বৎস! এই সময় বিবাহের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এক্ষণে বিবাহের যোগ্য আয়োজন কর।'

তৎ শ্রুত্বা বচনং মাতুর্বিমৃষ্য মনসা হরিঃ ।
আজ্ঞাং তস্যাঃ পুরস্কৃত্য দ্রব্যাণ্যাশু সমাহয়ৎ ।। ৩৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৫) মাতার বাক্যশ্রবণে গৌরহরি মনে মনে চিন্তা করিয়া, মাতার আজ্ঞাক্রমে শীঘ্রই সকল দ্রব্যের যোগাড় করিলেন।

ততো বৈবাহিকে কালে মঙ্গলে সদ্‌গুণাশ্রয়ে ।
সর্ব্বেষামেব শুভদে মৃদঙ্গপণবাহতে ।। ৩৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৬) অনন্তর বিবাহের উপযুক্ত মঙ্গলময় সর্বসদ্‌গুণাশ্রয় সর্বশুভঙ্কর সময় আসিলে মৃদঙ্গ পণবাদি ধ্বনিত হইয়াছিল—

ভূদেবগণসঙ্ঘস্য বেদধ্বনিনিনাদিতে ।
দীপমালাপতাকাদ্যৈরলঙ্কৃতদিগন্তরে ।। ৩৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৭) ব্রাহ্মণগণ যূথে যূথে বেদধ্বনি করিতেছিলেন—দিঙ্‌মণ্ডল দীপমালা ও পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত হইল—

দেবদার্বগুরূশীরচনন্দনাদিপ্রধূপিতে ।
অধিবাসং হরেশ্চক্রে বিবাহং দ্বিজসত্তমাঃ ।। ৩৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৮) দেবদারু, অগুরু, বেনামূল ও চন্দনাদি ধূপের সদ্‌গন্ধে ব্রাহ্মণবর্য্যগণ শ্রীহরির বিবাহের অধিবাস করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমে
শ্রীলক্ষ্ম্যুদ্বাহেঽধিবাসপ্রসঙ্গো নাম নবমঃ সর্গঃ।
ইতি **শ্রীলক্ষ্মীবিবাহে অধিবাসবর্ণনাত্মক** নবম সর্গ।

দশমঃ সর্গঃ।

ততো দ্বিজেভ্যঃ প্রদদৌ মুহুর্মুহুঃ পুগানি মাল্যানি চ গন্ধবন্তি ।
সচন্দনং গন্ধমনন্যসৌরভং জনাশ্চ সর্ব্বে জহৃযুর্জগুর্মুদা ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অনন্তর ব্রাহ্মণগণকে মুহুর্মুহু গুবাক, তাম্বূল, সুগন্ধি মাল্যরাজি এবং সচন্দন ও অপরূপ সুরভি গন্ধাদি দান করিলেন। সকল লোক হৃষ্ট হইল এবং আনন্দে গান করিতে লাগিল।

স বল্লভোঽভ্যেত্য সুমঙ্গলৈর্দ্বিজৈর্নরৈশ্চ ভূদেবপতিব্রতাদিভিঃ ।
জামাতরং গন্ধসুগন্ধিমাল্যৈঃ শুভাধিবাসং বিদধে সমর্চ্চ্য তম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) সেই বল্লভ মিশ্র মঙ্গলনিধান ব্রাহ্মণ, মানবগণ এবং দ্বিজপত্নীদিগের সহিত সমাগত হইয়া জামাতাকে গন্ধ ও সুগন্ধি মাল্যাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া শুভাধিবাস করিলেন।

অথ প্রভাতে বিমলেঽরুণেঽর্কে স্বয়ং কৃতস্নানবিধির্যথাবৎ ।
হরিঃ সমভ্যর্চ্চ্য পিতৃন্ সুরাদীন্ নান্দীমুখশ্রাদ্ধমথাঽকরোদ্দ্বিজৈঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) তৎপরদিন প্রভাতে বিমল ও অরুণবর্ণ সূর্য্য উদিত হইলে যথাবিধি স্নানাদিকৃত্য সমাধান করিয়া স্বয়ং হরি পিতৃলোক এবং দেবতাদিগকে সম্যক্ অর্চনা করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের সাহচর্য্যে নান্দীমুখশ্রাদ্ধও সমাধা করিলেন।

ততো দ্বিজানাং যজুষাং সুনিস্বনৈর্মৃদঙ্গভেরীপটহাদিনাদিতৈঃ ।।
বরাঙ্গনাবক্ত্রসরোজমঙ্গলোজ্জ্বলস্বনৈরাববৃধে মহোৎসবঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) তৎপরে দ্বিজগণমুখে যজুর্বেদের সুন্দর ধ্বনি, মৃদঙ্গ-ভেরী ও পটহাদির নিনাদ এবং বরাঙ্গনাদের মুখপদ্ম হইতে উত্থিত মঙ্গলময় উজ্জ্বল উলু উলু শব্দে মহোৎসবঘটা হইতে লাগিল।

শচী সুসংপূজ্য কুলস্ত্রিয়ং মুদা তত্রাগতান্ বন্ধুজনাংশ্চ সর্ব্বশঃ ।
উবাচ কিং ভর্ত্তৃবিহীনয়া ময়া কর্ত্তব্যমেবাত্র ভবদ্বিধৈঃ স্বয়ম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) শচীদেবী কুলস্ত্রীগণকে এবং সমাগত বন্ধুমণ্ডলীকে আনন্দে সুন্দররূপে অভ্যর্থনা করিলেন। অবশেষে বলিলেন—'আমি ভর্ত্তৃবিহীন হইয়া কি করিতে পারি ? আপনারাই স্বয়ং সর্বকার্য্য সমাধান করুন।'

স্বমাতুরিত্থং করুণান্বিতং বচো নিশম্য তাতং পরিতপ্তচিত্তঃ ।
মুক্তাফলস্থূলতরাশ্রুবিন্দূন্ উবাহ বক্ষঃস্থলহারবিভ্রমান্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) নিজ মাতার মুখে এই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গ পিতার বিরহে পরিতপ্তচিত্ত হইয়া বক্ষঃস্থলের হার-স্বরূপে মুক্তাফলবৎ স্থূল অশ্রুবিন্দুসমূহের প্রবাহ ধারণ করিলেন।

নিরীক্ষ্য পুত্রং করুণান্বিতং শচী সুবিস্মিতা প্রাহ পতিব্রতাভিঃ ।
পিতঃ কথং মঙ্গলকর্ম্মণি স্বয়মমঙ্গলং বারি বিমুঞ্চসে দৃশোঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) শচী পুত্রকে কারুণ্যরসে আপ্লাবিত দেখিয়া সুবিস্মিতা হইয়া সতীগণ সহ জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাপ নিমাই! এই মঙ্গলকর্মে তুমি কেন অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিতেছ হে?'

স মাতুরিত্থং বচনং নিপীয় পিতৃস্মৃতিশ্বাসমলীমসাননঃ ।
মাতুঃ সমীপং প্রতিবাচমাদদে নবীনগম্ভীরঘনস্বনং যথা ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) মাতার বাক্য শ্রবণে পিতার বিরহ-স্মৃতিতে মুখ মলিন করিয়া বিশ্বম্ভর নবগম্ভীরমেঘশব্দবৎ ধ্বনি করিয়া মাতাকে বলিলেন—

ধনানি বা মে মনুজাশ্চ মাতর্ন সন্তি কিং যেন বচঃ সমীরিতম্ ।
ত্বয়াদ্য দীনেব পরাশ্রয়ং যতঃ পিতা মমাদর্শনতামগাদিতি ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) 'মা! আমার কি ধন বা জনবল নাই যে, তুমি অদ্য দুঃখিতা হইয়া এই কথা বলিলে? আমার পিতা অদর্শন হইয়াছেন বলিয়া কি তোমাকে পরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে?

ত্বয়ৈব দৃষ্টং দ্বিজসজ্জনেভ্যঃ সুপূগপূর্ণানি চ ভাজনানি ।
বারত্রয়ং দাতুমনন্যসারং সর্ব্বাঙ্গসংলেপনযোগ্যগন্ধম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) মা! তুমিই ত দেখিয়াছ যে, ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণকে উত্তম উত্তম গুবাকাদিপূর্ণ ভাণ্ডসমুদয় এবং সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাঙ্গে সংলেপনযোগ্য গন্ধাদি তিন বার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অন্যেষু যোগ্যেষু চ সুব্যয়ো যৎ তত্ত্বং বিজানাসি যথা যথেষ্টম্ ।
অমর্ত্ত্যকার্য্যেষু মমাস্তি শক্তিস্তথাপি লোকাচরিতং করোমি ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) অন্যান্য যোগ্য যোগ্য বিষয়ে সুন্দরভাবে ব্যয়ও করা হইয়াছে। তুমি ত তত্ত্বকথা উত্তমরূপেই অবগত আছ যে, আমার অলৌকিক কার্য্যসকল সম্পাদনে প্রচুর শক্তি আছে, তথাপি আমি লৌকিকবৎ আচরণ করিতেছি।

পিত্রা বিহীনোঽহমগাধশক্তিস্তথাপি মাতুর্ব্বচসা দুনোমি ।
ইতীয়িতং তস্য নিশম্য মাতা তং শান্তয়িত্বা মধুরৈর্ব্বচোভিঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) পিতৃবিহীন হইলেও আমার মহাশক্তি আছে। তথাপি মা, তোমার বাক্যে আমি বড়ই তাপ পাইলাম।' শচীমাতা পুত্রের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে শান্ত করিলেন।

প্রসাধনৈরংশুকরত্নযুগ্মৈর্বিভূষয়ামাসুরনর্ঘ্যমাল্যৈঃ ।
শ্রীগৌরচন্দ্রং জগদেকবন্ধুঃ স্ত্রীণাং মনোজ্ঞং রুচিতং স্ময়েন ।।১৩।।
সচন্দনৈরাগুরুসারগন্ধৈঃ সমালিপন্ পুত্রমদীনশ্রদ্ধাঃ ।
তদা কুমারাঃ পৃথিবীসুরাণাং সমাগতাঃ পুরুষর্ষভং শুভে ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩-১৪) অত্যুত্তম বস্ত্ররত্নদ্বয়ে, প্রসাধনে এবং মহামূল্য মাল্যাদি সমর্পণে তখন সমাগত ব্রাহ্মণকুমারগণ জগদেকবন্ধু পুরুষপ্রবর শ্রীগৌরচন্দ্রকে

ভূষিত করিলেন—যাহাতে স্ত্রীদিগের মনোমোহন হইল এবং শ্রীহরিও মৃদুমধুর হাস্যে শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহারা মহাশ্রদ্ধান্বিত হইয়া আবার চন্দনসহ অগুরু প্রভৃতির বিনির্য্যাসে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ সংলেপন করিলেন।

তস্মিন্ ক্ষণে বল্লভমিশ্রবর্য্যঃ কার্য্যং পিতৃণামথ দেবতানাম্ ।
সমাপ্য কন্যাং বরহেমগৌরীং বিভূষিতামাভরণৈঃ স চক্রে ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) সেই শুভক্ষণে মিশ্রবর্য্য বল্লভাচার্য্যও পিতৃকার্য্য ও দেবার্চনা ইত্যাদি সমাপন করিয়া উত্তম-হেমগৌরী কন্যাকে বিবিধ আভরণে বিভূষিত করিলেন।

ততো দ্বিজানানয়নে বরেণ্যান্ বরস্য সংপ্রেষিতবান্ সমেত্য ।
উচুশ্চ তে মঙ্গলপূর্ব্বমাশু শুভায় যাত্রাং কুরু সামঘোষৈঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) তৎপরে তিনি বরের আনয়নে প্রবীণ ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ করিলে তাঁহারা শচীর মন্দিরে আসিয়া নিবেদন করিলেন,—‘শুভ কার্য্যের জন্য মঙ্গলপুরঃসর সাম(বেদ)ধ্বনি সহকারে যাত্রা করিতে আজ্ঞা হয়।’

স্বয়ং হরির্বিপ্রবরস্য সজ্জনৈর্মনুষ্যযানে জয়নিস্বনৈর্যযৌ ।
প্রদীপ্তদীপাবলিভির্নিকেতনং মিশ্রস্য হৈমং শিখরং শিবো যথা ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) শিব যেরূপ হিমালয়শিখরে বিবাহ-পর্বে যাত্রা করিয়াছিলেন—স্বয়ং শ্রীহরিও এক্ষণে সজ্জনগণসমভিব্যাহারে জয়ধ্বনিপূর্বক মনুষ্যযানে (দোলায়) আরোহণ করতঃ দ্বিজবর বল্লভ মিশ্রের ভবনে যাত্রা করিলেন। তখন ইতস্ততঃ দীপাবলি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

ততোঽভিগম্যাশ্রমমাত্মনো নয়ন্ মিশ্রঃ স্বয়ং তং বরয়াম্বভূব ।
পাদ্যাদিনা গন্ধবরাংশুমাল্যৈর্ধূপৈস্তথৈবাগুরুসারযুক্তৈঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) অনন্তর বল্লভাচার্য্য স্বয়ং সম্মুখে আসিয়া নিজ মন্দিরে নেওয়ার জন্য তাঁহাকে পাদ্যাদি উত্তমোত্তম গন্ধ, বস্ত্র, মাল্যাদি সমর্পণে এবং অগুরুর বিনির্য্যাসযুক্ত ধূপদানে বরণ করিলেন।

বভৌ বরঃ পূর্ণনিশাকরপ্রভো জিতস্মরস্মেরমুখেন রোচিষা ।
প্রতপ্তচামীকররোচিষা লসৎসুমেরুশুদ্ধোজ্জ্বলদেহযষ্টিঃ ।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তখন পূর্ণচন্দ্রের প্রভা বিকীরণ করিয়া বর প্রকাশ পাইলেন—তাঁহার সুহাস্য মুখের কান্তিতে কামদেব পরাজিত হইলেন। মনে

হয়, যেন সুমেরু পর্বতের ন্যায় শুদ্ধ-উজ্জ্বল-সুন্দর দেহখানি গলিত-কাঞ্চনবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

করদ্বয়েনাঙ্গদকঙ্কণাঙ্গুরীবিরাজিতেনাব্জতলাভিশোভিনা ।
অনল্পকল্পদ্রুমমাশু ব্যাকরোৎ* সমাশ্রিতানামভিলাষদো হরিঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) পদ্মপুষ্প হইতেও সমধিক শোভামণ্ডিত এবং অঙ্গদ-কঙ্কণ-অঙ্গুরীয়কাদি-বিরাজিত করদ্বয়ের সুষমায় সমাশ্রিতগণের বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি সুবহুল কল্পতরুকেও পরাজয় করিলেন।

সুতাং সমানীয় নিশাকরপ্রভাং প্রভাবিনিধ্বস্ততমঃসমগ্রাম্ ।
স্বলঙ্কৃতাং সাধু দদৌ জগদ্‌গুরোঃ পাদে বিরেজেঽথতয়োরভিখ্যা ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) তৎপরে চন্দ্রবৎ উজ্জ্বলা, স্বপ্রভায় জগতের অন্ধকার-বিনাশিনী এবং সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা কন্যাকে আনিয়া জগদ্‌গুরু গৌরাঙ্গের চরণে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের যুগলশোভা বিরাজ করিতে লাগিল।

তয়োর্ম্মুখেন্দুঃ সমরোজ্জ্বলশ্রিয়া সরোহিণীচন্দ্রসমঃ সুশোভাম্ ।
পুপোষতুঃ পুষ্পচয়ৈরসিঞ্চতাং পরস্পরং তৌ হরপার্ব্বতীব ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) তাঁহাদের মুখচন্দ্র উজ্জ্বলশোভা বিষয়ে যুদ্ধাভিলাষেই যেন রোহিণী ও চন্দ্রের মহাশোভা ধারণ করিল, তাঁহারা পরস্পরকে হরগৌরীবৎ কুসুমসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অথোপবিষ্টে কমলাধিনাথে লক্ষ্মীশ্চ তত্রোপবিবেশ হ্রীযুতা ।
পুরস্ততোঽভ্যেত্য শুচিঃ সমাধিশদ্দাতুং স কন্যাং বিধিনা বিধানবিৎ ।।২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) অনন্তর লক্ষ্মীপতি উপবিষ্ট হইলে লজ্জিতা লক্ষ্মীও সেই স্থলে উপবেশন করিলেন। তদনন্তর বিধিজ্ঞ বল্লভাচার্য্য পবিত্র হইয়া বিধিমতে কন্যাদান করিতে সেই স্থলে সম্মুখবর্ত্তী হইলেন।

বস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মে বিনিবেদ্য পাদ্যং প্রজাপতিঃ প্রাপ জগৎসিসৃক্ষাম্ ।
তত্রৈব পাদ্যং বিদধে স বল্লভো নখদ্যুতিধ্বস্ততমঃসমূহে ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) যাঁহার পাদপদ্মে পাদ্য নিবেদন করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টির শক্তি পাইয়াছেন—নখমণিকান্তিচ্ছটায় অন্ধকার-বিনাশী সেই পাদপদ্মে বল্লভমিশ্র পাদ্য দান করিলেন।

---

* অনল্পকল্পদ্রুমমাশু চক্রে ?

যস্মৈ মহেন্দ্রোঽধিনৃপাসনং দদৌ সরত্নসিংহাসনকম্মলাবৃতম্ ।
তস্মৈ স কৌশেয়সুবিষ্টরাসনং দদৌ নিপীতং বরপীতবাসসে ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) যাঁহাকে মহেন্দ্র মহারাজের সিংহাসন দান করিয়াছেন—সেই উত্তমপীতবসনধারী গৌরাঙ্গকে বল্লভাচার্য্য রত্নজটিতসিংহাসন ও কম্বলাবরণ, নীলবর্ণ রেশমীবস্ত্র, সুন্দর পীঠাসনাদি দান করিলেন।

ক্রমেণ সোঽর্ঘ্যাদিকমেব কর্ম্মবিধানতো হর্ষতনূরুহোদ্গমৈঃ।
কৃত্বা কৃতজ্ঞঃ প্রদদৌ হরেঃ করে কন্যাং সমুৎসৃজ্য সরোজলোচনাম্ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) ক্রমে ক্রমে সেই বিধিজ্ঞ মিশ্রবর বিধানমতে হর্ষরোমাঞ্চ প্রভৃতি ভাবোদ্গম সহকারে অর্ঘ্যাদি সমর্পণ করিয়া, পরে পদ্মপলাশলোচনা কন্যাকেও কৃতজ্ঞতার সহিত শ্রীহরির হস্তে দান করিলেন।

ততো নিবৃত্তেঽতিমহোৎসবে শুভে লক্ষ্মীং সমাদায় নিজাং পুরীং যযৌ ।
বিশ্বম্ভরো বিশ্বভরার্ত্তিহা বিভুর্মনুষ্যযানৈর্মনুজাভিনন্দিতঃ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) তারপরে শুভ মহামহোৎসব নিবৃত্ত হইলে বিশ্বের আর্ত্তিনাশন বিশ্বম্ভর প্রভু মানবগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া লক্ষ্মীর সহিত মনুষ্যযানে (দোলায়) আরোহণপূর্ব্বক নিজমন্দিরে গমন করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমে
বৈবাহিকো নাম দশমঃ সর্গঃ ।
ইতি শ্রীগৌরচন্দ্রবিবাহ-নামক দশম সর্গ।

একাদশঃ সর্গঃ।

ততঃ শচী দ্বিজস্ত্রীভিঃ কৃত্বা সুমহদুৎসবম্ ।
স্নুষাং প্রবেশয়ামাস নিজগেহে সভর্ত্তৃকাম্ ।।১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তৎপর শচীমাতা ব্রাহ্মণপত্নীগণ-সহ মহামহোৎসব করিয়া বধূকে ও পুত্রকে নিজগৃহে প্রবেশ করাইলেন।

ব্রাহ্মণেভ্যো দদাবন্নং গন্ধং মাল্যং সভক্তিতঃ ।
অন্যেভ্যঃ শিল্পিমুখ্যেভ্যো নটেভ্যঃ প্রদদৌ ধনম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন ও গন্ধমাল্যাদি দান করিলেন এবং অন্যান্য শিল্পী প্রভৃতি নটগণকে ধন দিলেন।

ততো বসন্ শুভে গেহে সকুটুম্বঃ সুখী প্রভুঃ ।
বরাজ নভসি স্বচ্ছে নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) কুটুম্বগণ-সহ আনন্দিত প্রভু মঙ্গলগৃহে বাস করিয়া স্বচ্ছ-গগনে নক্ষত্রগণ-সহ চন্দ্রমাবৎ বিরাজমান হইলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণদৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বশুভানি হি ।
আজগ্মুঃ শ্রীশচীগেহে স্বভাগ্যখ্যাপনায় চ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) লক্ষ্মীনারায়ণের দৃষ্টিমাত্রই সর্বসুমঙ্গল নিজ-নিজ ভাগ্য খ্যাপন করিবার জন্য স্বয়ং শ্রীশচীমাতার গৃহে আগমন করিতে লাগিল।

ততো গৃহাশ্রমে স্থিত্বা ধনার্থং প্রযযৌ দিশি ।
পূর্ব্বস্যাং সজ্জনৈঃ সার্দ্ধং দেশান্ কুর্ব্বন্ সুনির্ম্মলান্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) কিছুকাল আশ্রমে থাকিয়া প্রভু ধনোপার্জন করিতে সজ্জনগণ-সহ সকল দেশকে পরম পবিত্র করিয়া পূর্বদেশে যাত্রা করিলেন।

যং যং দেশং যযৌ জিষ্ণু রাকাপতিনিভাননঃ ।
তত্র তত্রৈব তত্রস্থা জনা দৃষ্ট্বা মুদান্বিতাঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) এই চন্দ্রবদন বিষ্ণু যে যে দেশেই গমন করিয়াছেন, সেই সেই স্থলেই তত্রত্য জনগণ ইঁহাকে দেখিয়া আনন্দলাভ করিলেন।

পশ্যন্তো বদনং তস্য তৃপ্তিবারিধিপারগাঃ ।
ন বভূবুঃ স্ত্রিয়শ্চোচুঃ কস্যায়ং শুদ্ধদর্শনঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তাঁহার মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া পুরুষগণ তৃপ্তি-সমুদ্রের পার-গমনে অসমর্থ হইলেন এবং নারীগণ বলিতে লাগিলেন—'এই শুভদর্শন মহাপুরুষটি কোন্ দেশের হে?

মাত্রাস্য কেন পুণ্যেন ধৃতো গর্ভে নরোত্তমঃ ।
অসৌ বিজিতকন্দর্পো দৃষ্টপূর্ব্বো ন হি ক্বচিৎ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) ইঁহার মাতা কোন্ পুণ্যে এই নরোত্তমকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে হে? কাম-বিজয়ী ইঁহাকে ত পূর্বে কখনও (বা কোথায়ও) দেখি নাই !!

পত্নীত্বমস্য প্রাপ্তা কা চিরারাধিতশঙ্করা ।
অসৌ নারায়ণঃ সৈব লক্ষ্মীরেব ন সংশয়ঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) কোন্ ভাগ্যবতী সুচিরকাল শঙ্কর আরাধনা করিয়া ইঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে গো? ইনি নারায়ণ আর তিনি লক্ষ্মীই হইবেন—ইহাতে আর সংশয় নাই।'

এবং বহুবিধাং বাচং শ্রুত্বা তত্র জনেরিতাম্ ।
আকর্ণ্যার্দ্রদৃশাং তেষাং প্রীতিং তন্বন্ যযৌ হরিঃ ।।১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) এইরূপে জনগণ-মুখে বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, করুণ-নয়নে তাঁহাদের প্রীতি জন্মাইয়া গৌরহরি প্রস্থান করিলেন।

পদ্মাবতীনদীতীরে গত্বা স্নাত্বা যথাবিধি ।
তত্রাবসৎ সাধুজনৈঃ পূজিতঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতৈঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) পদ্মাবতী নদীর তীরে গিয়া যথাবিধি স্নান করিলেন এবং শ্রদ্ধান্বিত সাধুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাতুল্যা পাবনী সা বভূব সুমহানদী ।
পদ্মাবতী মহাবেগা মহাপুলিনসংযুতা ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) তদবধি সেই পদ্মাবতী গঙ্গাতুল্য পাবনী, মহাবেগবতী ও মহাপুলিনশালিনী সুন্দর মহানদীরূপে পরিণত হইল।

কুম্ভীরৈর্মকরৈর্মীনৈর্বিদ্যুদ্ভিরিব চঞ্চলৈঃ ।
শোভিতা সজ্জনাবাসবিরাজিতমহত্তটা ।। ১৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) তাহাতে কুম্ভীর, মকর ও মীন-(মৎস্য) রাজি বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চলায়মান হইয়া শোভা করিত, তাহারই মহত্তটে তিনি সজ্জনগণ-সহ বাস করিলেন।

বিশ্বম্ভরস্নানধৌতজলৌঘাঘহরা শুভা ।
মহাতীর্থতমা সাঽভূত্তত্তীরে নিবসন্ হরিঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) বিশ্বম্ভরের স্নানে ও অঙ্গাদির ধৌতকরণে সেই পদ্মার জলরাশি পাপনাশক ও কল্যাণকর হওয়াতে উহা মহাতীর্থতম হইয়াছিল। তাহারই তটে শ্রীহরি নিবাস করিতে লাগিলেন।

মহাত্মনাং সুপুণ্যানাং কুর্ব্বন্নয়নয়োঃ সুখম্ ।
মুমোদ মধুহাতবী সাধুদর্শনলালসঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) মহাত্মা পুণ্যবান্ জনদিগের নয়নসুখ দান করিয়া সেই মধুসূদন সাধুদর্শনের লালসায় নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন।

দয়ালুরনয়ৎ স্বামী মাসান্ কতিপয়ান্ বিভুঃ ।।
পাঠয়ন্ ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বান্ বিদ্যারসকুতূহলী ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) দয়ালু স্বামী বিদ্যারসকুতূহলী হইয়া ব্রাহ্মণসকলকে পড়াইয়া কয়েক মাস অতিবাহিত করিলেন।

অথ লক্ষ্মী মহাভাগা পতিপ্রাণা ধৃতব্রতা ।
শচ্যাঃ শুশ্রূষণং চক্রে পাদসম্বাহনাদিভিঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) এদিকে মহাভাগ্যবতী পতিপ্রাণা লক্ষ্মী নিয়ম করিয়া শচীমাতার পাদ-সম্বাহনাদি করিয়া শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন।

দেবতানাং গৃহে লেপমার্জ্জনস্বস্তিকাদিকম্ ।
ধূপদীপাদিনৈবেদ্যং মাল্যং প্রাদাৎ সুসংস্কৃতম্ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) দেবমন্দিরে লেপ, মার্জনাদি করিয়া তিনি স্বস্তিকাদি রচনা করিতেন এবং সুন্দররূপে সংস্কারাদিপূর্ব্বক ধূপ-দীপাদি, নৈবেদ্য ও মাল্য প্রদান করিতেন।

তস্যাঃ সা সেবয়া বাণ্যা সৌশীল্যেন চ কর্ম্মণা ।
অতীব সুচিরং প্রীতা শচী পূর্ত্তিমমন্যত ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তাঁহার সেবায়, কথায়, সচ্চরিত্রে এবং কর্মে সেই শচী পরমপ্রীত হইয়া বহুদিন যাবৎ মহাপূর্ণকামই ছিলেন।

বধূং সুতস্যান্যতমাং স্নেহোদ্গততনূরুহা ।
কন্যামিব স্নেহবশাল্লালয়ন্তী স্বপুত্রবৎ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) তিনি স্নেহবশতঃ পুলকমণ্ডিত হইয়া পুত্রবধূকে নিজপুত্রবৎ—অন্যতমা কন্যাবৎ পরমস্নেহে লালন করিতেন।

এবং স্থিতা গৃহে কালে দৈবাদাগত্য কুণ্ডলী ।
অদশৎ পাদমূলে তাং লক্ষ্মীমালক্ষ্য সা শচী ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) এই ভাবে কিছু দিন গেলে হঠাৎ এক সর্প আসিয়া লক্ষ্মীর পাদমূলে দংশন করিল। সেই অবস্থায় লক্ষ্মীকে দেখিয়া শচীমাতা

ব্যজিজ্ঞপৎ মহাভীতিযুক্তা জাঙ্গলিকান্ স্নুষাম্ ।
সমানীয়াকরোদ্‌যত্নং তদ্বিষস্য প্রমার্জ্জনে ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) মহাভীতা হইলেন, বিষ-বৈদ্যগণকে ডাকাইয়া বধূকে বিষনির্ম্মুক্ত করিবার জন্য বহু যত্ন করিলেন।

শচী মন্ত্রৈর্বহুবির্ধৈনাভূত্তদ্বিষমার্জ্জনম্ ।
ততঃ কালকৃতং মত্বা সমানীয় প্রযত্নতঃ ।। ২৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) কিন্তু বহুবিধ মন্ত্রপ্রয়োগেও তাঁহার বিষমার্জন হইল না। তার পরে বধূর কালপ্রাপ্তি হইয়াছে মনে করিয়া প্রযত্ন সহকারে

জহ্নু কন্যাপয়োমধ্যে তুলসীদামভূষিতাম্ ।
কৃত্বা বধূং সহ স্ত্রীভিশ্চকার হরিকীর্ত্তনম্ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) জাহ্নবীজলমধ্যে তুলসীমালায় ভূষিতা বধূকে রাখিলেন এবং নারীগণ সহ হরিকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

আয়াতে বিমলে ব্যোম্নি গন্ধর্ব্বরথসঙ্কুলে ।
ব্রহ্মাদিভির্যোগসিদ্ধৈর্গীয়মানে সুমঙ্গলে ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) বিমল আকাশে গন্ধর্বগণের রথে রথে সঙ্ঘট হইতে থাকিলে, যোগসিদ্ধ ব্রহ্মাদি দেবগণ সুমঙ্গল গান করিতে থাকিলে—

মহালক্ষ্মীর্জ্জগন্মাতা গন্তুং স্বপ্রভুসন্নিধৌ ।
স্মৃত্বা কৃষ্ণপদাম্ভোজং স্বর্নদ্যাং দেহমত্যজৎ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) জগন্মাতা মহালক্ষ্মী নিজ প্রাণনাথের নিকটে যাইতে ইচ্ছা করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সুরধুনীজলে দেহ বিসর্জন করিলেন।

ততো জগাম নিলয়ং আত্মনশ্চ সুশোভনম্ ।
ইন্দ্রাদিভিরগম্যঞ্চ সর্ব্বমঙ্গলরূপকম্ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) অনন্তর লক্ষ্মী পরমশোভাময়, ইন্দ্রাদির অগম্য, সর্বমঙ্গলস্বরূপ নিজালয়ে গমন করিলেন।

লক্ষ্ম্যা পরময়া যুক্তা লক্ষ্মী লোকনমস্কৃতম্ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) পরমশোভাসমৃদ্ধিযুক্তা লক্ষ্মীপ্রিয়া লোকনমস্কৃত ধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমে
শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবো নাম একাদশঃ সর্গঃ ।
ইতি **শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসব**-নামক একাদশ সর্গ।

দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

অথ তাং বিললাপ দুঃখিতা স্ববধূং ধৰ্ম্মপরায়ণাং শচী ।
বিগলন্নয়নাম্বুধারয়া স্তনয়োঃ ক্ষালনমেব সাকরোৎ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) ধৰ্ম্ম-পরায়ণা সেই বধূর বিরহে শচী দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। নয়ন হইতে নির্গলিত জলধারায় তাঁহার স্তনদ্বয় প্রক্ষালিত হইত।

অবদদ্ভুজগাধম ত্বয়া কিমিদং কৰ্ম্ম দুরাত্মনা কৃতম্ ।
বিকটৈর্দশনৈঃ কথং ন মামদশস্ত্বং হি বিহায় মে স্নুষাম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) শচীমাতা সর্পকে বলিলেন—"হা রে সর্পাধম! তুই কি দুষ্কার্য্যই না করিয়াছিস্! আমার বধূকে ত্যাগ করিয়া কেন তুই আমাকে বিকট দশনসমূহে দংশন করিলি না?

বিনিযুজ্য বধূং নিষেবণে মম পুত্রো গতবান্ সুধার্ম্মিকঃ ।
ধনধান্যসমর্জ্জনায় মে হ্যন্তেবাসিজনৈঃ সুসম্বৃতঃ ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) আমার সুধার্মিক পুত্র, বধূকে আমার সেবায় নিযুক্ত করিয়া ধনধান্য উপার্জন করিবার জন্য ছাত্রগণ সমভিব্যাহারে বিদেশে গিয়াছে।

তদিদং বদনং কথং স্নুষাপরিহীনা তনয়স্য পশ্যতু ।
ইতি বিলপ্য ভৃশং শুচাকুলা কুলবতীমপহায় সমাদিশৎ ।।৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) বধূ-বিরহিতা হইয়া এক্ষণে কি প্রকারে আমি পুত্রমুখ দেখিব?" এইরূপে শচীমাতা মহাশোকাকুলা হইয়া কুলবতী লক্ষ্মীকে গঙ্গাতীরে চিরবিদায় দিয়া বান্ধবদিগকে বলিলেন—

কুরু নিজং কুলযোগ্যসৎক্রিয়ামকরোৎ স্বস্বজনস্ত্বনন্তরম্ ।
নিজগৃহং সমগাৎ পরিদেবলোলনয়নয়োঃ পরিমুচ্য জলং ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) 'কুলাচারমতে নিজ নিজ সৎক্রিয়াদি সমাধান কর।' তৎপরে জাতিবান্ধবাদি অন্ত্যেষ্টি কার্য্যাদি সমাধা করিয়া শোকাশ্রুধারা মোচন করিতে করিতে নিজগৃহে গমন করিলেন।

স্বজনবন্ধুভিরাশু বিবোধিতা স্থিতবতী সুখিতেব চিরং শচী ।
স্বস্য পুত্রবদনং স্মরতী সা কৃষ্ণনামপরিপূর্ণমুখাসীৎ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) তখন আত্মীয়স্বজনাদি মিলিয়া শচীমাতাকে প্রবোধ দিলে বহুদিন পরে তিনি কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। নিজের পুত্রবদন স্মরণ করিয়া শচী মুখে কেবল কৃষ্ণনামই করিতে লাগিলেন।

অথ কিয়দ্দিবসাৎ পরিহর্ষিতঃ পরমসাধুভিরেব নিবেদিতম্ ।
রজতকাঞ্চনচেলসমন্বিতং সমনয়ৎ স্বগৃহং পরমেশ্বরঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) কিছু দিন পরে পরমেশ্বর আনন্দিতমনে তত্রত্য পরমভক্তগণ কর্ত্তৃক নিবেদিত রজত, সুবর্ণ, বস্ত্রাদিসমন্বিত বস্তুসমুদয় লইয়া স্বগৃহে আসিলেন।

অথ নিরীক্ষ্য শচী সুতমাগতং সপদি পূর্ণনিশাকরসম্প্রভম্ ।
ন মনসাতিতুতোষ বহুব্যথাং হৃদি বহন্ত্যগমৎ স্নুষয়াপিতাম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) অনন্তর শচী রাকাচন্দ্রবিজয়ী প্রভাশীল পুত্রকে গৃহে সমাগত দেখিয়া শীঘ্রই মনে মনে বিশেষ তুষ্ট হইলেন না। পরন্তু বধূবিরহজনিত বহুতর ব্যথাই হৃদয়ে বহন করিতে লাগিলেন।

অথ নিরীক্ষ্য শচীং কমলেক্ষণঃ পরিনিপত্য পদোঃ পদরেণুকম্ ।
শিরসি সংবিদধে জননীমুখং বিমলিনং স নিরীক্ষ্য সুবিস্মিতঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) তৎপরে পদ্মপলাশনয়ন প্রভু শচীকে দেখিয়া চরণে নিপতিত হইলেন এবং মস্তকে চরণ-রেণু ধারণ করিলেন। কিন্তু জননীর মুখ বিমলিন দেখিয়া মহাবিস্মিত হইলেন।

স্মিতসুধোক্ষিতয়া চ গিরানঘো যদধিলব্ধধনং সুসমর্পয়ন্ ।
সমবদদ্বদ মাতরলং মুখং বিরসমেব তবাদ্য কথং স্নুষা ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) বিদেশে যে সব ধনাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা জননীর

নিকট সম্যক্‌রূপে সমর্পণ করিতে করিতে মৃদুমধুর হাস্যমিশ্র বাক্যে বলিলেন—"বল দেখি মা! তোমার মুখ আজ এত মলিন দেখিতেছি কেন? তোমার বধূ..."

ইতি সুধাবচসা মুদিতা শচী বরবধূস্মৃতিসন্নগিরাবদৎ ।
সকলমেব বধূকথনং হৃদা পরিগলন্নয়নাম্বুজবিন্দুভিঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) এই অমৃতমধুর বাক্যে আনন্দ পাইয়া শচী কল্যাণীয়া বধূর বিরহ-স্মৃতিতে গদ্‌গদকণ্ঠে বিগলিতাশ্রুধারায় বক্ষঃ প্লাবিত করিয়া বধূর সকল বৃত্তান্তই নিবেদন করিলেন।

আশু চার্দ্রদৃশাপি চাম্বিকায়াঃ শোকহর্ষপরিপূরিতদেহঃ ।
ইতি নিশম্য বচো মধুসূদনঃ সমবদৎ করুণার্দ্রদৃশাম্বিকাম্ ।।১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) তখন জননীর করুণনয়ন দেখিয়া এবং পূর্ববৃত্তান্ত সব শ্রবণ করিয়া শোকে ও হর্ষে পরিপূর্ণদেহ হইয়া মধুসূদন করুণনয়নে জননীকে বলিলেন—

আত্মগোপনবলৈর্বচনৈস্তদ্ গোপয়ন্ হি সকলং জগদীশঃ ।
শৃণু যথেয়মবাতরদপ্সরা সুরবধূঃ পৃথিবীমনু সাম্প্রতম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) জগদীশ্বর আত্মসংগোপন-সূচক বাক্যে সকল বৃত্তান্ত গোপন করিয়া বলিলেন—"মাতঃ! ইনি দেববধূ অপ্সরা ছিলেন, সংপ্রতি পৃথিবীতে যেরূপ ভাবে অবতরণ করিয়াছিলেন, তাহা শুন।

মঘবতঃ সদসীন্দুনিভাননাং স্খলিতনৃত্যপদাং বিধিনা ক্ষণম্ ।
সমবলোক্য শশাপ সুরেশ্বরো ভব নরস্য সুতেত্যবধার্য্য তৎ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) ইন্দ্রের সভায় এই চন্দ্রবদনা নৃত্য করিতে করিতে দৈবাৎ একক্ষণের জন্য স্খলিতপদ হইয়াছিলেন অর্থাৎ তালভঙ্গ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র এই ব্যাপার দেখিয়া শাপ দিলেন—'মনুজ-কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ কর।'

সমপতৎ পদয়োরিতি তাং পুনঃ সকলনাথবধূ ভব শোভনে ।
পুনরিহাভিসুখং সুরদুর্ল্লভং সমনুভূয় হরেঃ পদমুজ্জ্বলম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) ইন্দ্রের মুখে শাপ শুনিয়া ইনি তাঁহার চরণে পড়িলে ইন্দ্র সদয় বচনে বলিলেন—'হে কল্যাণীয়ে! তুমি ঈশ্বর-বধূ হইবে। এই পৃথিবীতে সুর-দুর্লভ মহাসুখ আস্বাদন করিয়া পুনরায় এই উজ্জ্বল ইন্দ্রপুরী আসিবে। হে সুন্দরি! এক্ষণে যাও।'

বত গমিষ্যসি গচ্ছ সুশোভনে সুরপতের্বচসাতিমুমোদ সা ।
সুরনদীসলিলে পরিমুচ্য তং ত্রিদশশাপজপাপমথাগমৎ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) সুরপতির এই বাক্যে তিনি সতিশয় আনন্দিতা হইলেন। সুরধুনীর জলে দেবশাপজ পাপ পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বধামে গমন করিয়াছেন।

কিম্বা লক্ষ্মীরূপা জগদীশ্বরী নিজপ্রভুচরণাব্জমগাৎ স্বয়ম্ ।
তদলমেব শুচা ভবিতব্যতা ভবতি কালকৃতং সকলং জগৎ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) অথবা লক্ষ্মীস্বরূপা জগদীশ্বরী স্বয়ং নিজ প্রভুর চরণপদ্মেই বিশ্রামলাভ করিয়াছেন। কাজেই বৃথা শোক করিও না, বিধির নির্বন্ধ অবশ্যই ঘটিবে, সকল জগৎ ত কালেরই অধীন।"

ইতি নিশম্য শচী সুতস্য তদ্‌বচনমিন্দুমুখস্য শুচং জহৌ ।
প্রকটবৈভবগোপনকারণং মনুজভাবধরস্য হরেস্ততং ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) শচীমাতা চন্দ্রমুখ পুত্রের এই বাক্য শ্রবণে শোক ত্যাগ করিলেন। মনুষ্যভাবধারী হরির বৈভব (ঐশ্বর্য্য) প্রকটিত হইলেও তাহার গোপনের হেতু এই ঘটনা বিবৃত করিলাম।

ন খলু চিত্রমিদং ভগবান্ স্বয়ং সুরকথাবচনং কৃতবান্ হি যৎ ।
যদনুভাবরসেন পিতামহঃ সৃজতি হন্তি জগত্রয়মীশ্বরঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) স্বয়ং ভগবান্ যে এই ইন্দ্রসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা বলিলেন, ইহা কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার নহে, যেহেতু ইঁহারই অনুভাবরসে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টি করেন ও মহেশ্বর ইহার বিনাশ করেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমে
শ্রীশচীশোকাপনোদনং লক্ষ্মীস্বর্গগমনং নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ ।
ইতি **শচীশোকাপনোদন**-নামক দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

অথাবসন্ গৃহে রম্যে মাত্রা সজ্জনবন্ধুভিঃ ।
মুমোদ চ সুরৈঃ সার্দ্ধং যথাদিত্যা পুরন্দরঃ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অদিতি ও দেবগণের সহিত ইন্দ্র যেরূপ আনন্দলাভ করেন,

তদ্রূপ শচীমাতাও সজ্জনবন্ধুদিগের সহিত রমণীয় গৃহে বাস করিয়া আনন্দ পাইতেছিলেন।

ততঃ শচী চিন্তয়িত্বা বিবাহার্থং সুতস্য সা ।
কাশীনাথং দ্বিজশ্রেষ্ঠং প্রাহ গচ্ছস্ব সাম্প্রতম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তার পরে শচীমাতা পুত্রের বিবাহ জন্য চিন্তা করিয়া দ্বিজবর কাশীনাথকে বলিলেন—'সংপ্রতি

শ্রীমৎসনাতনং বিপ্রং পণ্ডিতং ধর্ম্মিণাং বরম্ ।
বদস্ব মম পুত্রায় সুতাং দাতুং যথাবিধি ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) শ্রীমৎ সনাতন মিশ্রনামক পণ্ডিত ও ধার্মিকবরের নিকট গিয়া বল—তিনি যেন আমার পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার যথাবিধি বিবাহ দেন।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ কাশীনাথদ্বিজোত্তমঃ ।
ন্যবেদয়ত্তৎ সকলং পণ্ডিতায় মহাত্মনে ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) তাঁহার এই বাক্যশ্রবণে দ্বিজোত্তম কাশীনাথ মহাত্মা পণ্ডিত সনাতনের নিকট সকল কথাই বিজ্ঞাপন করিলেন।

গচ্ছ ত্বং দ্বিজশার্দ্দুল কর্ত্তব্যং যৎ প্রয়োজনম্ ।
সময়ং নির্ণয়ং কৃত্বা প্রাহেষ্যামো দ্বিজোত্তমম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তিনি বলিলেন—"হে দ্বিজবর! আপনি এক্ষণে গমন করুন, যাহা অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সময় নির্ণয় করিয়া ব্রাহ্মণোত্তম প্রেরণ করিব।"

তচ্ছ্রুত্বা সকলং পত্ন্যা বিমৃষ্য বন্ধুভিঃ সহ ।
কর্ত্তব্যমেতন্নিশ্চিত্য কাশীনাথমথাব্রবীৎ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) কাশীনাথের কথায় পত্নী ও বান্ধবের সহিত বিবেচনা করিয়াই ইহাই করণীয়রূপে নিশ্চিত করতঃ কাশীনাথকে বলিয়া দিলেন।

শ্রুত্বেত্থং বচনং তস্য সমাগম্য যথোদিতম্ ।
শচ্যৈ ন্যবেদয়ৎ সর্ব্বং ততঃ সা হর্ষিতাভবৎ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তাঁহার বিবাহ-নিশ্চয়-বচন শুনিয়া শচীর নিকট সম্যক্ আনুপূর্বিক নিবেদন করিলেন, শচীও খুবই আনন্দ লাভ করিলেন।

ততঃ কালেন কিয়তা পণ্ডিতঃ শ্রীসনাতনঃ ।
শুদ্ধঃ স্বাচারনিরতো বৈষ্ণবো লোকপালকঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) কিয়ৎকাল মধ্যেই শুদ্ধ, সদাচার, লোকপালক, বৈষ্ণব,

দয়ালুরাতিথেয়শ্চ সুশীলঃ প্রিয়বাক্ শুচিঃ ।
প্রাহিণোদ্ব্রাহ্মণং কঞ্চিৎ সমাগত্যানমৎ শচীম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) দয়ালু, আতিথেয়, সুশীল, প্রিয়বাক্ ও শুদ্ধ শ্রীসনাতন পণ্ডিত একজন ব্রাহ্মণকে শচীদেবীর নিকট পাঠাইলে তিনি শচীদেবীকে দণ্ডবৎ করিয়া

প্রাহ তাং তব পুত্রায় পণ্ডিতায় মহাত্মনে ।
সুতাং সর্ব্বগুণৈর্যুক্তাং রূপৌদার্য্যসমন্বিতাম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) বলিলেন—'হে সাধ্বি! মহাত্মা তোমার পুত্র বিশ্বম্বর পণ্ডিতকে সর্বগুণযুক্তা ও রূপৌদার্য্যসমন্বিতা কন্যা

দাতুং প্রার্থয়তে সাধ্বি পণ্ডিতঃ শ্রীসনাতনঃ ।
ততঃ প্রমুদিতা সাধ্বী শচী বাক্যমথাদদে ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) দান করিতে শ্রীসনাতন পণ্ডিত তোমার নিকটে প্রার্থনা জানাইয়াছেন।' আনন্দমনে সাধ্বী শচী তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিলে

মমৈব সম্মতো নিত্যং সম্বন্ধঃ সদ্গুণাশ্রয়ঃ ।
কর্ত্তব্যমেতন্নিয়তং শুভকালমথাহ তম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) তিনি বলিলেন—'এই সদ্গুণ-মণ্ডিত সম্বন্ধ নিত্যই আমার সম্মত, তাহা অবশ্যই করণীয়।' অনন্তর তাঁহাকে বিবাহের শুভদিন নির্ধারিত করিয়া দিলেন।

ততো হৃষ্টো দ্বিজশ্রেষ্ঠোঽবদন্মধুরয়া গিরা ।
বিষ্ণুপ্রিয়া পতিং প্রাপ্য তব পুত্রং শ্রিয়ান্বিতম্ ।। ১৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) ব্রাহ্মণও আনন্দিত হইয়া মধুর বাক্যে বলিলেন—'বিষ্ণুপ্রিয়া সর্বশোভাসম্পন্ন তোমার পুত্রকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া

যথার্থনাম্নী ভবতু শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরঃ প্রভুঃ ।
তামুদ্বাহ্য যথা কৃষ্ণো রুক্মিণীং প্রাপ্য নির্বৃতঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) স্বনাম সার্থক করুন, আর শ্রীমদ্‌বিশ্বম্ভর প্রভুও কৃষ্ণ যেরূপ রুক্মিণীলাভে পরমানন্দিত হইয়াছিলেন—তদ্রূপ বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া

তথা নির্বৃতিমাপ্নোতু সত্যমেতদ্বদামি তে ।
ইতি দ্বিজেন্দ্রবচনং শ্রুত্বা হর্ষান্বিতা শচী ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) পরম সুখী হউন। এই সত্য কথাই তোমাকে বলিলাম। ব্রাহ্মণপ্রবরের এই কথা শ্রবণে শচী আনন্দিত হইলেন।

দ্বিজশ্চ গত্বা তৎ সর্ব্বং পণ্ডিতায় ন্যবেদয়ৎ ।
ততো হর্ষান্বিতো ভূত্বা পণ্ডিতঃ শ্রীসনাতনঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) এই ব্রাহ্মণও শ্রীসনাতনের নিকট গিয়া সব কথা নিবেদন করিলেন। তৎপরে শ্রীসনাতন পণ্ডিতও হৃষ্ট হইয়া

সর্ব্বদ্রব্যাদ্যলঙ্কারমাহরৎ সত্বরং কৃতী ।
ততঃ স সময়ং জ্ঞাত্বাঽধিবাসং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) সত্বর সর্বদ্রব্যাদি, অলঙ্কারাদি আহরণ করিলেন। তৎপরে সুকৃতি সময় জানিয়া অধিবাস করিতে উদ্যত হইলেন।

ততো গণক আগত্য প্রোবাচ বিনয়ান্বিতঃ ।
ময়াভ্যেত্য পথি মুদা শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরঃ প্রভুঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) কিয়ৎকাল পরে জনৈক গণক আসিয়া বিনয়ান্বিত হইয়া বলিলেন—'পথে আমি শ্রীমদ্‌বিশ্বম্ভর প্রভুর সহিত আনন্দে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া

দৃষ্টঃ পৃষ্টশ্চ ভগবন্নধিবাসস্তবানঘ ।
বিবাহস্যাদ্য কিং তত্র বিলম্বস্তাত দৃশ্যতে ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হে ভগবন্! অদ্য তোমার বিবাহের অধিবাস হইবে, হে বৎস! তাহাতে বিলম্ব করিতেছ কেন?"

তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ মাং দেবো রাজৎস্মেরমুখাম্বুজঃ ।
কুতঃ কস্য বিবাহস্তে বিদিতস্তদ্বদস্ব মে ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) ইহা শুনিয়া প্রস্ফুটিতমুখপদ্ম দেব বিশ্বম্ভর বলিলেন—'বল দেখি, তুমি কোথায় কাহার বিবাহ-বার্ত্তা জানিলে হে?'

ইতি শ্রুত্বা ময়া তস্য বচনং ত্ব সন্নিধৌ ।
সমাগতং নিশম্যৈতদ্ যদ্যুক্তং তৎ সমাচর ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) তাঁহার এই কথায় আমি তোমার নিকট আসিলাম, এক্ষণে যাহা যুক্তিযুক্ত, তাহারই আচরণ কর।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য গণকস্য সুদুঃখিতঃ ।
শ্রীমৎসনাতনো ধৈর্য্যমবলম্ব্যাব্রবীদ্বচঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) গণকের এই বাক্যশ্রবণে শ্রীল সনাতন মহাদুঃখিত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে বলিলেন—

কৃতং ময়ৈতৎ সকলং দ্রব্যালঙ্করণানি চ।
তথাপি তস্য ন তত্রাদরোভূদ্দৈবদোষতঃ ।। ২৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) 'আমি এই সকল দ্রব্য ও আভরণাদি যোগাড় করিয়াছি, তথাপি আমার দুরদৃষ্টবশতঃ ইহাতে তাঁহার আদর হইল না!!

মমাত্র কিং ময়া কার্য্যং নাপরাধ্যামি কুত্রচিৎ ।
ততঃ সন্ত্রস্তহৃদয়া পত্নী তস্য শুচিব্রতা ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) ইহাতে আর আমি কি করিব? আমি ত কাহারও নিকট অপরাধ করি নাই।' তৎপরে সন্ত্রস্তহৃদয়া, শুচিব্রতা

কুলজা বিষ্ণুভক্তা চ পতিসেবাপরায়ণা ।
অব্রবীদ্দুঃখিতা দুঃখযুক্তং পণ্ডিতসত্তমম্ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) কুলজা, বিষ্ণুভক্তিসম্পন্না ও পতিসেবারতা পত্নী দুঃখিতা হইয়া দুঃখিত পণ্ডিতবর পতিকে বলিলেন—

পতিং পতিব্রতা বাক্যং ন করোতি যদা স্বয়ম্ ।
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরো নাত্রাপরাধো মে কথং ভাবান্ ।। ২৬ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) 'যদি স্বয়ং শ্রীমদ্‌বিশ্বম্ভর বিবাহ নাই করেন, তবে ইহাতে অপরাধ আবার হবে কেন? আপনি দুঃখিত হইবেন কেন?

দুঃখিতঃ কিন্তু নাস্মাভির্বক্তব্যং কিঞ্চিদপ্যপি ।
কার্য্যমেতন্ন কর্ত্তব্যং ত্যজ দুঃখং সুখী ভব ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) আমরা কিন্তু বিন্দুমাত্রও কিছু বলিব না যে, ইহা করণীয় অথবা করণীয় নহে। দুঃখ ত্যাগ করিয়া আনন্দ করুন।'

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা প্রিয়ায়াঃ প্রীতিমাবহন্ ।
উবাচ বন্ধুভিঃ সার্দ্ধমেতদেব সুনিশ্চিতম্ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) পত্নীর বাক্যে বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রেয়সীর প্রীতি সম্পাদন করিয়া পণ্ডিত বলিলেন—'এই কথাই সুন্দর ও নিশ্চিত।

নাকরোদ্ যদি বিপ্রেন্দ্রো না করিষ্যাম এব হি ।
ততোঽসৌ ভগবান্ জ্ঞাত্বা দুঃখিতৌ দ্বিজদম্পতী ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) বিপ্রবর যদি বিবাহ না করেন, তবে আমরা বিবাহ দিব না।' তৎপরে এই ভগবান্ বিশ্বম্ভর অবগত হইলেন যে, ব্রাহ্মণদম্পতী দুঃখিত হইয়াছেন।

রোষেণ লজ্জয়া যুক্তৌ বিষ্ণুভক্তৌ বিমৎসরৌ ।
ব্রহ্মণ্যো ভগবান্ দেবস্তয়োর্দ্দুঃখমবাহরৎ ।। ৩০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) তাহারা ক্রোধে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়াছেন, অথচ বিষ্ণুভক্ত ও বিমৎসর। ব্রহ্মণ্য ভগবান্ এই বিশ্বম্ভরদেব তখন তাঁহাদের দুঃখ হরণ করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমে
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবিবাহে শ্রীসনাতনসান্ত্বনং নাম
ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।
ইতি শ্রীসনাতন-সান্ত্বনানামক ত্রয়োদশ সর্গ ।

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

ততশ্চ ভগবান্ কৃষ্ণঃ করুণাপরমানসঃ ।
তয়োর্দুঃখমনুস্মৃত্য প্রাপয্য নিজব্রাহ্মণম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তৎপরে ভগবান্ কৃষ্ণ করুণাপরায়ণ হইয়া তাঁহাদের দুঃখ স্মরণ করত নিজ ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন।

বাণ্যা মধুরয়া বিপ্রমুখেন প্রাকৃতো যথা ।
অনুনীয় তয়োঃ কন্যামুদ্বাহার্থং মনো দধে ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) মধুর বাক্যে ব্রাহ্মণমুখে প্রাকৃত মানবের ন্যায় তাঁহাদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া কন্যা-বিবাহে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

ততঃ শুভে বিলগ্নেন্দুনক্ষত্র-শুভসংযুতে ।
অধিবাসদিনে সাধুবিপ্রসংঘসমাগতে ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) অনন্তর শুভ-লগ্নে, শুভ-চন্দ্রনক্ষত্রান্বিত অধিবাসদিনে সাধু-বিপ্রগণ সমাগত হইলেন।

মৃদঙ্গপণবাধ্মানে বেদধ্বনিনিনাদিতে ।
ধূপদীপপতাকাভিরলঙ্কৃতদিগন্তরে ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) মৃদঙ্গ পণবাদি বাদ্য বাজিতে লাগিল, বেদধ্বনি উচ্চারিত হইল। ধূপ, দীপ ও পতাকাদি দ্বারা দিগ্‌বিদিক্ অলঙ্কৃত হইল।

স্বস্তিবাচনপূর্ব্বং হি সংপূজ্য পিতৃদেবতাঃ।
অধিবাসক্রিয়াং চক্রে ব্রাহ্মণৈঃ সহ স প্রভুঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) সেই প্রভু তখন স্বস্তিবাচন করত পিতৃদেবাদির পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণ-সহ অধিবাসক্রিয়া সমাধান করিলেন।

ততো দদৌ দ্বিজাতিভ্যঃ সজ্জনেভ্যশ্চ চন্দনম্ ।
গন্ধতাম্বুলমাল্যঞ্চ ভূরি ভূরিযশা হরিঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) তৎপরে মহাযশস্বী হরি, ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণকে প্রচুর পরিমাণে চন্দন, গন্ধ, তাম্বুল, মাল্যাদি দান করিলেন।

তস্মিন্ কালে পণ্ডিতার্য্যঃ শ্রীযুতঃ শ্রীসনাতনঃ ।
অভ্যয়াচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) সেই সময়ে পণ্ডিতবর্য্য শ্রীযুক্ত শ্রীসনাতন মিশ্র শ্রদ্ধান্বিত ও প্রহৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

ব্রাহ্মণান্ বিপ্রসাধ্বীশ্চ প্রেষয়িত্বা যথাবিধি ।
কারয়ামাস জামাতুরধিবাসং মহাত্মনঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীগণকে পাঠাইয়া তিনি যথাবিধি মহাত্মা জামাতার অধিবাসকার্য্য সমাধন করাইলেন।

স্বয়ং চক্রে স্বদুহিতুরধিবাসং যথাবিধি ।
মহানন্দরসে মগ্নো নাবিন্দদ্ভববেদনাম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) আবার এদিকে স্বয়ং মহানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া তিনি নিজদুহিতার অধিবাসকার্য্যও বিধিমতে নির্বাহ করিয়া ভববেদনা দূর করিলেন।

অথাপরদিনে প্রাতর্ভগবান্ জাহ্নবীজলম্।
অবগাহ্যাহ্নিকং কৃত্বা প্রায়াৎ সাধুভিরন্বিতঃ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) তৎপরদিন প্রাতঃকালে ভগবান্ গঙ্গাজলে স্নান ও আহ্নিকাদি সমাধা করিয়া সাধুগণ-সহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নান্দীমুখান্ পিতৃগণান্ সংপূজ্য সুসমাহিতঃ ।
স্থিতস্তং সহসাভ্যেত্য দ্বিজপুত্রা মহৌজসঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) সাবধানে নান্দীমুখ পিতৃগণকে সমর্চনা করিলেন, এমন সময়ে সহসা কতিপয় মহোজ্জ্বল

বস্ত্রালঙ্কারমালাভির্গন্ধাদ্যৈঃ সমভূষয়ন্ ।
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরং দেবং কামকোটিসমপ্রভম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) ব্রাহ্মণবালক আসিয়া কামকোটিসমবর্ণ শ্রীবিশ্বম্ভরদেবকে বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য ও গন্ধাদি দ্বারা ভূষিত করিলেন।

তস্মিন্ ক্ষণে চকারাশু শ্রীসনাতনপণ্ডিতঃ ।
বস্ত্রালঙ্কারমালাভির্গন্ধাদ্যৈঃ সমলঙ্কৃতাম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) আবার সেই ক্ষণে শ্রীসনাতন পণ্ডিতও বস্ত্রালঙ্কার মাল্যচন্দনাদি দ্বারা ঝটিতি স্বীয় কন্যাকে সমলঙ্কৃত করিলেন।

কন্যা বৈবাহিকং কালং বিদিত্বা ব্রাহ্মণোত্তমান্ ।
প্রেষয়ামাস জামাতুরাদরানয়নায় সঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) বিবাহের সময় আসন্ন জানিয়া তিনি উত্তমোত্তম ব্রাহ্মণগণকে ডাকিয়া জামাতার আদরপূর্বক আনয়ন জন্য প্রেরণ করিলেন।

ততো গত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রোচুশ্চ বিনয়ান্বিতাঃ ।
উদ্বাহার্থং তব শুভঃ কালোঽয়ং সমুপস্থিতঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তৎপরে ব্রাহ্মণবর্য্যগণ গিয়া বিনয়ভরে বলিলেন— 'তোমার বিবাহের এই শুভ কাল উপস্থিত হইয়াছে।

বিজয়স্ব শুভায় ত্বং গমনায় মতিং কুরু ।
পণ্ডিতস্য গৃহে তস্য ভাগ্যং কো বক্তুমর্হতি ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) এক্ষণে বিজয় হউক, পণ্ডিতের গৃহে শুভযাত্রা করিতে মন কর। অহো! তাঁহার ভাগ্য কে বর্ণনা করিতে পারে?'

তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণবচো ভগবান্ সাদরাননঃ ।
জয়ঘোষৈর্ব্রহ্মঘোষৈর্মৃদঙ্গপটহস্বনৈঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) ব্রাহ্মণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ মুখভঙ্গীতে আদর সূচনা করিলেন। তখন জয়ধ্বনি, বেদধ্বনি ও মৃদঙ্গপটহাদিধ্বনি হইল।

বীণাপণবকাংস্যাদিনিস্বনৈর্মুদিতো যযৌ ।
মাতরং সংপ্রণম্যাশু দোলারোহণপূর্ব্বকম্ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) বীণা, পণব ও কাংস্যযন্ত্রাদি বাজিতে লাগিল, আর আনন্দিতচিত্তে প্রভু মাতাকে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া শীঘ্রই দোলায় আরোহণ করিলেন।

দীপাবলিভিরন্যৈশ্চ নক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ ।
শরচ্চন্দ্রাংশু-শুভ্রায়াং শিবিকায়াং ররাজ সঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) চারি দিকে দীপাবলি জ্বলিতে লাগিল, নক্ষত্রমালামণ্ডিত চন্দ্রমার ন্যায় তিনি শারদ চন্দ্রকিরণবৎ শুভ্র শিবিকায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

সুবর্ণগৌরক্ষীরাব্ধৌ মেরুশৃঙ্গ ইবাপরঃ ।
জগন্মোহনলাবণ্যং ব্যক্তীকৃত্য স্বয়ং হরিঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) সুবর্ণগৌর ক্ষীরসমুদ্রে দ্বিতীয় সুমেরুশৃঙ্গবৎ জগন্মোহন লাবণ্য প্রকাশ করিয়া স্বয়ং হরি বিরাজ করিতে লাগিলেন।

প্রাপ্তং জামাতরং বীক্ষ্য হর্ষোৎফুল্লতনূরুহঃ ।
উদ্যম্যানীয় বিধিনা পাদ্যমাসনমাদরাৎ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) জামাতা নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন দেখিয়া মিশ্রবরের হর্ষাতিরেকে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল ; অভ্যুপগম করিয়া তাঁহাকে আনয়ন করিলেন এবং বিধানমতে পাদ্য ও আসনাদি আদরে দান করিলেন।

দত্ত্বা তং বরয়ামাস বস্ত্রস্রগনুলেপনৈঃ ।
দ্রুতকাঞ্চনগৌরাঙ্গং মালতীমাল্যবক্ষসম্ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) তিনি বস্ত্র, মাল্য এবং অনুলেপনাদি সমর্পণে গলিত-কাঞ্চনবর্ণ মালতীমাল্যে শোভিতবক্ষ গৌরহরিকে বরণ করিলেন।

মেরুশৃঙ্গং যথা গঙ্গা দ্বিধাধারাসমন্বিতম্ ।
উদ্যৎপূর্ণনিশানাথবদনং পঙ্কজেক্ষণম্ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) মনে হয়, যেন গঙ্গার ধারাদ্বয়-সমন্বিত সুমেরুশৃঙ্গই শোভা করিতেছে। উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বদনযুক্ত, পদ্মপলাশ-নয়ন জামাতাকে দেখিয়া শ্বশ্রূ

দৃষ্ট্বা জামাতরং শ্বশ্রূর্মুমোদ সুস্মিতাননা ।
সা দীপৈঃ স্বস্তিকৈর্লাজৈর্মাঙ্গল্যৈস্তদ্দ্বিজস্ত্রিয়ঃ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) আনন্দিত হইলেন এবং সুহাস্যবদনে দীপমালা লইয়া স্বস্তিক, লাজ (খই) প্রভৃতি মঙ্গলদ্রব্য সহযোগে তিনি

চক্রুর্নির্ম্মঞ্ছনং প্রীতা জামাতুর্হৃদ্যকোবিদাঃ ।
পরমানন্দসম্পূর্ণাঃ কৌতূহলসমন্বিতাঃ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) ও দ্বিজপত্নীগণ প্রীতিভরে জামাতার নির্মঞ্ছন করিলেন। তাঁহারা সকলেই জামাতার হৃদয়বিজ্ঞ, পরমানন্দে পরিপূর্ণ এবং কৌতূহল-সমন্বিত হইয়াছিলেন।

সমানীয় সুতাং দিব্যাং শ্রীসনাতনপণ্ডিতঃ ।
ন্যবেদয়ৎ পাদমূলে জামাতুঃ সুসমাহিতঃ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) তৎপরে শ্রীল সনাতন পণ্ডিত দিব্য কন্যাকে আনিয়া সমাহিতচিত্তে জামাতার চরণতলে নিবেদন করিলেন।

ততো জয়জয়ৈর্নাদৈর্বিপ্রাণাং বেদনিস্বনৈঃ ।
নানাবাদিত্রনির্ঘোষৈর্বভূব মহদুৎসবঃ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) তৎপর জয় জয় নাদে, বিপ্রগণের বেদ-ধ্বনিতে এবং বিবিধ বাদ্যের নিনাদে মহোৎসব সম্পন্ন হইল।

ববর্ষ পুষ্পৈরন্যোঽন্যং বিষ্ণুর্বিষ্ণুপ্রিয়া চ সা ।
সাক্ষাদেব মহানন্দোঽবততার স্বয়ং বিভুঃ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) বিষ্ণু ও বিষ্ণুপ্রিয়া পরস্পরকে পুষ্প-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ মহানন্দই যেন অবতীর্ণ হইল।

ততঃ স আসনে শুভ্রে শুদ্ধাস্তরণসংযুতে ।
উপবিষ্টো মহাবাহুর্হরিঃ সা চ শুভা বধূঃ ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) তার পরে স্বয়ং প্রভু সেই বিশালভুজ হরি এবং কল্যাণীয়া বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া শুদ্ধাস্তরণসংযুক্ত শুভ্র আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

দ্বারবত্যাং যথা কৃষ্ণো রুক্মিণী রুচিরানানা ।
ববৃধেঽথানয়োঃ কান্তী রোহিণীশশিনোরিব ।। ৩০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) দ্বারকায় যেমন কৃষ্ণ ও রুচিরবদনা রক্মিণী শোভাবৃদ্ধি করিতেছিলেন, তদ্রূপ এই বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গেরও কান্তি রোহিণী-চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধিশীল হইল।

আগত্য বিধিবৎ কন্যামুৎসৃজ্য করপঙ্কজে ।
দত্ত্বা কৃতার্থমাত্মানং মেনে স শ্রীসনাতনঃ ।। ৩১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩১) সেই সনাতন মিশ্র আসিয়া বিধিমতে কন্যাকে তাঁহার হস্তপদ্মে সমর্পণ করত নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

ততো বিবাহে নির্বৃত্তে কৃত্বা চ সুমহোৎসবম্ ।
আজগাম নিজং গেহং সভার্য্যো জগতাং গুরুঃ ।। ৩২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩২) তৎপরে বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইলে মহামহোৎসব করিয়া জগদ্‌গুরু ভার্য্যার সহিত নিজ মন্দিরে আগমন করিলেন।

দৃষ্ট্বা তু তং ক্ষিতিসুরৈরভিনন্দ্যমানং বধ্বা সমং সপদি গেহমুপাগতং সা ।
গেহপ্রবেশনবিধিং মুদিতা চকার সাধ্বীভির্বন্ধুরমুখী
জননী মুরারেঃ।। ৩৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৩) ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বন্দনীয় গৌরকে বধূর সহিত শীঘ্র গৃহে সমাগত দেখিয়া তখন বিশ্বম্বর-জননী শচীমাতা হাস্যশোভিত বদনে সাধ্বীগণ সহ আনন্দে গৃহ-প্রবেশবিধি সমাধান করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমে
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াবিবাহো নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।
ইতি **শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-বিবাহ**-নামক চতুর্দশ সর্গ।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

ততঃ পুরস্থৈরভিনন্দিতো হরির্বসন্ গৃহে ব্রাহ্মণবৈদ্যসজ্জনান্ ।
অপাঠয়ল্লৌকিকসৎক্রিয়াবিধিং চকার কারুণ্যবিধানমদ্ভুতম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তৎপর হরি পুরজনগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া গৃহে বাস করিতে করিতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও সজ্জনদিগকে বিদ্যা দান করিতে লাগিলেন। লৌকিক সৎক্রিয়াদি বিধি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়া অদ্ভুত কারুণ্যই প্রকাশ করিলেন।

বাচস্পতের্বাগ্মিতয়া জহার কাব্যস্য কাব্যেন বিধোঃ শ্রিয়ং সঃ ।
কান্ত্যা স্বয়ং ভূমিগতে সুরেশে ন্যস্তাং পুনস্তাং হরয়ে দদুঃ কিম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তিনি বাগ্মিতায় বৃহস্পতির তেজ, কাব্য-রচনায় কাব্যের (শুক্রাচার্য্যের) প্রতিভা এবং কান্তিতে চন্দ্রের সৌন্দর্য্য হরণ করিলেন। মনে হয়, যেন স্বয়ং প্রভু পৃথিবীতে অবতরণ করিলে বৃহস্পতি প্রভৃতিতে অর্পিত বাগ্মিতাদি গুণ তাঁহারা হরিকে পুনরায় অর্পণ করিলেন।

সোঽধ্যাপয়দ্বিপ্রমহত্তমাংস্তান্ যে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতপুণ্যরাশয়ঃ ।
ক্রমঃ কথং ভাগ্যবতাং মহদ্‌গুণং যেষাং স্বয়ং লোকগুরুর্গুরুর্ভবেৎ ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) যাঁহারা পূর্বজন্মে পুণ্যরাশি অর্জন করিয়াছিলেন, সেই বিপ্রমহাজনদিগকে তিনি অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। অহো! জগদ্‌গুরু যাঁহাদের সাক্ষাৎ উপদেষ্টা হইয়াছেন, সেই ভাগ্যবান্ বিপ্রদের মহাগুণ কি প্রকারে বর্ণনা করিতে পারিব?

সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যবিলাসবিভ্রমৈ ররাজ রাজদ্বরহেমগৌরঃ ।
বিষ্ণুপ্রিয়ালালিতপাদপঙ্কজো রসেন পূর্ণো রসিকেন্দ্রমৌলিঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) গলিতহেমকান্তি গৌর সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, বিলাসবিভ্রমাদিযুক্ত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার পাদপদ্ম লালন (সম্বাহন) করিতেন আর রসিকচূড়ামণি রসের পূর্ণতা প্রকট করিলেন।

বিদ্যাবিলাসেন বিলোলবাহুর্গচ্ছন্ পথি শিষ্য সমাকুলো হরিঃ ।
আগত্য গেলে নিজমাতুরন্তিকে তস্যাঃ সুখং নিত্যমধাৎ
প্রিয়াসমম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) শিষ্যগণ সহ বিদ্যাবিলাসরসে বাহু দোলাইয়া দোলাইয়া হরি

পথে যাইতেন। গৃহে আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত নিজ জননী-সমীপে বসিয়া নিত্য তাঁহার সুখ সম্পাদন করিতেন।

ততঃ স লোকাননুশিক্ষয়ন্মনশ্চকার কর্ত্তুং পিতৃকার্য্যমচ্যুতঃ ।
শ্রাদ্ধং স কৃত্বা বিধিবদ্বিধানবিদ্গয়াং প্রতস্থে ক্ষিতিদেবতান্বিতঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) অনন্তর সেই অচ্যুত লোকশিক্ষার জন্য পিতৃকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেন। বিধিজ্ঞ হরি বিধানমতে শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণগণ সহ গয়ায় গমন করিলেন।

গচ্ছন্ পথি প্রাকৃতচেষ্টয়া হসন্ নর্ম্মোক্তিভিঃ কৌতুকমাবহন্ সতাম্ ।
রেমে কুরুঙ্গাবলিরাজিতাসু স্থলীষু পশ্যন্ মৃগকৌতুকানি ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) পথে যাইতে যাইতে তিনি প্রাকৃত জীবের অনুকরণে হাসিয়া নর্মোক্তি করত সজ্জনগণের কৌতুকপ্রদ হইলেন। হরিণসমূহকর্ত্তৃক রাজিত স্থলীরাজিতে তাহাদের কৌতুক দেখিয়া দেখিয়া আনন্দলাভ করিতেন।

স্নাত্বা স চোরান্ধয়কে নদে মুদা কৃত্বাহ্নিকং দেবপিতৃন্ যথাবিধি।
সন্তর্পয়িত্বা সহসান্বিতঃ প্রিয়ৈর্মন্দারমারুহ্য দদর্শ দেবতাঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) 'চোরান্ধয়ক' নামক হ্রদে স্নানাহ্নিক করতঃ দেবপিতৃলোকের যথাবিধি তর্পণাদি করিলেন এবং শীঘ্রই প্রিয়গণ সহ মন্দারে আরোহণ করিয়া দেবতা দর্শন করিলেন।

ততোঽবতীর্য্যাবজগাম সত্বরং ধরাধরাধো ভবনং দ্বিজস্য সঃ ।
মনুষ্য-শিক্ষামনুদর্শয়ন্ প্রভুর্জ্জ্বরেণ সন্তপ্তুতনুর্বভূব ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) তৎপরে সত্বর মন্দার পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া পর্বতের তলদেশে জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলেন। লোকশিক্ষা করাইবার জন্য প্রভু হঠাৎ জ্বরের আক্রমণে ব্যথিত হইলেন।

বভূব মে বর্ত্মনি দৈবযোগাচ্ছরীরবৈবশ্যমতঃ কথং স্যাৎ ।
গয়াসু মে পৈতৃককর্ম্ম বিঘ্নঃ শ্রেয়স্যভূদিত্যতিচিন্তয়াকূলঃ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) 'অহো! পথমধ্যেই দৈবাৎ আমার শরীর অবশ হইয়া পড়িল। সুতরাং কিরূপে গয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা হইবে? মঙ্গলময় কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইল।' এইরূপে প্রভু মহাচিন্তান্বিত হইলেন।

ততোঽপ্যুপায়ং পরিচিন্তয়ন্ স্বয়ং জ্বরস্য শান্ত্যৈ দ্বিজপাদসেবনম্ ।
বরং স বিজ্ঞায় তথোপপাদয়ন্ তদম্বুপানং ভগবাংশ্চকার ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) তার পরে নিজেই চিন্তা করিয়া উপায় উদ্ভাবন করিলেন এই যে, জ্বর শান্তির জন্য দ্বিজপদসেবাই বিধি। ইহা অবগত হইয়া ভগবান্ দ্বিজপদসেবা করিয়া তাঁহার চরণজল পান করিলেন।

যে সর্ব্ববিপ্রা মধুসূদনাশ্রয়াঃ নিরন্তরং কৃষ্ণপদাভিচিন্তকাঃ ।
ততঃ স্বয়ং কৃষ্ণজনাভিমানী তেষাং পরং পাদজলং পপৌ প্রভুঃ ।।১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) যে সকল ব্রাহ্মণ কৃষ্ণাশ্রয় করিয়াছিলেন—নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করিতেন—সেই কৃষ্ণভক্তাভিমানী প্রভু তখন তাঁহাদেরই কিন্তু চরণজল পান করিলেন।

ততো জরস্যোপশমো বভূব তান্ দর্শয়িত্বা দ্বিজপাদভক্তিম্ ।
জগাম তীর্থং স পুনঃপুনাখ্যং চকার তত্র দ্বিজদেবতার্চ্চনম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) তাহাতেই জ্বর নিবৃত্তি হইল। সঙ্গের লোকগণকে দ্বিজপাদভক্তি দেখাইয়া প্রভু তখন পুনঃপুনা তীর্থে গিয়া সেখানে পিতৃদেবতাদির অর্চনা করিলেন।

ততঃ সমুত্তীর্য্য নদীং স গচ্ছন্ তীর্থোত্তমে রাজগৃহে সুপুণ্যে ।
ব্রহ্মাখ্যকুণ্ডে পিতৃদেবপূজাং চকার লোকাননুশিক্ষয়ন্ সঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) তৎপরে নদী পার হইয়া তিনি পুণ্যময় রাজগিরি নামক তীর্থোত্তমে গমন করিলেন। লোকশিক্ষার জন্য তিনি ব্রহ্মকুণ্ডে পিতৃদেবপূজা করিলেন।

* * * *

পত্যা স্বমাতুঃ সসুরোঽগমচ্ছনৈর্গয়াং গদাভৃচ্চরণং দিদৃক্ষুঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) * * * * গয়ায় গদাধরের চরণদর্শনলোভে ধীরে ধীরে গমন করিলেন।

তস্মিন্ শুভং ন্যাসিবরং দদর্শ স ঈশ্বরাখ্যং হরিপাদভক্তম্ ।
পুরীং পরেশঃ পরয়াত্মভক্ত্যা তুষ্টং ননামৈনমথাব্রবীচ্চ ।। ১৬ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) তথায় তিনি ঈশ্বর পুরী নামক এক হরিপদভক্ত কল্যাণময় ন্যাসিচূড়ামণির সন্দর্শন লাভ করেন। পরমেশ তখন পরম ভক্তিসহকারে সন্তুষ্ট সন্ন্যাসিবরকে দণ্ডবৎপূর্ব্বক বলিলেন—

দিষ্ট্যাদ্য দৃষ্টং ভগবন্ পদাম্বুজং তব প্রভো ব্রূহি যথা ভবাম্বুধিম্ ।
নিস্তীর্য্য কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিসরোরুহামৃতং পশ্যামি তন্মে করুণানিধে স্বয়ম্ ।।১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) 'হে ভগবন্ ! অদ্য মহাভাগ্যে ভবদীয় পাদপদ্মের দর্শন লাভ হইল। হে করুণাময় প্রভো! যাহাতে ভবসমুদ্র পার হইয়া কৃষ্ণচরণপদ্মের অমৃত আস্বাদন করিতে পারি—তাহাই আপনি দয়া করিয়া উপদেশ করুন।'

স ইত্থমাকর্ণ্য হরের্ব্বচোঽমৃতং মুদা দদৌ মন্ত্রবরং মতিজ্ঞঃ ।
দশাক্ষরং প্রাপ্য স গৌরচন্দ্রমা তুষ্টাব তং ভক্তিবিভাবিতঃ স্বয়ম্ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) শ্রীহরির এবম্বিধ বাক্যামৃত পান করিয়া সেই অন্তর্য্যামী পুরী আনন্দভরে মন্ত্রবর বলিয়া দিলেন। তখন ভক্তিবিভাবিতচিত্ত গৌরচন্দ্র ঐ দশাক্ষর মন্ত্রবর প্রাপ্তি করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন।

ন্যাসিন্ দয়ালো তব পাদসঙ্গমাৎ কৃতার্থতা মেঽদ্য বভূব দুর্ল্লভা ।
শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জমধুন্মদা চ সা যথা তরিষ্যামি দুরন্তসংসৃতিম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) হে দয়ালো ন্যাসিন্! অদ্য আপনার চরণসঙ্গলাভে দুর্লভ কৃতার্থতা লাভ করিলাম। অদ্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে মধুমদ আস্বাদনে পূর্ণকাম হইলাম। ইহাতেই দুরন্ত সংসার হইতে ত্রাণ পাইব।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে প্রথমপ্রক্রমে
শ্রীমদীশ্বরপুরীদর্শনং নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ।
ইতি **শ্রীমদীশ্বরপুরীদর্শন**-নামক পঞ্চদশ সর্গ।

ষোড়শঃ সর্গঃ।

গুরৌ স ভক্তিং পরিদর্শয়ন্ স্বয়ং ফল্গুষু চক্রে পিতৃদেবতার্চ্চনম্ ।
প্রেতাদিশৃঙ্গে পিতৃপিণ্ডদানং ব্রহ্মাঙ্গুলীরেণুষুতেষু কৃত্বা (?) ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) সেই প্রভু স্বয়ং গুরুভক্তি প্রদর্শন করাইয়া ফল্গুতীর্থে পিতৃদেবতার অর্চন করিলেন। * * * * প্রেতশিলায় পিতৃপিণ্ড দান করিলেন।

দেবান্ সমভ্যর্চ্চ্য দদৌ দ্বিজাতয়ে পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য যথেষ্টদক্ষিণাম্ ।
ততোঽবরুহ্যাশু যযাবুদীচীং পিতৃক্রিয়াং দক্ষিণমানসে চ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) দেবার্চনা করিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণগণকে তিনি যথেষ্ট দক্ষিণা দান করিলেন। তার পরে ঐ পর্বত হইতে শীঘ্র অবতরণ করিয়া উদীচী গেলেন। দক্ষিণমানসে পিতৃক্রিয়া সমাধা করিয়া আবার

কৃত্বোত্তরে মানসসংজ্ঞকে চ যযৌ স জিহ্বাচপলে দ্বিজান্বিতঃ ।
শ্রাদ্ধং পিতৃণামথ দেবতানাং কৃত্বা গয়ামুর্দ্ধ্নি জগাম হৃষ্টঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) উত্তরমানসে শ্রাদ্ধাদি করিলেন। ব্রাহ্মণগণে বেষ্টিত হইয়া জিহ্বাচপল নামক তীর্থে পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবতার্চনা করিয়া, পরে আনন্দিতচিত্তে গয়াশিরে গমন করিলেন।

দ্বিজোত্তমৈঃ ষোড়শবেদিকায়াং চকার পিণ্ডং পিতৃকর্ম্মপূর্ব্বকম্ ।
শ্রীমজ্জগন্নাথপুরন্দরাখ্যঃ প্রত্যক্ষীভুয় জগৃহে মুদান্বিতঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) দ্বিজোত্তমগণের সাহায্যে ষোড়শ বেদীতে পিতৃকার্য্য নিষ্পাদন করিলে শ্রীমজ্জগন্নাথ পুরন্দর সাক্ষাৎ হইয়া আনন্দিতচিত্তে পিণ্ড গ্রহণ করিলেন।

যথা শ্রীরামেণ হি দত্তপিণ্ডঃ গৃহীত আগম্য তদীয়পিত্রা ।
এবং হি সর্ব্বত্র হরেশ্চরিত্রং তথাপি দুষ্প্রাপ্যতমং যদেতৎ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) শ্রীরামকর্ত্তৃক প্রদত্ত পিণ্ড যেরূপ তাঁহার পিতা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন—তদ্রূপ এ স্থলেও সংঘটিত হইল। সর্বত্রই এই প্রকার শ্রীহরির চরিত্র হইলেও কিন্তু উহা দুর্লভতমই বটে!!

স বিষ্ণুপদ্যাং পহরিপাদচিহ্নং দৃষ্ট্বাতিহৃষ্টো মনসাব্রবীচ্চ ।
কথং হরেঃ পাদপয়োজলক্ষ্মপ্রেমোদয়ো মে ন বভূব দৃষ্ট্বা ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) তিনি বিষ্ণুপদে শ্রীহরিপাদচিহ্ন দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং মনে মনে বলিলেন—'হরির পাদপদ্মচিহ্ন দেখিয়াও কেন আমার প্রেমোদয় হইল না!'

তস্মিন্ ক্ষণে তস্য বভূব দৈবাৎ সুশীততোয়ৈরভিষেচনং মুহুঃ ।
কম্পোর্দ্ধরোমা ভগবান্ বভূব প্রেমাম্বুধারাশতধৌতবক্ষাঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) ঠিক সেই ক্ষণে দৈবাৎ সুশীতল জলে মুহুর্মুহু বিষ্ণুপদ প্রক্ষালিত হইলে ভগবান্ কম্প ও রোমাঞ্চব্যাপ্ত হইয়া প্রেমজলের শত শত ধারায় বক্ষঃ স্নান করাইলেন।

স বিহ্বলঃ কৃষ্ণপদাব্জযুগ্মপ্রেমোৎসবেনাশু বিমুক্তসঙ্গঃ ।
ত্যক্ত্বা গয়াং গন্তুমিয়েষ রম্যাং মধোর্ব্বনং সাধুনিষেবিতাং তাম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) কৃষ্ণপাদপদ্মের প্রেমোৎসবে তিনি শ্রীঘ্রই বিহ্বল হইয়া নিঃসঙ্গ হইলেন এবং সাধুনিষেবিত রমণীয় সেই গয়াধাম ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন যাইতে ইচ্ছা করিলেন।

প্রাহাশরীরা নবমেঘনিস্বনা বাণী তমাহূয় চল স্বমন্দিরম্ ।
ততঃ পরং কালবশেন দেব মধোর্ব্বনং চান্যদপি স্বচেষ্টয়া ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) তখন নবমেঘবৎ ধ্বনি করিয়া দৈববাণী হইল—'হে দেব! এক্ষণে তুমি নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর, পরে কালক্রমে বৃন্দাবন ও অন্যত্র চেষ্টায় গমন করিবে।

ভবান্ হি সর্ব্বেশ্বর এষ নিশ্চিতঃ কর্ত্তুং হ্যকর্ত্তুঞ্চ সমর্থঃ সর্ব্বতঃ ।
তথাপি ভৃত্যৈর্গদিতঞ্চ যৎ প্রভো কর্ত্তুং প্রমাণং হি তমর্হসি ধ্রুবম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) আপনি সর্বেশ্বর ত বটেই, সর্বকার্য্য করিতে বা না করিতে সর্বথাই সমর্থ। তথাপি ভৃত্যগণ যাহা বলিতেছে, হে প্রভো! তাহা সম্পাদন করিতে এক্ষণে আজ্ঞা হয়।'

স ইত্থমাকর্ণ্য গিরং সুদিব্যামাগত্য গেহং নিজবন্ধুভির্বৃতঃ ।
ননাম মাতুশ্চরেণ নিপত্য বভূব হর্ষাশ্রুবিলোচনা শচী ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) প্রভু এই মহাদিব্যবাণী শ্রবণ করিয়া নিজ বন্ধুগণ সহ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, মাতার চরণে দণ্ডবৎ প্রণতি করিলে মাতা তখন আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

গৃহে বসন্ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যং রুদত্যলং রৌতি মুহুর্মুহুঃ স্বনৈঃ ।
সবেপথুর্গদ্গদয়া গিরা লপত্যলং হরে কৃষ্ণ হরে মুদা ক্বচিৎ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) প্রেমভরে ধৈর্য্যরহিত হইয়া প্রভু গৃহে বাস করিলেও কখনও ক্রন্দন, কখনও বা উচ্চ শব্দ করেন। মুহুর্মুহু ভীষণ চীৎকার করেন, কখনও বা কম্পান্বিত হইয়া গদ্গদবাক্যে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' নাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

শ্রীবাসবিপ্রাদিগণৈঃ ক্বচিন্নবং গায়ত্যলং নৃত্যতি ভাবপূর্ণঃ ।
নানাবতারানুকৃতিং বিতন্বন্ রেমে নৃলোকাননুশিক্ষয়ংশ্চ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) কখনও বা শ্রীবাসাদি বিপ্রগণের সহিত নূতন কীর্ত্তন করেন কিম্বা ভাবপূর্ণ হইয়া যথেষ্ট নৃত্য করেন। কখনও বা লোকশিক্ষা দিবার জন্য নানাবিধ অবতারের অনুকার করিয়া বিলাস করেন।

ন্যাসং স চক্রে হরিপাদপদ্মে সর্ব্বাং ক্রিয়াং ন্যাসিবরো বভূব ।
ততোঽগমৎ ক্ষেত্রবরে মহাত্মভির্বৃতো মুকুন্দপ্রমুখৈর্হরিপ্রিয়ৈঃ ।। ১৪ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) অনন্তর তিনি হরিপাদপদ্মে সর্বক্রিয়া ত্যাগ করত ন্যাসিচূড়ামণি হইলেন। তৎপরে মুকুন্দাদি মহত্তর হরিপ্রিয়জনগণে পরিবৃত হইয়া ক্ষেত্রবর পুরুষোত্তমে গমন করিলেন।

দদর্শ দেবং পুরুষোত্তমেশ্বরং চিরং চিরানন্দসুখাতিসৎসুখম্ ।
লব্ধবাগমদ্রাঘবদেবনির্ম্মিতং সেতুং পথি প্রাজ্ঞজনৈঃ স সাধুভিঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তথায় নীলাচলনাথকে দর্শন করিলেন এবং বহুদিন যাবৎ মহা মহা আনন্দরাশি প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রাজ্ঞ সাধুগণসমভিব্যাহারে পথে পথে রামচন্দ্রনির্মিত সেতুবন্ধ গমন করিলেন।

তত্র স্থিতান্ সপ্ত তমালবৃক্ষানালিঙ্গ্য চক্রে মুহুরেব রোদনম্ ।
ততঃ সমাগত্য দদর্শ কূর্ম্মে স কূর্ম্মরূপং জগদীশ্বরং প্রভুঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) তত্রত্য সপ্ত তমালবৃক্ষ দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করত মুহুর্মুহু রোদন করিলেন। তার পর সেই প্রভু কূর্মক্ষেত্রে আসিয়া কূর্ম্মরূপী জগদীশ্বরকে দর্শন করিলেন।

তদাগমচ্ছ্রীপুরুষোত্তমাখ্যে ক্ষেত্রে জগন্নাথমুখং দদর্শ।
কিয়দ্দিনং তত্র নিবাসমচ্যুতো বিধায় যাতো মথুরাং মধুদ্বিষঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) তারপরে আবার শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মুখচন্দ্র দর্শন করিলেন। তথায় কিছুকাল বাস করিয়া, পরে আবার মধুসূদন মথুরাদর্শনে যাত্রা করিলেন।

পাদাব্জচিহ্নৈঃ সমলঙ্কৃতাং স্থলীং রুরোদ সংপ্রাপ্য লুঠন্ ক্ষিতৌ ভৃশম্ ।
কিয়দ্দিনং তত্র স্থিতো জগদ্গুরুঃ প্রেমামৃতাস্বাদনমাত্র উৎসুকঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) পাদাব্জচিহ্নসমূহে অলঙ্কৃত স্থলীরাজির দর্শনে তিনি মুহুর্মুহু ভূমিতে পড়িয়া লুণ্ঠন করিতে করিতে রোদন করিয়াছিলেন। জগদ্‌গুরু সেই ধামে প্রেমামৃত আস্বাদনেই উৎসুক হইয়া বাস করিলেন।

ইতি স মধুপুরীং প্রভুর্বিতন্বন্ পরমসুখং সহসা জগাম হর্ষাৎ ।
পুনরনুপদমেব সাধুসঙ্গাৎ পরমপদং পুরুষোত্তম-প্রদীব্যম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) এই ভাবে প্রভু মধুপুরীতে পরমানন্দ বিস্তারকরত আনন্দে হর্ষাতিরেক প্রাপ্তি করিলেন এবং পুনরায় সাধুজনসঙ্গে পরমধাম দিব্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রে পদব্রজে আগমন করিলেন।

শ্রুত্বা চ তীর্থস্য বিধিক্রিয়াং হরের্লভেদ্‌গয়াতীর্থফলং মহত্তমম্ ।
দেহাবসানে বিমলাং গতিং নরঃ শ্রদ্ধান্বিতো গচ্ছতি পূর্ণলালসঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) শ্রীহরির এই তীর্থ-পর্য্যটনকাহিনী প্রভৃতি শ্রবণ করিলে মহত্তম গয়াতীর্থের ফল লাভ করা যায় এবং শ্রদ্ধাবান্ মানব দেহাবসানে পূর্ণলালসায় বিশুদ্ধা গতি লাভ করেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে প্রথমপ্রক্রমে গয়াগমনং নাম
ষোড়শঃ সর্গঃ সমাপ্তস্তথায়ং প্রথম প্রক্রমঃ ।
ইতি **গয়াগমন**-নামক ষোড়শ সর্গ।

ইতি **প্রথম প্রক্রম।**

দ্বিতীয়-প্রক্রমে

প্রথমঃ সর্গঃ

ততঃ প্রোবাচ তচ্ছুত্বা শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ ।
নবদ্বীপে কিমকরোল্লীলাং লীলানিধিঃ প্রভুঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) এই সব আখ্যান শ্রবণ করিয়া শ্রীদামোদর পণ্ডিত বলিলেন—'লীলানিধি প্রভু নবদ্বীপে কি কি লীলা করিয়াছেন,

বিস্তরেণ বদস্বাদ্য সর্ব্বশ্রুতিরসায়নম্ ।
ততোঽসৌ বক্তুমারেভে মুরারির্হর্ষয়ন্ দ্বিজম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তাহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণন কর। যেহেতু এই লীলা সকলেরই কর্ণরসায়ন।' তার পরে ঐ মুরারি, ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন,—

শ্রূয়তাং মহদাশ্চর্য্যাং কথাং সংক্ষেপতো মম ।
নত্বা বক্ষ্যামি দেবেশ-চৈতন্যচরণাম্বুজম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) "মহাশ্চর্য্যজনক কথা আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি—আপনি শ্রবণ করুন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণকমলে দণ্ডবৎ করিয়া বলিতেছি—

চৈতন্যচন্দ্র তব পাদনখেন্দুকান্তিরেকাদশেন্দ্রিয়গণৈঃ সহ জীবকোষম্ ।
অন্তর্বহিশ্চ পরিপূরয় তস্যনিত্যং পুষ্ণাতু নন্দয়তু মে শরণাগতস্য ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) হে চৈতন্যচন্দ্র! তোমার চরণের নখচন্দ্রকান্তি—শরণাগত আমার একাদশেন্দ্রিয় ও জীবকোষ (আত্মা) সহিত অন্তর ও বাহির পরিপূর্ণ করুক, নিত্য পোষণ করুক এবং আনন্দ দান করুক।

চৈতন্যচন্দ্র তব পাদসরোজযুগ্মং দৃষ্ট্বাপি যে ত্বয়ি বিভো ন পরেশবুদ্ধিম্।
কুর্ব্বন্তি মোহবশগা রসভাবহীনাস্তে মোহিতা
বিততবৈভবমায়য়া তে ।।৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) হে চৈতন্যচন্দ্র ! তোমার চরণকমলযুগল দেখিয়াও যাহারা

তোমাকে পরমেশ্বর-বুদ্ধি করে না, হে প্রভো! তাহারাই মোহবশবর্ত্তী, রসভাববিহীন এবং তোমার মহা ঐশ্বর্য্যময়ী মায়ায় মোহিত হইয়াছে!

চৈতন্যচন্দ্র ন হি তে বিবুধা বিদন্তি পাদারবিন্দযুগলং কুত এব চান্যে ।
যেষাং মুকুন্দ দয়সে করুণার্দ্রমূর্ত্তে তে ত্বাং ভজন্তি প্রণমন্তি
বিদন্তি নিত্যম্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) হে চৈতন্যচন্দ্র ! দেবগণও যখন তোমার চরণারবিন্দযুগল (মাহাত্ম্য) জানেন না, তখন অন্য লোকের কথা আর কি বলিব? হে করুণাসিক্তবিগ্রহ! হে মুকুন্দ ! তুমি যাহাদিগকে দয়া কর, তাঁহারাই কেবল তোমাকে নিত্য ভজন ও প্রণাম করে এবং তোমার তত্ত্ব বুঝে।

নত্বা বদামি তব পাদসহস্রপত্রমাজ্ঞা বিভো ভবতু তে মম তত্র শক্তি ঃ।
ভূয়াদ্যথা তব কথামৃতসারপূর্ণা বাণী বরেণ্য নৃহরে করুণামৃতাব্ধে ।।৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) হে বরেণ্য নৃহরি ! হে করুণামৃতসাগর ! তোমার চরণকমলে প্রণাম করিয়া তোমার লীলা বর্ণন করিতেছি। প্রভো হে ! তাহাতে আজ্ঞা দাও—শক্তি সঞ্চারণ কর, যাহাতে তোমার কথামৃতরসে পরিপূর্ণা বাণী উচ্চারিত হয়।"

আগত্য স্বগৃহে কৃষ্ণো হরিঃ প্রেমাশ্রুলোচনঃ ।
স্বগৃহে পাঠয়ন্নিত্যং ব্রাহ্মণান্ করুণানিধিঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হরি নিজগৃহে আসিয়া নিত্যই প্রেমাশ্রুধারা পাত করিতেন। করুণানিধি প্রভু নিজমন্দিরে ব্রাহ্মণগণকে সর্বদা বিদ্যা দান করিলেন।

একদা স্বগৃহে সুপ্তং রুদন্তং স্বসুতং শচী ।
প্রোবাচ বিস্মিতা সাধ্বী কিমিদং ত্বং বিরোদিষি ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) একদিন নিজগৃহে সুপ্ত রোদনপরায়ণ নিজ পুত্রকে দেখিয়া সাধ্বী শচী বিস্মিতা হইয়া বলিলেন—' বৎস ! কেন তুমি রোদন করিতেছ?'

নোবাচ কিঞ্চিত্তচ্ছ্রুত্বা মাতরং প্রেমবিহবলঃ ।
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরো নাথস্তদাসৌ চিন্তিতা.ভবৎ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) প্রেমবিহ্বল নাথ শ্রীমৎ বিশ্বম্ভর মাতার বাক্য শুনিয়াও কোনই উত্তর দিলেন না। তখন হইতে শচীমাতা চিন্তান্বিতা হইলেন।

হরেরনুগ্রহাৎ কালে জ্ঞাত্বা সা প্রেমলক্ষণম্ ।
ভক্তিং যযাচে গোবিন্দে তাং শচী বিনয়ান্বিতা ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) কিছু কাল পরে যখন জানিলেন যে, গৌরের ঐ ভাব হরির অনুগ্রহবশতঃ প্রেমই বটে, তখন বিনয়ভরে শচীমাতা গোবিন্দচরণে ভক্তি যাচ্ঞা করিলেন।

যত্র তত্র ধনং প্রাপ্য মহ্যং তদ্দত্তবান্ ভবান্ ।
প্রেমাখ্যং কিং ধনং লব্ধং গয়ায়াং দেবদুর্ল্লভম্ ।। ১২ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) " বৎস নিমাই ! যেখানে যেখানে যে কিছু ধন পাইয়াছ, তাহা তাহাই আনিয়া আমার হাতে দিয়াছ। তুমি গয়ায় গিয়া প্রেমনামক দেবদুর্লভ কি ধন লাভ করিয়াছ—

তন্মাং প্রযচ্ছ তাতাদ্য যদ্যস্তি করুণা ময়ি ।
যথা কৃষ্ণরসাম্ভোধৌ বিহরামি নিরন্তরম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) তাহা এক্ষণে আমাকে দান কর—যদি আমাতে তোমার করুণা থাকে, (তবে সেই প্রেমই দাও)। তাহা হইলে আমি নিরন্তর কৃষ্ণরস-সমুদ্রে বিহার করিব।"

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা মাতুঃ স্নেহাদুবাচ তাম্ ।
বৈষ্ণবানুগ্রহান্মাতস্তব তৎ সম্ভবিষ্যতি ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) মাতার এই বাক্য শ্রবণে মাতৃস্নেহে তিনি বলিলেন—'মা! বৈষ্ণবানুগ্রহ হইলে তোমারও সেই প্রেমলাভ হইবে।'

তচ্ছ্রুত্বা হর্ষিতা সাধ্বী ভক্তিযুক্তা বভূব সা ।
শ্রীমচ্চৈতন্যদেবোঽপি ব্রাহ্মণান্ প্রাহ সাদরম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) পুত্রের এই বাক্যে শচীদেবী আনন্দিতা ও ভক্তিযুক্তা হইলেন। শ্রীমচ্চৈতন্যদেবও ব্রাহ্মণদিগকে সাদরে বলিলেন—

মাত্রা মে প্রার্থিতঃ প্রেমা হরৌ তচ্চাবধীয়তাম্ ।
অস্মিন্ যয়া সা লভতে হরিভক্তিং সুদুর্ল্লভাম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) ' আমার মাতা শ্রীহরিতে প্রেম প্রার্থনা করিতেছেন—আপনারা নির্ণয় করুন, যাহাতে সুদুর্লভা হরিভক্তি ইনি লাভ করিতে পারিবেন।'

তচ্ছ্রুত্বোচুশ্চ তে সর্ব্বে ভবিষ্যতি তবোদিতা ।
ভক্তিস্তস্যা জগন্নাথে প্রেমাখ্যা মুনিদুর্ল্লভা ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) এই বাক্যে তাঁহারা সকলে বলিলে—'ইহার জগন্নাথে মুনি-দুর্লভা প্রেমভক্তি তোমার কথাতেই উদিত হইবে।'

তচ্ছ্রুত্বা শ্রীশচীদেবী সাক্ষাদ্ভক্তিস্বরূপিণী ।
লব্ধ্বা হরৌ দৃঢ়াং ভক্তিং প্রেমপূর্ণা বভূব হ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) ইহা শুনিয়া সাক্ষাদ্‌ভক্তিস্বরূপিণী শ্রীশচীদেবী শ্রহরিতে দৃঢ়া ভক্তি লাভ করিয়া প্রেমপূর্ণা হইলেন।

ততো রোদিতি স ক্বাপি নানাধারাপরিপ্লুতঃ ।
নাসে চ শ্লেষ্মধারাভ্যাং বিপ্লুতে সংবভূবতুঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) কখনও গৌরাঙ্গ বহুপ্রকারে অশ্রুধারাপাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নাসাদ্বয় শ্লেষ্মধারায় আপ্লুত হইয়া গেল।

বিলুঠন্ ভূতলে দেবঃ শুক্লাম্বরদ্বিজাশ্রমে ।
নিরন্তরং শ্লেষ্মধারামাকৃষ্যাকৃষ্য দূরতঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে প্রভু একদিন ভূতলে লুণ্ঠন করিতেছিলেন—নিরন্তর শ্লেষ্মধারা প্রবাহিত হইতেছিল আর

শুক্লম্বরব্রহ্মাচারী ক্ষিপত্যানিশমেব হি ।
গৌরচন্দ্রো রসেনাপি পরিপূর্ণঃ সদ শুচিঃ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) শুক্লাম্বর ঐ ধারা আকর্ষণ করিয়া করিয়া দূরে নিঃক্ষেপ করিলেন। পবিত্র গৌরচন্দ্র সদাকাল রসে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিতেন।

রোদিতি স দিনং প্রাপ্য প্রবুধ্য রজনীমুখে ।
দিবসোঽয়মিতি প্রাহ জনা উচুরিয়ৎ ক্ষপা ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) সমগ্র দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি প্রদোষকালে প্রবুদ্ধ হইতেন এবং নিকটবর্ত্তী লোকগণকে জিজ্ঞাসা করিতেন—'এখন কি দিবা?' তাহারা বলিত—'এই যে রাত্রি হইয়াছে!'

এবং রজন্যাং প্রেমার্দ্রঃ সর্ব্বাং রাত্রিং প্ররোদিতি ।
প্রহরৈকং দিবা যাতে ততোঽসৌ বুবুধে হরিঃ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) এইরূপে সমগ্র রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি পরদিন এক প্রহর বেলা অতীত হইলে বাহ্য ভাব প্রকাশ করিতেন।

ততঃ প্রাহ কিয়দ্রাত্রির্বর্ত্ততে প্রাহ তং জনঃ ।
দিবসোঽয়মতিপ্রেম্না ন জানাতি দিনং ক্ষপাম্ ।। ২৪ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) তখন তিনি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেন—'রাত্রি কতক্ষণ আছে?' উত্তর হইত—'এক্ষণ যে দিন!' এইরূপে তিনি মহাপ্রেমে দিনযামিনী জানিতে পারিতেন না।

ক্বচিচ্ছ্রুত্বা হরের্নাম গীতং বা বিহ্বলঃ ক্ষিতৌ ।
পততি শ্রুতিমাত্রেণ দণ্ডবৎ কম্পতে ক্বচিং ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) কখনও হরিনাম বা সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াই বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইতেন, কখনও বা কম্পিত হইতেন।

ক্বচিদ্‌গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সাদরম্ ।
সন্নকণ্ঠঃক্বচিৎ কম্পরোমাঞ্চিততনুর্ভৃশম্ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) কখনও বা গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম গদ্‌গদ্‌কণ্ঠে সাদরে গান করিতেন, কখনও বা মুহুর্মুহু কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেন।

ভূত্বা বিহ্বলতামেতি কদাচিৎ প্রতিবুধ্যতে ।
স্নাত্বা কদাচিৎ পূজাং স করোতি জগতীপতিঃ ।।২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) এইরূপে কখনও বিহ্বল হইতেন, কখনও বাহ্য ভাব প্রকাশ করিতেন। কখনও স্নান করিয়া জগৎস্বামী পূজা করিতেন।

নিবেদ্যান্নং ভগবতে ততো ভুঙ্‌ক্তে তদন্নকম্ ।
বিপ্রান্ ক্বচিৎ পাঠয়তি রাত্রৌ গায়তি নৃত্যতি ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) ভগবানে অন্ন নিবেদন করিয়া পরে তিনি ভোজন করিতেন, কখনও বিপ্রগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইতেন এবং রাত্রিকালে নৃত্যগীতাদি করিতেন।

... ...

এবং বহুবিধাকারং হরেঃ প্রেম সমাদরাৎ ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) এইরূপে বহুবিধ আকারে শ্রীহরিপ্রেম প্রকট হইত।

কুর্ব্বন্ লোকগুরুর্লোকশিক্ষাং চক্রে স নিত্যশঃ ।

স এব ভগবান্ কৃষ্ণো লোকানুগ্রহকাম্যয়া ।।৩০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) সমাদরে লোক শিক্ষার জন্য লোকগুরু নিত্য প্রেমাচরণ করিয়া শিক্ষা দিতেন। লোকানুগ্রহকামনাতেই সেই ভগবান্ কৃষ্ণ এবম্বিধ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে দ্বিতীয়প্রক্রমে
ভাবপ্রকাশো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।
ইতি **ভাবপ্রকাশ**-নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

শ্রীবাসপণ্ডিতৈঃ সার্দ্ধং তদ্ভ্রাতৃভিরলংকৃতৈঃ।

গচ্ছন্ পথি হরির্বংশীনাদশ্রবণবিহ্বলঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) সুসজ্জিত শ্রীবাস পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতাগণের সহিত পথে যাইতে যাইতে একদিন হঠাৎ হরি বংশীনাদ শ্রবণে বিহ্বল হইলেন।

পপাত দণ্ডবদ্‌ভূমৌ মোহিতোঽভূৎ ক্ষণং পুনঃ ।

রৌতি নানাবিধং দেবস্ত্বচিরেণ বিবুধ্যতে ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) দণ্ডবৎ হইয়া ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে আবার প্রবুদ্ধ হইয়া নানাভাবে রোদন করিতে লাগিলেন।

আশীর্যুঞ্জন্ দ্বিজাগ্রেষু প্রহসন্ রুচিরাননঃ ।

শিষ্টৈরুপেতো মুমুদে কদাচিল্লৌকিকীং ক্রিয়াম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) দ্বিজবরগণকে আশীর্বাদ করত প্রসন্নমুখে হাসিতে হাসিতে শিষ্টজনগণকর্ত্তৃক মিলিত হইয়া আমোদ করিতেন।

করোতি কমলাধ্যক্ষো দেহযাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে ।

নবদ্বীপবিলাসঞ্চ দর্শয়ন্ জগতীপতিঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) কখনও বা কমলাপতি লৌকিক লীলা প্রবর্ত্তন করেন, কখনও বা সেই জগদীশ্বর দেহযাত্রানির্বাহচ্ছলেও নবদ্বীপ-বিলাস দেখাইয়াছেন।

শ্রীবাসপণ্ডিতৈঃ সার্দ্ধং শ্রীরামেণ মহাত্মনা ।

তয়োঃ পুষ্যাং মুকুন্দেন বৈদ্যেনান্যেন স প্রভুঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি, মহাত্মা শ্রীরাম পণ্ডিত এবং অন্য মুকুন্দ বৈদ্য সহ সেই প্রভু শ্রীবাসমন্দিরে

ননর্ত্ত চ জগৌ কৃষ্ণগীতং হরিপরায়ণৈঃ ।
রাত্রৌ রাত্রৌ দিবা প্রেম্না পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) প্রতি রাত্রিতে ও দিবসেও প্রেমে পুলকাঞ্চিতবিগ্রহে ভক্তগণ সহ কৃষ্ণগীত গাহিয়া গাহিয়া নৃত্য করিতেন।

একদা নিজগেহে স বসন্ প্রেমাতিবিহ্বলঃ ।
বসামি কুত্র তিষ্ঠামি কথং মে স্যান্মতির্হরৌ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) একদা নিজগৃহে অবস্থানকালেই তিনি প্রেমে মহাবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন—"কোথায় থাকিব, কোথায় যাইব? শ্রীহরিতে কি উপায়ে আমার রতিমতি হইবে?"

ইতি বিহ্বলিতং দেবো নাম্না তং প্রাহ সাদরম্ ।
হরেরংশমবেহি ত্বমাত্মানং পৃথিবীতলে ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) এই বলিয়া বিহ্বল হইলে দৈববাণী তাহাকে সাদরে নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিল—'হে ভগবন্ ! তুমি নিজেকে শ্রীহরির অংশ বলিয়াই জানিবে,

অবতীর্ণোঽসি ভগবন্ লোকানাং প্রেমসিদ্ধয়ে ।
খেদং মা কুরু যজ্ঞোঽয়ং কীর্ত্তনাখ্যঃ ক্ষিতৌ কলৌ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) জীবগণকে প্রেমভক্তি বিতরণ করিবার জন্যই তুমি ধরা তলে অবতীর্ণ হইয়াছ। খেদ করিও না। এই কীর্ত্তনাখ্য যজ্ঞ কলিকালে পৃথিবীতে

ত্বৎপ্রসাদাৎ সুসম্পন্নো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
এবং শ্রুত্বা গিরং দেব্যা হর্ষযুক্তো বভূব সঃ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) তোমার প্রসাদেই সুসম্পন্ন হইবে, ইহাতে সংশয় নাই।' এই দৈববাণী শুনিয়া প্রভু হর্ষান্বিত হইলেন।

কদাচিদ্দৈবযোগেন হরির্দীনানুকম্পয়া ।
যযৌ বৈদ্যমুরারেঃ স বাট্যাং প্রেমার্দ্রলোচনঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) একদিন সেই হরি দীনজনের প্রতি অনুকম্পা-বিতরণে প্রেমার্দ্রলোচনে মুরারি গুপ্তের গৃহে গিয়াছিলেন।

দেবতাগৃহমধ্যে সংপ্রবিশ্যোপাবিশদ্বিভুঃ ।
আপ্লুতঃ প্রেমধারাভির্নির্ঝরৈরিব পর্ব্বতঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রভু উপবেশন করিলেন। পর্বত যেরূপ ঝরণার জলে আপ্লুত হয়, তদ্রূপ তিনিও প্রেমধারার অজস্র বর্ষণে সংসিক্তদেহ হইলেন।

অহো মাং দন্তযুগ্মেন তুদত্যেষ মহাবলঃ ।
বরাহঃ পর্ব্বতাকার ইত্যুক্ত্বাপসরন্ ক্রমাৎ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) 'অহো! মহাবল পর্বতাকার এই বরাহ যে দন্তদ্বয় দ্বারা আমাকে মারিতে আসিতেছে'—এই বলিয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন।

অহো মাং হি তুদত্যেষ দশনৈঃ শূকরোত্তমঃ ।
ইত্যুক্ত্বাপসসারাশু পুনরেব মহাপ্রভুঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) 'অহো! আমাকে যে এই শূকরোত্তম বড়ই পীড়া দিল হে!!' এই বলিয়া পুনরায় মহাপ্রভু শীঘ্রই অপসৃত হইলেন।

ততঃ ক্ষণেনেশ্বরত্বং ভাবেন দর্শয়ন্ স্বয়ম্ ।
জানুভ্যাং ভূমিমালম্ব্য করযুগ্মেন স ব্রজন্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) অনন্তর ক্ষণকাল মধ্যেই প্রভু স্বয়ং ভাবে বরাহমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইলেন—জানুদ্বয়ে ভূমি অবলম্বন করত হস্তদ্বয় দ্বারা চলিতে লাগিলেন।

বর্ত্তুলাম্বুজনেত্রেণ হুঙ্কারেণানুনাদয়ন্ ।
দধার দশনাগ্রেণ পৈত্তলং জলপাত্রকম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) নয়নপদ্ম তৎকালে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, ভীষণ হুঙ্কারধ্বনি হইতেছিল! দন্তাগ্রে একটি পিত্তলের জলপাত্র উত্তোলন করিলেন।

ক্ষণমুন্মুখতাং কৃত্বা পশ্চাদ্ধত্বা তু পৈত্তলম্ ।
পাত্রমুচে স্বরূপং মে বদস্বেতি মুরারিকম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) ক্ষণকাল উহাকে উর্দ্ধমুখে ধরিয়া, পরে ঐ পাত্রটি রাখিয়া মুরারিকে.আজ্ঞা করিলেন—'আমার স্বরূপের বর্ণনা কর।'

স প্রোবাচ নমন্ ভূমৌ বিস্মিতো দৃশ্য ঈশ্বরঃ ।
নাহং বেদ্মি স্বরূপং তে ভগবন্ বনজেক্ষণ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারে মুরারি বিস্মিত হইয়া ভূমিতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন এবং বলিলেন—'হে পদ্মলোচন ভগবন্ ! আমি তোমার স্বরূপ অবগত নহি।'

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম ।
ইতি গীতোক্তবচসা বদন্তং স পুনঃ পুনঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) 'হে পুরুষোত্তম! তুমি স্বয়ং তোমার নিজেকে জ্ঞান, অন্য কেহই জানেন না।' এই গীতোক্ত বাক্যই পুনঃ পুনঃ সেই মুরারি প্রভুকে বলিলেন।

ততস্তং ভগবান্ প্রাহ পুনঃ সুশ্লক্ষ্ণয়া গিরা ।
কিং মাং জানাতি বেদোঽয়ং বৈদ্যঃ প্রাহ স তং প্রভূম্ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) অনন্তর ভগবান্ তাঁহাকে সুমধুর স্বরে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন—'বেদ কি আমাকে জানিতে পারে?' সেই বৈদ্যও আবার প্রভুকে বলিলেন—

বেদস্য শক্তির্নাস্তি ত্বাং বক্তুং গুহ্যোঽসি সর্ব্বদা ।
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ প্রাহ বেদো বিড়ম্বয়ত্যলম্ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) 'হে প্রভো ! তোমাকে জানিতে বেদেরও শক্তি নাই, তুমি সর্বদা গুহ্য।' এই কথা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন—'বেদ আমার যথেষ্ট বিড়ম্বনাই করে।

মাং বক্ত্যপাণিপাদেতি বদন্ স্মৃত্বাব্রবীদিদম্ ।
ভগবান্ বেদসারজ্ঞঃ সর্ব্ববেদার্থনির্ম্মাতা ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) আমাকে 'অপাণিপাদ' বলিয়া থাকে।' এই বলিয়াই বেদসারজ্ঞ সর্ববেদার্থনির্ম্মাতা ভগবান্ স্মরণ করিয়া উপনিষদের এই শ্লোকটি বলিলেন—

অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।
স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) "পরাত্মা (প্রাকৃত) হস্তপদাদিশূন্য হইয়াও গ্রহণ ও ধারণ

করেন—(প্রাকৃত) নয়ন-শূন্য হইলেও দর্শন করেন, কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করেন—তিনি বিশ্বের সকল বৃত্তান্ত জানেন অথচ তাঁহার কেহ বেত্তা (জ্ঞাতা) নাই। তত্ত্বজ্ঞগণ তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ পুরাণ পুরুষ বলিয়া থাকেন।"

ইতি বেদবচো দেবো হসন্নেবাভ্যভাষত ।
নহি জানাতি বেদো মামিতি নিশ্চিতমেব হি ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) এই বেদমন্ত্রটি হাসিয়া হাসিয়া প্রভু পড়িতে লাগিলেন আর বলিলেন—'বেদ যে আমাকে জানে না—এ কথা নিশ্চিতই বটে।'

অম্বষ্ঠঃ প্রাহ ভগবন্ করুণাং কর্ত্তুমর্হসি ।
তং প্রাহ ভগবান্ দেবঃ প্রেমা ময়ি দয়াময়ঃ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) তখন বৈদ্য বলিলেন—'হে ভগবন্ ! আমার প্রতি করুণা প্রকাশে আজ্ঞা হয়।' তখন দয়াময় ভগবান্ বিশ্বম্ভর তাঁহাকে বলিলেন—'আমাতে প্রেম হউক।'

ইত্যুক্ত্বা স স্মিতমুখো জগাম নিজমন্দিরম্ ।
শ্রীমান্ বিশ্বম্ভরো দেবো হরিকীর্ত্তনতৎপরঃ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) এই কথা বলিয়াই শ্রীমান্ হরিকীর্ত্তনতৎপর বিশ্বম্ভর দেব সহাস্যবদনে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন।

অপরেদ্যুঃ পণ্ডিতস্য শ্রীবাসস্য পুরে বসন্ ।
ব্যাখ্যাং চকার শ্লোকস্য বক্ষ্যমাণস্য তচ্ছৃণু ।। ২৭ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) আর একদিন শ্রীবাস পণ্ডিতের মন্দিরে অবস্থানকালে প্রভু এই শ্লোকটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—তাহা শ্রবণ করুন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) "কলিযুগে একমাত্র হরিনামই সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমস্বরূপে বিরাজমান আছেন। সুতরাং এই হরিনামই কেবল আশ্রয় করিবে—কলিসন্তরণ করিতে আর অন্য উপায় (জ্ঞান, কর্ম বা যোগাদি) নাইই।"

ন পুমানাদিপুরুষঃ কলাবস্ত্যেব রূপবান্ ।
নামস্বরূপিণং তন্তু জানীহি স তু কেবলম্ ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) (এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন—) 'না' শব্দের অর্থ

পুরুষ অর্থাৎ আদিপুরুষ শ্রীহরি। তিনি কলিকালে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই বর্ত্তমান আছেন। তাঁহাকে নাম-স্বরূপই জানিবে। তিনি কিন্তু কেবল অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব।

বারত্রয়ং হরের্নাম দৃঢ়ার্থং সর্ব্বদেহিনাম্ ।
"এব"কারশ্চ জীবানাং পাপানাং নাশহেতবে ।। ৩০ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) তিন বার 'হরিনাম' বলিবার তাৎপর্য্য হইতেছে জ্ঞানী, কর্মী, যোগী বা ভক্ত প্রভৃতি। সর্ববিধ জীবের দার্ঢ্য সম্পাদন। 'এব'কার সকল জীবের পাপরাশির নাশ করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত হইয়াছে।

সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশার্থং "কেবলং" মন্যতে চ হি ।
প্রারব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণং কথ্যতেঽদ্বৈতবাদিভিঃ ।। ৩১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩১) 'কেবল' শব্দ দ্বারা সর্বতত্ত্বপ্রকাশ বুঝাইল (অর্থাৎ নামরূপী কৃষ্ণই অন্যান্য সকল তত্ত্বের প্রকাশভূমি)। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণ 'কেবল' শব্দে প্রারব্ধকর্মনির্বাণ বলেন।

ভবেদিতি চ বোধার্থং কৈবল্যং কেবলং স্মৃতম্ ।
কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদপ্রাপকং করুণাময়ম্ ।। ৩২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩২) 'কৈবল্য হয়' এই কথা বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রে 'কেবল' শব্দ উক্ত হইয়াছে। (স্বমতে কিন্তু) ইহাতে কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদ-প্রাপক করুণাময়কেই বুঝায়।

তৎস্বরূপং হরের্নাম যোঽন্যদেব বদেৎ পুমান্ ।
তস্য নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরিত্যবদৎ স্বয়ম্ ।। ৩৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৩) শ্রীহরিনাম তাহারই (শ্রীহরিরই) স্বরূপ—ইহাই বিনিশ্চিত হইল। যে লোক অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করে—তাহার গতি নাই, গতি নাই। এই কথা স্বয়ং

ইত্যসৌ শূকরো ব্রূতে সর্ব্বদেবময়ঃ পুমান্ ।
ইত্যুক্ত্বা নর্ত্তনং চক্রে কীর্ত্তনঞ্চ বিশেষতঃ।। ৩৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৪) সর্বদেবময় পুরুষ শূকরাবেশে বলিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি নৃত্য এবং মহাকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

এতদ্ যঃ শৃণুয়ান্নিত্যং কীর্ত্তয়েদ্বা সমাহিতঃ ।
হরৌ প্রেমা ভবেত্তস্য বিপাপ্না চ ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।। ৩৫ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৫) এই কথা যিনি সমাহিতচিত্তে নিত্য শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, তিনি নিশ্চিতই পাপমুক্ত হয়েন এবং শ্রীহরিতে প্রেম লাভ করেন।

শ্রীমচ্চৈতন্যপাদাব্জে প্রভুবুদ্ধির্দৃঢ়া ভবেৎ ।
অন্তে চৈতন্যদেবস্য স্মৃতির্ভবতি শাশ্বতী ।। ৩৬ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৬) তাঁহার শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে প্রভুবুদ্ধি সুদৃঢ়া হয় এবং দেহান্তে শ্রীচৈতন্যের অক্ষয়া স্মৃতি থাকে।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে দ্বিতীয়প্রক্রমে চৈতন্যাবতারবর্ণনে
বরাহাবেশো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ
ইতি **বরাহাবেশ**-নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

অথ প্রবিষ্টো নিজবেশ্মনি প্রভুর্বভৌ নিশানাথসহস্রবোচিষা ।
উবাচ চাত্রেত্য বসন্তি কে জনাশ্চতুর্ম্মুখঃ ষন্মুখপঞ্চবক্ত্রিণঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অনন্তর প্রভু মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, সহস্র সহস্র চন্দ্রমার কিরণমালায় প্রকাশিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এখানে চতুর্ম্মুখ (ব্রহ্মা), পঞ্চমুখ (শিব) ষণ্মুখ (কার্ত্তিকেয়) প্রভৃতি কে কে আসিয়া অবস্থান করিতেছে হে ?'

শ্রীবাসনামা দ্বিজবর্য্যসত্তমঃ শ্রুত্বাবদত্তং বিবুধাঃ সমাগতাঃ ।
ব্রহ্মেশ্বরৌ ষড়্বদনাদয়ঃ প্রভো ত্বাং সেবিসতুংপ্রেমরসামৃতাব্ধিম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) দ্বিজবর্য্যাগ্রগণ্য শ্রীবাস প্রভুর কথার উত্তরে বলিলেন—'হে প্রভো! প্রেমরসামৃত-সমুদ্র তোমার সেবাভিলাষে ব্রহ্মা, শিব ও কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি দেবগণ সমাগত হইয়াছেন।'

ততঃ পরদিনে প্রাপ্তে শুদ্ধদেবো বরাসনে ।
উপবিশ্য স্বভক্তস্য গাত্রে পদ্ভ্যাং সমাস্পৃশৎ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) তৎপরদিন মহাপ্রভু দিব্যাসনে উপবেশন করিয়া নিজভক্তের অঙ্গে চরণস্পর্শ দিয়া বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীবাসপণ্ডিতাদ্যাস্তে প্রণম্য শিরসা হরিম্ ।
বব্রুস্তচ্চরণে ভক্তিং প্রেমরূপাং সুদুর্ল্লভাম্ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি তত্রত্য সকলেই শ্রীগৌরহরিকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিয়া, তাঁহার চরণে প্রেমলক্ষণা সুদুর্লভা ভক্তি প্রার্থনা করিলেন।

দদৌ তেভ্যো বরান্ দেবো যথেষ্টান্ ভক্তবৎসলঃ ।
শুক্লাম্বরব্রহ্মচারী তমুচে পুরুষর্ষভম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তখন ভক্তবৎসল প্রভু তাঁহাদিগকে যথেষ্ট বরাদি দান করিলেন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী সেই মহাপুরুষকে বলিলেন—

ভগবন্ মথুরাং দ্বারাবতীং গত্বাতিদুঃখিতম্ ।
মাং জ্ঞাত্বা দেহি মে প্রেমভক্তিং তং প্রাহ স প্রভুঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) 'হে ভগবন্ ! আমি মথুরা দ্বারকাদি তীর্থ পর্য্যটন করিয়াও অতি দুঃখিতই আছি। আমার এই দুঃখাপনোদন জন্য আমাকে প্রেমভক্তি দান করুন।' তখন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—

জম্বুকাঃ কিং ন গচ্ছন্তি তত্র কিং তেন মে ভবেৎ ।
তচ্ছ্রুত্বৈবাপতদ্ভূমৌ তমুবাচ জনার্দ্দনঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) 'মথুরা দ্বারকায় কি শৃগালদিও যাইতেছে না? তাহাতে আমার কি হইবে হে ?' এই বাক্য শ্রবণেই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। তখন জনার্দ্দন তাঁহাকে বলিলেন—

ভবত্বদ্যৈব তে প্রেমা তদা তৎক্ষণমেব হি ।
রুরোদ চরণে বিষ্ণোর্নিপত্য প্রেমবিহ্বলঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) 'অদ্যই তোমার প্রেম হউক।' তৎক্ষণাৎই তিনি প্রেমবিহ্বল চিত্তে প্রভুর চরণে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ততস্তে হৃষ্টমনসস্তেন সার্দ্ধং মুদান্বিতাঃ ।
জগুঃ কৃষ্ণস্য গীতানি নামানি চ মুহুর্মুহুঃ ।।৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) তার পরে শ্রীবাসাদি ভক্তগণ হৃষ্টমনে প্রমোদভরে তাঁহার সহিত মিলিয়া কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণাদি মুহুর্মুহু গান করিতে লাগিলেন।

গদাধরো মহাপ্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ সৎকুলোদ্ভবঃ ।
প্রেমভক্তশ্চ তৎপাদসন্নিকর্ষেঽভিতিষ্ঠতি ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) সৎকুলজাত মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ শ্রীগদাধর তাঁহার প্রেমভক্ত এবং সর্বদাই তাঁহার চরণ-সন্নিধানে বাস করেন।

তেন সার্দ্ধং রজন্যাং স তিষ্ঠন্নুচে শুভাক্ষরম্ ।
দাতব্যং ভবতা প্রাতর্বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রসাদকম্ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) গদাধরের সহিত গৌরাঙ্গ রজনীযোগে একত্র শয়ন করিয়া প্রাতঃকালে মধুরাক্ষরে তাঁহাকে বলিলেন—'বৈষ্ণবগণকে এই এই প্রসাদ দান করিবে।'

ইত্যুক্ত্বা গাত্রমাল্যানি দদৌ তস্য করে হরিঃ ।
ততঃ প্রভাতে বিমলে তে সর্ব্বে সমুপাগতাঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) এই বলিয়া শ্রীগৌরহরি গদাধরের হস্তে গাত্রমাল্যাদি দান করিলেন। অনন্তর বিমল প্রভাতে তাঁহারা সকলেই সমাগত হইলেন।

যস্মৈ যস্মৈ চ যদ্দত্তং তত্তস্মৈ সম্প্রদত্তবান্ ।
ততস্তে হৃষ্টমনসঃ স্নাত্বা সুরনদীজলে ।। ১৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) শ্রীগদাধরও যাঁহাকে যাঁহাকে যে যে প্রসাদ দিতে প্রভু ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহাকে সেই সেই প্রসাদই অর্পণ করিলেন। তার পরে তাঁহারাও হৃষ্টমনে সুরধুনীর জলে স্নান করিয়া

পূজয়িত্বা জগন্নাথং নৈবেদ্যং বিনিযুজ্য চ ।
পুনস্তং দেবদেবেশমাজগ্মুর্মুদিতাশয়াঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) জগন্নাথের পূজা করিলেন এবং বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিয়া পুনরায় দেবাদিদেব সেই মহাপ্রভুর সমীপে আনন্দিতমনে আগমন করিলেন।

গদাধরঃ প্রত্যহং তং চন্দনেনানুলেপনম্ ।
কৃত্বা মাল্যাদি গাত্রেষু দদাতি সততং মুদা ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) শ্রীগদাধর প্রত্যহ চন্দন দ্বারা তাঁহাকে অনুলিপ্ত করেন এবং আনন্দে নিরন্তর প্রভুর শ্রীঅঙ্গে মাল্যাদি সমর্পণ করেন।

শয়নীয়ে গৃহে শয্যাং কৃত্বা তৎসন্নিধৌ সুখম্ ।
স্বপিতি শ্রদ্ধয়া যুক্তং শৃণু তস্যামৃতং বচঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) শ্রীপ্রভুর শয়নমন্দিরে তিনি শয্যা রচনা করিয়া তাঁহারই সন্নিধানে সুখে শয়ন করেন। এক্ষণে শ্রদ্ধা সহকারে গদাধর-সম্বন্ধে অমৃত-মধুর বাক্য শ্রবণ করুন—

যথা ক্বচিদ্ব্রজে রত্নমন্দিরে কৃষ্ণসন্নিধৌ ।
শয্যাং বিধায় শ্রীরাধা স্বপিতি প্রেমসংপ্লুতা ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) ব্রজে যেরূপ কোনও সময়ে (দ্বাপরে) রত্নমন্দিরে শ্রীরাধা শয্যা রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে প্রেমাপ্লুতকলেবরে শয়ন করিতেন, (শ্রীগদাধরও সেইরূপেই নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের শয়ন-কক্ষে শয্যা রচনা করিয়া শ্রীগৌরপার্শ্বে প্রেমসুখে শয়ন করিতেন।)

সায়াহ্নে মুদিতো দেবস্তৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনোৎসুকঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) সায়াহ্নকালে সেই প্রভু আনন্দিত ও কীর্ত্তনোৎসুক হইলেন।

তেঽপি সংকীর্ত্তনানন্দমত্তাশ্চ ননৃতুর্জগুঃ ।
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরেণাপি পরমানন্দনির্বৃতাঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তাঁহারাও সকলে শ্রীমৎ বিশ্বম্ভরের সঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য গীত করিলেন এবং পরমানন্দে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন।

কদাচিদাবৃতে ব্যোম্নি ঘনৈর্গম্ভীরনিস্বনৈঃ ।
বিদ্যোতিতে ততস্তাবৎ সাকং চ স্তনয়িত্নুভিঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) তার পর একদিন ঘনঘটা ও গম্ভীর নিনাদ করিয়া আকাশে মেঘের উদয় হইল। বিদ্যুৎরাশি চতুর্দিকে চমকাইতে লাগিল।

বৈষ্ণবা দুঃখিতাঃ সর্ব্বে বিঘ্নোঽয়ং সমুপস্থিতঃ ।
মেঘা হরেঃ কীর্ত্তনকেঽভবংশ্চিন্তাপরা ইতি ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) বৈষ্ণবগণ এই বিঘ্ন সমুপস্থিত দেখিয়া দুঃখিত হইলেন—হরিকীর্ত্তনে বাধা দিতে মেঘোদয় হইল মনে করিয়া চিন্তান্বিতও হইলেন।

তদা তস্মিন্ সমায়াতো গৃহীত্বা মন্দিরাং হরিঃ ।
স্বরান্ কৃতার্থয়ন্ কৃষ্ণং জগৌ স স্বজনৈঃ সহ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) তখন সেই গৌরহরি সেই স্থানে সমাগত হইয়া একটি মন্দিরা হস্তে নিয়া সুর ও রাগসমূহকে কৃতার্থ করিতে ইচ্ছা করিয়া স্বজনগণ সহ কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলেন।

ততো মরুদ্ভির্মেঘৌঘাঃ খণ্ডিতাস্তে দিগন্তরম্ ।
ভেজুর্বভূব বিমলং নভশ্চন্দ্রাংশুরঞ্জিতম্ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) তৎক্ষণাৎ মহাবাত্যাঘাতে খণ্ডিত হইয়া মেঘমালা দিগন্তরে আশ্রয় লইল ; আকাশ নির্মল ও চন্দ্রকিরণে রঞ্জিত হইল।

ততঃ সংকীর্ত্তনপরৈঃ সাধুভিঃ সহ স প্রভুঃ ।
ননর্ত্ত পাদকটকৈ রণচ্চরণপঙ্কজঃ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) তার পরে সেই প্রভু চরণপদ্মে নূপুর ধারণ করিয়া সংকীর্ত্তন-পরায়ণ সাধুগণ সমভিব্যাহারে নৃত্য করিয়াছেন।

বিপ্রসাধ্বীমুখাম্ভোজঘনধ্বনিনিনাদিতে ।
নন্দয়ত্যতিপুষ্পৌঘগন্ধোন্মাদিতদিঙ্‌মুখে ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) বিপ্রপত্নীগণের মুখপদ্ম হইতে ঘন ঘন উলু উলু ধ্বনি উঠিতেছিল—পুষ্পরাশির মহাসুগন্ধে দিক্‌বলয় আমোদিত হইয়াছিল।

খেঽবস্থিতে সুরগণেবভূব মহদুৎসবঃ ।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দঃ সর্ব্বশ্রুতিমনোহরঃ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) দেবগণ আকাশে অবস্থান করিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। তখন সকলেরই কর্ণ-রসায়ন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দ মহোৎসব হইতে লাগিল।

যেঽনেকজন্মকৃতপুণ্যসমুদ্রসংখ্যান্তে কৃষ্ণদেবসমমেব নিতান্তশান্তাঃ ।
নৃত্যন্তি হর্ষপুলকাশ্রুভিরাবৃতাঙ্গা দেবা যথাচলভিদা সুখিনো
দিবিষ্ঠাঃ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) দেবগণ যেমন অচল হইয়া আকাশে অবস্থানপূর্বক এই কীর্ত্তানাৎসবে সুখী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ যাঁহারা বহু জন্ম ব্যাপিয়া পুণ্যসমুদ্র সঞ্চয় করিয়াছেন, সেই মহাশান্ত ভক্তগণই অদ্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণদেবের সহিত হর্ষ, পুলক ও অশ্রু প্রভৃতিতে ভূষিতদেহ হইয়া নৃত্য করিতেছেন!!

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে দ্বিতীয়প্রক্রমে মেঘনিবারণং নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

ইতি মেঘনিবারণ-নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

তত্র শুক্লাম্বরো নাম দ্বিজো রোদিতি নিত্যশঃ ।
পতিত্বা দণ্ডবদ্ভূমৌ বদন্নেবং মুহুর্মুহুঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তত্রত্য শুক্লাম্বরনামক দ্বিজ নিত্যই রোদন করেন এবং দণ্ডবৎ ধরতালে নিপতিত হইয়া মুহুর্মুহু এই মাত্র বলেন—

নবদ্বীপস্তু মথুরা কৃতা তাত ত্বয়াধুনা ।
ইতি সংবিলপন্ ভূমৌ রোদিতি প্রেমবিহ্বলঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) 'হে তাত! তুমি এক্ষণে নবদ্বীপকে মথুরাপুরী করিয়াছ!' এইরূপে তিনি বিলাপ করিয়া করিয়া, ভূমিতে লুণ্ঠন করিয়া করিয়া প্রেমবিহ্বলচিত্তে রোদন করেন।

বয়স্যাংসে বিনিক্ষিপ্তকরো নৃত্যতি কর্হিচিৎ ।
ক্বচিদ্রোমাঞ্চিততনুঃ কল্পতে পরমঃ পুমান্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) কখনও পরমপুরুষ বয়স্যের স্কন্ধে কর সংস্থাপন করত নৃত্য করেন—কখনও বা সর্বাঙ্গে পুলকাবলি দেখা যায়।

ক্বচিদীশ্বরভাবেন ভৃত্যেভ্যঃ প্রদদৌ বরান্ ।
এবং নানাবিধাকারৈর্নৃত্যন্ লোকানশিক্ষয়ৎ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) কখনও বা ঈশ্বরাবেশে ভৃত্যগণকে বিবিধ বর প্রদান করেন—এইরূপে নানাবিধ ভাবাবেশ প্রকট করত নৃত্য করিয়া ইনি লোকশিক্ষা দিয়াছেন।

কদাচিৎ স্বজনস্কন্ধমারুহ্য হর্ষয়ন্ বিভুঃ ।
স্বজনান্ ক্রীড়তি প্রীতঃ ক্ষণদায়াং কৃতক্ষণঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) কখনও বা নিজজনের স্কন্ধারোহণ করত তাঁহাকে আনন্দ দান করেন এবং রাত্রিযোগে আনন্দিত হইয়া মহোৎসব করিয়া নিজজন-মনোরঞ্জন করেন।

অথাপরদিনে ভূমাবুপবিশ্যানুনাদয়ন্ ।
করতালৈর্দিশঃ প্রোচে পশ্য শৈলূষচেষ্টিতম্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) অপর একদিন ভূমিতে উপবেশন করিয়া করতালি দিয়া চারি দিক্ অনুনাদিত করিলেন এবং বলিলেন—'তোমরা আমার নটরঙ্গ দেখ হে!

পশ্য পশ্যাদ্ভুতং বীজং ভূমৌ সংরোপিতং ময়া ।

পশ্য পশ্যাঙ্কুরো জাতো নিমিষেণ তরুঃ পুনঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) এই দেখ—আমি এই অদ্ভুত বীজটি ভূমিতে রোপণ করিতেছি। এই দেখ, নিমিষমধ্যেই ইহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া এক্ষণে বৃক্ষ হইয়াছে।

জাতং পশ্যাস্য পুষ্পৌঘং পশ্য পশ্য ফলং পুনঃ ।

জাতং পশ্য ফলং পক্কং তস্য লংগ্রহণং পুনঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) এই দেখ, ইহাতে পুষ্পরাশি প্রস্ফুটিত হইল—দেখ দেখ ফল ধরিল। এই দেখ, ফল পরিপক্ক হইল—এই দেখ, ফল সংগ্রহ করিলাম।

ফলং বৃক্ষোঽপি নাস্ত্যেব ক্ষণান্মায়াকৃতং যতঃ ।

প্রান্তরে তু কৃতং হ্যেবং ন কিঞ্চিদপি লভ্যতে ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) এই এক্ষণে ফলও নাই, বৃক্ষও অন্তর্হিত হইল—যেহেতু এই সবই মায়া (ইন্দ্রজাল) দ্বারা রচিত হইয়াছিল। প্রান্তরে (শূন্য স্থানে) এই সব মায়াকার্য্য আর এক্ষণে কিছুই রহিল না !

ঈশ্বরস্যাগ্রতঃ কৃত্বা ধনং বিপুলমশ্নুতে ।

এবং মায়াকৃতং কর্ম্ম সর্ব্বঞ্চেদমনর্থকম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) এই ভাবে মায়াকৃত সকল কর্ম অনর্থক হইলেও কিন্তু ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া (সেবার জন্য) অনুষ্ঠান করিলে তাহা হইতে বিপুল (প্রেম) ধনই লাভ হয়।

ঈশ্বরার্থং কৃতং হ্যেতৎ সর্ব্বং সার্থকতামিয়াৎ ।

তস্মাদীশ্বরসেবার্থং সর্ব্বং কর্ম্মাচরেৎ সুধীঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) ঈশ্বরের জন্য যে সকল কার্য্যই করা হউক না কেন, তৎসকলই সার্থক হইয়া থাকে। কাজেই ঈশ্বরসেবার জন্যই সুধীজন সর্বকার্য্য করিবেন।'

ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ মুকুন্দাম্বষ্ঠমগ্রতঃ ।

স্থিতং প্রেক্ষ্য ত্বয়া কিং নু ব্রহ্মবিদ্যা নিজোচ্যতে ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) তখন ভগবান্ বৈদ্য মুকুন্দকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া বলিলেন—'তুমি নাকি ব্রহ্মবিদ্যায় সম্মতি দান কর?'

ইত্যুক্ত্বা স পপাঠেদং শ্লোকং স্বয়মরিন্দমঃ ।
শ্রীরামনামমাহাত্ম্যং গূঢ়বেদার্থসংগ্রহম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) এই বলিয়াই সেই অরিন্দম এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন— ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে এবং নিগূঢ় বেদার্থের সমাহার আছে।

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দচিদাত্মনি ।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) যোগিগণ অনন্ত সত্যানন্দ চিদাত্মায় রমণ (বিহার) করেন বলিয়া 'রাম' পদে পরব্রহ্মই ধ্বনিত হয়।

পুনঃ প্রোক্তং ভগবতা তং বৈদ্যমনুশাসতা ।
চতুর্ভজস্য যদ্ধ্যানং তদ্বরং পরিকীর্ত্তিতম্ ।। ১৫ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) পুনরায় ঐ বৈদ্যকে অনুশাসন করিয়া ভগবান্ বলিলেন— 'তুমি নাকি আবার চতুর্ভুজ মূর্ত্তির ধ্যানই বড় বলিয়া মনে কর?

দ্বিভুজস্য তু যদ্ধ্যানং তন্ন্যূনমিতি তে মতম্ ।
পরমেশ্বরভেদেন কবেলং দুঃখমেব হি ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) দ্বিভুজ মূর্ত্তির ধ্যান তোমার মতে সামান্য জ্ঞান হয়। এই ভাবে পরমেশ্বরের ভেদবুদ্ধি কেবল দুঃখকরই হয়।

যদ্যাত্মনো হিতং বেৎসি তদা যত্নপুরঃসরম্ ।
দ্বিভুজধ্যানমেব ত্বং কুরু সর্ব্বফলপ্রদম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) যদি নিজের কল্যাণ ইচ্ছা কর, তবে যত্নপূর্বক দ্বিভুজ মূর্ত্তিরই ধ্যান কর—তাহাতে সর্বফলোদয় হইবে।'

ততঃ প্রোবাচ তং দেবং মুকুন্দো নম্রকন্ধরঃ ।
গৌরাঙ্গচরণাম্ভোজমধুপো গায়কোত্তমঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) তার পরে গৌরাঙ্গচরণের মধুকর গায়কপ্রবর মুকুন্দ নতশির হইয়া সেই মহাপ্রভুকে বলিলেন—

স্নাতং ময়া সুরনদীপয়সি প্রকামং শ্রীবৈষ্ণবাঙ্ঘ্রিরজসাঙ্গমলাঙ্কৃতঞ্চ ।
ত্বৎপাদপদ্মবরছত্রমমুং ময়াদ্য মূর্দ্ধি প্রযচ্ছ কুরু
দাস্যপদেঽভিষেকম্ ।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) 'সুরধুনীর জলে যথেষ্ট স্নান করিয়াছি , শ্রীবৈষ্ণবচরণ-রজে দেহ অলঙ্কৃত করিয়াছি ; এক্ষণে তোমার পাদপদ্মরূপ এই মহাছত্র আমার মস্তকে প্রদান করিয়া আমাকে দাস্যপদে অভিষিক্ত কর।'

এবং নিশম্য তদ্বাক্যং তস্য মূর্দ্ধ্নি পদাম্বুজম্ ।
দত্তবান্ ভগবাংস্তুষ্টঃ সহর্ষোঽভূত্তদৈব সঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) তাঁহার মুখে এই বাক্য শুনিয়া ভগবান্ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার মস্তকে নিজ পাদপদ্ম অর্পণ করিলেন। বৈদ্য মুকুন্দও তখন মহানন্দে ভাসিয়া গেলেন।

রোমাঞ্চিততনুর্ধীমান্ অশ্রুপূর্ণবিলোচনঃ ।
ততো মুরারিং প্রোবাচ ভগবানম্বুজেক্ষণঃ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত ও নয়নযুগল অশ্রুধারায় পরিপূর্ণ হইল। তৎপরে পদ্মলোচন ভগবান্ মুরারিকে সম্বোধন করত বলিলেন—

কথং ত্বং কৃতবান্ বৈদ্য গীতমধ্যাত্মতৎপরম্ ।
জীবিতে যদি বাঞ্ছাস্তি প্রেম্নি বা তে হরেঃ স্পৃহা ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) 'হে বৈদ্য ! তুমি কেন অধ্যাত্মপর গীত রচনা করিয়াছ? যদি জীবিত থাকিতে বাঞ্ছা হয় কিম্বা শ্রীহরির প্রেমলাভে স্পৃহা থাকে,

তদা গীতং পরিত্যজ্য কুরু শ্লোকং হরঃ স্বয়ম্ ।
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ তং দেবং বিনয়েন ভিষক্ সুধীঃ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) তবে ঐরূপ (অধ্যাত্ম) সঙ্গীত ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির গুণমহিমাসূচক শ্লোক রচনা কর।' প্রভুর বাক্যশ্রবণে তখন শ্রীমন্নারায়ণ গুপ্ত নামক সুধী বৈদ্য বিনয়ভরে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন—

শ্রীমন্নারায়ণো নাম গুপ্তঃ স্নেহার্ণবং গুরুম্ ।
যথা তবাবতারোঽয়ং বক্তুমর্হতি সাম্প্রতম্ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) 'হে মহাপ্রভো ! ইহাকে এক্ষণে এই আজ্ঞা করুন, যাহাতে তোমারই (ভক্তরূপে) অবতার এই মুরারি, স্নেহসমুদ্র গুরুদেবেরই নামগুণ গান করিতে পারেন।'

তথাজ্ঞাং কুরু দেবেশ তৎ শ্রুত্বা সস্মিতাননঃ ।
প্রাহ তং ভগবানস্য তথৈব সম্ভবিষ্যতি ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) এই কথা শুনিয়া সহাস্যবদনে ভগবান্ বলিলেন—'মুরারির তাহাই হইবে।

যদ্বদিষ্যত্যসৌ বৈদ্যস্তৎ সুসত্যং ভবিষ্যতি ।
এতৎ শ্রুত্বা হরের্ব্বাক্যং নোচে কিঞ্চিদ্ভয়াত্তু সঃ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) এই বৈদ্য যাহা বলিবে, তাহাই সুসত্য হইবে।' প্রভুর বাক্য শুনিয়া তিনি ভয়াতুর হইয়া কিছুই বলিলেন না।

মুরারির্মুমুদে তত্র শ্রীমৎশ্রীবাসপণ্ডিতঃ ।
শুদ্ধস্বাচারনিরতো হরিসেবাপরায়ণঃ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) মুরারি আনন্দিত হইলেন। তত্রত্য শুদ্ধ সদাচার-নিরত হরিসেবাপরায়ণ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত

প্রাতঃ স্নাত্বা হরঃ পূজাং কৃত্বা সম্যগ্বিধানতঃ ।
উপাসনাং তস্য নিত্যং করোতি ভ্রাতৃভিঃ সহ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) প্রাতঃকালে স্নান করিয়া সম্যক্ বিধানে হরিপূজাদি সমাপন করিতেন। তিনি ভ্রাতৃগণ-সহ নিত্যই হরির উপাসানা করিতেন।

সার্দ্ধং গায়ন্ হরের্নাম ভক্তৈরেব মুদান্বিতঃ *।
স্নাপয়ংস্তং শুভৈরদ্ভিরর্পয়ন্ দ্রব্যমুত্তমম্ ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) ভক্তগণ সহিত তিনি শ্রীহরির নামগুণাদি গান করিয়া আনন্দিত হইতেন। সুগন্ধ শুভ শীতল জলে হরিকে স্নান করাইয়া সেই দ্বিজবর

ভোজয়ন্ ফলগব্যেন হৃষ্টাত্মা দ্বিজপুঙ্গবঃ ।
তস্যানুজঃ শ্রিয়া যুক্তো রামঃ স ভ্রাতৃবৎসলঃ ।। ৩০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) ফল গব্যাদি সহিত উত্তম দ্রব্য অর্পণপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া হৃষ্টচিত্ত হইতেন। তাঁহার অনুজ শ্রীরাম পণ্ডিতও ভ্রাতৃভক্ত ছিলেন।

প্রিয়শ্চ সর্ব্বভূতানাং জ্যেষ্ঠসেবাপরায়ণঃ।
হরিসেবাং সহ ভ্রাত্রা করোত্যনুদিনং সুধীঃ ।। ৩১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩১) তিনি সর্বজীবের প্রিয় ও জ্যেষ্ঠসেবানিরত ছিলেন। ভ্রাতার সহিত নিত্য সেই সুধী শ্রীরাম হরিসেবা করিতেন।

---

* গীতানি চ মুদান্বিতঃ ।

শ্রীবাসরামৌ নৃহরেঃ সদা প্রিয়ৌ তাভ্যাং সহ ক্রীড়তি চক্রপাপিঃ ।
বাট্যাং তয়োরেব ননর্ত্ত দেবো যথর্ষিসঙ্ঘে কপিলো মহাত্মা ।। ৩২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩২) শ্রীবাস ও শ্রীরাম দুই ভাই বিশ্বম্ভরের প্রিয় ছিলেন। প্রভু সর্বদা তাঁহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেন। তাঁহাদেরই মন্দিরে শ্রীপ্রভু ঋষিগণ-পরিবৃত মহাত্মা কপিলের ন্যায় নৃত্য করিতেন।

অন্যেদ্যুরধ্যাপয়দপ্রমেয়ঃ শিষ্যান্ বদেত্তং দ্বিজসূনুরেকঃ ।
শ্রীকৃষ্ণনামা খলু মায়য়া স্যাদিত্থং সমাকর্ণ্য বচঃ খলস্য ।। ৩৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৩) অন্য একদিন প্রভু বহু শিষ্য অধ্যাপনা করিতেছিলেন—এমন সময় জনৈক ব্রাহ্মণবালক তাঁহাকে বলিল—'যাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ, তিনিও ত মায়া হইতে হইয়াছেন।' খল জনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু

কর্ণৌ করাভ্যাং বিনিধায় দেবঃ শিষ্যৈরুপেতো দ্যুনদীং জগাম্ ।
স্নাত্বা সচেলঃ সহ শিষ্যবর্গৈরুপাগমৎ কেলিনিধিং গৃহং স্বম্ ।। ৩৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৪) কর্ণদ্বয় হস্তদ্বয়ে অবরুদ্ধ করিয়া শিষ্যগণ সহিত সুরধুনীতে গিয়াছিলেন। সচেল স্নান করিয়া শিষ্যগণের সহিত পুনরায় তিনি নিজ কেলিনিধান গৃহে আগমন করিলেন।

পঠেদ্ য ইত্থং দ্যুনদীনিমজ্জনং হরের্লভেৎ সোঽপি ক্রতোঃ ফলং নরঃ ।
হরৌ চ ভক্তিং বিমলাং স্মৃতিঞ্চ প্রাপ্নোতি শৃণ্বন্নপি তৎফলং নরঃ ।।৩৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৫) শ্রীহরির সুরধুনীজলে এই মজ্জনপ্রসঙ্গে যে জন পাঠ করিবেন—তিনিও ক্রতুফল লাভ করিবেন। এবং শ্রীহরিতে বিমলা ভক্তি ও স্মৃতি প্রাপ্ত হইবেন। আর যিনি এই লীলা শ্রবণ করিবেন, তিনিও এই প্রকার ফলই পাইবেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে দ্বিতীয়প্রক্রমে দ্যুনদীমজ্জনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

ইতি **গঙ্গামজ্জন**-নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

ততো জগাম পুর্য্যাং স শ্রীবাসাদিভিরন্বিতঃ ।
অদ্বৈতাচার্য্যবর্য্যস্য ভক্তস্য দর্শনোৎসুকঃ ।।১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অনন্তর শ্রীবাসাদি ভক্তগণ-সমভিব্যাহারে নিজভক্ত অদ্বৈতাচার্য্যবর্য্যের দর্শনোৎকণ্ঠায় প্রভু তাঁহার গৃহে গমন করিলেন।

গচ্ছন্ পথি মুহুর্গায়ন্ হরের্গীতং মুদান্বিতঃ ।
ক্বচিৎ নৃত্যতি নৃত্যদ্ভিঃ স্বজনৈঃ সহ স প্রভুঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) পথে যাইতে যাইতে তিনি আনন্দিত মনে মুহুর্মুহু হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কখনও বা নৃত্যপরায়ণ নিজভক্তের সঙ্গে তিনিও নাচিতে ছিলেন।

ততো গত্বা পপাতোর্ব্ব্যামাচার্য্যস্য সমীপতঃ ।
দণ্ডবৎ বৈষ্ণবং বিষ্ণুং মন্যমানোঽনুশিক্ষয়ন্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) তার পরে আচার্য্যসমীপে গমন করিয়া বৈষ্ণবে বিষ্ণুবুদ্ধি স্থাপনা করতঃ স্বগণকে শিক্ষা দিতে প্রভু আচার্য্যকে ভূমিতলে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায়াচায্যস্তু তৎসমীপতঃ ।
গত্বা পপাত ভূমৌ স সম্ভ্রমেণ জগদ্গুরুঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) জগদ্গুরু আচার্য্য মহাপ্রভুকে দেখিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্বক তাঁহার নিকটে গিয়া সসম্ভ্রমে প্রভুর চরণে দণ্ডবৎ, নিপতিত হইলেন।

অন্যোন্যালিঙ্গনং কৃত্বা প্রেমোৎকণ্ঠৌ বভূবতুঃ ।
কম্পাশ্রুপুলকাদ্যৈস্তু পরিপূর্ণৌ সুবিগ্রহৌ * ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তাঁহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমে ও উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইলেন। তাঁহাদের সুন্দর দেহ কম্প, অশ্রু ও পুলকাদি ভাব-কদম্বে পরিপূর্ণ হইল।

উপবিশ্য ততো দেবঃ কথাং চক্রে হরেঃ প্রিয়াম্ ।
মনোহরাং পাপহরাং মুক্তিপ্রেমফলপ্রদাম্ ।। ৬।।

---

* পরিপূর্ণাশ্রুবিগ্রহৌ ।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) তৎপরে মহাপ্রভু উপবেশন করিয়া মনোহর, পাপহর, প্রেমভক্তিপ্রদ ও প্রিয় হরিকথা বলিতে লাগিলেন।

ততোঽদ্বৈতোঽব্রবীদ্বাক্যং ভক্তির্নাস্তি কলৌ ক্ষিতৌ ।
ইতি মূঢ়া বদন্তি যে তে পশ্যন্ত্বদ্য চক্ষুষা ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তখন অদ্বৈত বলিয়া উঠিলেন—'কলিকালে পৃথিবীতে ভক্তি নাই বলিয়া যে সকল মূঢ় (পাষণ্ডী) বলিয়া থাকে, তাহারা অদ্য চক্ষুদ্বারা দেখুক দেখি!!'

তৎ শ্রুত্বা ভগবানাহ কিঞ্চিৎ প্রস্ফুরিতাধরঃ ।
ভক্তিশ্চেন্নাস্তি নৃহরেঃ কিং তদাস্তি ক্ষিতাবিহ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) এই কথায় শ্রীভগবান্‌ও প্রকম্পিতাধরে বলিতে লাগিলেন—'যদি পৃথিবীতে কলিযুগে হরিভক্তিই না থাকে, তবে আর আছে কি?

ভক্তিরেবাস্তি সংসারে সর্ব্বসারা সুখাবহা ।
সা নাস্তীতি চ যো ব্রূতে জন্ম তস্য নিরর্থকম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) সর্বসার সুখাকর ভক্তিই এই সংসারে বর্ত্তমান আছে। যে বলে, ভক্তি নাই—তাহার জন্মই নিরর্থক।

তস্মাৎ কৃষ্ণে ভক্তিরাস্তে সুপ্রসন্না সনাতনী ।
যস্য স্যাৎ কর্ম্মবন্ধশ্চ নশ্যেৎ প্রেমা হরৌ ভবেৎ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) সুতরাং যাঁহার কৃষ্ণে ভক্তি আছে এবং যাঁহার প্রতি সনাতনী ভক্তিদেবী সুপ্রসন্না হন, তাঁহার কর্মবন্ধ নাশ হয় এবং শ্রীহরিতে প্রেমও লাভ হয়।'

ততোঽবদৎ শ্রীনিবাসো দৃষ্ট্বা কঞ্চিদবৈষ্ণবম্ ।
দ্বিজং প্রস্ফুটমেবাগ্রে হরেঃ সংসদি দুঃখিতঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) এমন সময়ে কোনও অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে প্রভুর অগ্রে আগমন করিতে দেখিয়া শ্রীবাস দুঃখিতচিত্তে প্রভুর চরণে জানাইলেন—

বিঘ্নং কৃষ্ণোৎসবে কর্ত্তুং দ্বিজোঽয়ং সমুপাগতঃ ।
তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ প্রাহ নায়মত্রাগমিষ্যতি ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) 'শ্রীকৃষ্ণোৎসবে বিঘ্ন করিবার জন্য এই ব্রাহ্মণ উপস্থিত

হইল বুঝি!!' এই বাক্য-শ্রবণে প্রভু বলিলেন—'সে এখানে আসিতে পারিবে না।

নাস্ত্যত্র তব বিপ্রেন্দ্র চিন্তা কাচিৎ সুখী ভব ।
নায়াতস্তত্র বিপ্রোঽসৌ বিষ্ণুমায়াবিমোহিতঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) হে ব্রাহ্মণবর! তোমার ইহাতে চিন্তার কারণ নাই, সুখী হও।' সেই ব্রাহ্মণও কিন্তু বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত হইয়া সেইখানে আসিল না।

স্বয়ং শান্তিপুরং গত্বা দৃষ্ট্বাঽদ্বৈতমহেশ্বরম্ ।
ঐশ্বর্য্যং কথয়ন্ কৃষ্ণপূর্ণাবেশো বভূব হ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) এইরূপে মহাপ্রভু স্বয়ং শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতমহেশ্বরকে দর্শন করিলেন এবং ঐশ্বর্য্য বলিতে বলিতে কৃষ্ণাবিষ্ট হইয়া গেলেন।

ততঃ ক্রীড়াপরো ভূত্বা শ্রীবাসস্যাংসদেশকে ।
দত্বা সব্যে সব্যবাহুং বামং প্রাদাৎ গদাধরে ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তৎপরে তিনি ক্রীড়াপর হইয়া শ্রীবাসের দক্ষিণ ভুজে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া গদাধরে বাম কর দিলেন।

শ্রীরামপণ্ডিতস্যাঙ্কে দত্ত্বা পাদাম্বুজং হরিঃ ।
তৈঃ সার্দ্ধং মুমুদে শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যসন্নিধৌ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) শ্রীরাম পণ্ডিতের ক্রোড়ে পাদপদ্ম অর্পণ করিয়া গৌরহরি শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের সম্মুখে তাঁহাদের সহিত আনন্দ করিতে লাগিলেন।

তত্র ভুক্ত্বা বরান্নং স চন্দনেনানুলেপ্য চ ।
গাত্রাণি হর্ষয়ন্ লোকং জগৌ কৃষ্ণং ননর্ত্ত চ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) অদ্বৈতগৃহে উত্তম অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া তিনি চন্দনাদি অঙ্গে লেপন করিলেন। সকল লোকের আনন্দ জন্মাইয়া, পরে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করিলেন।

আচার্য্যো বুবুধে পূর্ণমাত্মানমাশিষ্য বুধঃ ।
দৃষ্ট্বা শ্রীগৌরচন্দ্রস্য প্রেমানন্দমহোৎসবম্ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্য্য নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন যে, তিনি নিজ গৃহে শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রেমানন্দ-মহোৎসব দর্শন পাইলেন।

আচার্য্যেণ সমং কৃষ্ণঃ কীর্ত্তয়ন্ স জগদ্গুরুঃ ।
ক্রীড়িত্বা দেববত্তত্র পুনরাগান্নিজালয়ম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) আচার্য্যের সহিত জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে তখন দেববৎ ক্রীড়া করিয়া পুনরায় নিজ মন্দিরে চলিয়া আসিলেন।

ততঃ সোঽধ্যাত্মতত্ত্বার্থং বক্তুমারেভ ঈশ্বরঃ ।
এক এব হরিঃ স্বামী ব্যষ্টিরূপতয়া স্থিতঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) তার পরে ঈশ্বর গৌরাঙ্গ অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন—'জগৎস্বামী একই হরি পৃথক্ পৃথক্ আধারে ব্যষ্টিরূপে বর্ত্তমান আছেন।

সংহৃতঃ স্বয়মেবৈকস্তিষ্ঠত্যাত্মা স্বয়ং প্রভুঃ ।
সর্ব্বস্যান্তর্ব্বহিঃ সাক্ষী কারণানাঞ্চ কারণম্ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) সংহারকালেও আনন্দময় আত্মা স্বয়ং একাই অবস্থান করেন—তিনি সর্বজীবের আন্তর বাহ্য অবস্থাসমূহের সাক্ষী (দ্রষ্টা) এবং সকল কারণের কারণ।'

ইতি হস্তং প্রসার্য্যাশু মুষ্টীকৃত্য স্বয়ং পুনঃ ।
করং স দর্শয়ামাস নৃত্যন্ ইব স ঈশ্বরঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) ইহা বলিয়া প্রভু একবার হস্ত প্রসারণ করিয়া পুনরায় মুষ্টিবদ্ধ করিলেন—নৃত্য করিতে করিতেই যেন সেই ঈশ্বর হস্ত প্রদর্শন করাইলেন।

পুনরূচে বচস্তত্ত্বং সত্তামাত্রস্বরূপিধম্ ।
ভাবোঽপ্যনর্থকস্তত্র সদ্রূপমবধার্য্যতাম্ ।। ২৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) পুনর্বার তিনি ভগবানের সত্তামাত্র-স্বরূপ-বিষয়ক তত্ত্বকথা বলিলেন—'জগতে উৎপত্তিশীল পদার্থনিচয়ই অনর্থরূপ, ইহারও ভিতরে নিত্য সদ্রূপেরই অবধারণ করিতে হয়।

একত্বং ব্রহ্মণোঽপি স্যাদেবং মুক্তির্ন সর্ব্বথা ।
অন্যস্য মুক্তির্ভবতি বিনা তজ্জ্ঞানকারণাৎ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) পরব্রহ্মের একত্ব (একস্বরূপত্ব) জ্ঞানেই মুক্তি হয়। কিন্তু এই জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহার বহুরূপত্ব দেখিতে গেলে কাহারও মুক্তি হইতে পারে না।

পশ্যাঙ্গুলী করস্থে মে হ্যেকা তত্র মধুপ্লুতা ।
জিহ্বয়া তাং লিহস্বদ্য তদন্যা পূয়সংপ্লুতা ।। ২৫ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) আমার হস্তের এই অঙ্গুলী দুইটিকে দেখ—তার মধ্যে একটি মধুপ্লুত করা গেল, তাহাকে তুমি বেশ লেহন করিতে পার ; কিন্তু অন্যটি যদি পূয়ে ব্যাপ্ত থাকে,

তাং দৃষ্ট্বা ঘৃণয়া চান্যং দ্রষ্টুং নোৎসহতে ক্ষণম্ ।
নির্ভেদব্রহ্মজ্ঞানাদ্ধি সর্ব্বমেব সুলক্ষণম্ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) তবে তাহার দিকে তাকাইয়া ঘৃণায় ক্ষণকালের জন্যও অন্য দিকে তাকাইতেও তোমার ইচ্ছা হয় না। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উপাধি-সহযোগে বস্তুমাত্রই ভাবান্তর আনয়ন করে।) অতএব নির্ভেদ (উপাধিরহিত) ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সকল সামঞ্জস্য হয়।

এবমেকোঽপি ভগবান্ অনাদিঃ পুরুষোঽব্যয়ঃ ।
সামগ্রীরসতো জীবো মুক্তো ভবতি নান্যথা ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) এইরূপে একই ভগবান্ অনাদি অব্যয় পুরুষ সর্বত্র সর্বথা বর্ত্তমান আছেন—এই ভাবে সামগ্রীর (বস্তুর) রসবোধ হইলেই জীব মুক্ত হইতে পারে—অন্যথা তাঁহার বহুবিধ রূপের দর্শন করিতে গেলে মতিভেদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।'

এবং বহুপ্রকারং স জ্ঞানযোগং দয়ানিধিঃ ।
উক্ত্বা তু বিররামার্য্যহৃদয়স্থপদাম্বুজঃ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) এই ভাবে দয়ালু গৌরহরি জ্ঞানযোগের বহুপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়া বিশ্রাম করিলেন। তখন আচার্য্যের হৃদয়েই তাঁহার চরণকমল বিরাজ করিতেছিল।

শ্রাবয়িত্বা ততো জ্ঞানং জ্ঞানগম্যং জগৎপতিম্ ।
কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা তৎপদাব্জং স্মৃত্বা পুলকমুদ্বহন্ ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) জ্ঞানযোগ শ্রবণ করাইয়া পরে জ্ঞানগম্য জগৎপতি কৃষ্ণের জ্ঞানে কৃষ্ণপদকমল-স্মৃতি হইলে তিনি পুলকাঞ্চিত হইলেন।

ভক্তিরেব সমুৎকৃষ্টা কৃষ্ণপ্রেমপ্রকাশিনী ।
ইত্যেবাহ সদোৎকণ্ঠো গদ্‌গদং জগদীশ্বরঃ ।। ৩০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) ‘সম্যকপ্রকারে উৎকৃষ্টা ভক্তিই কৃষ্ণপ্রেমপ্রকাশ-কারিণী’— এই তত্ত্বই জগদীশ্বর সর্বদা উৎকণ্ঠাভরে গদ্‌গদবাক্যে বলিতেন।

প্রেমাশ্রুকণ্ঠো ভগবানিদং বচনমব্রবীৎ ।
দ্রুতচিত্তো গদ্‌গদবাক্ রোদিত্যলং হসত্যপি ।। ৩১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩১) ভগবান্ প্রেমাশ্রুকণ্ঠে এই কথাই বলিলেন—“আমার ভক্তের চিত্ত দ্রুত (আর্দ্র) হইয়া, বাক্যও গদ্‌গদ হয়, তিনি ক্ষণে বহু রোদন ও ক্ষণে হাস্য করিতে থাকেন।

নৃত্যত্যলং গায়তি চ মদ্ভক্তো ভুবনত্রয়ম্ ।
পুনাতি পাতি সততং সর্ব্বাপদ্ভ্যো দিবানিশম্ ।। ৩২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩২) কখনও বা যথেচ্ছ নৃত্য করেন, গান করেন। অহো! আমার ভক্ত ত্রিভুবন পবিত্র করেন, এবং সতত সকল আপদ্ হইতে সকলকে রক্ষা করেন।”

ইত্যুক্ত্বা হৃষ্টমনসা ননর্ত্ত স্বজনৈঃ সহ ।
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরো দেবো নিজভক্তিপ্রকাশকঃ ।। ৩৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৩) এই বলিয়া স্বজনগণ সহিত নিজভক্তি-প্রকাশক শ্রীমৎ বিশ্বম্ভর দেব আনন্দিত মনে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে মহাকাব্যে দ্বিতীয়প্রক্রমে ভাবকথনং নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ইতি ভাব-কথন-নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

অথাপরদিনে তত্রাদ্বৈতাচার্য্যো মহাযশাঃ ।
নবদ্বীপে সমায়াতো দ্রষ্টুং বিশ্বম্ভরেশ্বরম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তার পর অন্য দিন অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয় ঈশ্বর বিশ্বম্ভরকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে সেই নবদীপে আসিলেন।

স্নানং কৃত্বার্চ্চয়িত্বেশং স যাবদ্‌গচ্ছতীশ্বরঃ ।
দ্রষ্টুং তাবৎ স ভগবান্ শ্রীবাসস্যাশ্রমে বসন্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) স্নান ও ভগবৎপূজাদি সমাপন করিয়া অদ্বৈত প্রভু যখন ভগবানের দর্শনে গিয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীবাসভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পুষ্পৈকং ন্যস্য দণ্ডাগ্রে প্রোবাচ সস্মিতাননঃ ।
গদাপূজা কৃতা হ্যেষা ময়া দুষ্টস্য শাসনম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) মহাপ্রভু দণ্ডাগ্রে একটি পুষ্প দিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন— 'আমি এই গদার পূজা করিলাম—আমি ইহাদ্বারা দুষ্ট লোকের শাসন করিব।

করিষ্যাম্যনয়া নিত্যং মদ্ভক্তদ্বেষিণঃ সদা ।
ভক্ত এব সদা মহ্যং প্রাণাধিক্যো ন সংশয়ঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) আমার ভক্তবিদ্বেষ্টাই দুষ্ট—তাহাকেই আমি নিত্য শাসন করিব। সদাকালের জন্য ভক্তই আমার প্রাণাধিক—ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

একোঽস্তি দুষ্টো মদ্ভক্তদ্বেষিণং কষ্ঠরোগিণম্ ।
কৃত্বা তং পুনরেবাহং পৈশাচনরকাশ্রয়ম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) এই স্থানে একজন দুষ্ট আছে। সে আমার ভক্তদ্বেষী। তাহাকে আমি কুষ্ঠরোগী করিব। পুনর্বার তাহাকে বহু যোনি পর্য্যন্ত পৈশাচ নরকে বাস করাইব।

করিষ্যাম্যচিরং কালং সত্যমেতন্ময়োদিতম্ ।
নাশয়িষ্যামি তচ্ছিষ্যান্ বিধাস্যে বিড়্ভুজানহম্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) আমি এ কথা সত্যই বলিতেছি। তাহার শিষ্যগণকেও আমি বিষ্ঠাভোজী শূকরযোনি প্রাপ্তি করাইয়া দণ্ড করিব।

বনং প্রযাতুমিচ্ছামি তদত্রৈব মহদ্বনম্ ।
ব্যাঘ্রস্য সদৃশাঃ কেচিৎ কেচিৎ পাষাণসন্নিভাঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) বনে যাইতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু এখানেই ত দেখিতেছি মহাবন উপস্থিত! কোনও কোনও মানব ব্যাঘ্র-সদৃশ, কেহ বা পাষাণতুল্য।

বৃক্ষাণাং সন্নিভাঃ কেচিৎ কেচিত্তৃণনিভা নরাঃ ।
পশূনাং সন্নিভাঃ কেচিত্তেনেদং সুমহদ্বনম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) কেহ বৃক্ষের সমান, কেহ বা তৃণের ন্যায়। আবার কেহ বা পশুতুল্য, অতএব এই জগৎই ত মহারণ্য হে!!

শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজমধুপানরতা হি যে ।
তে মনুজাঃ সমাখ্যাতাঃ সর্ব্বজীবোপকারিণঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) যাঁহারা সর্বজীবের উপকারী এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের মধুপানরত, তাঁহারাই মানব বলিয়া খ্যাত হইতে পারেন।

অদ্বৈতচার্য্যবর্য্যোঽত্র সমায়াত ইতি শ্রুতম্ ।
কথং নায়াতি যত্রাস্তে তত্র গচ্ছামহে বয়ম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) শুনিয়াছি যে, অদ্বৈত আচার্য্যবর্য্য এস্থলে সমাগত হইয়াছেন, এখনও কেন আসিতেছেন না? তিনি যথায় আছেন, আমরা তথায় যাইব।'

এতস্মিন্ সময়ে তত্রাচার্য্যঃ স্বয়মুপাগতঃ ।
উপায়নং সমাদায় তৎপাদপদ্মসেন্নিধৌ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) এই সময়ে সেইখানে অদ্বৈত আচার্য্য স্বয়ং শ্রীপ্রভুর চরণপ্রান্তে উপঢৌকনাদি সহ উপনীত হইলেন।

তদ্দত্ত্বা দণ্ডবদ্ভূমৌ নিপপাত তদা প্রভুঃ ।
করে গৃহীত্বা তং প্রাহ ত্বদর্থোঽহমিহাগতঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) দ্রব্যাদি দিয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে প্রভু তাহার হাতে ধরিয়া বলিলেন—'তোমারই জন্য আমি এই পৃথিবীতে আসিয়াছি।'

ইত্যুক্ত্বা হর্ষয়িত্বা তৎ খট্টায়াং সমুপাবিশৎ ।
আজ্ঞয়া তস্য দেবস্যাদ্বৈতাচার্য্যো ননর্ত্ত হ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) এই বলিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া খট্টার উপরে প্রভু উপবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহারই আজ্ঞায় অদ্বৈতাচার্য্য নৃত্য করিলেন।

তদ্দৃষ্ট্বা ভগবান্ প্রীতস্তং প্রাহ তব বালকাঃ ।
এতে মাং প্রার্থয়ন্ত্যেব প্রেমভক্তিং সুদুর্লভাম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) নৃত্য দেখিয়া ভগবান্ প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—' তোমার এই বালকগণ আমার নিকট সুদুর্লভা প্রেমভক্তিই প্রার্থনা করিতেছে।

দাস্যামি ত্বৎকৃতে বৎস তৎ শ্রুত্বা হর্ষসংপ্লুতঃ ।
আচার্য্যঃ প্রাহ ভগবন্ এতে তে চরণানুগাঃ ।।
কারুণ্যালয়বাৎসল্যাত্তব কিং স্যাৎ সুদুর্লভং ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) হে বৎস! তোমারই কারণে ইহাদিগকে প্রেমভক্তি দান করিব।' এই কথা শুনিয়া আনন্দভরে আচার্য্য বলিলেন—হে ভগবন্ ইহারা আপনার চরুণানুগত। হে করুণাময়! আপনার স্নেহ হইলে জগতে সুদুর্লভ আর কি থাকে?'

অথোপবিষ্টাস্তে সর্ব্বে পার্শ্বতস্তস্য চক্রিণঃ ।
জ্যোৎস্নাতত্যাং রজন্যাং চ পুনরাহ মহাভুজঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) অনন্তর তাঁহারা সকলে প্রভুর চারি পার্শ্বে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। জ্যোৎস্নাবতী রজনী—বিশালভুজ প্রভু আবার বলিতে লাগিলেন—

কমলাক্ষোঽসি মেঽতীব ভক্তস্ত্বৎকৃত এব হি ।
সমাগতোঽহং ত্বং নৃত্যগীতেন সুসুখী ভব ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) 'হে কমলাক্ষ! তুমি আমার পরম ভক্ত, তোমার জন্যই আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। এক্ষণে নৃত্যগীত করিয়া তুমি বেশ সুখী হও।'

তৎ শ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং শ্রীমৎশ্রীবাসপণ্ডিতঃ ।
উবাচ মধুরৈর্বাক্যৈর্বিনীতস্তৎপদাম্বুজে ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) ভগবানের এই বাক্যে শ্রীমৎ শ্রীবাসপণ্ডিত মধুর বাক্যে বিনীতভাবে তাঁহার পাদপদ্মে নিবেদন করিলেন—

কিং তেঽসৌ বগবদ্ভক্তঃ করুণেয়ং তব প্রভো ।
তৎ শ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধস্তং নির্ভর্ৎস্যাভ্যভাষত ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) 'উনি (অদ্বৈতাচার্য্য) কি আর তোমার ভক্ত ? হে প্রভো! ইহা ত কেবল আপনারই কৃপা।' এই কথা শুনিয়া ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করত বলিলেন—

কিমুদ্ধবস্তথাক্রুরো ভক্তো মেঽতীববৎসলঃ ।
আচার্য্যোঽয়ং ততো ন্যূনঃ কিমেবং ত্বং প্রভাষসে ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) উদ্ধব আর অক্রূর কি আমার অতিপ্রিয় ভক্ত ? আচার্য্য তাঁহাদের হইতেও ন্যূন—এ কথা তুমি কি প্রলাপ বলিতেছ হে?

কিং বা ভারতবর্ষেঽস্মিন্ আচার্য্যস্য সমোঽপরঃ ।
র্ত্ততে কোঽপি মদ্ভক্তো যস্মাদজ্ঞো দ্বিজো ভবান্ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) কিম্বা এই ভারতবর্ষে আচার্য্যের সমান আমার অপর কোনও ভক্ত আছে কি? ব্রাহ্মণ, তুমি বড়ই অজ্ঞ!'

তৎ শ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং ভীত্যা তূষ্ণীং বভূব হ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) ভগবানের এই কথা শুনিয়া তিনি ভয়ে নীরব হইয়া রহিলেন।

ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ অধ্যাত্মং ন কদাচন ।
ভবদ্ভিঃ কুত্রচিদ্বাপি বক্তব্যং যদি রোচ্যতে ।। ২৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) তারপরে ভগবান্ বলিলেন—'তোমরা কখনও কোথায়ও অধ্যাত্ম-চর্চ্চা করিও না ; যদি ইহাতে তোমাদের রুচি থাকে, তবে

তদা প্রেমা ন দাতব্যো ভবদ্ভ্যঃ সত্যমেব হি ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) তোমাদিগকে প্রেম দান করিব না—এ কথা আমি সত্যই বলিতেছি।'

তৎ শ্রুত্বা পণ্ডিতঃ প্রাহ শ্রীবাসো জগদীশ্বরম্ ।
তত্র মে বিস্মৃতির্ভূয়াদ্ যথাহং ন বদামি তৎ ।। ২৫ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) এ কথায় পণ্ডিত শ্রীবাস জগদীশ্বরকে বলিলেন—'আমি যাহাতে ঐ প্রসঙ্গ বিস্মৃত হইতে পারি এবং আর না বলি—এইরূপ বর দিন।'

মুরারিঃ প্রাহ ভগবন্নধ্যাত্মং ন বিদাম্যহম্ ।
তং প্রাহ দেবো জানাসি কমলাক্ষাৎ শ্রুতং হি তৎ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) মুরারি বলিলেন—'হে ভগবন্ ! আমি ত অধ্যাত্মচর্চা জানি না।' প্রভু তখন তাঁহাকে বলিলেন—'হাঁ, তুমিও জান, কমলাক্ষ হইতে তুমি শিখিয়াছ।'

ইতি সপদি নিশম্য দেববাক্যং প্রমুতিমনসো বভূবুরার্য্যাঃ ।
হরিহরপদপদ্মসীধুমত্তা ননৃতুরনিমিষা ইবোৎসবাঢ্যাঃ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) প্রভুর মুখনিঃসৃত বাক্য শুনিয়াই সেই সরলচিত্ত ভক্তবৃন্দ

আনন্দিতমনাঃ হইলেন। হরিহর-পাদপদ্মের মধুমত্ত তাঁহারা আনন্দোৎসবে পরিপূর্ণকাম হইয়া দেবতাবৎ নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে ষষ্ঠঃ সর্গঃ।
ইতি ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তমঃ সর্গঃ।

সিতনবাংশুকমস্তকবেষ্টনস্তরুণবিদ্রুমসন্নিভহারধৃক্ ।
বরভুজদ্যুতিরঞ্জিতকঙ্কণঃ স্ফুটনবীনসরোজকরো বভৌ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) মস্তকে শুভ্র নবীন বসনের বেষ্টন, কণ্ঠে তরুণ প্রবালের ন্যায় সুন্দর হার, বিশাল ভুজে মহাদীপ্তিশীল কঙ্কণ এবং করে স্ফুটিত নবীন কমল ধারণ করিয়া প্রভু প্রকাশ পাইতেছিলেন।

চলচেলনিবদ্ধধটাধরোঽরুণবহির্বসনোনটবেশধৃক্ ।
বরনিতম্ববিলম্বিতবাহুবরবিলম্বিনাগপতিঃ স্ফুটম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) চঞ্চল বস্তুনিবদ্ধ ধটী ধারণ করিয়াছেন—অরুণবর্ণ বহির্বাস উড়িতেছে—বেশটি ঠিক নটের তুল্য। উত্তম নিতম্বে বিলম্বিত বাহু দেখিয়া মনে হয়, যেন নিশ্চয়ই নাগপতি (সর্প) আসিয়া দুলিতেছে।

চরণপঙ্কজরঞ্জিতনূপুরো বরনখদ্যুতিরঞ্জিতশীতগুঃ ।
পদতলদ্যুতিরঞ্চিতবিদ্রুমো দ্রুতসুবর্ণরুচিঃ শনকৈর্ব্রজন্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) শ্রীচরণপদ্মে নুপূর শোভিত হইয়াছে—অত্যুজ্জ্বল নখকান্তিতে চন্দ্রও রঞ্জিত হইতেছে। পদতলের দ্যুতিমালায় বিদ্রুম (কিসলয়) রঞ্জিত হয়—গলিতসুবর্ণকান্তি সেই প্রভু ধীরে ধীরে গমন করিয়া

পরিননর্ত্ত লসন্মুখপঙ্কজো নিজজনৈর্নিজনামপরায়ণৈঃ ।
মধুরিপোর্মধুগীতসুগায়নৈঃ সুরগণৈর্দিবি দেবপতির্যথা ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) নৃত্য করিতে লাগিলেন—তৎকালে তাঁহার মুখপদ্মের অত্যুজ্জ্বল কান্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। আকাশে ইন্দ্র যেরূপ মুরারির মধুর সঙ্গীতগায়ক দেবগণে বেষ্টিত হইয়া নৃত্য করেন—তদ্রূপ মহাপ্রভুও নিজনামপরায়ণ নিজ ভক্তজনে বেষ্টিত হইয়া নৃত্য করিতেছেন।

করযুগাহতসাধুসুমন্দিরা-রবসুধা বসুধাতলবাসিনাম্ ।
মুদমধাৎ কলকণ্ঠরবান্বিতা সুমনসামনিশং কমলাপতেঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) (রমণীদের) কলকণ্ঠ রবে মিশ্রিত হস্তদ্বয়ে আহত সুন্দর মন্দিরার অত্যুত্তম রবসুধা পৃথিবীবাসী জনগণের, স্বর্গে দেবগণের এবং স্বয়ং লক্ষ্মীপতিরও দিবানিশি আনন্দ দান করিতেছিল।

উপবিশন্নবকম্বলসম্বৃতে হরিহরোঽত্র বিচিত্রো ররাম ।
সুরগৃহে নিজলোকসমাবৃতে বরদ আববৃধে নিজতেজসা ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) দেবমন্দিরে নিজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নবীন কম্বলে সমাবৃত আসনে উপবিষ্ট বিচিত্র হরিহর বিরাজ করিলেন—প্রভু তখন বরোন্মুখ হইয়া নিজ তেজোরাশি অধিকতর প্রকট করিলেন।

ততঃ প্রোবাচ শ্রীবাসং মধুরং মধুসূদনঃ ।
শ্রী ভক্তিরস্যা বাসস্ত্বমতঃ শ্রীবাস উচ্যতে ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তৎপরে প্রভু শ্রীবাসকে মধুর স্বরে বলিলেন—(শ্রীবাস নামের ব্যুৎপত্তি করিতেছেন। শ্রী-শব্দে ভক্তিকে বুঝায়। তুমি ভক্তির আবাস বলিয়া তুমি শ্রীবাস নামে কথিত হইয়াছ।

গোপীনাথমিদং প্রাহ ত্বং মে দাস ইতি স্মৃতং ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) গোপীনাথকে বলিলেন—'তুমি আমার দাস', মনে হয় কি?

ততঃ প্রোবাচ করুণো মুরারিং তাং পঠ স্বয়ম্ ।
কবিতাং ভবতঃ শ্রুত্বা স পপাঠ শুভাক্ষরম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) অনন্তর করুণা করিয়া মুরারিকে বলিলেন—'তোমার রচিত সেই কবিতাটি পাঠ করত ত।' মুরারি তাহা শুনিয়া সুললিত পদাবলীযুক্ত শ্রীরামাষ্টক পাঠ করিলেন।

অথাষ্টকম্

রাজৎকিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশমুদ্যদ্বৃহস্পতিকবিপ্রতিমে বহন্তং ।
দ্বে কুণ্ডলেঽঙ্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং রামংজগত্রয়গুরুং
সততং ভজামি ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) যাঁহার দীপ্তিশীল কিরীটস্থ মণির কিরণমালা-সম্পাতে দশ

দিক্ আলোকিত হইয়াছে—যাঁহার কর্ণদ্বয়ে ধৃত উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বয় দেখিয়া মনে হয়, যেন বৃহস্পতি ও শুক্রগ্রহের উদয় হইয়াছে—যাঁহার বদন নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমার ন্যায় পরম সুন্দর—সেই ত্রিজগদ্‌গুরু রামচন্দ্রকেই সতত ভজন করি।

উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জনেত্রং সুবিম্বদশনচ্ছদচারুনাসম্ ।
শুভ্রাংশুরশ্মিপরিনির্জ্জিতচারুহাসং রামং জগত্রয়গুরুং সততং
ভজামি ।।১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) উদীয়মান সূর্য্যের কিরণমালায় সদ্যঃপ্রকাশিত পদ্মের ন্যায় অতি সুন্দর যাঁহার নেত্রদ্বয়—যাঁহার অধর বিম্বফলের ন্যায় সুন্দর এবং নাসিকা সুচারু—যাঁহার মনোহর হাস্যে চন্দ্রকিরণও পরাজিত হয়—সেই জগত্রয়-গুরু রামচন্দ্রকেই সতত ভজন করি।

তং কম্বুকণ্ঠমজমম্বুজতুল্যরূপং মুক্তাবলীকনকহারধৃতং বিভান্তম্ ।
বিদ্যুদ্বলাকগণসংযুতমম্বুদং বা রামং জগত্রয়গুরুং সততং
ভজামি ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) যাঁহার কণ্ঠ শঙ্খবৎ রেখাত্রয়-শোভিত, যিনি অজ এবং নীলপদ্মের তুল্য আভাধারী, যিনি মুক্তবালী ও সুবর্ণহার ধারণ করিয়া প্রকাশমান হইতেছেন, যাঁহাকে দেখিয়া মনে হয়, যেন বিদ্যুৎ ও বলাকা (বকপঙ্ক্তি) সমন্বিত মেঘই হইবে—সেই জগত্রয়গুরু শ্রীরামচন্দ্রকেই সতত ভজন করি।

উত্তানহস্ততলসংস্থসহস্রপত্রং পঞ্চচ্ছদাধিকশতং প্রবারাঙ্গুলীভিঃ ।
কুর্ব্বত্যশীতকনকদ্যুতি যস্য সীতা পা র্শ্বেঽস্তি তং রঘুবরং সততং ভজামি ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) যাঁহার উত্তোলিত হস্তস্থিত সহস্রদল (পদ্মটি)ও স্বীয় অত্যুত্তম অঙ্গুলিপঞ্চমে সহিত মিলিয়া পঞ্চাধিক শতদলের প্রতীতি করাইতেছে এবং উহাকে উত্তপ্ত সুবর্ণের কান্তি ধারণ করাইয়াছে, সেই সীতাদেবী যাঁহার বাম পার্শ্বে বিরাজিতা আছেন—সেই রঘুবরকেই আমি সতত ভজনা করিতেছি।

অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো বরভূষণাঢ্যঃ ।
শেষাখ্যধামবরলক্ষ্মণ নাম যস্য রামং জগত্রয়গুরুং
সততং ভজামি ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) যাঁহার সম্মুখে—ধনুর্ধারীদের অগ্রগণ্য, সুবর্ণের ন্যায়

উজ্জ্বলদেহ, জ্যেষ্ঠের অনুকূল সেবায় নিরত, উজ্জ্বল অলঙ্কারে ভূষিত, 'শেষ'নামক বিগ্রহ, শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণনামক মহাপুরুষ বিরাজমান আছেন—সেই জগত্রয়গুরু রামচন্দ্রকে সতত ভজন করি।

যো রাঘবেন্দ্রকুলসিন্ধুসুধাংশুরূপো মারীচরাক্ষসসুবাহুমুখান্নিহত্য ।
যজ্ঞং ররক্ষ কুশিকান্বয়পুণ্যরাশিং রামং জগত্রয়গুরুং
সততং ভজামি ।।১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) যিনি রঘুবংশরূপ সমুদ্রের চন্দ্রমা-স্বরূপ, যিনি মারীচ ও সুবাহু প্রভৃতি রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিয়া বিশ্বামিত্রের পুণ্যপুঞ্জসদৃশ যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছেন—সেই জগত্রয়ের গুরু শ্রীরামচন্দ্রকেই সতত ভজনা করি।

হত্বা খরত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধং শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা ।
সুগ্রীবমৈত্রমকরোদ্বিনিহত্য শত্রুং তং রাঘবং দশমুখান্তকরং ভজামি ।।১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) যিনি সবান্ধবে খর ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসদ্বয়কে ও কবন্ধনামক নিশাচরকে নিহত করিয়া দণ্ডকারণ্যকে অদূষণ অর্থাৎ দূষণ রাক্ষস হইতে রক্ষা করিয়াছেন—যিনি বালিবধ করিয়া সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন—সেই রাবণান্তক রাঘবকেই নিয়ত ভজন করি।

ভঙ্ক্ত্বা পিনাকমকরোজ্জনকাত্মজায়া বৈবাহিকোৎসববিধিং পথি ভার্গবেন্দ্রম্ ।
জিত্বা পিতুর্মুদমুবাহ ককুৎস্থবর্য্যং রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) যিনি হরধনু ভঙ্গ করিয়া জনকদুহিতা সীতাদেবীর পাণিগ্রহণরূপ উৎসবাদি করিয়াছেন এবং পথিমধ্যে পরশুরামকেও জয় করিয়া পিতা দশরথের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন—সেই ককুৎস্থকুলমণি জগত্রয়গুরু রামচন্দ্রকেই নিরন্তর ভজন করি।

ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহ-শ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ ।
বৈদ্যস্য মূর্দ্ধিন বিনিধায় লিলেখ ভালে ত্বং "রামদাস"
ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদাৎ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মুরারির মুখে রঘুনন্দন রাজসিংহ শ্রীরামচন্দ্রের এই শ্লোকাষ্টক শ্রবণ করিয়া বৈদ্য মুরারি মস্তকে স্বচরণ অর্পণ করিয়া তাঁহার ললাটে 'রামদাস' লিখিলেন এবং বলিলেন, 'তুমি আমার প্রসাদে রামদাস হও।'

অপঠদ্ভগবানেকং শ্লোকং তৎ শৃণু মে দ্বিজ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তৎপরে ভগবান্ একটি শ্লোক পাঠ করিলেন—হে শ্রীনিবাস দ্বিজ! আমার মুখে সেইটি শ্রবণ করুন।

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) "হে উদ্ধব! যোগ, সাংখ্য কিম্বা বেদপাঠ, তপস্যা বা ত্যাগবৈরাগ্যে আমার সাধন হয় না, কিন্তু পরমবলবতী ভক্তিই আমাকে সর্বথা বশীভূত করে।"

পঠিত্বেদং পুনঃ প্রাহ সর্ব্বাংস্তত্র সমাগতান্ ।
ভবদ্ভিরেষ কর্ত্তব্যং শ্রীবাসস্য বিচারণে ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) এই শ্লোক পাঠ করিয়া প্রভু পুনরায় তত্রত্য সমাগত ভক্তগণকে বলিলেন—'তোমরা সকলে শ্রীবাসের বুদ্ধি অনুসারে নিয়ত কার্য্য করিবে।

যৎ স্যাত্তদেব নিত্যং বঃ কুশলঃ তদ্ভবিষ্যতি ।
শ্রীরাম পণ্ডিত জ্যেষ্ঠভ্রাতৃসেবা মদর্চ্চনাঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) তাহাতেই তোমাদের কুশল হইবে।' হে শ্রীরাম পণ্ডিত! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা আমারই অর্চনা—এই বুদ্ধি

ইতি বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য কুরু শ্রীবাসসেবনম্ ।
তেন তে সকলং ভদ্রং সদা নিত্যং ভবিষ্যতি ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) বিনিশ্চয় করিয়া শ্রীবাসের সেবা কর, তাহাতেই নিত্য তোমার সর্বথা কুশল হইবে।'

ইত্যুক্ত্বা হর্ষয়ন্ লোকান্ রেমে প্রণতবৎসলঃ ।
ভক্তবৎসলতাং তস্য দৃষ্ট্বা সর্ব্বে সুখং যযুঃ ।। ২৪ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) এই বলিয়া প্রণতবৎসল প্রভু সকলকেই আনন্দ দান করিয়া বিরাজ করিলেন। তাঁহার ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া সকলেই সুখী হইলেন।

শ্রীবাসেনার্পিতং দুগ্ধং পূগং মাল্যং সধূপকম্ ।
বুভুজে ভগবাংস্তত্র শেষান্ ভৃত্যায় দত্তবান্ ।। ২৫ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) শ্রীবাস কর্ত্তৃক উপহৃত দুগ্ধ, তাম্বুলগুবাকাদি প্রভু অঙ্গীকার করিলেন। তাঁহার নিবেদিত মাল্য ধূপাদিও উপভোগ করিয়া ভক্তগণে অবশিষ্ট দান করিলেন।

শ্রীবাসভ্রাতৃতনয়াভর্ত্তৃকা মধুরদ্যুতিঃ।
প্রাপ্য হরেঃ প্রসাদঞ্চ রৌতি নারায়ণী শুভা ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) শ্রীবাসের ভ্রাতৃদুহিতা অভর্ত্তৃকা মধুরকান্তিমতী কল্যাণীয়া নারায়ণী হরির প্রসাদ পাইয়া আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

ইতি সকলনিশাং নিনায় দেবো নিজজনমনসাং মুদে মুরারিঃ ।
ক্ষণমিব মহদ্বৎসরেণ মেনেঽনবরতং সুখমাপুরার্য্যবর্য্যাঃ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) নিজ ভক্তগণের চিত্তবিনোদনে এইভাবে সকল রাত্রি অতিবাহিত করিয়া সেই মহাপ্রভু একটি মহাবৎসরকেও ক্ষণবৎ মনে করিলেন। ভক্তবর্য্যগণও প্রভুর সঙ্গে অনবরত সুখই আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে ভক্তানুগ্রহো নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ।
ইতি ভক্তানুগ্রহ-নামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টমঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রভাতে বিমলে নত্বা তং পুরুষর্ষভম্ ।
গত্বা নিজাশ্রমং সর্ব্বে স্নাত্বা দেবার্চ্চনাদিকম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তার পরদিন বিমল প্রভাতে সেই মহাপুরুষকে দর্শন করিয়া তাঁহারা সকলে স্নান, দেবার্চনাদি

কৃত্বা ভুক্ত্বা যথান্যায়মাজেগ্মুস্তৎপদাম্বুজম্ ।
তান্ দৃষ্ট্বা হর্ষসংপূর্ণো ভগবান্ মধুসূদনঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) ও ভোজন সমাপন করিয়া নিয়মিত সময়ে তাঁহার পাদপদ্ম-সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভগবান মধুসূদন তাঁহাদিগকে দেখিয়া হর্ষপূর্ণ হইলেন

ততঃ প্রোবাচ ভগবানবধূতঃ সমাগতঃ ।
নিত্যানন্দ ইতি খ্যাতো মহাত্মা তং সমানয় ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) এবং বলিলেন—'নিত্যানন্দ' নামে খ্যাত মহাত্মা ভগবান্ অবধূতবেশে এ স্থানে আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনাপূর্বক আনয়ন কর।

হে রাম ত্বং মুরারে চ নারায়ণমুকুন্দকৌ ।
গচ্ছধ্বং সত্বরা যূয়ং যত্রাস্তে স মহামতিঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) হে রাম, হে মুরারি, নারায়ণ, হে মুকুন্দ, তোমরা শীঘ্রই যেখানে সেই মহাত্মা বিরাজ করিতেছেন—সেখানে যাও।''

ততস্তদাজ্ঞয়া সর্ব্বে দক্ষিণে গ্রামসন্নিধৌ ।
বিচার্য্য তং ন দৃষ্ট্বা তে সমায়ুস্তত্র সন্নিধিম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তাঁহার আজ্ঞানুসারে সকলে গ্রামের দক্ষিণে গিয়া অনুসন্ধান করত তাঁহাকে না দেখিয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন।

তে নত্বা তং সুরশ্রেষ্ঠং প্রোচুর্নাস্মাভিরদ্য সঃ ।
দৃষ্ট ইত্যব্রবীত্তাংশ্চ পুনর্গচ্ছত সাম্প্রতম্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা বলিলেন—'অদ্য আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।' তাঁহাদিগকে প্রভু বলিলেন—'আচ্ছা, এক্ষণে যাও,

স্বাশ্রমে স চ দ্রষ্টব্যঃ সায়াহ্নে স মহামনাঃ ।
তৎ শ্রুত্বা তে যথাস্থানং যযুর্হৃষ্টা কৃতাহ্নিকাঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) সায়ংকালে নিজের আশ্রমেই সেই মহাত্মাকে দেখিতে পাইবে।' প্রভুর বাক্যে তাঁহারা আনন্দমনে আহ্নিকাদি করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন।

ততঃ সায়াহ্নে বেলায়াং পথি গচ্ছন্ জগদ্গুরুঃ ।
মুরারিং প্রাহ দৃষ্ট্বা তমাগচ্ছ তত্র যত্র সঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) তৎপরে সায়ংকালে জগদ্গুরু পথে যাইতে যাইতে মুরারিকে দেখিয়া বলিলেন, চল, যেখানে সেই অবধূতবর

সমায়াতো মুনিশ্রেষ্ঠো নন্দনাচার্য্যবেশ্মনি ।
তত্রাহমপি গচ্ছামি দ্রষ্টুং তং পুরুষর্ষভম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) আসিয়াছেন, সেই নন্দনাচার্য্য-মন্দিরে আমিও সেই পুরুষপ্রবরকে দেখিতে যাইব।'

স-মুরারিস্ততো দেবো ভক্তবর্গসমন্বিতঃ ।
প্রেমানন্দরসে মগ্নো নন্দনাচার্য্যসদ্গৃহে ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) মুরারি ও ভক্তবর্গ সমভিব্যাহারে প্রভু প্রেমানন্দরসে মগ্ন হইয়া নন্দনাচার্য্যের সুন্দর গৃহে

গত্বা-দদর্শ তং দেবং নিত্যানন্দং সুখোষিতম্ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) গিয়া দেখিলেন যে, নিত্যানন্দ প্রভু সুখে বসিয়া আছেন।

ততঃ প্রণম্য তং ভক্ত্যা ভগবান্মমুরাক্ষরম্ ।
হরিসংকীর্ত্তনং কৃত্বা ননর্ত্ত ললিতং মুদা ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) অনন্তর ভগবান্ তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া মধুর স্বরে হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং আনন্দে মধুর নৃত্য করিলেন।

ততো ননর্ত্ত তমনু নিত্যানন্দো মহাযশাঃ ।
হুঙ্কারহাস্যসংপূর্ণঃ পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাযশস্বী নিত্যানন্দও নৃত্য করিলেন। হুঙ্কার ও হাস্যে তাঁহার বদন পরিপূর্ণ হইল এবং পুলকে সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

নৃত্যাবসানে দেবস্তু তৎপাদরজসা পুনঃ ।
ভৃত্যস্য মস্তকং পূতমকরোৎ কমলাপতিঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) নৃত্যশেষে প্রভু লক্ষ্মীপতি নিত্যানন্দের পদরজঃ মাখাইয়া সকল দাসের মস্তক পবিত্র করিলেন।

ততঃ প্রতস্থে স্বগৃহং কথয়ন্ তৎকথাঃ শুভাঃ ।
অহো মহাত্মা কথয়ত্যয়ং কৃষ্ণশুভাকরম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তৎপরে প্রভু নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে কল্যাণময় নিত্যানন্দ-কথাই বলিতে লাগিলেন—'অহো! এই মহাত্মা বলিতেছেন যে, লোকের আগে কৃষ্ণবিষয়ক মঙ্গলময়

আদৌ জ্ঞানং ভবেৎ পংসঃ ততো ভক্তির্হরৌ ভবেৎ ।
ততো বিরক্তির্ভোগেষু ভবেদেব ক্রমাদিহ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) জ্ঞান হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে হরিভক্তি এবং সর্ব্বভোগে বিরক্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।'

ইত্যুক্ত্বা পথি দেবেশো জগাম নিজমন্দিরম্ ।
কথয়ামাস তৎ সর্ব্বং স্বমাতুশ্চরণান্তিকে ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) পথে এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু নিজ মন্দিরে গমন করিলেন এবং এই সব ব্যাপার নিজ জননীর চরণপ্রান্তে নিবেদন করিলেন।

অথাপরদিনে প্রাপ্তে নিত্যানন্দায় ধীমতে ।
ভিক্ষাং দদৌ চন্দনেন কৃত্বা সর্ব্বাঙ্গলেপনম্ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) অন্য একদিন নিত্যানন্দ প্রভুকে নিজগৃহে ভিক্ষা দিয়া চন্দনদ্বারা সর্বাঙ্গ লেপন করিলেন।

মাল্যমর্ঘ্যঞ্চ নৈবেদ্যং দত্ত্বা পূজাং চকার চ ।
এবং সংপূজিতস্তেন নিত্যানন্দমহাপ্রভুঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) এবং মাল্য ও অর্ঘ্যাদি নিবেদন করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু এইরূপে সংপূজিত হইয়া সেই দিন

তত্র স্থিত্বা পরদিনে শ্রীবাসস্যাশ্রমং যযৌ ।
অবধূতং স ভিক্ষার্থং নিমন্ত্রণমথাকরোৎ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) সেই স্থলে অবস্থান করত পরদিনে শ্রীবাসমন্দিরে গমন করিলেন। শ্রীবাস অবধুতকে ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন

তং পণ্ডিতঃ প্রণয়েন ভিক্ষাং সুসংস্কৃতাং দদৌ ।
ততো ভুক্ত্বা বরান্নং স শ্রদ্ধয়া পাবনং মহৎ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) শ্রীবাস পন্ডিত প্রণয়ভরে সুসংস্কৃত অন্নাদি ভিক্ষা দিলেন। শ্রীপ্রভুও শ্রদ্ধার সহিত অত্যুত্তম মহাপাবন অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া

স্থিতস্তত্রৈব ভগবানাগতস্তৎক্ষণেন তু ।
দেবালয়ে শুভে দেব উপবিশ্য বরাসনে ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) সেই ভবনেই বিশ্রাম করিলেন। তৎক্ষণাৎ ভগবান্ গৌরহরি আসিয়া শুভ দেবালয়ে উত্তমাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

পূর্ব্বলীলামনুস্মৃত্য প্রিয়াং মধুরয়া গিরা ।
উবাচ পশ্য মাং ত্বং হি মদর্থং কৃতবান্ শ্রমম্ ।। ২৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) তৎপরে তিনি প্রিয় পূর্বলীলা অনুস্মরণ করত মধুর বাক্যে নিত্যানন্দকে বলিলেন—'তুমি আমার জন্য বহু শ্রম স্বীকার করিয়াছ, অতএব আমাকে দেখ।'

অবধূতো মনোবাচং শ্রুত্বা তস্য মহাত্মনঃ ।
অবলোক্য চ তং ভক্ত্যা বিশেষং নাববুধ্যত ।। ২৪ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) অবধূত সেই মহাত্মার মনের কথা (ইঙ্গিত) শুনিয়া ভক্তিভরে তাঁহার দিকে নিরীক্ষণ করিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ কিছুই বুঝিলেন না।

তজ্জ্ঞাত্বা ভগবান্ সর্ব্বান্ বৈষ্ণবান্ প্রাহ গচ্ছত ।
যূয়ং গৃহাদ্বহিঃ সর্ব্বে ততস্তে নির্যযুর্গৃহাৎ ।। ২৫ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) ইহা বুঝিয়া ভগবান্ তত্রত্য সকল বৈষ্ণবকেই গৃহ হইতে বহির্দেশে গমন জন্য আদেশ করিলে তাঁহারা গৃহ হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

ততঃ সংদর্শয়ামাস নিত্যানন্দায় স প্রভুঃ ।
স্ববৈভবং স্বমাধুর্য্যং কৌতুকায়াখিলেশ্বরঃ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) তাহার পরে সেই সর্বাধীশ্বর প্রভু নিত্যানন্দকে নিজের ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্যাদি সকল কৌতুকভরে দেখাইলেন।

স দদর্শ ততো রূপং কৃষ্ণস্য ষড়্ভুজং মহৎ ।
ক্ষণাচ্চতুর্ভুজং রূপং দ্বিভুজশ্চ ততঃ ক্ষণাৎ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) তার পরে তিনি প্রথমতঃ কৃষ্ণের (গৌরের) ষড়্ভুজ রূপ, ক্ষণকাল পরে চতুর্ভুজ রূপ ও তার পরে আবার দ্বিভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন।

অত্যদ্ভুতং ততো দৃষ্ট্বা হর্ষেণ বিস্ময়েন চ।
জহাস চ পুনর্দ্ধীমান্ননর্ত্ত চ মুদা সকৃৎ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) অত্যদ্ভুত ঐ রূপ দর্শন করিয়া তিনি হর্ষে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ হাসিতে লাগিলেন এবং আনন্দে বুদ্ধিমান্ সেই প্রভু মুহুর্মুহু নৃত্য করিলেন।

দেবাজ্ঞয়া নাকথয়দ্রোমাঞ্চিততনুর্ভৃশম্ ।
বৃন্দাবনবিনোদী তু ভ্রাতা মে ত্বং প্রহর্ষিতঃ ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিতবপু হইলেও কিন্তু প্রভুর আজ্ঞায় তিনি কাহাকেও রহস্যকথা ব্যক্ত করিলেন না যে, 'তুমি ত আমার সেই বৃন্দাবনবিনোদী আনন্দময় ভ্রাত কৃষ্ণই।'

ইতি যঃ শৃণোতি নৃহরেশ্চরিতং সকলং স যজ্ঞফলমেব লভেৎ ।
রমতে মুকুন্দচরণাম্বুরুহে হরিনাম তস্য নিয়তং স্ফুরতি ।। ৩০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) গৌরহরির এই লীলাকাহিনী যিনি শ্রবণ করেন, সকল যজ্ঞফলই তিনি লাভ করিবেন এবং তিনি মুকুন্দের চরণপদ্মে রতি লাভ করিবেন ও তাঁহার জিহ্বায় নিরন্তর হরিনাম স্ফুরিত হইবে।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমেঽবধূতানুগ্রহো নামাষ্টমঃ সর্গঃ!
ইতি **অবধূতানুগ্রহ**-নামক অষ্টম সর্গ।

নবমঃ সর্গঃ।

শ্রুত্বা কথামতিতরাং মুদিতো মহাত্মা দাদোদরঃ পুনরুবাচ মুরারিবৈদ্যম্।
অত্যদ্ভুতং বদ বিভোর্বপুষঃ স্বরূপং স্বপ্নেন দৃষ্টমপি যৎ পুরুষোত্তমেন ।।১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) এই কথা শুনিয়া মহাত্মা দামোদর সাতিশয় আনন্দিত হইয়া পুনরায় মুরারি গুপ্তকে বলিলেন,—'মহাপ্রভু স্বপ্নে যে প্রভু (কৃষ্ণের) অত্যদ্ভুত স্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন—তাহার আখ্যানটি বল দেখি।

তং প্রাহ পুণ্যচরিতং স পুনর্মুরারিঃ কৃষ্ণস্য শুদ্ধমনসাং মহদুৎসবায় ।
কৃষ্ণস্বরূপমখিলাম্বরভূষণাঢ্যং স্বপ্নে দদর্শ পুনরেষ নবীনকৃষ্ণঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) মুরারি পুনরায় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া, পবিত্রমনা লোকগণের আনন্দ-মহোৎসবের নিমিত্ত কৃষ্ণের পুণ্যচরিত্র বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আবার একদিন এই নবীন কৃষ্ণ মহাপ্রভু স্বপ্নে বিবিধ বস্ত্রভূষণে শোভিতদেহ কৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন করিলেন।

রাত্রৌ রুরোদ ভগবানতিবিহবলং সা বীক্ষ্যাতিবিস্মিতমুখী তনয়ং বভাষে।
তাত ত্বমদ্য কিমলং স্বপরত্বমেষি শ্রুত্বা ক্ষণাদ্ধৃতিমুবাহ শচীং বভাষে।।৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) রাত্রিকালে ভগবান্ অতিবিহ্বল হইয়া রোদন করিতেছিলেন—শচীদেবী পুত্রের অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুত্রকে

জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস! কেন তুমি অদ্য এত বিহ্বল হইতেছ?' শুনিয়া প্রভু ক্ষণকাল ধৈর্য্য ধারণপূর্বক শচীকে বলিলেন—

স্বপ্নে ময়াদ্য নবনীরদতুল্যকান্তির্ম্যয়ুরপিচ্ছ-বরহাটক-কঙ্কণাঢ্যঃ ।
বালো ললাটবিলসৎকুটিলালকশ্চ বংশীকরো রবিকরোজ্জ্বলপীতবস্ত্রঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) 'অদ্য স্বপ্নে আমি এক নবীননীরদতুল্যকান্তিবিশিষ্ট বালককে দেখিয়াছি—মস্তকে তাঁহার ময়ূরপিচ্ছ, গাত্রে অত্যুত্তম স্বর্ণকঙ্কণ প্রভৃতি—কুটিল (কুঞ্চিত) অলকাবলী ললাটদেশে শোভা পাইতেছে—হস্তে বংশী এবং পরিধানে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবস্ত্র।

দৃষ্টো.তিবিহবলতয়াঽশ্রুভিরাবৃতাঙ্গো রোদিম্যনন্তরমনন্তসুখং মমাভূৎ ।
শ্রুত্বা শচীসুতমুখাদ্বচনামৃতং সা হর্ষান্বিতা স্মিতমুখী সুমুখী বভূব ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া অবধি অতিবিহ্বল হইয়া আমি অশ্রুধারাব্যাপ্ত হইতেছি—তৎপরে আমার প্রচুরতর সুখও হইয়াছে।' পুত্রের মুখের এই বাক্যামৃত কর্ণপুটে পান করিয়া, সেই শচী হর্ষভরে হাস্য করিলেন এবং তাঁহার মুখে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল।

বিশ্বম্ভেরোঽতিপুলকাবলিরঞ্জিতাঙ্গঃ প্রেমাশ্রুবারিধিমুরাহ বিলোচনাভ্যাং।
কালেন তাবদচিরেণ সমাগতোঽসৌ শ্রীবাসবেশ্মনি শুভে শুশুভে চ পূতে।।৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) বিশ্বম্ভর অত্যুচ্চ পুলকাবলিতে ব্যাপ্তদেহ হইলেন—নয়নদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রুধারাপাতে যেন দুইটি প্রেমাশ্রু সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছে। শীঘ্রই আবার তিনি পূত ও সুন্দর শ্রীবাস-মন্দিরে সমগত হইলেন।

তত্রৈব সর্ব্বভুবনৈকসুখাভিলাষী প্রেমাশ্রুপূর্ণবদনঃ শুশুভেবধৃতঃ ।
দৃষ্ট্বা হরেরতিতরাং ভুবি দুর্লভাঙ্গং তেজোময়ং কমলনেত্রমুদারবেশং ।।৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) সেই স্থলেই কিন্তু সর্বজগতের সুখমাত্রাভিলাষী অবধূত নিত্যানন্দ প্রেমাশ্রুপূর্ণ বদনে শোভা করিতেছিলেন। তিনি শ্রীগৌরহরির তেজোময়, পদ্মপলাশনয়ন, উদারবেশধারী ও পৃথিবীর পক্ষে মহাদুর্লভ রূপের দর্শন করিলেন।

কক্ষে গদাবররথাঙ্গবরং দধানং বামে সুবেণুবরশার্ঙ্গসহস্রপত্রম্ ।
প্রধ্মাতকঞ্চনরুচিং বরকৌস্তুভাঢ্যং দিব্যস্ফুরন্মকরকুণ্ডলগণ্ডযুগ্মম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) গৌরাঙ্গ দক্ষিণ করত্রয়ে গদাবর, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করিয়াছেন এবং বাম করত্রয়ে মোহন বেণুবর, ধনু ও পদ্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

তপ্ত কাঞ্চনের কান্তি-হৃদয়ে অত্যুজ্জ্বল কৌস্তুভাদি এবং গণ্ডদ্বয়ে দিব্য মকর-কুণ্ডলদ্বয় শোভা করিতেছে।

ভালোল্লসন্মণিবরং বরকণ্ঠসংস্থনীলাম্বুজাভরণমারকতাক্ষহারম্ ।
রৌপ্যোপক্লিপ্তসিতহারবিরাজমানং সূর্য্যাংশুগৌরবসনং বিবশো বভূব ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) তাঁহার ললাটে অত্যুজ্জ্বল মণিবর, সুন্দর কণ্ঠতটে নীল পদ্ম ও মালা এবং মরকতমণিখচিত হার শোভা করিতেছে। তিনি রৌপ্যনির্মিত শুভ্র হারাবলি ধারণ করিয়াছেন এবং সূর্য্যকিরণবৎ গৌর বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন—এই ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া অবধূত বিবশ হইলেন।

দৃষ্ট্বা পুনর্ম্মুরলিকাবরণাঙ্গহীনং রূপং তথৈব বরবাহুচতুষ্টয়ং সঃ ।
হর্ষাপ্লুতঃ ক্ষণমথ দ্বিভুজং দদর্শ লোকানুরূপচরিতং চ ততো জহাস ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) পুনরায় মুরলিকা ও আবরণ (ঢাল অর্থাৎ ধনু) হীন অত্যুত্তম বাহুচতুষ্টয়ধারী রূপ দর্শনে আনন্দিত হইলেন। পরক্ষণেই আবার লোকানুরূপ চরিত্রপ্রকটনে দ্বিভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ হাস্য করিলেন।

এবং হরেরতিতরাং দিবি দুর্ল্লভং যৎ দৃষ্ট্বা স্বরূপমচিরেণ ননর্ত্ত সোঽপি।
আলিঙ্গ্য তত্র স্বজনান্নবতোয়রাশৌ মগ্নো বভূব নিতরামবধূতদেবঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) এই ভাবে দেবলোকেও দুর্লভ শ্রীহরির এই মহাসুন্দর স্বরূপ দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই অবধূতমণিও নৃত্য করিতে লাগিলেন। নিজ ভক্তগণকে আলিঙ্গন করতঃ তিনি রসসমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন।

অট্টাট্টহাসবরশোভিতগণ্ডযুগ্মো বারুণ্যপানমদশোভিতরলোচনশ্রীঃ ।
নীলাম্বরো মুষলাঙ্গলবেত্রধারী কৃষ্ণাগ্রজো জয়তি গৌররসেন পূর্ণঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) অট্ট অট্ট হাস্যভরে তাঁহার গণ্ডদ্বয় উল্লসিত হইল—মদিরাপানভরে যেন নয়নযুগলের অধিকতর সৌন্দর্য্য দেখা দিল। পরিধানে নীল বসন, হস্তে মুষল, লাঙ্গল ও বেত্র—এই ভাবে কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম অদ্য গৌররসে পরিপূর্ণ হইয়া বিজয় করিলেন।

শ্রীবাসরামৌ চ ভিষঙ্মুরারিং নারায়ণং প্রাহ প্রভুর্ব্রজস্ব।
অদ্বৈতবাট্যামবধূত এষ গমিষ্যতি জ্ঞাপয়িতুং দ্বিজেন্দ্রম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) তদনন্তর প্রভু শ্রীবাস, শ্রীরাম, নারায়ণ এবং মুরারিকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা অদ্বৈতমন্দিরে যাও ত, এই অবধূত তথায় দ্বিজেন্দ্র অদ্বৈতকে সমাচার দিতে যাইবেন।"

ইত্থং সমাকর্ণ্য হরেগিরস্তে জগ্মুর্মুদাদ্বৈতপদারবিন্দম্ ।
গত্বা প্রণেমুর্দ্যুনদীতটে শুভে আজ্ঞাং হরেরাহুরনন্তপুণ্যাম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) শ্রীহরির এই কথা শুনিয়া তাঁহারা আনন্দে শুভ সুরধুনীতটে অদ্বৈতচরণসমীপে গমন করিলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকটে শ্রীহরির অনন্তপুণ্যজনক আদেশ নিবেদন করিলেন।

শ্রুত্বা প্রভোরদ্ভুতবীর্য্যামুজ্জ্বলং মুমোদ হর্ষেণ জগৌ ননর্ত্ত চ ।
আচার্য্য আনন্দমহাম্বুধৌ মুহুর্নিমজ্জনোন্মজ্জনমাততান ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) আচার্য্য মহাপ্রভুর উজ্জ্বল অদ্ভুদ ঐশ্বর্য্য-কথা শুনিয়া আনন্দে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিয়া করিয়া আনন্দ-মহাসাগরে মুহুর্মুহু নিমজ্জন ও উন্মজ্জন করিতে লাগিলেন।

স্থিত্বা ততস্তত্র দিনদ্বয়ং তে ধ্যাত্বা পদাব্জং স্বগৃহং সমীয়ুঃ ।
আচার্য্যমুখ্যাশ্চ হরেঃ পদাব্জে নিবেদ্য সর্ব্বং সহসা নন্দুঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) তাঁহারা শান্তিপুরে অদ্বৈতমন্দিরে দুই দিন থাকিয়া প্রভুর চরণকমল চিন্তা করিয়া নিজ নিজ গৃহে আসিলেন। তখন আচার্য্য প্রভৃতি সকলেই গৌরচরণকমলে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া আনন্দিত হইলেন।

আচার্য্য আগত্য ততঃ পরে শুভে কালে দদর্শাম্বুজপত্রনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা মুখং সিংহনিনাদযুক্তঃ প্রাপ প্রপন্নার্ত্তিহরং মুকুন্দম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) তার পর শুভ সময়ে অদ্বৈতাচার্য্য আসিয়া পদ্মপলাশলোচন হরির দর্শন লাভ করিলেন। মুখ দেখিয়া আচার্য্য সিংহনিনাদ করিতে করিতে সেই প্রপন্নজনার্ত্তিহর মুকুন্দের চরণসমীপে উপনীত হইলেন।

শ্রীবাসদেবালয়মধ্যগো হরির্ব্বরাসনস্থঃ সহসা বরাজ।
সন্তপ্তচামীকররোচিষা রবিযথা প্রভাতে নয়নানুরঞ্জনঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) তখনই শ্রীগৌরহরি শ্রীবাসমন্দিরস্থ দিব্যাসনে বিরাজমান হইলেন। প্রভাতকালে সূর্য্য যেমন সকলের নয়নরঞ্জন করে, তদ্রূপ গলিত সুবর্ণের কান্তিধারী এই গৌরও সকলের নয়নরসায়ন হইলেন।

দৃষ্ট্বাননেন্দুং মুদিতা মহান্ত আচার্য্যমুখ্যা জগুরার্দ্রচিত্তাঃ ।
নৈবেদ্যমর্ঘ্যঞ্চ দদুর্ব্বরাংশুকান্ নেমুঃ পৃথিব্যাং বিনিপত্য হর্ষিতাঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তাঁহার বদনচন্দ্রমা দেখিয়া আচার্য্যাদি মহান্তগণ আনন্দিত

হইয়া দ্রুতচিত্তে গান ধরিলেন এবং নৈবেদ্য, অর্ঘ্য ও উত্তমোত্তম বস্ত্রাদি দান করিয়া—ভূমিলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া হর্ষযুক্ত হইলেন।

পূজাং গৃহীত্বা ভগবান্ দ্বিজানাং সংভুজ্য তেষাং সহসা প্রসাদম্ ।
তেভ্যো মুদাদাদ্বসনং সুমাল্যং তে তদ্‌গৃহীত্বাতিতরাং ননর্ত্তুঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) ভগবান্ সেই ব্রাহ্মণগণের পূজাদি গ্রহণ ও ভোগ করিলেন এবং আনন্দে তাঁহাদিগকে প্রসাদ, বসন ও উত্তম মাল্যাদি অর্পণ করিলেন। তাঁহারা এই সব বস্তু পাইয়া অধিকতর নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

তেঽতিপ্রহৃষ্টাঃ পুলকাঞ্চিতাঙ্গা আনন্দরত্নাকরমগ্নচিত্তাঃ ।
আত্মানমন্যঞ্চ বিদুর্গতাশুভং কৈবল্যমপ্যল্পতরং প্রচক্রুঃ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) মহানন্দে তাঁহাদের সর্বাঙ্গে পুলক-কদম্ব বিকশিত হইল, আনন্দ-সমুদ্রে মগ্নচিত্ত হইয়া তাঁহারা নিজেকে এবং পরকেও অশুভশূন্য (সর্বমঙ্গলময়) বলিয়া ধারণা করিলেন ; অধিক কি, মোক্ষকেও তাঁহারা অত্যল্পতর (তৃণবৎ) মনে করিলেন।

রাত্রিন্দিবং তে ন বিদুঃ সুখেন সূর্য্যোদয়ে নৃত্যপরা দিনান্তম্ ।
নিন্যুর্নিশাং তাঞ্চ পুনঃ প্রভাতে নৃত্যাবসানে জগদীশ্বরাজ্ঞয়া ।। ২২।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) আনন্দভরে তাঁহার দিবারাত্রি জানিতেন না, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং সেই রাত্রিও ইহারা নৃত্যপরায়ণই থাকিতেন। পুনরায় প্রাতঃকালে মহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে

আগত্য গেহে দ্বিজবর্য্যসত্তমা ভিষক্‌তমাদ্যা হরিনামভাষণাঃ ।
স্ত্রীভ্যশ্চ সর্ব্বে জগদুর্ম্মুদান্বিতা হরেশ্চরিত্রং নিখিলং জগদ্‌গুরোঃ ।। ২৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) সেই দ্বিজবর্য্যসত্তমগণ ও বৈদ্য প্রভৃতি সকলে গৃহে আসিয়া হরিনাম করিতেন এবং জগদ্‌গুরু শ্রীগৌরাঙ্গের সকল কাহিনী আনন্দভরে স্ব স্ব স্ত্রীদের নিকট নিবেদন করিতেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে ভক্তপূজোপগ্রহণং নাম নবমঃ সর্গঃ ।

ইতি **ভক্তপূজাগ্রহণ**-নামক নবম সর্গ।

দশমঃ সর্গঃ।

স্নাত্বা দ্যুনদ্যাং জগদীশপূজাং কৃত্বা সমীয়ুঃ পুনরেব সন্নিধৌ।
বিশ্বম্ভরস্যাম্বুজলোচনস্য সোঽপি প্রমোদেন দদর্শ তান্ প্রভুঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তাঁহারা গঙ্গাস্নান করিয়া দেবপূজাদি সমাধান করত পুনরায় পদ্মলোচন বিশ্বম্ভরের সন্নিকটে সমাগত হইলেন, সেই প্রভুও তাঁহাদিগকে আনন্দভরে দর্শন করিলেন।

ততঃ পরং শ্রীহরিদাসসমুত্তমং শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজমত্তষট্পদম্ ।
সুশীতলং সাধুবিলোচনোৎসবং নবোদ্গতেন্দুপ্রতিমং সুমঙ্গলম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তৎপরে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মত্তমধুকর, সুশীতল, সাধুদের নয়নানন্দদায়ক, নবীন চন্দ্রবৎ সুন্দর, সুমঙ্গল ও মহাশয় শ্রীহরিদাসকে

দৃষ্ট্বা সমালিঙ্গ্য ভুজদ্বয়েন দৃঢ়ং হরিস্তং নিজপাদভক্তম্ ।
সমাদিদেশাসনমুগ্রকীর্ত্তিস্তস্মৈ পুনস্তং প্রণনাম সোঽপি ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) দেখিয়া প্রভু দুই ভুজে সুদৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং সেই ভক্তবরকে মহাকীর্ত্তি প্রভু বসিতে আসন প্রদান করাইলেন। হরিদাসও পুনরায় তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

তং চন্দনেনাশু বিলেপয়িত্বা মাল্যঞ্চ দত্ত্বাথ মহাপ্রসাদম্ ।
অন্নং রসৈর্যুক্তমনুত্তমং দদৌ চতুঃপ্রকারং বুভুজে তদাজ্ঞয়া ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) মহাপ্রভু তখন তাঁহাকে চন্দনে বিলেপন করিয়া মাল্য ও মহাপ্রসাদ, চর্য্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়, চারি প্রকার সুরসাল অত্যুত্তম অন্নাদি দান করিলেন। হরিদাস প্রভুর আজ্ঞায় তাহা ভোজন করিলেন।

সোঽপি প্রসন্নেন্দুমুখঃ সুখোষিতো হরের্গৃহে রাজতি দেববৎ সুধীঃ ।
গায়ন্ হরেঃ কীর্ত্তনমঙ্গলং মুহুর্ম্মুমোদ নিত্যাত্মসুখেন ধীরঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) সেই প্রসন্নচন্দ্রবদন সুধী হরিদাসও শ্রীহরির গৃহে দেবতাবৎ সুখে বাস করিলেন—তিনি মুহুর্মুহু শ্রীহরির কীর্ত্তনমঙ্গল গান করিতেছেন এবং ধীরচিত্তে ও আত্মসুখে নিত্যই পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

তেনৈব সার্দ্ধং ভগবাননাদিঃ ক্রীড়াং তথাচার্য্যসমং বিধায়।
সংপ্রেষয়ামাস নিজালয়ং তমদ্বৈতসিংহোঽপি জগাম হৃষ্টঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) অনাদি ভগবান্ তাঁহার সহিত ও অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর সহিত ক্রীড়া করিয়া অদ্বৈতসিংহকে নিজ মন্দিরে যাইতে অনুমতি দিলে তিনিও আনন্দে গৃহে আগমন করিলেন।

ততোঽবধূতং বিনয়েন ধীরো গচ্ছন্ননুব্রজ্য সুদূরমীশঃ ।
উবাচ কৌপীনকচেলমেকং দেহি ত্বমেভ্যো দ্বিজসজনেভ্যঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তবে ধীর মহাপ্রভু বিনয়ভরে সুদূর দেশ পর্য্যন্ত অবধূতের অনুব্রজ্যা করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন—'এই ব্রাহ্মণ সজ্জনদিগকে তোমার এক খণ্ড কৌপীন দাও।'

দদৌ তদা তদ্বচনেচ্ছয়া স কৌপীনমেকং তদসৌ গৃহীত্বা।
স্বয়ং প্রভুর্ভৃত্যজনায় চেলং দদৌ বিভজ্য প্রতিগৃহ্য তে মুদা ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) প্রভুর বচনে ও ইচ্ছায় সেই অবধূত তখন তাঁহার হাতে একখানি কৌপীন দিলে মহাপ্রভু স্বয়ং উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভৃত্যগণকে দান করিলেন। তাঁহারা আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করত

বিধায় মৌলৌ নৃহরেঃ প্রসাদং কৃষ্ণেন সার্দ্ধং নিজমেব মন্দিরম্ ।
আগত্য তে প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যা নিপত্য ভূমৌ রুরুদুঃ সুদুঃখিতাঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) নিত্যানন্দের প্রসাদ বলিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন এবং প্রভুর সহিত নিজ নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভূমিতলে পড়িয়া সুদুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ততো নিমজ্যাম্ভসি ভূমিদেবাঃ স্নাত্বা দ্যুনদ্যাং হরিপূজনক্রিয়াম্ ।
চক্রুঃ পুনঃ সায়মুপাগতাস্তে বিজহ্রুরার্য্যা হরিণা সমং জগুঃ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) তৎপরে ব্রাহ্মণগণ সুরধুনীজলে নিমজ্জন ও স্নানাদি করিয়া হরিপূজাদিও সমাধা করিলেন এবং সায়ংকালে পুনর্বার গৌরাঙ্গের ভবনে আসিয়া তাঁহারা শ্রীহরির সহিত গান নৃত্যাদি সম্পাদনে বিহার করিতে লাগিলেন।

আলিঙ্গ্য ভৃত্যানপি তান্ গৃহীত্বা ভূমৌ লুঠত্যব্জকরদ্বয়েন ।
আনন্দমত্যর্থমনন্তকীর্ত্তিঃ সমুদ্বহন্ সিংহগতির্ননর্ত্ত ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) পদ্মহস্তে সেই ভৃত্যগণকে ধরিয়া আলিঙ্গন করত প্রভু ভূমিতলে লুণ্ঠন করিতেছেন। অহো! অনন্তকীর্ত্তি হরি নিরতিশয় আনন্দধারার প্রবাহ ছুটাইয়া সিংহগতি নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীবাসমাদায় ভুজদ্বয়েন তন্মধ্যতো দূরতরং নিনায়
ততো ন দৃষ্ট্বা বিবশা বভূবুঃ সুবিস্মিতাস্তে হরিদাসবর্য্যাঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) তাঁহাদের মধ্য হইতে শ্রীবাসকে দুই হাতে ধরিয়া দূরতর দেশে লইয়া গেলেন। এ দিকে হরিদাসাদি ভক্তবর্য্যগণ তাঁহাকে না দেখিয়া সুবিস্মিত ও বিবশ হইয়া পড়িলেন।

বিচার্য্য তে নো দদৃশুর্মহান্তঃ ক্ষুব্ধান্ বিদিত্বা তদজঃ সমাগতঃ ।
স্বয়ং স্বতন্ত্রার্থরতঃ পুরস্তাৎ তে পার্শ্বতস্তং পরিবব্রুরুৎসুকাঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) সেই মহাজনগণ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না ; তাঁহাদিগকে ক্ষুব্ধ জানিয়া স্বয়ং স্বাধীন অজ (প্রভু) আসিয়া সম্মুখীন হইলেন। তাঁহারাও তখন উৎসুকচিত্তে তাঁহার পার্শ্বে গিয়া পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিলেন।

গোপীস্বভাবাপ্তসমস্তভক্ত্যা পশ্যংশ্চ কৃষ্ণ বনমালিনং প্রভুম্ ।
মদ্বল্লভোঽসৌ ভগবান্ যথা ভবেৎ তথা কৃপাং মে কুরুতান্মহেশ্বরঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) গোপীস্বভাবে উদ্দীপিত নিখিলভক্তিভরে তাঁহারা তখন প্রভুকে বনমালী কৃষ্ণরূপেই দর্শন করিয়া প্রার্থনা করিলেন—'ভগবান্ মহেশ্বর আমাকে এই কৃপা করুন, যাহাতে ইনিই আমার বল্লভ হয়েন।'

গোপাঙ্গনাভাববিভানিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এবাত্র রসেন পূর্ণঃ ।
গোপস্ত্রীভাবান্ প্রণতান্ বিভাব্য করোতি বস্ত্রাহরণাদিলীলাম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) গোপাঙ্গনার ভাবে বিভাবিতমতি রসময় এই শ্রীকৃষ্ণই এক্ষণে আশ্রিত ভক্তগণের উদ্দীপিত গোপীভাব অনুভব করত বস্ত্রহরণাদি লীলা আরম্ভ করিলেন।

ততঃ কদাচিদ্রজনীমুখে স বস্ত্রান্ সমাকৃষ্য বিনগ্নভাবান্ ।
চক্রে করাম্ভোজযুগেন চক্রী ভৃত্যান্ রসজ্ঞে রসদো নরাণাম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) তার পর একদিন প্রদোষকালে সেই রসজ্ঞ, নরগণে রসপ্রদ, চক্রী মহাপ্রভু ভক্তবর্গের বস্ত্র হস্তপদ্মযুগলে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিনগ্ন করিলেন।

এবং প্রভুঃ ক্রীড়নকং স কৃত্বা ক্ষণাদ্দদৌ বস্ত্রগণান্ সমস্তান্ ।
তেভ্যঃ পুনস্তে পরিধায় হৃষ্টা বাসাংসি সাকং জহৃষুর্মুরারিণা ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) কিয়ৎক্ষণ প্রভু এইরূপে ক্রীড়া করিয়া আবার সকলকে বস্ত্র দিলেন, তাঁহারাও পুনরায় বস্ত্র পরিধান করত আনন্দিত হইয়া মহাপ্রভুর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

গায়ন্ হরের্নাম পুনর্ননর্ত্ত তৈঃ সার্দ্ধমন্তঃকরণৈর্যথার্থৈঃ ।
লীলাগতির্লোকমলং ক্ষপন্ স সন্তপ্তচামীকররোচিযা প্রভুঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) যথার্থ অন্তঃকরণস্বরূপ সেই ভক্তবর্গের সহিত হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পুনর্বার লীলাগতি-স্বীকারে মহোজ্জ্বল কনকবর্ণ দ্বারা লোকমালিন্য দূর করিয়া প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ততোঽবধূতঃ পুনরাগতঃ সুখং রেমে ননর্ত্তাশু জগৌ হরের্গুণান্ ।
কৃষ্ণেন সার্দ্ধং হলিনা যথার্ভকাঃ পুরা তথৈবাত্র চ বারিজেক্ষণঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) সেই সময় পুনরায় অবধূত আসিয়া আনন্দোৎসবে যোগদান করিলেন, হরিগুণগান ও নৃত্য করিলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে যেমন বালকগণ বিহার করিতেন, তদ্রূপ এ স্থানেও গৌরের সঙ্গে ভক্তগণ বিজয় করিতে লাগিলেন।

নৃত্যাবসানে ভগবান্ দ্বিজাগ্র্যান্ উবাচ পাদাববধূতকস্য ।
প্রক্ষাল্য গৃহ্নন্তু জলং ভবন্তশ্চক্রুস্ততস্তে শিরসা তদাজ্ঞাম্ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) নৃত্যশেষে পদ্মলোচন ভগবান্ ব্রাহ্মণবর্য্যগণকে বলিলেন—'তোমরা অবধূতের চরণযুগল প্রক্ষালন করিয়া সেই জল পান কর।' তাঁহারা প্রভুর এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন।

পীত্বা তু পাদোদকমেব তে মুদা নৃত্যন্তি গায়ন্তি রসেন পূর্ণাঃ ।
শ্রীগৌরচন্দ্রেণ সমং বিচুক্রুশুস্ততোঽবধূতশ্চ হসন্ পপাত।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) পাদোদক পান করিয়াই তাঁহারা আনন্দে নৃত্য ও রসভরে গান করিতে লাগিলেন এবং শ্রীগৌরচন্দ্রের সহিত আক্রোশন করিলেন। অবধূতও এ দিকে হাস্য করিতে করিতে ভূপতিত হইলেন।

ততো ননন্দামৃতপূরকেণ বাচা চ গত্যা হসিতেন চাপি ।
বিলোকনেনাম্বুজলোচনস্য ধুন্বন্নরাণাং হৃদয়োগ্রদুঃখম্ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) অতঃপর তিনি অমৃতপূর্ণ বাক্য, গমন ও হাস্য করিতে করিতে পদ্মলোচনের দৃষ্টিপাতে সকল প্রাণীর হৃদয়ের বিষম দুঃখ দূর করিয়া আনন্দবিলাস করিলেন।

তথা রমন্তং ত্রিদশা বিদিত্বা নভোগতা নেমুরমুং সুবেশম্ ।
সুবিস্মিতাঃ কীর্ত্তনকৈস্তু পূর্ণাঃ স্তুত্বামৃতাস্তে দদৃশুঃ প্রহৃষ্টাঃ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) সুন্দরবেশধর ঐ প্রভু এই ভাবে আনন্দোৎসব করিতেছেন জানিয়া দেবগণ আকাশে থাকিয়া নমস্কার করিলেন এবং সুবিস্মিত ও কীর্ত্তনানন্দে পূর্ণকাম হইয়া ঐ দেবগণ স্তবস্তুতি সহকারে প্রহৃষ্টচিত্তে দর্শন করিতে লাগিলেন।

তত্রাগতঃ শ্রীহরিদাসবর্য্যো বক্ষঃস্থলস্ফাটিকরত্নচন্দ্রঃ ।
সুনূপুরৈ রঞ্জিতপাদযুগ্মো ননর্ত্ত দেবস্য সমীপতো মুনিঃ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) সেই কালে মুনি শ্রীহরিদাসবর্য্য বক্ষঃস্থলে স্ফটিকরত্নচন্দ্র ও চরণযুগলে সুন্দর নূপুরের শোভা ধারণ করিয়া আসিলেন এবং মহাপ্রভুর সমীপে নৃত্য করিলেন।

অদ্বৈতবর্য্যঃ পুনরাগতঃ সুধীঃ স তং প্রভূর্তভক্তজনপ্রিয়ো হরিঃ ।
পাদ্যার্ঘ্যগন্ধাক্ষতচন্দনাদিভিঃ সমর্চ্চয়িত্বা তমথাদিশৎ স্বয়ম্ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) সুধী অদ্বৈতাচার্য্য পুনরায় আসিলেন। সেই ভক্তজনপ্রিয় প্রভু হরি তাঁহাকে স্বয়ং পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, অক্ষত (তণ্ডুল), চন্দনাদি দ্বারা সম্যক্ অর্চনা করিয়া ভোজন করিতে নির্দেশ করিলেন।

স সম্ভ্রমেণাদরতো গৃহীত্বা ভুক্ত্বা নদন্তং সুমহৎপ্রসাদম্ ।
রেমে হরেঃ সার্দ্ধমুদারকীর্ত্তিরাচার্য্যবর্য্যো মহদুৎসবেন ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) অদ্বৈতাচার্য্য তখন সম্ভ্রমে ও আদরে সেই মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া উচ্চ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে হরির সহিত সেই উদারকীর্ত্তি আচার্য্যবর্য্য মহোৎসবে নিরত হইয়া মহানন্দ লাভ করিলেন।

শৃণোতি যঃ কৃষ্ণকথামিমাং শুভাং প্রেমান্বিতঃ স্যাৎ স তু শুদ্ধভাবম্ ।
লভেত পাণ্ডিত্যমখণ্ডিতং চ দেহাবসানে চ হরঃ পুরং ব্রজেৎ ।।২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) যিনি এই শুভ হরিকথা শ্রবণ করিবেন, তিনি প্রেমান্বিত হইবেন, বিশুদ্ধ ভাব ও অখণ্ডিত পাণ্ডিত্য লাভ করিবেন এবং দেহাবসানে শ্রীহরিধামেই গমন করিবেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে নৃত্যবিলাসো নাম দশমঃ সর্গঃ।

ইতি নৃত্যবিলাস-নামক দশম সর্গ।

একাদশঃ সর্গঃ।

ভিক্ষুঃ কশ্চিদ্বনমালী দ্বিজস্তত্র সমাগতঃ ।
সপুত্রো দেবদেবেশং দদর্শ চ ননর্ত্ত চ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) বনমালী নামে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ নিজ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থলে আসিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তং দৃষ্টা ভগবান্ প্রীত্যা তেন সার্দ্ধং হরিং জগৌ ।
হরেঃ সোঽপি প্রসাদেন সপুত্রো মুমুদে সুখম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তাঁহাকে দেখিয়া ভগবান্ প্রীতিভরে তাঁহার সহিত হরিকীর্ত্তন করিলেন। ব্রাহ্মণও পুত্র-সহিত গৌরহরির কৃপায় পরমানন্দে ভাসিয়া গেলেন।

একদা কীর্ত্তনপরে হরৌ নৃত্যতি স দ্বিজঃ ।
দদর্শ বালকং কঞ্চিৎ শ্যামং পীতাম্বরাবৃতম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) একদিন গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতেছিলেন আর সেই ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, একটি শ্যামবর্ণ বালক পীতাম্বর পরিধান করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

দৃষ্টো দৃষ্টো ময়া দেব ইতি হৃষ্টো বভূব হ ।
স জন্ম সার্থকং মেনে ভিক্ষুধর্ম্মো দ্বিজোত্তমঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) "আমি প্রভুর দর্শন পাইয়াছি, পাইয়াছি" বলিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণবর তাহাতেই নিজের জন্ম সার্থক বলিয়া মানিলেন।

পুত্রং গৃহীত্বা হস্তাভ্যামাগতঃ প্রভুসন্নিধিম্ ।
এবং ভিক্ষুঃ স হৃষ্টাঙ্গঃ পুলকাবলিমুদ্বহন্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) দুই হস্তে পুত্রকে ধরিয়া, প্রভুর নিকট আসিয়া সেই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আনন্দিত ও পুলকাঞ্চিত হইলেন।

প্রেমাশ্রুধারাসিক্তাঙ্গো ননর্ত্ত সহ চক্রিণা।
একদা পৈতৃকং কর্ম্ম কৃত্বা শ্রীবাসপণ্ডিতঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) প্রেমাশ্রুধারায় সিক্তদেহ হইয়া তিনি মহাপ্রভুর সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। একদা শুদ্ধমতি শ্রীবাস পণ্ডিত পৈতৃক ক্রিয়া করিয়া

শৃণ্বন্ বৃহৎ সহস্রং স নাম কৃষ্ণস্য শুদ্ধধীঃ।

তত্রাজগাম ভগবান্ শ্রুত্বা চ হরিনামকম ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) কৃষ্ণের বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্র শ্রবণ করিতেছিলেন—এমন সময়ে ভগবান্ হরিনাম শ্রবণ করিয়া সেই স্থলে উপনীত হইলেন।

নৃসিংহাবেশসংক্রুদ্ধো গদামাদায় সত্বরঃ ।

ধাবতি স্ম ততো দেবো নৃসিংহাকারবিক্রমঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) অনন্তর নৃসিংহের আকার ও বিক্রম প্রকাশ করত ঐ আবেশেই সম্যক্ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভু শীঘ্রই এক গদা লইয়া ধাবিত হইলেন।

এবম্ভুতঞ্চ তং দেবং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে প্রদুদ্রুবুঃ।

পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা ততস্তান্ নৃহরিঃ পুনঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) প্রভুর এই মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। নৃহরি সকলকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া

ক্ষণাদ্ গদাং পরিত্যজ্য সুস্থ আবিশদাসনে ।

তদোবাচ ন জানেঽহমপরাধঃ ক্বচিন্মম ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) ক্ষণকাল পরে গদা ত্যাগ করত সুস্থচিত্তে আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন—'জানি না, কোথায় আমার অপরাধ হইল কি না' ;

ভবেদিতি বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে প্রোচুর্ন তে ক্বচিৎ ।

অপরাধো জগন্নাথ যদ্দর্শনমনুস্মরন্ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) এই কথা শ্রবণে সকল লোক বলিলেন—'হে জগন্নাথ! আপনার কোথাও অপরাধ নাই।

পাপবীজং দহেদেব নরসিংহাকৃতেঃ প্রভোঃ।

অপরাধস্তব ভবেৎ কদাচিদপি মানদ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) হে মানদ! যে নরসিংহ প্রভুর দর্শনের অনুস্মরণ করিয়া পাপবীজ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া যায়, সে তোমার কখনও অপরাধ হইতে পারে না।'

অথাপরদিনে কশ্চিদ্ গায়নঃ সমুপাগতঃ ।
নমস্কৃত্য হরিং ভক্ত্যা তত্রোপবিশ্য ভূতলে ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) অন্য একদিন এক গায়ন আসিলেন। শ্রীহরির চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করত সেই স্থলে ভূমিতে বসিয়া

জগৌ কলপদং গীতং শিবস্য মধুরাক্ষরম্ ।
শ্রুত্বা স ভগবান্ প্রীতঃ শিবাবিষ্টো ননর্ত্ত হ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) মধুরাক্ষরে মধুর পদাবলীযুক্ত শিব-সঙ্গীত করিলেন। ভগবান্ সেই সঙ্গীত শ্রবণে প্রীত হইয়া শিবাবেশে নৃত্য করিলেন।

তত উত্থায় তরসা গায়নস্কন্ধমারুহৎ ।
শ্রীবাসপণ্ডিতস্তত্র শিবস্তোত্রং চকার হ ।
মহোক্ষে স হরিস্তত্র বর্ত্তুলাম্বুজলোচনঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) অনন্তর তিনি সহসা এক লম্ফে গায়নের স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত তখন শিবস্তোত্র পাঠ করিলেন। সেই গৌরাঙ্গও এক প্রকাণ্ড বৃষের স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া নয়নপদ্ম ঘুরাইতে লাগিলেন—

জটিলঃ শৃঙ্গডমরুবাদকো রামগায়কঃ।
বভূব জগতাং নাথঃ সর্ব্বদেবময়ো হরঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) মস্তকে জটা দেখা গেল, শৃঙ্গ ও ডমরুবাদ্য চলিতে লাগিল, মুখে রামনাম গান হইতেছিল—অধিক কি, সর্বদেবময় জগন্নাথ সাক্ষাৎ হরই হইয়া গেলেন!

চক্রে মহিম্নঃ স্তোত্রং স শ্রীমুকুন্দোঽতিসুস্বরঃ ।
অবরুহ্য ততঃ স্কন্ধাদ্ গায়নস্যাবিশদ্বিভুঃ ।
সর্ব্বে তে মুদিতাস্তত্র হরিলীলারসপ্লুতাঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) অতি সুমধুর স্বরে সেই শ্রীমুকুন্দ মহিম্ন স্তোত্র পাঠ করিলেন। তার পরে প্রভু গায়নের স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিয়া আসনে বসিলেন। তত্রত্য সকল ভক্তই হরিলীলারসে ডুবিয়া আনন্দিত হইলেন।

কুর্ব্বন্তি কীর্ত্তনং হর্ষাত্তৈঃ সহৈব জগদ্গুরুঃ ।
গায়ন্ রেমে হরেগীতং ননর্ত্ত চ মুহুর্ম্মুহুঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) তাঁহারা আনন্দভরে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন আর জগদ্‌গুরু তাঁহাদের সহিত মিলিয়া হরিকীর্ত্তন করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং ভক্তিভাব-সমন্বিত শ্রীমৎ বিশ্বম্ভর দেব মুহুর্মুহু নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীমান্ বিশ্বম্ভরো দেবো ভক্তিভাবসমন্বিতঃ।
ততঃ পরদিনে নৃত্যাবসানে দণ্ডবৎ ক্ষিতৌ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তার পরদিন নৃত্যশেষে প্রভু ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পড়িয়াছিলেন,

নিপত্য সংস্থিতস্যাস্য দেবস্য পদপঙ্কজাৎ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) ইহার চরণকমল হইতে

আগত্য ব্রাহ্মণী কাচিৎ জগৃহে রজ উত্তমম্।
তত উত্থায় ভগবান্ জ্ঞাত্বা তস্যা বিচেষ্টিতম্ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) এক ব্রাহ্মণী আসিয়া উত্তম রজঃ গ্রহণ করিলেন। প্রভু উত্থিত হইয়া সেই ব্রাহ্মণীর বিচেষ্টা দেখিয়া

দুঃখেন মহতাবিষ্টোঽনুতাপী বহুধাভবৎ ।
তত উত্থায় সহসা বেগেন জাহ্নবীজলে ।। ২২।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) মহাদুঃখাবিষ্ট হইয়া বহু প্রকারে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পুনরায় সেই স্থান হইতে উঠিয়া বেগে গঙ্গাজলে

পপাত মগ্নস্তত্রৈব তং দধার মহাবলঃ ।
অবধূতো মহাবাহুর্ধৃত্বা তীরং সমারুহৎ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) পড়িয়া মগ্ন হইলেন। তখন মহাবল মহাবাহু অবধূত তাঁহাকে ধরিয়া জল হইতে তীরে উঠাইয়লেন।

শ্রীবাসহরিদাসাদ্যা আগত্য ত্রাসসংযুতাঃ।
উদ্বিগ্নাঃ সহসা বব্রুস্তং দেবেশং ভয়ান্বিতাঃ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) শ্রীবাস ও হরিদাস প্রভৃতি আসিয়া ত্রাসযুক্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া ভয়ে ভয়ে প্রভুকে বেষ্টন করিলেন।

প্রেমোৎকণ্ঠাশ্চ রুরুদুঃ শুক্লাম্বরদ্বিজাদয়ঃ ।
সুশান্তং সুখিনং জ্ঞাত্বা চক্রুঃ কৃষ্ণকথা মিথঃ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) শুক্লাম্বর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রেমোৎকণ্ঠায় রোদন করিতে লাগিলেন, পরে প্রভুকে সুশান্ত ও সুখী দেখিয়া তাঁহারা পরস্পর কৃষ্ণকথায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে জাহ্নবীপতনং নামৈকাদশঃ সর্গঃ।

ইতি **জাহ্নবীপতন**-নামক একাদশ সর্গ।

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

ততো বাট্যাং মুরারেস্তে ঝটিত্যাগত্য সেশ্বরাঃ ।
উপবিশ্য ক্ষণং স্থিত্বা বিজয়স্যাশ্রমং যযুঃ ।।১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তার পর মহাপ্রভুর সহিত তাঁহারা শীঘ্রই মুরারির গৃহে আসিয়া বসিলেন এবং ক্ষণকাল পরেই বিজয়ের গৃহে গমন করিলেন।

উষিত্বা রজনীং তত্র প্রভাতে ভগবান্ পরঃ ।
জগামোত্তরকং কূলং স জাহ্নব্যা ভ্রমদদ্রুতম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) এই স্থলে রজনী অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে ভগবান্ গঙ্গার উত্তর কূলে দ্রুতবেগে গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা বিনয়েন দ্বিজোত্তমাঃ ।
উচুঃ প্রসীদ ভগবন্ আগচ্ছ স্বগৃহং পুনঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) ব্রাহ্মণগণ, সাধু সজ্জনগণ এবং অন্যান্য দ্বিজবর্য্যগণ বিনয়সহকারে বলিলেন—'হে ভগবান্! প্রসন্ন হও, এক্ষণে আবার নিজগৃহে আগমন কর।'

তৎ শ্রুত্বা বিনয়ং তেষাং করুণার্দ্রো ন্যবর্ত্ততে ।
স্বভক্তহৃদয়ানন্দঃ শ্রীমান্ বিশ্বম্ভরঃ প্রভুঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) তাঁহাদের বিনয়বাক্য শ্রবণে করুণাময় স্বভক্তহৃদয়ানন্দ শ্রীমান্ বিশ্বম্ভর প্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ততস্তে হৃষ্টমনসস্ত্যক্তশোকা মুদান্বিতাঃ ।
আজগ্মুর্হরিণা সর্ব্বে শ্রীবাসস্যালয়ং পুনঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তখন তাঁহারা আনন্দিতমনে শোক পরিহার করত শ্রীগৌরহরির সহিত পুনরায় শ্রীবাসভবনে সমাগত হইলেন।

প্রোবাচ ভগবাংস্তত্র সর্ব্বেষামেব সন্নিধৌ ।
শৃণুধ্বং বচনং মহ্যং যূয়ং কৃষ্ণরসপ্রদাঃ ।।৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) সকলেরই সাক্ষাতে শ্রীভগবান্ বলিনেন—'ওগো কৃষ্ণরসপ্রদ ভাগবতগণ! তোমরা আমার প্রীত্যর্থে একটি বাক্য শুন।

মাতরং সং পরিত্যজ্য গতে ময়ি দিগন্তরম্ ।
সর্ব্বে মাং সম্বদিষ্যন্তি বিরুদ্ধং কৃতবানসৌ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) আমি যদি মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দিকে যাই, তবে সকল লোকে এই নিন্দা করিবে যে, গৌরাঙ্গ বিরুদ্ধাচার করিয়াছে।'

মুরারিঃ প্রাহ তং শ্রুত্বা মৈবং নাথ বদিষ্যতি ।
কশ্চিজ্জনো ন শক্লোতি জীবো বক্তুং সনাতনম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) ইহার শ্রবণে মুরারি বলিলেন—'হে নাথ! কেহই কিছু বলিবে না, সনাতন প্রভুর সম্বন্ধে জীব কিছুই বলিতে সক্ষম নহে।'

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভগবাংস্তং মুরারিকম্ ।
আলিঙ্গ্য বরবাহুভ্যাং হর্ষিতঃ প্রাবিশদ্গৃহম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) মুরারির মুখে এই কথা শুনিয়া ভগবান্ বিশাল বাহুদ্বয়ে মুরারিকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দিতচিত্তে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

ততঃ প্রমুদিতো বৈদ্যঃ পুলকাবলিমুদ্বহন্ ।
পপাঠ শ্লোকমেকঞ্চ প্রাচীনং যৎ শৃণুষ্ব তৎ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) তাহাতে মুরারি পুলকাঞ্চিতবিগ্রহে যে একটি প্রাচীন শ্লোক পাঠ করিয়াছিল—তাহা তুমি শুন।

" ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ।। ১১।।"

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) "অহো! কোথায় আমি পাপীয়ান্ ও দরিদ্র আর কোথায় সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ! উভয়ের বন্ধুতা কিন্তু এক বিচিত্র ব্যাপারই বটে!! তথাপি আমি ব্রাহ্মণবংশে মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই তিনি আমাকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করিয়াছেন!!"

তৎ শ্রুত্বাশ্চর্য্যমখিতং ভাবং সন্দর্শয়ন্ প্রভুঃ ।

ররাজ সহসা দেবঃ সহস্রাচ্চিঃসমপ্রভঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) এই কথা শ্রবণে প্রভু তখন আশ্চর্য্যকর নিখিল ভাব প্রকাশ করিয়া মুরারিকে দেখাইতে সহসা সূর্য্যের ন্যায় আভা বিকীরণ করত বিরাজমান হইলেন।

উপবিশ্যাসনে দেবঃ প্রোবাচ মধুরাক্ষরম্ ।

ইদং দেহং বিজানীহি সচ্চিদ্ঘনমনুত্তমম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রভু মধুর স্বরে বলিলেন—'এই দেহটিকে তোমরা সচ্চিদানন্দঘন অত্যুত্তম বলিয়া জানিবে।'

ততস্তে মুদিতাঃ সর্ব্বে বভূবুঃ পুলকাঞ্চিতাঃ ।

শ্রীবাসপণ্ডিতস্তত্র স্নাপয়ামাস তং প্রভুম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) তাঁহারা আনন্দিত ও পুলকব্যাপ্ত হইলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত সেই প্রভুকে

স্বর্নদীস্বচ্ছসলিলৈঃ পূজাং চক্রে যথাবিধি।

নিত্যানন্দো মহাতেজাশ্ছত্রং শিরস্যধারয়ৎ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) সুরধুনীর স্বচ্ছ জলে স্নান করাইয়া যথাবিধি, পূজা করিলেন। মহাতেজস্বী নিত্যানন্দ শিরে ছত্র ধারণ করিলেন।

গদাধরশ্চ তাম্বুলং দদাতি শ্রীমুখোপরি ।

কেচিৎ সেবন্তে তং দেবং চামরব্যঞ্জনাদিভিঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) গদাধর শ্রীমুখে তাম্বুল তুলিয়া দিতেছেন—কেহ কেহ প্রভুকে চামর ব্যজনাদি দ্বারা সেবা করিলেন।

সংকীর্ত্তনরসে মগ্না হরিং গায়ন্তি সর্ব্বতঃ ।

এবং কৌতুকমাপন্না বিস্মিতা ননৃতুর্জগুঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) তাঁহারা সংকীর্ত্তনরসে মগ্ন হইয়া সর্বত্র হরিকীর্ত্তন গান করিতে লাগিলেন এবং কৌতুকান্বিত ও বিস্মিত হইয়া নৃত্যগীতে মাতিয়া রহিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে মহাপ্রকাশাভিষেকো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ।

ইতি মহাপ্রকাশাভিষেক-নামক দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

অথাপরদিনে দেবো ভক্তিং সংশিক্ষয়ন্ স্বকান্ ।
দেবালয়ং যযৌ বিপ্রৈঃ সার্দ্ধং সম্মার্জ্জনীং করে ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) আর একদিন মহাপ্রভু নিজগণকে ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ সহ সম্মার্জনী করে দেবালয়ে গমন করিলেন।

কুদ্দালঞ্চাংসভাগেষু ধটীং কটিবরে বহন্ ।
নূত্নবস্ত্রকৃতোষ্ণীষো বালসূর্য্যসমপ্রভঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) প্রভুর স্কন্ধে কোদালি, প্রশস্ত কটিদেশে ধটী, মস্তকে নূতন বস্ত্রের উষ্ণীষ দেখিয়া মনে হয়, যেন নবীন সূর্য্যই প্রভা বিকীরণ করিতেছে।

আচার্য্যাদ্যা মহাত্মানঃ কুদ্দালমার্জ্জনীকরাঃ ।
কৃষ্ণস্য হড্ডিপা ভূত্বা দ্বারং দেবালয়স্য তে ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) আচার্য্যাদি মহাত্মগণও হস্তে কোদালি ও সম্মার্জ্জনী লইয়া শ্রীকৃষ্ণের হড্ডিকা (হাড়ি)-স্বরূপে দেবালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন।

ভিত্তিং সম্মার্জয়ামাসুঃ সহ কৃষ্ণেন সদ্গুণাঃ ।
এবং প্রকারং নৃহরেঃ শিক্ষাং শতসহস্রশঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্যের সহিত সেই কল্যাণীয় গুণসাগর ভক্তগণ দেবগৃহের ভিত্তি সংমার্জন করিলেন। শ্রীগৌরহরি এইরূপে শত সহস্র প্রকারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

ভগবান্ স্বাত্মতন্ত্রোঽপি কারুণ্যেনাভ্যশিক্ষয়ৎ ।
শ্রীমান্ গৌরচন্দ্রদেবো জগতাং কারণং পরম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র স্বয়ং ভগবান্, স্বতন্ত্র ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম কারণ হইলেও করুণাপরবশ হইয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

অথ কালে ব্রজন্তং তং পথি দৃষ্ট্বা জনার্দ্দনম্ ।
কশ্চিৎ কুষ্ঠী নমস্কৃত্য বিনয়ানতকন্ধরঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) এক সময়ে মহাপ্রভু পথে যাইতেছিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া জনৈক কুষ্ঠী বিনয়নম্রমস্তকে নমস্কার করিয়া

উবাচ ভগবন্ সর্ব্বে বদন্তি ত্বাং সনাতনম্ ।
পুরুষং দেববেবেশং মাং সমুদ্ধর পাপিনম্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) বলিলেন—"সকলে তোমাকে সনাতন পুরুষ দেবদেবাধীশ বলে; হে ভগবন্! এই মাদৃশ পাপীকে উদ্ধার কর।

ত্রাহি মাং দুঃসহান্নাথ কুষ্ঠরোগাৎ সুদারুণাৎ ।
তৎ শ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ শোণপদ্মবিলোচনঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) হে নাথ! দুঃসহ সুদারুণ কুষ্ঠরোগ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর।" ভগবান্ এই বাক্যে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার পদ্মলোচন রক্তবর্ণ ধারণ করিল।

উবাচ ভো দুরাচার বৈষ্ণবদ্বেষকারক ।
শ্রীবাসপণ্ডিতদ্বেষং কৃত্বা ত্বং হি কথং সুখী ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) বলিলেন—'হা রে দুরাচার! বৈষ্ণবদ্বেষ্টা তুই, শ্রীবাস পণ্ডিতকে দ্বেষ করিয়া তুই কি কখন সুখে থাকিবি?

অবাচ্যবাদমুক্ত্বা তং নিষ্ণাতং বৈষ্ণবোত্তমম্ ।
শতজন্মনি কুষ্ঠী ত্বং বিগতাঙ্গো ভবিষ্যসি ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) সেই বিজ্ঞ বৈষ্ণবোত্তম শ্রীবাসকে অবাচ্য বাক্য বলিয়া শত শত জন্মে তুই কুষ্ঠরোগী হইয়া বিকলাঙ্গ হইবি!

বৈষ্ণবদ্বেষকর্ত্তারং নোদ্ধরামি কদাচন ।
বহিঃপ্রাণমিমং দেহমন্তঃপ্রাণং চ বৈষ্ণবম্ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) আমি কখনও বৈষ্ণবদ্বেষ্টাদিগকে উদ্ধার করি না ; আমার এই দেহে বাহির-প্রাণ আছে আর আমার অন্তরপ্রাণ আছে বৈষ্ণবে।

তং দ্বিষন্তি মহামোহাৎ পতন্তি নিরয়েঽশুচৌ ।
বৈষ্ণবেষু নতা যে চ মাং দ্বিষন্তি কথঞ্চন ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) সেই বৈষ্ণবকে যাহারা বিদ্বেষ করে, তাহারাই অমেধ্য নরকে নিমজ্জিত হয় ; পক্ষান্তরে যাহারা বৈষ্ণবদিগের নিকট নত হইয়াও কোন প্রকারে আমাকে দ্বেষ করে,

তানুদ্ধরিষ্যে সর্ব্বত্র মহাপাতকসঞ্চয়াৎ ।
এবমুক্ত্বা যযৌ দেবঃ শ্রীবাসস্যালয়ে শুভে ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) আমি তাহাদিগকে সর্বত্র মহাপাতকরাশি হইতেও উদ্ধার করিব।' এই বলিয়া প্রভু শুভ শ্রীবাস-মন্দিরে গমন করিলেন।

উপবিশ্য সুখং রেমে ভগবান্ স্বজনৈঃ সহ।
শ্রীবাসপণ্ডিতং প্রাহ করুণার্দ্রো জগদ্গুরুঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) তথায় স্বজনগণ সহ ভগবান্ উপবিষ্ট হইয়া সুখবিলাস করিতে লাগিলেন। করুণাসিক্ত জগদ্গুরু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন—

পথি কশ্চিৎ কুষ্ঠরোগী দুষ্টস্ত্বদপরাধতঃ ।
ভুঙ্ক্তে স নরকং সর্ব্বমুদ্ধারো নৈব দৃশ্যতে ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) 'পথে এক কুষ্ঠরোগীকে দেখিলাম, সেই দুষ্ট তোমার নিকট অপরাধ করিয়া সর্ব্বপ্রকার নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহার উদ্ধার ত দেখি না!'

স প্রাহ যোঽপরাধং মে করোতি হি সমাসতঃ ।
উদ্ধারং কুরু তং দেব বরমেতৎ সদা মম ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) শ্রীবাস বলিলেন—"হে প্রভো! যে জন আমার নিকট সামান্য অপরাধ করে, তাহাকে তুমি উদ্ধার কর—ইহাই আমি নিত্য বর প্রার্থনা করিতেছি।

পাপপূর্ণান্ জগন্নাথমাধবাদীন্ সমুদ্ধর ।
ওমিত্যাহ স ভগবান সর্ব্বপাতকমূলহৃৎ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) তুমি পাপপূর্ণ জগন্নাথ মাধবাদিকেও সমুদ্ধার কর।" সর্বপাতকের মূলনাশন সেই ভগবান্ তাহাই অঙ্গীকার করিলেন।

একদা ব্রাহ্মণঃ কশ্চিন্নৃত্যন্তং পুরুষোত্তমম্ ।
দ্রষ্টুং গত্বা ন দৃষ্ট্বা চ বহির্দ্বাঃস্থেন বারিতঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) এক দিন জনৈক ব্রাহ্মণ সেই পুরুষোত্তমের নৃত্য দেখিতে গিয়া কিন্তু বাহিরে দ্বারপাল কর্ত্তৃক নিবারতি হইয়া দেখিতে পাইল না।

রুষ্টঃ পরদিনে দৃষ্ট্বা গঙ্গাতীরে জগদ্গুরুম্ ।
সুদুর্ম্মুখো রুষিত্বা তং শাপং দাস্যন্নুবাচ হ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) পরদিনে সে সুদুর্মুখ গঙ্গাতীরে জগদ্গুরু শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়া রুষ্ট হইয়া শাপ দিতে লাগিল।

যজ্ঞোপবীতং বক্ষঃস্থং ছিত্ত্বা শাপং দদৌ ক্রুধা ।
যস্মাত্ত্বন্নৃত্যসময়ে তত্র গচ্ছন্নিবারিতঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) ক্রোধে বুকের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া সে এই শাপ দিল—'যখন তোমার নৃত্যকালে ঐ স্থলে যাইতে আমি তোমার দ্বারপাল কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছি,

দ্বাঃস্থেন তে ততোঽদ্য ত্বং সংসারাদ্বহিরাব্রজ ।
তৎ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণবচো মুমোদ ভগবান্ পরঃ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) তখন তুমি সদ্যই সংসার ত্যাগ করিয়া বাহিরে আস।' ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণে পরম ভগবান্ আনন্দ লাভ করিলেন।

ক্রুদ্ধব্রাহ্মণশাপো বৈ বর এবাভবন্মাম ।
উদ্ধরামি জনান্ সর্ব্বান্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) ভাবিলেন, এই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের শাপই আমার পক্ষে বর হইল। আমি সন্ন্যাস আশ্রম স্বীকার করিয়া সকল জীবকে উদ্ধার করিব।

ইতি শ্রুত্বা হরেঃ শাপং শ্রদ্ধয়া পরয়া সহ ।
ব্রহ্মশাপাদ্বিমুচ্যেত নবং সুখমবাপ্নুয়াৎ ।। ২৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) শ্রীহরির এই শাপকথা যিনি পরম শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মশাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নূতন সুখ প্রাপ্তি করেন।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে ব্রহ্মশাপবরো নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।
ইতি ব্রহ্মশাপবর-নামক ত্রয়োদশ সর্গ।

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

অথ প্রভাতে বিমলে দ্যুনাথে স্মরন্ মুনিব্রাহ্মণসজ্জনান্ বহূন্ ।
স পাঠয়ন্ দৈবগৌরচন্দ্রো বভূব নীলাম্বরভাবভাবিতঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অনন্তর একদা প্রভাতকালে বিমল সূর্য্যের উদয় হইলে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিয়া মুনি, ব্রাহ্মণ ও সজ্জণগণকে পাঠ্যাভ্যাস করাইতে করাইতে বলদেবের ভাবে বিভাবিত হইলেন।

স হাসয়ন্ দেহি মধূনি সাম্প্রতম্ত্বিতীব তং মেঘসমং স্বনং পুনঃ ।
শুশ্রাব তস্মিন্ সময়ে হলায়ুধং নীলাম্বরং শ্বেতমহীধরং প্রভূম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) সকল লোককে হাসাইয়া প্রভু 'এক্ষণে কিছু মধু দাও' বলিয়া পুনঃ পুনঃ এক মেঘগম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করিলেন এবং ঠিক সেই সময়ে আবার তিনি দেখিলেন, প্রভু বলরাম নীল বস্ত্র পরিধান করিয়া রজতপর্বতবৎ

সৌনন্দপাণিং বরপদ্মলোচনং দৃষ্ট্বাদ্ভুতং হৃষ্টমনাঃ প্রহর্ষয়ন্ ।
লোকান্ননর্ত্তাখিললোকপালকঃ স্বয়ং হরিস্ত্রৈর্মুনিভিঃ সুবেশধৃক্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) হস্তে হল ধারণ করত অত্যুত্তম পদ্মলোচন ঘূর্ণন করিতেছেন। এই অদ্ভুত মূর্ত্তির দর্শনে নিজে আনন্দিত হইয়া আবার সকলকেই আনন্দ দান করিতে অখিলভুবননাথ স্বয়ং হরি নৃত্য করিতে লাগিলেন।

বিপ্রৈরুপেতো হরিনামগায়নৈর্হৃষ্টোঽগমদ্বৈদ্যমুরারিবেশ্মনি ।
তত্রাবদদ্দেহি সুধাং মধূৎকটাং প্রাচীদিবানাথ ইবাতিলোহিতঃ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) হরিনামগায়ক মুনিগণ এবং বিপ্রসকলের সহিত মিলিত হইয়া সুন্দর বেশে প্রভু তখন বৈদ্য মুরারির ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং পূর্বশৈলে উদীয়মান তরুণ সূর্য্যবৎ অতিরক্তবর্ণ ধারণপূর্বক বলিলেন— 'মধুপূর্ণ উৎকট (মত্ততাজনক) সুধা দান কর।'

জিষ্ণুঃ স্বয়ং তোয়সুপূর্ণভাজনং হস্তেন ধৃত্বা পিবদম্বু পাবনম্ ।
ননর্ত্ত মত্তোঽতিহসন লুঠন্ ক্ষিতৌ তদাঽস্তুবংস্তে হলিনংদ্বিজোত্তমাঃ ।।৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তৎপরে সেই প্রভু স্বয়ং জলে পরিপূর্ণ একটি সুন্দর পাত্র হস্তে ধরিয়া পবিত্র জল পান করিলেন এবং মত্ত হইয়া নাচিতে লাগিলেন, মহাহাস্য করিতে করিতে ধরাতলে লুণ্ঠন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই দ্বিজগণ তখন হলধরস্বরূপের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ও

পেতুঃ পৃথিব্যাং চরণাম্বুজদ্বয়ে মুমোদ চাতীব মুহুর্ম্মুহুর্জনঃ ।
এবং স দেখো বলদেবলীলয়া ননর্ত্ত চোবাচ চ সামনিস্বনঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) তাঁহার চরণকমলদ্বয়ে পড়িয়া ভুলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। জনমণ্ডলী মুহুর্মুহু মহানন্দরাশি ভোগ করিলেন। এইরূপে সেই প্রভু বলদেব লীলা করিয়া নৃত্য করিলেন এবং সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন—

নাহং স কৃষ্ণো বচসা সুখী ভবেদ্ যো মে প্রযচ্ছন্তু সুপেয়মদ্ভুতম্ ।
মল্লোঽয়মিত্যঙ্গুলিনা দ্বিজৈকং ক্ষিপন্ সুদূরে প্রাহিণোৎ পৃথিব্যাম্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) 'আমি ত আর কৃষ্ণ নহি যে বাক্যমাত্রেই সুখী হইব। আমাকে কিন্তু তোমরা সুন্দর অদ্ভুত পানীয় (মধু) দান কর।' একজন মল্ল

ব্রাহ্মণকে দেখিয়া প্রভু তখন তাহাকে অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিয়া দূরে ধরাতলে ফেলিয়া দিলেন।

পপাত সোঽপ্যাগতসাধ্বসোঽভূদেবং বিজহ্রে ভগবান্ স্বলীলয়া ।
প্রাতঃ সমারভ্য দিবাবসানং যাবৎ স দেবো বলদেবলীলয়া ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) সেই ব্রাহ্মণও ভীতভীত হইয়া রহিল। এইরূপে সেই ভগবান্ বলদেবলীলাবেশে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত বিহার করিলেন।

ক্রীড়াং বিধত্তেঽদ্ভুতরূপবেশঃ স্বয়ং কৃতস্নানবিধির্যযৌ গৃহম্ ।
ভুঙ্‌ক্তে স্ববর্গৈঃ পরিবেষ্টিতঃ স্বয়ং শ্রীগৌরচন্দ্রো জগতাং পতিঃপ্রভুঃ ।।৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) এই অদ্ভুত রূপে ও বেশে ক্রীড়া করিয়া জগৎপতি প্রভু গৌরচন্দ্র স্বয়ং স্নানাদি সমাধানান্তর গৃহে গমন করিলেন এবং নিজের গণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভোজন করিলেন।

অথাপরেঽহ্নি পরিতপ্তদেহো মুহুর্ম্মুহুর্মোহমবাপ দেবঃ ।
স্মরন্ বনে তং পরিকীর্ণমুর্দ্ধজাস্তদা দ্বিজাস্তং সলিলৈরসিঞ্চয়ন্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) তার পরদিনও প্রভু বৃন্দাবনে সেই বলরামকে স্মরণ করিয়া করিয়া পরিতপ্তদেহ এবং মুহুর্ম্মুহু মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণগণ আলুলায়িত কেশেই তাঁহাকে জলদ্বারা সিঞ্চন করিতেছিলেন।

গদাধরং সম্প্রতি লব্ধসংজ্ঞঃ প্রোবাচ বৈকল্যগিরা স্বয়ং প্রভুঃ।
সমানয়াসদ্য সমস্তবন্ধূন্ সদ্বৈষ্ণবাংস্তান্ প্রতিলোকয়ামি ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) সংপ্রতি সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রভু স্বয়ং গদ্গদবাক্যে গদাধরকে বলিলেন—'সকল বন্ধু ও সাধুবৈষ্ণবদিগের নিকট গিয়া তাঁহাদিগকে এখানে আনয়ন কর—তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করি।'

তদাজ্ঞয়া তে মুদিতাঃ সমাগতা আচার্য্যরত্নপ্রমুখা মহত্তমাঃ ।
দৃষ্ট্বা হরিং বিহ্বলিতং সগদ্গদস্বরং বিমূঢ়া ইব তে ভৃশার্দ্দিতাঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) তাঁহার আজ্ঞালাভে আচার্য্যরত্ন প্রভৃতি মহাত্মগণ আনন্দিতচিত্তে সমাগত হইলেন এবং শ্রীহরিকে বিহ্বল ও গদ্গদ বাক্যযুক্ত দেখিয়া তাঁহারা বিমূঢ় হইয়াই যেন মহাপীড়িত হইলেন।

বভূবুরূচুশ্চ কিমত্র কারণং বদস্ব তাত স্বয়মেব সাম্প্রতম্ ।
শ্রুত্বাবদত্তান্নৃহরিঃ সুবিহ্বলো দৃষ্টো ময়া শ্বেতগিরির্হলায়ুধঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) তাঁহারা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে তাত! তোমার বিহ্বলতার কি কারণ, স্বয়ংই এক্ষণে বল ত।' তাঁহাদের বাক্যে মহাবিহ্বল প্রভু বলিলেন—'আমি রজতগিরি-সন্নিভ হলায়ুধের দর্শন লাভ করিয়াছে।

সুবর্ণসৌনন্দকরঃ সহস্রগুর্যথা প্রভাতে বরহেমভূষণঃ ।
শ্রুত্বা তদা শ্রীযুতচন্দ্রশেখরাচার্য্যোঽথ তং প্রাহ বদস্ব তৎ প্রভো ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) তাঁহার হস্তে সুবর্ণনির্মিত হল, তিনি প্রভাতকালীন সূর্য্যবৎ দীপ্তি বিস্তার করিতেছিলেন এবং সর্বাঙ্গে স্বর্ণভূষণ পরিধান করিয়াছেন।' তখন শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখরাচার্য্য তাঁহাকে বলিলেন—'হে প্রভো! তুমি যাহা দেখিয়াছ,

দৃস্টস্ত্বয়া যৎ সহসা তদা হরিস্তত্রৈব গত্বা হলিনং দদর্শ ।
ততস্তদাবেশতয়া পুনর্বিভূর্ননর্ত্ত তদ্বেশধরো মুদান্বিতৈঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তাহাই বল ত' ; তখন সহসা গৌরহরি সেই স্থানেই গিয়া বলরামকে দেখিলেন এবং ঐ আবেশে হৃষ্ট প্রভু বলদেব-বেশ ধারণ করিয়াই নৃত্য করিতে লাগিলেন।

হৃষ্টো হরিঃ কৌতুকনৃত্যজল্পিতৈরানন্দিতাত্মা করভঙ্গসঙ্গতৈঃ ।
সদ্বৈষ্ণবৈঃ পুণ্যমহীধরোজ্জিতৈঃ ক্রান্তৈর্বিধুঃ স্বর্গসুখং পদক্রমৈঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) কৌতুক, নৃত্য ও বাক্যবিন্যাসে করভঙ্গি (হস্তকনৃত্যাদি) প্রভৃতির প্রদর্শনে এবং স্বর্গসুখ-বিজয়ী স্বকীয় পাদবিন্যাসভঙ্গিতে বা বাক্যবিন্যাস-পরিপাটিতে পুণ্যপর্বতসদৃশ জ্যোতিষ্মান্ মহাবৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গৌরচন্দ্র পরমানন্দিত হইলেন।

এবং দিনান্তং স নিনায় যজ্ঞভুক্ যজ্ঞৈঃ সুসঙ্কীর্ত্তনকৈর্জগদ্ধিতৈঃ ।
ততোঽপরাহ্নে পুনরেব দেবে নৃত্যোন্মুখে বারুণীদিব্যগন্ধৈঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) এই ভাবে জগন্মঙ্গল হরিসংকীর্ত্তন-যজ্ঞ করিয়া সেই যজ্ঞভুক্ মহাপ্রভু দিবাভাগ অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্নে পুনর্বার নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে বারুণির (মদ্যের) দিব্য গন্ধরাশি

অপূরি সর্ব্বাণি দিশাং মুখানি তদা সমাঘ্রায় জনা ননন্দুঃ ।
শ্রীরামনামা দ্বিজবর্য্যসত্তমোঽপশ্যত্তদা তত্র সমাগতান্ বহূন্ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) প্রসৃত হইয়া দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল ; তাহার ঘ্রাণে সকল লোক আনন্দিত হইল। তখন শ্রীরামনামক জনৈক বিপ্রবর্য্যাগ্রণী তথায় সমাগত বহু বহু মহাজন দেখিলেন।

কর্ণৈকপদ্মান্ কমলায়তেক্ষণান্ শ্রোত্রৈকবিন্যস্তসুকুণ্ডলার্চ্চিষা ।
বিদ্যোতমানান্ সিতবস্ত্রমস্তকান্ শ্রুত্বা ততোঽন্যে ননৃতুঃ প্রহর্ষিতাঃ ।।১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তাঁহাদের একটিমাত্র কর্ণে পদ্মভূষণ ছিল, চক্ষুদ্বয় পদ্মবৎ বিশাল, একটি কর্ণে বিন্যস্ত সুন্দর কুণ্ডলের কান্তিতে তাঁহারা উজ্জ্বল হইয়াছিলেন। মস্তকে পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ বদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া অন্যান্য বৈষ্ণবগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তত্রৈব কশ্চিদ্বনমালিনামা পশ্যত্যলং কাঞ্চননির্ম্মিতং ক্ষিতৌ ।
সৌনন্দনং সূর্য্যকরপ্রকাশকং সংহৃষ্টরোমাশ্রুভিরার্দ্রবিগ্রহঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) সেই স্থানেই আবার বনমালী নামক জনৈক বিপ্র দেখিলেন যে, ভূতলে স্বর্ণনির্মিত, সূর্য্যকিরণে মহোজ্জ্বল একখানি লাঙ্গল রহিয়াছে। তাহার দর্শনেই তিনি পুলকব্যাপ্ত হইলেন এবং নয়নজলে তাঁহার দেহও সিক্ত হইল।

ততো ননর্ত্তাখিললোকনাথো হলায়ুধাবেশরসেন মত্তঃ ।
দৃষ্ট্বাবধূতশ্চ নিনায় বক্ষসি তং গৌরচন্দ্রঞ্চ রসেন তেন ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) অনন্তর বলদেবের আবেশরসে মত্ত হইয়া ত্রিজগতের নাথ নৃত্য করিলেন অবধূত এই ব্যাপার দেখিয়া, সেই রসেই ঐ গৌরচন্দ্রকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

নভোগতা নেমুরনুত্তমেন ভাবেন তৃপ্তা দিবিজাঃ সহেশাঃ ।
প্রেমাশ্রুপূর্ণাঃপুলকাকুলাবৃতাঃ শ্রীরামনারায়ণকৃষ্ণজল্পিনঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) আকাশচারী সলোকপাল দেবগণ অত্যুত্তম ভাবে তৃপ্ত হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রেমাশ্রুধারায় পূর্ণ হইয়া পুলকমালা ধারণ করিলেন এবং নিরন্তর 'শ্রীরাম, নারায়ণ ও কৃষ্ণ' ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করিতেছিলেন।

এবং নিশাং তাং স নিনায় দেবস্ততো যযৌ স্বঃসরিদম্বুমধ্যে ।
বিগাহ্য তস্মিন্ সুজনৈঃ সমেতো হসন্ শনৈঃ ক্রীড়নকং চকার ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) এইরূপে সেই রাত্রি যাপন করিয়া প্রভু উষাকালে সুরধনীজলে মজ্জন করতঃ গঙ্গাজলে সুজন সহ ধীরে ধীরে হাস্য সহকারে জলখেলা করিলেন।

ততোঽগমদ্বেশ্ম নিজং জিতারির্জনা নমস্কৃত্য হরিণং নিজাশ্রমম্ ।
যযুঃ প্রভাতে পুনরেব সর্ব্বে সমাগতা দ্রষ্টুমজাঙ্ঘ্রি পঙ্কজম্ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) তৎপরে প্রভু নিজগৃহে গেলেন আর ভক্তগণও গৌরহরিকে নমস্কার করতঃ নিজ নিজ আশ্রমে চলিয়া গেলেন। আবার প্রভাত হইলেই তাঁহারা গৌরাঙ্গের চরণকমল দর্শন লালসায় সমাগত হইলেন।

এবং প্রকারাণি বহূনি চক্রে হলায়ুধাবেশধরো মুকুন্দঃ ।
স্বভক্তিপূর্ণো জগতাং হিতার্থী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুঃ স্বয়ং হরিঃ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) এইরূপে হলায়ুধের আবেশ ধরিয়া নিজে ভক্তিপূর্ণ হইয়াও জগতের হিতার্থে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হরি বহুবিধ বিনোদ করিলেন।

শৃণোতি যঃ শ্রীহলিনশ্চরিত্রং বিচিত্রবেশৈর্যদকারি স প্রভুঃ ।
ভবেৎ সদা ভক্তিরসাভিমত্তো মৃতোঽশ্নুতে শ্রীপুরুষোত্তমামৃতম্ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) সেই প্রভু বিচিত্র বেশ ধারণ করিয়া শ্রীবলদেবের যে লীলা প্রকট করিয়াছেন, তাহা যে জন শ্রবণ করে, সেই সদাকালের জন্য ভক্তিরসে মত্ত হয় এবং মৃত্যু হইলে শ্রীহরির চরণ-কমলসুধা লাভ করে।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে শ্রীবলভদ্রাবেশো
নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ ।। ১৪।।
ইতি **বলভদ্রাবেশ**-নামক চতুর্দশ সর্গ।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

উবাচ কৃষ্ণঃ কলনাদরম্যং বচোঽমৃতং শ্লাঘ্যসগদ্‌গদস্বরম্ ।
বরাহদেবো ভগবান্ দদৌ মামালিঙ্গনং যজ্ঞবপুর্মহীধরঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) শ্রীগৌরাঙ্গ প্রশংসনীয় গদ্‌গদ স্বরে ও মধুর ধ্বনিতে কর্ণরসায়ন বাক্যামৃত দান করিলেন—'যজ্ঞবপু পৃথিবীধারক ভগবান্ বরাহদেব আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন।

হলায়ুধো মে হৃদি সন্নিবিষ্টঃ স বেণুপাণির্নয়নাঞ্জনোঽভূৎ ।
ইতীরিতং তস্য নিশম্য বিপ্রা হৃষ্টা ননন্দুর্ননৃতুর্মহান্তঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) আর হলায়ুধ আমার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন এবং সেই বেণুপাণি কৃষ্ণ আমার নয়নাঞ্জন হইয়াছেন।' তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে মহান্ত ব্রাহ্মণগণ আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীবাসমাহ প্রহসন্ স কৃষ্ণো বেণুং প্রযচ্ছাদ্য মদীয়মুত্তমম্ ।
তদাবদৎসোঽপিতবালয়েবিভো ভীষ্মাত্মজায়াঃ পরিরক্ষিতোঽস্তিসঃ ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) সেই গৌরকৃষ্ণ তখন হাস্য করিতে করিতে শ্রীবাসকে বলিলেন—'এক্ষণে আমার উত্তম (মোহন) মুরলী দাও।' তখন তিনিও উত্তর দিলেন—'প্রভো! তোমার গৃহে ভীষ্মনন্দিনী কর্ত্তৃক ঐ বেণু পরিরক্ষিত আছে।

বেণুস্তদস্মিন্ সময়ে ন লভ্যতে রাত্রৌ কবাটাপিহিতে গৃহান্তরে ।
এবং নিশম্য প্রহসন্নিশাং তাং ভক্তৈঃ সমং লোকগুরুর্নিনায় ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) এই সময়ে সেই বেণু ত পাওয়া যাইবে না ; কেন না, এই রাত্রিকালে গৃহমধ্যদেশ কবাট দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়াছে।' এই কথা শ্রবণে লোকগুরু বিশ্বম্ভর হাসিতে হাসিতে ভক্তগণের সহিত সেই রাত্রি যাপন করিলেন।

প্রাতর্যযুস্তে মুদিতা দ্বিজেশা নত্বা হরিং স্বঃসরিদম্বুমধ্যে ।
স্নাত্বা সুখেনৈব হরিং সমর্চ্চ্য ভুক্ত্বা প্রসাদং পরমাং মুদং যযুঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) প্রাতঃকালে সেই বিপ্রবর্য্যগণ আবার প্রমুদিতচিত্তে শ্রীহরির প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। গঙ্গাস্নান করত সুখেই হরিপূজাদি করিয়া প্রসাদ অঙ্গীকারে পরম সুখী হইলেন।

এবং মহাক্রীড়নকং মুরারেঃ শ্রুত্বা বিমুচ্যেত ভবার্ণবান্নরঃ ।

পঠেল্লভেত্তৎপদপঙ্কজে রতিং দ্রুতং মহারোগগণাদ্বিমুচ্যতে ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) শ্রীগৌরাঙ্গের এইরূপ মহালীলাবিনোদনের কথা শ্রবণে মানব ভবার্ণব হইতে বিমুক্ত হয় এবং যিনি পাঠ করেন, তিনিও তাঁহার চরণকমলে শীঘ্রই রতি লাভ করেন এবং মহারোগগণ হইতেও বিমুক্ত হন।

যস্য পাদকমলে কমলায়াঃ প্রীতিসাগরবরো মুহুর্ব্বভৌ ।

তস্য কৃষ্ণপদপঙ্কজাশ্রয়ে গোপযৌবতবশেঽভবন্মনঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) যাঁহার পাদপদ্মে কমলার প্রীতি-মহাসমুদ্র মুহুর্মুহু উচ্ছলিত হইত, তাঁহারই মন অদ্য কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয়ে গোপীভাববিভাবিত হইল।

একদা সমভিধায় সুবেশং যোষিতাং স্মিতসুধামুখচন্দ্রঃ ।

চন্দ্রশেখরগৃহাঙ্গনে বিভূর্নর্ত্তনং নিজজনৈঃ স চকার ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) একদিন সহাস্যবদনচন্দ্র প্রভু নারীজনোচিত সুন্দর বেশ পরিগ্রহ করিয়া চন্দ্রশেখর-মন্দিরে নিজ ভক্তগণ সহ নৃত্য করিয়াছিলেন।

তত্র নারদ ইবাবভৌ মহান্ শ্রীপতেঃ প্রথমজো দ্বিজোত্তমঃ ।

দণ্ডবদ্ভুবি নিপত্য সুরর্ষিঃ প্রাণমন্মুনিরজাত্মজো জিতম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) শ্রীপতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজবর শ্রীবাস মহাশয় নারদ-রূপে শোভা পাইলেন। ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি ভূমিতলে পড়িয়া বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

মাং প্রতীহি শনকৈরিদমুক্ত্বা শ্রীগদাধরমহাসুরমাহ ।

গোপিকেঽবেদঃ সুরির্ষপদে ত্বং সংপ্রণম্য নতকন্ধরচিত্তা ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) 'আমার কথা বিশ্বাস কর' মৃদুমন্দ স্বরে এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণবর্য্য শ্রীগদাধরকে বলিলেন—"হে গোপিকে! তুমি দেবর্ষির চরণে ভক্তিভরে মস্তক নত করিয়া বলিয়াছ,

তাতমাতৃচরণং পরিহৃত্য কৃষ্ণপাদকমলস্য সুসেবাম্ ।

কর্ত্তুমীশ ইহ তৎকরুণাব্ধেঃ পাদপদ্মকরুণা ময়ি তে স্যাৎ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) 'এই যুগে পিতামাতার চরণ ত্যাগ করিয়া, সেই করুণাসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা যাহাতে উত্তমরূপে করিতে পারি—আপনার চরণকমলের এবম্বিধ করুণাই মৎপ্রতি উদিত হউক!'

এবমাপ্তবচসা স মুনিস্ত্বাং সংপ্রহৃষ্টবদনঃ পুনরাহ ।
অপ্সরে সুরনদীপয়সি ত্বং মাঘমাসশতকৈঃ সদা কুরু ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) এই বিশ্বস্ত কথা বলিয়া সেই মুনি পুনরায় তাঁহাকে প্রসন্নবদনে বলিলেন—'হে অপ্সরে (গান্ধর্বে?) তুমি গঙ্গাজলে মাঘ মাস ব্যাপিয়া শত শত বর্ষ যাবৎ একমনে সদাকাল স্নান করিবে,

স্নানমেকমনসা তদা ভবেৎ কৃষ্ণপাদকমলস্য সুসেবা ।
তৎ কৃতং মুনিবচো হি ভবত্যা তন গোকুল ইহাভবজ্জনিঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) তবেই তুমি কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা পাইবে।' তুমি এই মুনিবাক্য যথাযথ পালন করিয়াছ এবং তাহারই কারণে এই গোকুলে জন্ম লাভ করিয়াছ।

উত্তমামতিতরাং হরিভক্তিং প্রেমনির্ভররসোর্ম্মিভিরার্দ্রা ।
দুর্লভাং ত্রিজগতো মুনিরাপ যাং প্রগায়তি মুদা শুকদেবঃ ।। ১৪।।
তথাচ—(১০।৪৭)

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) যে অত্যুত্তম হরিভক্তির কথা মুনিবর শুকদেব আনন্দে পুনঃ পুনঃ গান করিয়াছেন—সেই ত্রিজগতের দুর্লভ অত্যুজ্জ্বলা হরিভক্তিই তুমি প্রেমনির্ভর রসতরঙ্গে অভিষিক্ত হইয়া লাভ করিয়াছ।

"বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ।।১৫।।"

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪৭) উক্ত হইয়াছে—'আমি নন্দব্রজবাসিনী রমণীদের পাদরেণু পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিতেছি—যেহেতু, ইঁহাদের হরিকথাপূর্ণ উচ্চ গীতিকা ত্রিভুবনকে পবিত্র করে।'

কিং বদামি হরিভক্তিমহত্ত্বং সর্ব্বপাপগণবান্ দ্বিজসুনুঃ ।
দুঃখপালিভিরজামিলনামা পুত্রমাত্রমনুচিন্ত্য জগাম ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) হরি ভক্তির মাহাত্ম্য আর কি বলিব? ব্রাহ্মণতনয় হইয়াও সর্বপাপী অজামিল দুঃখরাশিতে উপদ্রুত হইয়া, পুত্রমাত্রকে চিন্তা করিয়া

নামমাত্রবিভবেন ভবাব্ধেঃ পারমেব পরদুস্তরস্য চ ।
গচ্ছতু সগণ এব কৃপাব্ধের্ধাম কিং পুনরজস্য সুসেবা ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) নামমাত্র-সম্পত্তিবলেই পরমদুস্তর ভব-সমুদ্রের পরপারেই

গমন করিয়াছিলেন। অতএব তুমি সপরিকরই কৃপাময়ের ধামে গমন কর। সেই অজ ভগবানের উত্তমরূপে সেবা করিলে যে কি হয়, তাহা বলাই যায় না!!

এবমুক্তবতি ভূসুরবর্য্যে প্রেমসাগররসোর্ম্মিভিরার্দ্রাঃ ।
সংবভূবুরতি তে রসপূর্ণাস্তূর্ণমেব মুদিতা দ্বিজবর্য্যাঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) বিপ্রবর্য্য শ্রীবাস এই কথা বলিলে তত্রত্য ব্রাহ্মণবর্য্যগণ শীঘ্রই প্রেমসাগরের রসতরঙ্গমালায় সিক্ত ও মহারসপূর্ণ হইয়া পরমানন্দিত হইলেন।

যদঙ্ঘ্রিনখচন্দ্রিকাকিরণমাত্রমেতৎ বৃতং
সুরেন্দ্রমুনিপুঙ্গবৈঃ সহচরৈর্হি ব্রহ্মাদিভিঃ ।
কৃতং সকলনির্ম্মলং গোপগোপীনামামৃতৈ-
স্তদপ্সরঃকথাদিকং মনুজভাবমেব স্ফুটম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) সহচর-গণসহিত ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ, সুরেন্দ্র ও মুনিবর্য্যগণ যাঁহার চরণনখরকান্তিচ্ছটামাত্রই প্রার্থনা করেন—গোপগোপীদের নামামৃতের সহিত তাঁহারই সর্বথা নির্মল অপ্সরারূপের (পূর্ব্ব)বৃত্তান্তাদি মানবভাবোচিত অবস্থাকেই স্ফুটতর করিয়া দিল!!

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে দ্বিতীয়প্রক্রমে গোপীভাববর্ণনং
ভক্তিযোগো নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ।। ১৫।।
ইতি গোপীভাববর্ণনা-নামক পঞ্চদশ সর্গ।

ষোড়শঃ সর্গঃ।

প্রাবিশত্তদনু দণ্ডরোঽগ্রতঃ পূর্ণচন্দ্রসদৃশো হরিদাসঃ ।
কীর্ত্তনং কুরু হরেরিতিবাদী বোধয়ং স্ত্রিজগতীং পতিতপ্তাম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তৎপরে সম্মুখে পূর্ণচন্দ্রতুল্য হরিদাস দণ্ড ধারণ করতঃ প্রবেশ করিলেন। তিনি ত্রিভুবনের পরিতপ্ত জীববৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বুঝাইতেছেন—'ওগো, তোমরা হরিকীর্ত্তন কর।'

তস্য তদ্বচনমজমুখস্য সন্নিপীয় হৃষিতাঙ্গরুহাস্তে ।
বৈষ্ণবা ননৃতুরুদ্গতনেত্রবারিভিস্তিমিতবিগ্রহভাজঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) সেই পদ্মবদন হরিদাসের এই বচন শ্রবণ করিয়া ঐ বৈষ্ণবগণ রোমাঞ্চিতদেহে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নয়নধারায় সকল অঙ্গ অভিষিক্ত হইতে লাগিল।

প্রাবিশত্তদনু বৈষ্ণবরাজো বরাজমান ইব তিগ্মমরীচিঃ ।
আক্ষিপন্নিব সুধামিব কান্তিমব্জচারুবদনঃ স মহাত্মা ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) তৎপশ্চাৎ সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিমান্ সেই মহাত্মা বৈষ্ণবরাজ, প্রসন্নবদন, পদ্মধারী, ঈশ্বরাংশ অদ্বৈতবর্য্য

ঈশ্বরস্য কলয়া তু বিজাতোঽদ্বৈতবর্য্য ইতরৈরনুগৈঃ সঃ ।
আননর্ত্ত হরিপাদরসার্দ্রো মত্তসিংহ ইব দুর্দ্দমনান্তঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) অন্যান্য অনুচরগণ সহ কান্ত্যমৃত পরিবেশন করিতে করিতেই যেন প্রবেশ করিলেন এবং হরিচরণ-পদ্মরসে সংসিক্ত হইয়া মত্ত সিংহবৎ দুর্দম্য অন্তঃকরণে নাচিতে লাগিলেন।

তং বিলোক্য মুদিতৈর্নয়নাব্জৈঃ সাধবঃ সদসি তস্য মুখেন্দুম্ ।
অদ্ভুতং পপুরবশ্যহৃদস্তে প্রেমসাগররসেষু নিমগ্নাঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তত্রত্য সভাসদ্গণ তাঁহাকে আনন্দপূর্ণ নয়নপদ্মে দর্শন করিয়া তাঁহার অদ্ভুত মুখচন্দ্র পান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবশহৃদয়ে তাঁহারা প্রেমসাগরের রসরাশিতে নিমজ্জিত হইলেন।

গোপীবেশধরকো বলদেবঃ প্রাবিশদ্রসবিশেষবিনোদী ।
প্রাণনাথকরপল্লবপ্রধৃতো নয়নবারিপরিপূর্ণসুদেহঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) রসবিশেষ-বিনোদী বলদেবও তৎপরে গোপীবেশ ধারণ করতঃ প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রাণনাথের করপল্লব উত্তমরূপে ধরিয়াছেন এবং নয়নবারিতে তাঁহার সুন্দর দেহলতা পরিষিক্ত হইয়াছে।

বাসুদেবকৃতবেশবিশেষঃ প্রাবিশৎ স ভগবানমৃতাংশুঃ ।
তপ্তকাঞ্চনবপুঃ কনকাদ্রিশৃঙ্গরাজ ইব জঙ্গমবেশঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তৎপরে স্বয়ং বাসুদেব হইলেও অদ্য বিশেষ (গোপিকার) বেশবিন্যাস করিয়া গলিতকাঞ্চনবর্ণ ভগবান্ গৌরচন্দ্রও প্রবেশ করিলেন—

মনে হয়, যেন সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গরাজই জঙ্গম (গতিশীল) হইয়া পর্য্যটন করিতেছে!!

গোপিকেব বরকঞ্চুলিবক্ষাঃ শঙ্খকঙ্কণধরোঽরুণবস্ত্রঃ ।
নূপূরেণ নুতপাদসুপদ্মঃ সূক্ষ্মমধ্যবপুষা স ননর্ত্ত ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) তিনি গোপিকার ন্যায় উত্তম কঞ্চুলিকায় বক্ষঃ আচ্ছাদন করিয়াছেন, শঙ্খ-কঙ্কণাদি ধারণ করিয়াছেন—পরিধানে অরুণ বস্ত্র—সুন্দর চরণকমলে নূপুর বিরাজিত, দেহমধ্যটি বেশ সূক্ষ্ম—এইভাবে তিনি নৃত্যরসে আবিষ্ট হইলেন।

জ্যোতিষাতিমিলিতে ভূবস্তলে দেহজেন নৃহরেঃ কৃতে তদা ।
দিব্যগন্ধপবনঃ স কম্পয়ন্ মালতীং মলয়জো ববৌ মুহুঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) তদীয় দেহকান্তিতে পৃথ্বীতল পরিব্যাপ্ত হইলে তখন গৌরহরির সুখসম্পাদনের জন্য মলয়জ দিব্যগন্ধ পবন মালতীবন কম্পন করিয়া মুহুর্মুহু প্রবাহিত হইল।

খেদশোককলয়া বিদিতোঽপি পূর্ণমণ্ডল ইব প্রচকাশে ।
চন্দ্রমা দিবি সুরেশমহেশলোকপালসগণাবৃতমার্গে ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) সগণ সুরেশ, মহেশ ও লোকপালগণ কর্ত্তৃক আবৃত আকাশপথে পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রমার ন্যায় তিনি খেদশোকাদিরহিত হইয়া পরমানন্দে বিরাজমান হইলেন।

কীর্ত্তনং স ভগবানতিতেজা নর্ত্তনঞ্চ মুদিতঃ প্রচকার ।
ভাবমাশু বিদধে কমলায়াঃ কান্তিভাবভৃদ্বপুষোঽস্যাঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) প্রচুরতেজাঃ সেই ভগবান্ আনন্দিতমনে যথেষ্ট কীর্ত্তন ও নর্ত্তন করিলেন। শীঘ্রই আবার তিনি লক্ষ্মীদেহের কান্তি ও ভাব ধারণ করিলেন।

তত্র দেবগৃহমধ্যগতায়াঃ কৃষ্ণদিব্যবপুষঃ প্রতিমায়াঃ ।
সন্নিকর্ষমুপসৃত্য বিনীতো নব্যবস্ত্রদশয়া কুসুমানি ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) তৎপরে দেবগৃহের মধ্যস্থলস্থিত শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমার সন্নিকটে গিয়া ইনি বিনয়ভরে নূতন বস্ত্রের প্রান্তভাগ দ্বারা

বিগ্রহাদপনয়ন্ পুনরেব তত্র তানি দিনধে সুমনাংসি ।
প্রেমভক্তিরসপূরিতকোটিমাতৃস্নেহপরিপূরিতোঽভবৎ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) শ্রীবিগ্রহ হইতে কুসুমরাজি অপসারিত করিলেন এবং সেই পুষ্পই আবার শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর তিনি প্রেমভক্তিরসপূর্ণা কোটি মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ হইলেন।

তাং স্ত্রিয়ং প্রমুদিতাঃ পরিনেমুঃ সংস্তবেন শ্রুতিভিঃ প্রতুষ্টুবুঃ ।
আজ্ঞয়া সকলদেবময়স্য তস্য হৃষ্টমনসো দ্বিজমুখ্যাঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) সর্বদেবময় তাঁহার আজ্ঞানুসারে দ্বিজবর্য্যগণ তখন আনন্দিতমনে সেই জননীমূর্ত্তিকে প্রণাম করত বিবিধ স্তবপাঠে এবং বেদবাক্য উচ্চারণদ্বারা স্তব করিলেন।

তৎক্ষণাৎ পুনরভূদ্ ভগবত্যাঃ সর্ব্বশক্তিময়তাং তু বহত্যাঃ ।
ভাব এব সুজনা মুদমাপুস্তুষ্টুবুঃ সুরকৃতৈঃ স্তবরাজৈঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তৎক্ষণাৎ আবার কিন্তু সর্বশক্তি-সমন্বিতা ভগবতীভাবের আবেশ হইলে সাধুগণ তাঁহাকে দেবগণকৃত (চণ্ডীর) স্তবরাজে স্তব করিয়া আনন্দলাভ করিলেন।

আসনে সমুপবিশ্য সুক্লিপ্তে দেবতাপ্রতিকৃতী পুনরাহ ।
প্রাবিশন্নটনবীক্ষণকামাঽত্রাগতাস্মি ভবতাং কুতুকেন ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) সুরচিত দিব্যাসনে সমুপবেশন করত পুনরায় দেবীপ্রতিমার পরমাবেশে বলিলেন—'তোমাদের নৃত্য দেখিতেই কুতুকভরে এ স্থানে আসিয়াছি!'

দেহি দেবি তব পাদযুগাব্জে প্রেমভক্তিমিতি তে পুনরূচুঃ ।
অব্রবীচ্চ ময়ি তে যদি ভক্তির্জায়তে যদি বদিস্যতি লোকঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) তাঁহারা পুনর্বার প্রার্থনা করিলেন—'হে দেবি! তোমার চরণ-কমলে প্রেমভক্তি দান কর।' প্রভু তাঁহাদিগকে বলিলেন—'যদি আমাতে তোমাদের ভক্তি হয়, তবে লোকসকল

চাণ্ড এষ ইতি সুস্মিতবক্ত্রা তানুবাচ তর্হি তে ভুবি নেমুঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তমনু সা হরিদাসমর্ক ইন্দুসদৃশং সমগ্রহীৎ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) তোমাদিগকে বলিবে যে, এই লোক চাণ্ড অর্থাৎ শাক্ত'—

হাসিতে হাসিতে দেবীমূর্ত্তি তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলে, ব্রাহ্মণগণ ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন। তৎপরে তিনি সূর্য্যচন্দ্রসদৃশ (ভাস্বর) হরিদাসকে ক্রোড়ে করিলেন।

পঞ্চহায়ন ইবাভবত্তদা সোঽপি তত্র তদভূদতিচিত্রম্ ।
তত্র কোঽপি সমুবাচ মুরারিং দীনমেনমবলোকয় দেবি ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তখন এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার এই হইল যে, শ্রীহরিদাসও পঞ্চবর্ষ বালকের ন্যায় তাঁহার ক্রোড়ে বিরাজ করিলেন। তখন প্রভুকে কেহ বলিলেন—'হে দেবি! এই দীন জনের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত কর।'

তন্নিশম্য নয়নাব্জযুগেন প্রেমতোয়মসৃজৎ করুণার্দ্রা ।
তৎক্ষণাৎ সমনুভূয় চ সা তৎপূজনং নিজজনস্য সুবেশা ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) এ কথা শ্রবণে তিনি করুণার্দ্রচিত্তে নয়নযুগল হইতে প্রেমাশ্রুপাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ সুন্দরবেশা সেই দেবী নিজজনের পূজাদি গ্রহণ করিয়া

স্তন্যমাশু বিদধে সুরবর্য্যান্ পায়য়ন্নসুরবাহিনীরিপুঃ ।
তাং বিলোক্য করুণার্দ্রসুনেত্রামীশ্বরং নিজজনা মুদমাপুঃ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) সেই অসুরসেনাশত্রু (বিষ্ণু) সুরশ্রেষ্ঠগণকে স্তন্যপান করাইলেন। সেই ঈশ্বরকে করুণার্দ্রনয়ন দেখিয়া ভক্তগণ পরমানন্দিত হইলেন।

তৎক্ষণাদ্ভগবতঃ পুনরেব ভাব ঈশিতুরভূদবলোক্য ।
নেমুরার্দ্রনয়না জগদীশং তুষ্টুবুশ্চ মুদিতা দ্বিজবর্য্যাঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) আবার তৎক্ষণাৎ ভগবানের ঐশ্বর ভাব হইল এবং ব্রাহ্মণবর্য্যগণ তাঁহার আবেশ বুঝিয়া নয়নজলে জগদীশকে আনন্দিতচিত্তে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এবং নিনায়ভগবান্সকলাংনিশাংসপ্রাতর্জগাম নিজমন্দিরমিন্দুবক্ত্রঃ।
হস্তগৃহীতবরদণ্ড ইবাতিচণ্ডরশ্মেঃ শিখেব নৃহরির্দদৃশে জনেন ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) এই ভাবে ভগবান সমগ্র রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। তখন সেই চন্দ্রবদন গৌরহরিকে দেখিয়া লোকগণ মনে করিল যে, ইনি বোধ হয় স্বহস্তে বর ও দণ্ড ধারণ

করিয়াছেন। কেহ কেহ ভাবিল যে, বোধ হয় প্রচণ্ডকিরণ সূর্য্যেরই শিখা জাজ্বল্যমান হইয়াছে।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে সর্ব্বশক্তিপ্রকাশো
নাম ষোড়শঃ সর্গঃ।।১৬।।
ইতি **সর্বশক্তিপ্রকাশ**-নামক ষোড়শ সর্গ।

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যরত্নবাট্যাং মহাপ্রভুঃ ।
ননর্ত্ত যত্র তত্রাসীত্তেজস্তত্ত্ববদদ্ভুতম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখরের বাটীতে মহাপ্রভু যে স্থলে নৃত্য করিয়াছিলেন—সেই স্থলে সপ্তাহকাল স্বরূপবৎ অদ্ভুত তেজ বিদ্যমান ছিল।

সপ্তাহং শীতলং চন্দ্রতেজসা সদৃশং হরেঃ ।
চঞ্চলেব সুদুষ্প্রেক্ষ্যং চিত্তাহ্লাদকরং শুচি ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) উহা চন্দ্রকিরণের ন্যায় সুশীতল, অথচ সূর্য্য ও বিদ্যুদ্বৎ মহাদুষ্প্রেক্ষ্য, কিন্তু উহাতে চিত্তের আহ্লাদ হয় এবং পরম পবিত্র।

যে যে তত্রাগতা লোকা উচুস্তত্র কথং দৃশোঃ ।
উন্মীলনে ন শক্তাঃ স্ম বিদ্যুদ্বৎ প্রেক্ষ্য ভূতলে ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) সমাগত লোকগণ সকলকে জিজ্ঞাসা করিত—‘পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিয়াও কেন বিদ্যুতের ন্যায় আমরা নয়ন উন্মীলন করিতে পারিতেছি না?’

তৎ শ্রুত্বা বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে হর্ষাদূচুর্ন কিঞ্চন ।
জানন্তোঽপি মহাভাগা বহির্ম্মুখজনান্ প্রতি ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) এই কথা শ্রবণে বৈষ্ণবগণ আনন্দে কাহাকেও কিছুই বলিলেন না। সেই মহাভাগ্যবান্‌গণ সকল তত্ত্ব জানিলেও বহির্ম্মুখ লোকদের নিকট ব্যক্ত করিলেন না।

অথ পপ্রচ্ছ শ্রীবাসো ভগবন্তং জগদ্‌গুরুম্ ।
কলাবেব হরের্নামকীর্ত্তনং সমুদাহৃতম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) অনন্তর শ্রীবাস জগদ্গুরু ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন— 'প্রভো! আপনি এই কলিযুগেই কেবল হরিনাম সংকীর্ত্তনের কথা বলিয়াছেন।

কিং সত্যাদিযুগস্যাস্তি ফলং ন্যূনং কথঞ্চন ।
তৎ শ্রুত্বা ভগবান্ প্রাহ শ্রূয়তাং কথয়ামি তে ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) কিন্তু সত্যাদি যুগত্রয়ে কি এই নামের ফল ন্যূনই হয়?' ইহা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন—'শুন, আমি তোমায় উত্তর দিতেছি।

সত্যে ধর্ম্মস্য পূর্ণত্বাদ্ধ্যানেনৈবোপসাধ্যতে ।
তৎফলং যজ্ঞমাত্রেণ ত্রেতায়াং দ্বাপরে যুগে ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) সত্যযুগে ধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান থাকে বলিয়া ধ্যানেতেই সুসিদ্ধ হয়, ত্রেতায় যজ্ঞমাত্রেই সেই ফল লাভ হইত, দ্বাপর যুগে

পূজনেন কলৌ পাপৈর্ন শক্তাস্তে হরিঃ স্বয়ম্ ।
নামস্বরূপো ভগবানাগত্য শুশুভে প্রভুঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) পূজাদ্বারা তাহা সমধিগত হইত ; কিন্তু কলিযুগে পাপবাহুল্যে জীবগণ ঐ সকল আচরণ করিতে অসমর্থ, অতএব স্বয়ং প্রভু হরি নামস্বরূপে উদয় হইয়া শোভা পাইলেন।

কৃতাদিষু ত্রয়ঃ শক্ত্যা ধ্যানযজ্ঞার্চ্চনাদয়ঃ ।
দারুণে চ কলৌ পাপে স্বয়মেবানুপদ্য তে ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) সত্যাদি তিন যুগে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চনা, এই তিনটীই শক্তিবলে সুসম্পন্ন হইত, কিন্তু দারুণ পাপ কলিতে প্রভু স্বয়ংই (নামরূপে) উপনীত হইয়াছেন।'

তৎ শ্রুত্বা হর্ষিতো বিপ্রঃ শ্রীবাসঃ পণ্ডিতোত্তমঃ ।
মেনে সর্ব্বপুরুষার্থসারং শ্রীনামমঙ্গলম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) প্রভুর বাক্যশ্রবণে পণ্ডিতবর শ্রীবাস বিপ্র আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীনামমঙ্গলই সর্বপুরুষার্থশিরোমণি বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

হরিসঙ্কীর্ত্তনং কৃত্বা নগরে নগরে প্রভুঃ ।
ম্লেচ্ছাদীনুদ্দধারাসৌ জগতামীশ্বরো হরিঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) নগরে নগরে হরিসংকীর্ত্তন করিয়া জগদীশ্বর প্রভু হরি ম্লেচ্ছাদি সকলকেই উদ্ধার করিয়াছেন।

একদা ভগবানাহ নেত্রবারিভরাপ্লুতঃ ।
স্থাতুং নাহং সমর্থোঽস্মি গচ্ছামি মথুরাং পুরীম্ ।। ১২ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) একদিন ভগবান্ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া বলিলেন—'আর আমি গৃহে থাকিতে পারিতেছি না। মথুরাপুরীতে চলিয়া যাইব।'

ছিত্ত্বা যজ্ঞোপবীতং স্বং কৃষ্ণবিশ্লেষকাতরঃ ।
শ্রুত্বা তদ্বচনং তস্য প্রাহ বৈদ্যো মুরারিকঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া, নিজের যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনদর্শনে যাইব।' প্রভুর এই বাক্যে মুরারি গুপ্ত বলিলেন—

ভগবন্ সকলং কর্ত্তুং শক্তোঽসি সর্ব্বতত্ত্ববিৎ ।
গন্তুং স্থাতুং ত্বমাদ্যেণ তথাপি নার্হসি ধ্রুবম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) 'হে ভগবন্! সর্বতত্ত্ববিৎ তুমি সকল কার্য্যই করিতে পার। তুমি গৃহে থাকিতে বা উদাসীন পন্থা অবলম্বন করিতে সমর্থ হইলেও কিন্তু এক্ষণে তাহা নিশ্চয়ই করিতে পারিবে না।

ত্বয়া চেৎ ক্রিয়তে নাথ স্বাতন্ত্র্যাৎ সকলা জনাঃ ।
স্বাতন্ত্র্যেণ করিষ্যন্তি পতিষ্যন্ত্যশুচৌ পুনঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) হে নাথ! তুমি যদি স্বাতন্ত্র্যবশতঃ এক্ষণে সন্ন্যাস কর, তবে সকল লোকই স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে সন্ন্যাস করিবে এবং পুনরায় অমেধ্য সংসারে নিপতিত হইবে!

এতন্মত্বা স্বয়ং তাত স্বাশ্রমাদাশ্রমান্তরম্ ।
কর্ত্তব্যস্তু ত্বয়া তে কে কথয়ন্তু মহত্তমাঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) হে তাত! এই বিবেচনা করিয়া তুমি স্বয়ং স্বীয় আশ্রম ত্যাগে সন্ন্যাসধর্ম স্বীকার করিতে পার! এ লোকসকলকে আর কেই বা মহত্তম বলিবে? (যদি তুমি ইহাদিগকে স্বতন্ত্রাচরণ হইতে রক্ষা না কর।)

কৃত্বৈব গমনং তেঽদ্য কৃতং স্যাৎ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
চৈতন্যরহিতানাঞ্চ কিং তাবৎ কথয়ামি তে ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) তোমার গমনেই অদ্য সকল জীবেরও বিনাশ হইবে। চৈতন্যরহিত জীবের কি হয়, তাহা তোমাকে আর কি বলিব?

ভক্তৈঃ সংবেষ্টিতো নিত্য নিত্যানন্দসমন্বিতঃ ।
গদাধরেণ গন্ধাদ্যৈঃ সেবিতো ভক্তগো হরিঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) তৎপরে ভক্তগণকর্ত্তৃক সংবেষ্টিত, নিত্যানন্দ সঙ্গে গদাধর কর্ত্তৃক গন্ধমাল্যাদি দ্বারা নিত্যই সেবিত হইয়া ভক্ত-গতি হরি

তৎ শ্রুত্বা ভগবাংস্তূষ্ণীং ভূত্বাসীৎ প্রেমবিহ্বলঃ ।
কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনানন্দপূর্ণমনোরথঃ স্বয়ম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) মুরারির বাক্যের কোন উত্তর না দিয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণসংকীর্ত্তনানন্দে পূর্ণমনোরথ হইলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে শ্রীমুরিরগুপ্তানুশাসনং
নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ ।।১৭।।
ইতি **শ্রীমুরারিগুপ্তানুশাসন**-নামক সপ্তদশ সর্গ।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

ততঃ কিয়দ্দিনে প্রাহ ভগবান্ কার্য্যমানুষঃ ।
স্বপ্নে দৃষ্টো ময়া কশ্চিদাগত্য ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তাহার পর কিয়দ্দিন গত হইলে লীলামনুষ্য ভগবান্ বলিলেন—"স্বপ্নে দেখিলাম—একজন ব্রাহ্মণবর্য্য আসিয়া

সন্ন্যাসমন্ত্রং মৎকর্ণে কথয়ামাস সুস্মিতঃ ।
তৎ শ্রুত্বা ব্যথিতো রাত্রৌ দিবা চাহং বিরোদিমি ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) আমার কর্ণে হাসিতে হাসিতে সন্ন্যাসমন্ত্র দান করিলেন। তাহার শ্রবণাবধি ব্যথিতচিত্তে আমি দিবানিশি রোদন করিতেছি।

কথং প্রিয়ং হরিং নাথং ত্যক্ত্বান্যদুচিতং মম ।
মুরারিঃ প্রাহ তৎ শ্রুত্বা তন্মন্ত্রে ভগবন্ স্বয়ম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) প্রাণনাথ প্রিয়তম হরিকে ত্যাগ করিয়া অন্য কার্য্য করা কি প্রকারে আমার উচিত হয়?" প্রভুর বাক্যে মুরারি বলিলেন—"হে ভগবন্,

ষষ্ঠীসমাসং মনসা বিচিন্ত্য ত্বং সুখী ভব ।।৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) সেই মন্ত্রে ('তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যে) তুমি ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস ভাবিয়া সুখী হইতে পার।"

তত্রোবাচ প্রভুবাচং তথাপি খিদ্যতে মনঃ ।
শব্দশক্ত্যা করিষ্যামি কিমিত্যুক্ত্বা রুরোদ সঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তাহাতে প্রভু বলিলেন—'তাহা হইলেও মনের খেদ দূর হয় না! শব্দশক্তি দ্বারা আমি কি করিব?' এই বলিয়াই তিনি রোদন করিতে লাগিলেন।

তৎ শ্রুত্বা ব্যথিতাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণবিশ্লেষকাতরাঃ ।
যথা ভাবিনি মাথুরে বিক্লবা ব্রজসুভ্রুবঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) ব্রজসুন্দরীগণ যেরূপ ভাবী মাথুর বিরহে বিহ্বল হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তত্রত্য সকলেই শ্রীগৌরকৃষ্ণের বিচ্ছেদে কাতর ও ব্যথিত হইলেন।

ততঃ কিয়দ্দিনে তত্র শ্রীমৎকেশবভারতী ।
ন্যাসিশ্রেষ্ঠো মহাতেজা দীপ্যমানো যথা রবিঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তার পর কয়েক দিন গেলে নবদ্বীপে ন্যাসিশ্রেষ্ঠ শ্রীমৎ কেশব ভারতী আসিলেন। তিনি মহাতেজস্বী সূর্য্যবৎ কান্তিমালা বিস্তার করিতেছিলেন।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সর্ব্বৈস্তৈরাগতঃ স্বয়ম্ ।
তত্র ভাগযবশাৎ কৃষ্ণং তপ্তচামীকরপ্রভম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) পূর্বজন্মার্জিত সকল পুণ্যের ফলে তিনি স্বয়ং আসিয়া ভাগ্যবশতঃ নবদ্বীপে গলিত-স্বর্ণের বর্ণ

দদর্শ পুণ্ডরীকাক্ষং প্রেমবিহ্বলিতং হরিম্ ।
দৃষ্ট্বা চানন্দপূর্ণোঽসৌ বভূব ন্যাসিসত্তমঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) পুণ্ডরীকনয়ন প্রেমবিহ্বল হরিকে দর্শন করিলেন। ঐ ন্যাসিবর প্রভুকে দেখিয়াই আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন।

ন্যাসীশ্বরং পুরো দৃষ্ট্বা ভগবানীশ্বরঃ স্বয়ম্ ।
প্রেমানন্দপরিপূর্ণঃ সমুত্থায় ননাম তম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) ন্যাসিপ্রবরকে সম্মুখে দেখিয়া ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান্ প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ ও দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

কৃষ্ণপ্রেমাম্বুধারাভিঃ পরীতং তং বিলোক্য সঃ ।
প্রাহ তুষ্টো মহাবুদ্ধিঃ শ্রীমৎকেশবভারতী ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) প্রভুকে কৃষ্ণপ্রেমাশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইতে দেখিয়া সেই মহাবুদ্ধি শ্রীল কেশব ভারতী তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

ত্বং শুকো বাথ প্রহ্লাদ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ।
কিংবা ত্বং ভগবান্ সাক্ষাদীশ্বরঃ সর্ব্বকারণং ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) "আমার মনে হয়, তুমি নিশ্চয়ই শুক বা প্রহ্লাদই হইবে। অথবা তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্ ঈশ্বর ও সকলের কারণ।"

তৎ শ্রুত্বা ব্যথিতো নাথঃ প্রশংসাং স্বাং মহামতিঃ ।
রুরোদ দ্বিগুণং প্রেমবারিধারাপরিপ্লুতঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) স্বীয় প্রশংসা শুনিয়া মহামতি নাথ ব্যথিত হইয়া দ্বিগুণ রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রেমাশ্রুধারায় সর্বাঙ্গ সিঞ্চিত করিলেন।

ততঃ প্রোবাচ তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো ন্যাসিসত্তমঃ ।
ভগবন্তং ভবান্ কৃষ্ণ ঈশ্বরো নাত্র সংশয়ঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) তার পর প্রভুর ভাববৈকল্যদর্শনে বিস্মিত হইয়া ন্যাসি-চূড়ামণি প্রভুকে বলিলেন, 'আপনি ঈশ্বর কৃষ্ণই বটেন, ইহাতে আর সংশয় নাই।'

আত্মপ্রশংসাং মহতীং শ্রুত্বা বৈক্লব্যমাবহন্ ।
নত্বা তং ন্যাসিনাং শ্রেষ্ঠং জগাম নিজমন্দিরম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) মহা আত্মপ্রশংসা শুনিয়া প্রভু বিক্লবগ্রস্ত হইয়া ন্যাসিবরকে প্রণাম করত নিজ মন্দিরে গমন করিলেন।

ন্যাসং কর্ত্তুং মনশ্চক্রে ত্যক্ত্বা স্বগৃহমৃদ্ধিমৎ ।
ভগবান্ সর্ব্বভূতানাং পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) সর্বভূত-পাবন শ্রীনিকেতন ভগবান্ নিজ সমৃদ্ধিশীল গৃহ ত্যাগপূর্বক সন্যাস করিতেই ইচ্ছা করিলেন।

ততো মুকুন্দঃ প্রোবাচ বৈষ্ণবান্ ভো দ্বিজোত্তমাঃ ।
পশ্য নাথং জগদ্যোনিং যাবদত্রাবতিষ্ঠতে ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) মুকুন্দ প্রভুর ভাব দেখিয়া বৈষ্ণবগণকে বলিলেন—'হে দ্বিজবর্য্যগণ! যতদিন পর্য্যন্ত এ স্থানে থাকেন, তত দিন তোমরা জগৎকারণ প্রাণনাথকে দর্শন কর।

গমিষ্যতি কিয়ৎকালে ত্যক্ত্বা গেহং জগদ্গুরুঃ ।
সর্ব্বে তে ব্যথিতাঃ শ্রুত্বা বচনং তস্য ধীমতঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) কিছু দিন পরেই জগদ্গুরু গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবেন।' সেই বুদ্ধিমান্ মুকুন্দের কথায় তাঁহারা সকলেই ব্যথিত হইলেন।

ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ শ্রীবাসং দ্বিজপুঙ্গবম্ ।
ভবতামেব প্রেমার্থে গমিষ্যামি দিগন্তরম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তদনন্তর ভগবান্ দ্বিজবর্য্য শ্রীবাসকে বলিলেন—'তোমাদের প্রেমার্থে আমি দেশান্তরে যাইব।

সাধুভির্নাবমারুহ্য যথা গত্বা দিগন্তরম্ ।
অর্থমানীয় বন্ধুভ্যো দীয়তে তদহং পুনঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) বণিক্গণ যেরূপ নৌকাযোগে দেশান্তরে গিয়া অর্থ উপার্জন করত বন্ধুদিগকে প্রদান করে, আমিও তদ্রূপ

দিগন্তরাৎ সমানীয় দাস্যামি প্রেমসন্ততিম্ ।
যয়া সর্ব্বসুরারাধ্যং শ্রীকৃষ্ণং পরিপশ্যসি ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) দেশান্তর হইতে প্রেমরাশি আনিয়া তোমাদিগকে দান করিব, যাহাতে তোমরা সর্বদেবারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ দর্শন লাভ কর।'

পুনঃ প্রোবাচ তৎ শ্রুত্বা শ্রীবাসঃ শ্রীহরিং প্রভুম্ ।
ত্বয়া বিরহিতো নাথ কথং স্থাস্যামি জীবিতঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) শ্রীবাস তাহার উত্তরে শ্রীহরিকে পুনরায় বলিলেন—'হে নাথ! তোমার বিরহে কি প্রকারে জীবিত থাকিব?'

তৎ শ্রুত্বা ভগবান্ প্রাহ তব দেবালয়ে স্বয়ম্ ।
নিত্যং তিষ্ঠামি বিপ্রেন্দ্র ন চিত্তে বিস্ময়ং কুরু ।। ২৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) তখন ভগবান্ বলিলেন—'হে বিপ্রেন্দ্র! তোমার দেবালয়ে আমি নিত্য স্বয়ং অবস্থান করিব, ইহাতে কিছু বিস্ময় ভাবিও না।'

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতোঽভূদ্দ্বিজর্ষভঃ ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বসংব্যাপী কস্যায়ং বর্ত্ততে বশে ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) প্রভুর এই কথায় দ্বিজপুঙ্গব শ্রীবাস বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন—'ঈশ্বর সর্বব্যাপী, ইনি কাহারই বা বশে থাকেন?'

তত্র শ্রীহরিদাসেন সার্দ্ধং সায়ং গতো হরিঃ ।
মুরারিবেশ্ম কারুণ্যাৎ সোঽভ্যগচ্ছদ্ধরেঃ পদম্ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) তৎপরে সায়ংকালে শ্রীহরিদাসকে সঙ্গে লইয়া শ্রীহরি করুণাবশে মুরারির গৃহে গমন করিলেন ; সেই মুরারিও অভ্যুপগমন করতঃ শ্রীহরির চরণে

নত্বাসনমুপানীয় দত্ত্বা সন্তুষ্টমানসঃ ।
হরিদাসং প্রণম্যাথ সন্নিকর্ষে স্থিতঃ স্বয়ম্ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) প্রণত হইয়া আসন আনিয়া প্রভুকে দিলেন এবং সন্তুষ্টচিত্রে হরিদাসকে প্রণাম করিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তমুবাচ দয়াম্ভোধির্মুরারিং শৃণু মদ্বচঃ ।
যদুদাস্সে সদা নিত্যং তদিত্থং কুরু মদ্বচঃ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) কৃপালু প্রভু সেই মুরারিকে বলিলেন—'আমার একটি কথা শুন। তুমি নিত্যই উদাসীন থাক, তাহাতেই বলিতেছি যে, আমার বাক্য পালন কর।

সাবধানেন ভবতা শ্রোতব্যং বচনং মম ।
উপদেশং দদাম্যদ্য তব তৎ সম্প্রধার্য্যতাম্ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) সাবধানে আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি তোমাকে অদ্য একটি উপদেশ দিতেছি, তাহা তুমি সম্যক্ প্রকারে পালন করিবে।

অদ্বৈতাচার্য্যবর্য্যোঽসৌ মহান্ বৈ সদ্গুণাশ্রয়ঃ ।
ঈশ্বরাংশোঽস্য সেবাঞ্চ কুরু যত্নেন সাদরম্ ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) এই অদ্বৈতাচার্য্যবর্য্য মহাসদ্গুণাশ্রয় এবং ঈশ্বরাংশ, যত্নে আদরে ইহার সেবা করিও।

ইত্যেবং জ্ঞাপিতো গুহ্যো ময়া ত্বৎসুখসিদ্ধয়ে ।
ইত্যুক্ত্বা স যযৌ দেবঃ স্বাং পুরীং ভক্তবৎসলঃ ।। ৩০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) তোমার সুখসমৃদ্ধির জন্যই আমি এই গুহ্য কথা নিবেদন করিতেছি।' এই বলিয়া ভক্তবৎসল প্রভু নিজ মন্দিরে চলিয়া গেলেন।

অথাপরদিনে গত্বা কণ্ঠকগ্রামমুত্তমম্ ।
সন্ন্যাসং কৃতবান্ কৃষ্ণ শ্রীমৎকেশবভারতীম্ ।। ৩১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩১) অনন্তর অন্য একদিনে শ্রীগৌরকৃষ্ণ ধন্য কণ্টকনগরে (কাটোয়াতে) গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্যাপারদর্শী মহাপুরুষ শ্রীমৎ কেশব ভারতীকে

কৃতার্থয়ন্ গুরুং কৃত্বা তং ব্রহ্মপারগোত্তমম্ ।। ৩২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩২) গুরুরূপে অঙ্গীকার করিয়া কৃতার্থই করিলেন।

ইতি হরেশ্চরিতং সংশৃণোতি যঃ সপদি পাপগণং পরিহায় সঃ ।
বিশতি পাদতলে নৃহরের্লভেদতুলভক্তিমসঙ্গমনার্য্যতঃ ।। ৩৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৩) এই গৌরহরির চরিত্র যিনি সম্যক্ শ্রবণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পাপরাশিমুক্ত হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে প্রবেশ (সেবাধিকার) লাভ করেন—অসাধারণ অতুলনীয় ভক্তি প্রাপ্ত হন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয়প্রক্রমে সন্ন্যাসসূত্রং নামাষ্টাদশঃ সর্গঃ।
সমাপ্তশ্চায়ং দ্বিতীয়ঃ প্রক্রমঃ ।।
ইতি সন্ন্যাসসূত্র-নামক অষ্টাদশ সর্গ।
ইতি দ্বিতীয়প্রক্রম ।।

তৃতীয়-প্রক্রমে

প্রথমঃ সর্গঃ

শ্রুত্বা হরেঃ কথনমদ্ভুতমপ্রপঞ্চং দামোদেরঃ পুনরুবাচ বরং মুরারিম্ ।
তৎকথ্যতাং কথমসৌ ভগবাংশ্চকার ন্যাসংবিদেশগমনংপুরুষোত্তমঞ্চ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) শ্রীহরির অদ্ভুত ও প্রপঞ্চাতীত কাহিনী শ্রবণ করিয়া দামোদর পুনরায় মুরারিকে এই উত্তম প্রশ্ন করিলেন—'এক্ষণে বল, কি প্রকারে সেই ভগবান্ সন্ন্যাস এবং বিদেশে গমন করিলেন?'

দৃষ্ট্বাজগাম মুনিসঙ্গনিষেবিতানি তীর্থানি কানি চ মনোজ্ঞকৃপঃ পুরাণঃ ।
শ্রুত্বা বচো দ্বিজবরস্য জগাদ বৈদ্যো হৃদ্যাংকথাং শৃণু হরেঃ
কথয়ামি তুভ্যম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) পুরুষোত্তম দর্শনানন্তর সেই মনোজ্ঞ কৃপানিধান পুরাণপুরুষবর মুনিসঙ্গজুষ্ট কোন্ কোন্ তীর্থ গমন করিয়াছেন, তাহাও বল।' দ্বিজবরের কথায় বৈদ্য মুরারি বলিলেন—'শ্রবণ কর, তোমার নিকটে শ্রীহরির হৃদয়গ্রাহী কথাই বলিতেছি।

তত্রাশুশক্তিমতুলাং ভগবান্ দদাতু বক্তুংযথামম ভবেৎ কুশলা সুবাণী ।
যস্যাদ্ভুতাশ্রুতিসুধারসনৈঃ সুবাণী যন্নামসংস্মৃতিরসা দ্বিবশা বিমুক্তিঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) এ বিষয়ে ভগবান্ আমাকে শীঘ্রই অতুলনীয়া শক্তি দান করুন, যাহাতে আমার বাক্য সুকৌশলে তাহা বর্ণনা করিতে পারে। যাঁহার অদ্ভুত সুন্দর বাণী শ্রুতিসুধাপূর্ণ, যাঁহার নামস্মরণরসে বিমুক্তিও বিবশ হয় অর্থাৎ দূরীভূত হয়,

তং নিত্যবিগ্রহমজং বরহেমগৌরং চৈতন্যদেবমমলং পুরুষং ভজামি ।
যৎপাদপদ্মনখরদ্যুতিরঞ্জিতেন চিত্তেন শুদ্ধমনসঃ সহসা বিদুস্তৎ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) সেই নিত্যবিগ্রহ, অজ, অত্যুত্তম হেমবৎ গৌরবর্ণ, অমল পুরুষ চৈতন্যদেবকে ভজন করি। শুদ্ধমনাঃ ব্যক্তিগণ তাঁহারই পাদপদ্মনখরকান্তি দ্বারা আলোকিত চিত্তে শীঘ্রই

ব্রহ্মস্বভাবভগবদ্ভজনামৃতং চ তং দেববৃন্দপরিবন্দিতপাদমাড়ে ।
যৎপাদপদ্মমকরন্দমজস্রং পীত্বা শ্রীশঙ্করোঽপি ভগবাননুরাগপূর্ণঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) ব্রহ্মস্বভাব ও ভগবদ্‌ভজনামৃত প্রভৃতি জানিতে পারেন। যাঁহার পাদপদ্মের মধু নিরন্তর পান করিয়া শ্রীশঙ্কর ভগবান্‌ও অনুরাগপূর্ণ হইয়াছিলেন—সেই দেবগণ-পরিবন্দিতচরণ মহাপ্রভুকে স্তব করিতেছি।'

এবং চ বৈদ্যমুপদিশ্য নিজাশ্রয়ং স গত্বা স্বভক্তগণসেবনজানুশক্ত্যা ।
শান্তশ্চ সর্ব্বরসিকেশ্বরগৌরচন্দ্রো মুগ্ধং নিনায় রজনীংচ তদুত্থিতোঽগাৎ ।।৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) এইরূপে বৈদ্য মুরারিকে উপদেশ করিয়া নিজ মন্দিরে গমন করিলেন এবং নিজ ভক্তগণের সেবন-নিপুণতায় শান্ত ভাব ধারণ করত সর্বরসিকমৌলি গৌরচন্দ্র মুগ্ধ হইয়াই যেন রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রিশেষে তিনি গাত্রোত্থানপূর্বক যাত্রা করিলেন।

উত্তীর্য্য দিব্যতটিনীংভগবান্ জগাম জ্ঞাত্বাথ খিন্নমনসো দ্বিজবর্য্যমুখ্যাঃ ।
বৈক্লব্যমাপুরতুলং রুরুদুশ্চ তপ্তাঃ শোকার্দ্দিতা বিমনসোঽতিক্লেশা বভূবুঃ ।।৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) ভগবান্ সুরধনী উত্তীর্ণ হইয়া চলিয়া গেলেন—দ্বিজবর্য্যমুখ্যগণ বার্ত্তা জানিয়া ব্যথিতচিত্ত, অতুলনীয় বিক্লবগ্রস্ত হইলেন, সন্তপ্ত ও শোকার্দিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, বিমনস্ক ও নিদারুণ ক্লেশাভিভূত হইলেন।

তান্ সপ্তমেঽহ্নি পরিনষ্টত্বিষো হ্যবাপ শ্রীচন্দ্রশেখরগুণাকররত্নবর্য্যঃ ।
আচার্য্যবত্নবরতপ্তসুবর্ণগৌরঃ কান্ত্যা ক্ষিপন্নিব সুধাকরপূর্ণশোভাম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) সপ্তম দিবসে আচার্য্যরত্ন, গলিত স্বর্ণবৎ গৌরকান্তি, গুণাকর রত্নবর্য্য শ্রীচন্দ্রশেখর আসিয়া পরিনষ্টকান্তি সেই ভক্তগণের সহিত মিলিলেন—অহো! তাঁহার কান্তিতে চন্দ্রের পূর্ণ শোভাও নিন্দিত হইতেছিল।

পপ্রচ্ছুরব্জনয়নস্য কথাসুধাং তে তং তানুবাচ তৎ কথয়ামি সর্ব্বম্ ।
ব্রূতে সগদ্‌গদগিরা দ্বিজবর্য্যমুখ্যান্ শ্রীচন্দ্রশেখরধরামরবর্য্যমুখ্যঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) তাঁহারা তাঁহাকে পদ্মনয়ন গৌরের কথামৃত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'হাঁ, সব বার্ত্তাই বলিতেছি।' তখন বিপ্রবর্য্যমুখ্য শ্রীচন্দ্রশেখর গদ্‌গদ বচনে সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে বলিতেছেন,—

গচ্ছদ্বিভোঃ পথি নরা বদনং নিরীক্ষ্য নেত্রৈঃ পপুঃ পুরুষভূষণগাত্রশোভাম্।
ন্যাসায় তস্য গমনং চ পুনর্বিদিত্বা হৃষ্টা প্রণেমুরমুমম্বুজপাদযুগ্মম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) পথে যাইতে থাকিলে সকল লোক প্রভুর বদন নিরীক্ষণ করিয়া সেই পুরুষপ্রবরের অঙ্গশোভা নেত্রচষকে পান করিতে লাগিল। পুনরায় তিনি সন্ন্যাস করিতে যাইতেছেন জানিয়া তাহারা আনন্দে তাঁহার পাদপদ্মযুগলে প্রণাম করিতে লাগিল।

ননর্ত্ত তস্মিন্ ভগবান্মুকুন্দঃ প্রেমার্দ্রবক্ষাঃ পুলকাচিতাঙ্গঃ ।
হৃষ্টা জগুঃ কৃষ্ণপদাব্জগীতমাচার্য্যরত্নপ্রমুখা মহত্তমাঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) ভগবান্ মুকুন্দ প্রেমাশ্রুধারায় বক্ষঃ সিক্ত করিয়া পুলকব্যাপ্তদেহে তথায় নাচিতে লাগিলেন, আর আচার্য্যরত্ন প্রভৃতি মহত্তম ব্যক্তিগণ আনন্দে কৃষ্ণচরণ-কমল-সঙ্গীত গান করিলেন।

তস্মিন্ ক্ষণে কণ্টকনামপুর্য্যাং সমাগতা ব্রাহ্মণসজ্জনোত্তমাঃ ।
নার্য্যশ্চ বালাশ্চ সুহৃষ্টবৃদ্ধা গৃহীতহস্তা বধিরান্ধকুব্জাঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) সেই সময়ে কন্টকনগরে ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ, নারী, বালক, মহানন্দিত বৃদ্ধগণ এবং গৃহীত-হস্ত বধির, অন্ধ ও কুব্জ প্রভৃতিও সমাগত হইল।

স্ত্রিয়শ্চ কাশ্চিৎ ধৃতপূর্ণকুম্ভা ধৃতার্চ্চনাঃ কক্ষতটেষু কাশ্চিৎ ।
কাশ্চিদ্বয়স্যাধৃতবাহুযুগ্মাঃ সম্পূর্ণগর্ভাস্ত্বরিতং সমীয়ুঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) কোন কোনও স্ত্রী কক্ষে পূর্ণকুম্ভ লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কেহ বা কক্ষতটে পূজাসামগ্রী লইয়া আসিয়াছে, কোনও কোনও পূর্ণগর্ভা নারী আবার বয়স্যা কর্তৃক ধৃতবাহু হইয়াই শীঘ্র সমাগত হইয়াছে।

পপুর্হি সন্তপ্তহৃদস্তু সর্ব্বা জনার্দ্দনস্যাম্বুজবক্ত্রসীধুম্ ।
বালার্কমিশ্রং হি সুবর্ণপদ্মমিবাপরা বীক্ষ্য সুবিস্মিতাস্তাঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) তাঁহারা সকলেই সন্তপ্তহৃদয়ে গৌরাঙ্গের বদনপদ্মসুধা পান করিতে লাগিলেন। তরুণসূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত সুবর্ণপদ্মবৎ তাঁহাকে দেখিয়া অন্যান্য নারীগণ মহাবিস্মিতাই হইলেন।

উচুশ্চ কস্যায়মপূর্ব্বদর্শনঃ সমুদ্যদিন্দুপ্রতিমাননাভঃ ।
শুভায় লোকস্য ভবায় জাতো মাত্রাস্য পুণ্যেন ধৃতং স্বগর্ভে ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তাঁহারা পরস্পর বলিলেন—'সমুদীয়মান চন্দ্রসদৃশ মুখকান্তিশীল অপূর্ব-দর্শন ইনি কাহার পুত্র হে! ইনি পৃথিবীর শুভ মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। ইঁহার মাতা বহু বহু পুণ্যে ইঁহাকে নিজ গর্ভে ধারণ করিয়াছেন!!

অসৌ কুমারো জিতকামদেবঃ কান্ত্যা গিরা নির্জ্জিতবাক্‌পতিঃ শুভঃ ।
ভার্য্যাস্য কেনাপি সুকর্ম্মণাভূৎ কেনাপি কা বা বিরহাতুরাস্ফুটম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) এই কল্যাণময় কুমারটি কান্তিদ্বারা কামদেবকে জয় করিয়াছেন, বাক্যে বৃহস্পতিকে পরাভূত করিয়াছেন—কত কত সুকর্ম্মানুষ্ঠানে কোন্ ভাগ্যবতী ইঁহার পত্নী হইয়াছেন, আবার কোন্ কর্মফলে তিনি এই প্রকটতর বিরহে অভিভূতা হইলেন!!

মাতাস্য পুত্ত্রস্য মুখং ন দৃষ্ট্বা জীবত্যজীবা বহুদুঃখতপ্তা ।
যথা হি কৃষ্ণো মথুরাং দিদৃক্ষুর্গতো ব্রজস্থাশ্চ বভূবুরার্ত্তাঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) ইঁহার মাতা পুত্রের মুখ না দেখিয়া, বহু দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া প্রাণহীন জীবন ধারণ করিবেন ! যেরূপ কৃষ্ণ মথুরাদর্শনে গমন করিলে ব্রজবাসী সকলেই আর্ত্ত হইয়াছিলেন—এ স্থলে সেই অবস্থাই হইল বুঝি!!

কাশ্চিদ্বিদগ্ধাঃ স্ফুটমেব চাহুর্গোপাঙ্গনাভাববিভাবিতোঽসৌ ।
শ্রীনন্দপুত্রঃ স্বয়মাবিরাসীৎ সন্ন্যাসবেশেন স্বকার্য্যসাধকঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) কোনও কোনও বিদুষী নারী স্পষ্টতঃই বলিলেন—'গোপীভাব-বিভাবিত ঐ নন্দনন্দনই স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া এক্ষণে সন্ন্যাসবেশে নিজ কার্য্য সাধন করিবেন।'

এবংবিধান্যা বহুধা সুবাচো বভূবুরন্যোন্যকথাপ্রসঙ্গৈঃ ।
মুখং পিবন্ত্যো ন বিদুঃ স্বদেহং বিশ্বম্ভরস্যাম্বুজলোচনস্য ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) এইরূপে পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে অন্যান্য বহু সুন্দর উক্তিই হইতে চলিল। তাঁহারা পদ্মলোচন বিশ্বম্ভরের মুখকমল পান করিয়া স্বদেহাদি ভুলিয়া গেলেন!!

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে তৃতীয়প্রক্রমে কণ্টকনগরনাগরীবচনং নাম প্রথমঃ সর্গঃ।।

ইতি **কণ্টকনগর-নাগরীবচন**-নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

নৃত্যাবসানে ভগবান্ রুরোদ প্রেম্না হরেঃ সোঽপি বিভিন্নধৈর্য্যঃ ।
দৃষ্ট্বা তদা তত্র সমাগতা বৈ রুদন্তি তে প্রেমজলাবিলাক্ষাঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) নৃত্যাবসানে সেই ভগবানও হরিপ্রেমে ধৈর্য্য হারাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া সমাগত জনমণ্ডলীও প্রেমধারায় অভিষিক্ত হইয়া রোদনপরায়ণ হইলেন।

ততঃ সমুত্থায় হরিঃ সগদ্গদস্বরেণ তান্ প্রাহসমাগতান্ জনান্ ।
মাং তাত মাতশ্চ বিধেহি সাম্প্রতং শুভাশিষো যেন হরিস্মৃতিঃ স্যাৎ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তৎপরে হরি উত্থিত হইয়া সমাগত জনগণকে গদ্গদ বাক্যে বলিলেন—'হে মাতঃ! হে পিতঃ! এক্ষণে আমাকে এই শুভ আশীর্বাদ দাও, যেন আমার হরি-স্মৃতি হয়।'

শ্রুত্বাভিলজ্জাকুলিতা বিবস্ত্রা গতাস্ততস্তে প্ররুদন্ত এব ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাপরিপূর্ণদেহা বভূবুঃ সদ্ভক্তিরসেন পূর্ণাঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) এই কথা শ্রবণে তাঁহারা লজ্জাকুলিত ও বিবসন হইয়া মহারোদন করিতে করিতে গমন করিলেন—শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে তাঁহাদের দেহ পরিপূর্ণ হইল, তাঁহারা বিশুদ্ধ ভক্তিরসে ভরপূর হইলেন!!

তান্ সান্ত্বয়িত্বা নিজদর্শনামৃতৈঃ স গৌরচন্দ্রো ভগবান্ জগাম্ ।
গুরোর্নিবাসং সহ বৈষ্ণবাগ্রৈঃ শ্রীকেশবাখ্যস্য মহানুভাবঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) মহানুভাব ভগবান্ সেই গৌরচন্দ্র তাহাদিগকে নিজ দর্শনামৃতে সান্ত্বনা দিয়া, বৈষ্ণববর্য্যগণ সহ গুরু শ্রীকেশব ভারতীর আলয়ে গমন করিলেন।

নত্বা গুরোঃ পাদযুগং নিবাসং তস্মিন্ স চক্রে করুণাম্বুধির্হরিঃ ।
শ্রীরামনারায়ণনামমঙ্গলং গায়ন্ গুণান্ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) শ্রীগুরুর চরণযুগলে প্রণত হইয়া সেই করুণানিধি গৌরহরি সেই স্থানেই বাস করিলেন। 'শ্রীরাম, নারায়ণ' ইত্যাদি নামমঙ্গল ও (হরি) গুণগান করিতে করিতে তিনি প্রেমে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন।

তথাপরাহ্নে নৃহরেরবাপ্ত্যৈ ন্যাসোক্তকর্ম্মাণি চকার শুদ্ধঃ ।
আচার্য্যরত্নো ভগবাংশ্চকার কৃষ্ণস্য পূজাং বিধিবদ্বিধিজ্ঞঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) তার পরে অপরাহ্ন সময়ে গৌরহরির আজ্ঞানুসারে বিধিজ্ঞ ভগবান্ আচার্য্যরত্ন শুদ্ধমনে বিধিবৎ কৃষ্ণপূজা করিলেন।

ততঃ সমীপং স গুরোর্হিতার্থী গত্বাবদৎ কর্ণসমীপ ঈশঃ ।
স্বপ্নে ময়া মন্ত্রবরো হি লব্ধঃ শৃণুষ্ব তৎ কিং তব সম্মতং স্যাৎ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) অনন্তর জগদীশ্বর গুরুর হিতার্থে তাঁহার সমীপে গিয়া কর্ণকুহরে বলিলেন—'আমি স্বপ্নে যে মন্ত্রবর প্রাপ্তি করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিয়া বলুন—উহা আপনার সম্মত কি না।'

বারত্রয়ং তৎশ্রবণান্তিকং স্বয়ং প্রোবাচ ন্যাসোক্তমনুং বিশুদ্ধম্ ।
শ্রুত্বাবদৎ সোঽপি হরেরিদং স্যাৎ সন্ন্যাসমন্ত্রং পরমং পবিত্রম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) তখন তিনি কেশব ভারতীর কর্ণতটে তিন বার সেই বিশুদ্ধ সন্ন্যাসমন্ত্র বলিলেন। তৎশ্রবণে তিনিও বলিলেন—'অহো! ইহাই শ্রীহরির পরম পবিত্র সন্ন্যাসমন্ত্র !!'

ব্যাজেন দীক্ষাং গুরবে স দত্ত্বা লোকৈকনাথো গুরুরব্যয়াত্মা ।
গুরো দদস্বাদ্য মনীষিতং মে সন্ন্যাসমিত্যাহ পুটাঞ্জলিঃ প্রভুঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) লোকৈকনাথ গুরু অব্যয়াত্মা সেই গৌরাঙ্গ প্রভু ছলে গুরুকে দীক্ষা দিয়া পুটাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিলেন—'হে গুরুদেব! এক্ষণে আমার বাঞ্ছিত সন্ন্যাস দান করুন।'

ততঃ শুভে সংক্রমণে রবেঃ ক্ষণে কুম্ভং প্রয়াতি মকরান্মনীষী ।
সন্ন্যাসমন্ত্রং প্রদদৌ মহাত্মা শ্রীকেশবাখ্যো হরয়ে বিধানবিৎ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) তৎপরে মাঘ মাসের শেষে দিনে শুভ সংক্রান্তিতে রবিসংক্রমণক্ষণে বিধানবিৎ মহাত্মা শ্রীকেশব শ্রীগৌরহরিকে সন্ন্যাসমন্ত্র দান করিলেন।

ততঃ সরোমাঞ্চিতদেহযষ্টিরানন্দনেত্রাম্বুভিরার্দ্রবক্ষাঃ ।
সংন্যস্ত এবাহমিতি স্বয়ং হরিঃ সগদ্গদং বাক্যমুবাচ দেবঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) তার পরে রোমাঞ্চিতদেহ ও আনন্দাশ্রুধারায় প্লাবিতবক্ষ হইয়া স্বয়ং গৌরাঙ্গদেব সগদ্গদ বাক্যে বলিলেন—'আমার সন্ন্যাস হইল।'

গচ্ছন্তমালোক্য হরিং গুরুঃ স্বয়ং দণ্ডং সচেলং ত্বরয়া দদৌ করে ।
ভো ভো গৃহাণেতি বদন্ গুরোর্ব্বচঃ শ্রুত্বা গৃহীত্বা গুরুভক্তিলম্পটঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) শ্রীহরিকে গমনোন্মুখ দেখিয়া গুরু স্বয়ং ত্বরা করিয়া তাঁহার হস্তে দণ্ড ও অরুণ বস্ত্র দান করিলেন এবং বলিলেন—'ওহে! এগুলি ধারণ কর।' গুরুর বাক্যশ্রবণে গুরুভক্তিলম্পট প্রভু তাহা গ্রহণ করিলেন।

গুরোর্নির্দেশং বহুমন্যমানস্তত্রাবসত্তদ্দিবসং জিতারিঃ ।
রাত্রৌ বসন্ কীর্ত্তনমাশু চক্রে নৃত্যঞ্চ তস্মিন্ গুরুণা সমং প্রভুঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) গুরুর নির্দ্দেশে সম্মান করিয়া প্রভু সেই দিন তথায় বাস করিলেন। রাত্রিকালে সেখানে গুরুর সহিত প্রভু শীঘ্রই নৃত্যকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ননর্ত্ত তস্মিন্ জগতাং গুরোর্গুরুঃ কৃষ্ণেন সার্দ্ধং মহতা সুখেন ।
আনন্দপূর্ণস্তু পুনঃ স মেনে ব্রাহ্মং সুখং তুচ্ছতরং মহাত্মা ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) জগদ্‌গুরুর গুরু মহাসুখে কৃষ্ণের সহিত একত্র নাচিতে লাগিলেন। তখন নিজে আনন্দপূর্ণ হইয়া সেই মহাত্মা ব্রাহ্ম সুখও তুচ্ছতর বলিয়া মনে মনে গণনা করিলেন।

নৃত্যাবসানে হরিমব্রবীৎ স কোঽপীহ মে দণ্ডমিমং করাগ্রাৎ ।
আকৃষ্য মাং প্রাহ ভুজদ্বয়েন স্পৃষ্ট্বা স্বয়ং ত্বং নটনং কুরুষ্ব ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) নৃত্যশেষে তিনি গৌরহরিকে বলিলেন—"এ স্থানে কেহ আমার হস্ত হইতে এই দণ্ড আকর্ষণ করিয়া ভূজদ্বয়ে আলিঙ্গনপূর্বক আমাকে বলিলেন যে, তুমি নিজে নৃত্য কর।

ততোঽহমানন্দপরিপ্লুতো মুদা প্রবিশ্য নৃত্যং কৃতবান্ সুবিহ্বলঃ ।
শ্রুত্বা বচস্তস্য সুবিস্মিতাস্তে স বৈষ্ণবাঃ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যাঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) তারপর আমি আনন্দে পূর্ণ হইয়া মহাবিহ্বলচিত্তে নৃত্যস্থলে প্রবেশ করতঃ নৃত্য করিয়াছি।" তাঁহার বাক্যে বৈষ্ণবগণ মহাবিস্মিত ও প্রেমভরে ধৈর্য্যহারা হইলেন।

শ্রুত্বা গুরোর্বাক্যমনল্পমর্থবন্ননর্ত্ত তস্মিন্ স্বজনৈরনুব্রতঃ ।
হর্ষেণ যুক্তো মহতা মহাত্মা স্বয়ং হরিং স্বাত্মরতো গুণাশ্রয়ঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) গুরুর এই মহাসার্থক বাক্য শুনিয়া স্বাত্মারাম কল্যাণগুণাশ্রয় মহাত্মা স্বয়ং হরি মহাহর্ষান্বিত এবং স্বজনগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

স ভারতী প্রেমপরিপ্লুতাত্মা কমণ্ডুলং দণ্ডমপীহ দূরে ।
ক্ষিপ্ত্বা ননর্ত্ত প্রভুণা সমং বৈ সন্ন্যাসধর্ম্মস্য পবিত্রহেতুনা ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ : (১৮) সেই ভারতীও প্রেমপরিপূর্ণদেহে কমণ্ডলু ও দণ্ড দূরে নিক্ষেপ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মের পবিত্রতার জন্য প্রভুর সহিত নাচিতে লাগিলেন।

ইতি স্বয়ং যদ্ভগবৎকৃতং শুভং সন্ন্যাসমানন্দকরং দ্বিজন্মনাম্ ।
শৃণোতি যস্তস্য ভবেদ্বিমুক্তির্লভেচ্চ তত্তন্মনসা যদিচ্ছতি ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ : (১৯) দ্বিজাতিগণের আনন্দজনক স্বয়ং ভগবান্ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এই শুভ সন্ন্যাসের বৃত্তান্ত যিনি শ্রবণ করেন, তিনি বিমুক্ত হন অর্থাৎ স্বরূপ উপলব্ধি করেন এবং মনে যাহা যাহা অভিলাষ করেন, তৎসমস্তই লাভ করিবেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে সন্ন্যাসাশ্রমপাবনং নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।
ইতি **সন্ন্যাসাশ্রমপাবন**-নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

অথ নত্বা গুরোঃ পাদং তমনুজ্ঞাপ্য মাধবঃ ।
তদাজ্ঞয়া ব্রজদ্দেশং রাঢ়ং গূঢ়ো মহাভুজঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ : (১) অনন্তর গুরুর চরণ বন্দনা করিয়া, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া মহাভুজ হরি গূঢ়ভাবে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে চলিলেন।

নিত্যাবধূতেন সহ কৃষ্ণগাথাং মুহুর্ম্মুহুঃ ।
পথি গচ্ছন্ লপন্ নৃত্যন্ গায়ন্ স্বভক্তিভাবিতঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ : (২) পথে যাইতে যাইতে অবধূত নিত্যানন্দের সহিত মুহুর্ম্মুহু কৃষ্ণকথা বলিতেছেন, নত্য করিতেছেন, আবার নিজভক্তিভাবিত হইয়া গানও করিতেছেন!!

ধ্যায়ন্ কৃষ্ণপদাম্ভোজমাত্মনাত্মাত্মবিগ্রহম্ ।
ব্রজন্ প্রেমাশ্রুধারাভির্নির্ঝরৈর্গিরিশৃঙ্গবৎ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ : (৩) নিজে নিজবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পদকমল ধ্যান করিতেছেন—নির্ঝর-ধারায় পর্বতশিখরবৎ তিনি প্রেমাশ্রুধারায় অভিষিক্তদেহ হইতেছেন।

বিপ্লুতাঙ্গং ক্বচিৎ কম্পপুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ ।
বিহ্বলঃ স্খলিতঃ ক্বাপি ক্বচিদ্ দ্রুতগতির্ব্রজন্ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) কখনও নয়নধারায় সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চিত হইতেছে, কখনও দেহে কম্প ও পুলকাবলি দৃষ্ট হইতেছে, কখনও বিহুল বা স্খলিত হইতেছেন, আবার কখনও দ্রুতগতি চলিতেছেন।

মত্তকরীন্দ্রবৎ ক্বাপি তেজসা ববৃধে ক্বচিৎ ।
ক্বচিদ্ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সাদরম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) কখনও মত্ত করিরাজবৎ যাইতেছেন, কখনও বা অনন্ত তেজে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। কখনও বা আদরপূর্ব্বক গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইত্যাদি নামাবলি গান করিতেছেন।

তত্র দেশে হরের্নামঽশ্রুত্বা চাতীববিহ্বলঃ ।
প্রবিশ্যাহং জলে ক্ষিপ্রং ত্যজামি দেহমাত্মনঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) সেই দেশে হরিনাম না শুনিয়া প্রভু অতিশয় বিহুল হইলেন। "শীঘ্রই জলে প্রবেশ করিয়া আমি প্রাণত্যাগ করিব।

ন শৃণোমি হরের্নাম কথং ব্রাহ্মণসংস্থিতৌ ।
ইতি নিশ্চিত্য তোয়স্য সমীপং স ব্রজন্ প্রভুঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) এই ব্রাহ্মণকুলসেবিত দেশেও কেন হরিনাম শুনিতেছি না?" এই ভাবে মৃত্যু নির্ধারিত করিয়া প্রভু জলের নিকট যাইতে যাইতে

দদর্শ বালকান্ তত্র গবাং সঙ্ঘবিহারিণঃ ।
নিত্যানন্দাবধূতেন শিক্ষিতান্ হরিকীর্ত্তনম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) দেখিলেন, কতগুলি বালক গোচারণ করিতেছে। নিত্যানন্দ অবধূত তাহাদিগকে হরিকীর্ত্তন করিতে শিক্ষা দিলেন।

তত্রৈকো বালকোঽত্যুচ্চৈর্হরিং বদ হরিং বদ ।
ইতি প্রোবাচ হর্ষেণ পুনঃ পুনরুদারধীঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) তন্মধ্যে একটি উদারবুদ্ধি বালক অত্যুচ্চকণ্ঠে 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া পুনঃ পুনঃ আনন্দ করিতে লাগিল।

তৎ শ্রুত্বা হর্ষিতো দেবঃ সংরক্ষণন্ দেহমাত্মনঃ ।
তত্রৈব প্ররুরোদার্ত্তো বিহ্বলশ্চাপতদ্ভুবি ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) নাম শুনিয়া আনন্দে প্রভু নিজদেহত্যাগের সংকল্প ত্যাগ করিলেন এবং সেই স্থলেই আর্ত্ত হইয়া উচ্চকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন ও বিহ্বল হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন।

সাস্ত্বিতশ্চাবধূতেন বৃন্দারণ্যস্য বার্ত্তয়া ।
কিমদ্ভুতং ততো গত্বা শিক্ষাং চক্রে মহামতিঃ ।।১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) তিনি অবধূত কর্ত্তৃক বৃন্দাবন-বার্ত্তায় পুনরায় সাস্ত্বিত হইলেন। কি অদ্ভুত কথা! তার পর কিয়দ্দূর গিয়া মহামতি শ্রীনিকেতন প্রভু শিক্ষা দিলেন।

নবদ্বীপং প্রগচ্ছ ত্বং মাং প্রাহ শ্রীনিকেতনঃ।
ততোঽহং শোকদুঃখার্ত্তো নবদ্বীপং ব্রজন্নপি ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) তিনি আমাকে বলিলেন—'তুমি নবদ্বীপে যাও।' তারপরে আমি শোকদুঃখে কাতর হইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেই

নমো নারায়ণায়েতি মদ্বাক্যং ভক্তসন্নিধৌ ।
বক্তব্যং ভবতা যেন মমানন্দো ভবিষ্যতি ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) আবার বলিলেন—"ভক্তগণের নিকট আমার 'নমো নারায়ণ' এই বাক্য বলিবে, তাহাতে আমার আনন্দ হইবে।"

শ্রুত্বা সর্ব্বং হরের্বাক্যং গৌরাঙ্গে ন্যস্তজীবনঃ ।
স্থিতোঽহং পরমার্ত্তোঽপি গৌরচন্দ্রবিচেষ্টিতম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) শ্রীহরির সকল কথা-শ্রবণান্তে আমি গৌরাঙ্গে ন্যস্তজীবন হইয়া অবস্থান করিলাম। পরমার্ত্ত হইয়াও তাঁহার বাহ্য দশার নিভৃত পরমাদ্ভুত চেষ্টার কথা জ্ঞাত হইলাম।

জ্ঞাতং বাহ্যোপসংক্রান্তং নিভৃতং পরামাদ্ভুতম্ ।
সগদ্গদং স চ প্রাহ শ্রীকৃষ্ণনামমঙ্গলম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তিনি গদ্গদ ভাবে শ্রীকৃষ্ণনামমঙ্গল গ্রহণ করিতেছেন।

হসতি স্খলতি ক্বাপি কম্পতি গায়তি ক্বচিৎ ।
রোদিতি ব্রজতি ক্বাপি পততি স্বপিতি ক্ষিতৌ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) কখনও হাসেন, কখনও স্খলিত হইতেছেন, কখনও

কম্পিত হইতেছেন, কখনও গান করিতেছেন। কখনও রোদন, কখনও গমন, কখনও পতন, আবার কখনও বা মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন!!

গোপীভাবৈর্দাসভাবৈরীশভাবৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ।
আত্মতন্ত্রঃ স্বাত্মরতঃ শিক্ষয়ন্ স্বজনানয়ম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) এই স্বাধীন স্বাত্মারাম প্রভু নিজজনগণকে শিক্ষাদানের জন্য কখনও গোপীভাবে, কখনও ভক্তভাবে, আবার কখনও বা ঈশ্বরভাবে বিরাজ করিতেছেন।

তৃতীয়দিবসং যাবন্ন সস্মার স্ববিগ্রহম্ ।
মহাভীতো ব্যাকুলোঽহং কিং করোমীতি চিন্তিতঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) তৃতীয় দিন পর্য্যন্ত ইনি নিজ দেহ পর্য্যন্ত স্মরণ করিতে পারেন নাই। তখন আমি মহাভীত ও ব্যাকুল হইয়া 'কি করিব?' চিন্তা করিতে লাগিলাম।

ততঃ পরদিনে দেহং সস্মার মধুসূদনঃ ।
ততোঽহমাগতো গেহমাজ্ঞয়া ন্যাসিনাং গুরোঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তৎপরদিনে প্রভু নিজ দেহ স্মরণ করিলেন। তারপরে আমি ন্যাসিচূড়ামণির আজ্ঞা পাইয়া নিজ গৃহে আসিলাম।

আচার্য্যগেহে শ্রীকৃষ্ণঃ পরশ্বো বা গমিষ্যতি ।
তত্রৈব ভবতাং ভাবি দর্শনং তস্য নিশ্চিতম্ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) আচার্য্যমন্দিরে শ্রীগৌরকৃষ্ণ আগামী পরশ্ব আগমন করিবেন। সেইস্থলেই আপনারা তাঁহাকে নিশ্চয়ই দর্শন পাইবেন।

ইতি শ্রুতং শ্রীহরিকীর্ত্তনাদিকং ময়া চ দৃষ্ট্বা ভগবৎকৃতং শুভম্ ।
সমগ্রমেতৎ কথিতং সুমঙ্গলং হরের্গুণং সর্ব্বসুখপ্রদং নৃণাম্ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) এই ভাবে আমি শ্রীহরিকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করিয়াছি, ভগবানের অনুষ্ঠিত সর্বশুভ কার্য্য দেখিয়া এই সকল সুমঙ্গল ও জনগণের সর্বসুখপ্রদ হরিগুণ গান করিলাম।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে রাঢ়দেশভ্রমণং নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।।

ইতি **রাঢ়দেশভ্রমণ**-নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

আচার্য্যরত্নাদ্ধি নিশম্য তদ্বচো হরের্গুণাস্বাদবিভিন্নধৈর্য্যাঃ ।
আর্ত্তস্বরৈর্বা রুরুদুঃ সুদুঃখিতা অদ্বৈতমুখ্যা দ্বিজসজ্জনাস্ততঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) আচার্য্যরত্ন হইতে এই সব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অদ্বৈত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ শ্রীগৌরাঙ্গের গুণাস্বাদে ধৈর্য্যবিহীন ও সুদুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অথ শ্রীজগদীশো হি ভক্তানামার্ত্তিনাশকঃ ।
অদ্বৈতাচার্য্যনিলয়ে গচ্ছামীতি মনো দধে ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) এ দিকে ভক্তগণের আর্ত্তিনাশন জগদীশ্বরও অদ্বৈতাচার্য্যমন্দিরে যাইবার জন্য মনস্থ করিলেন।

পরিব্রজ্য রাঢ়দেশং লোকৈকনয়নোৎবঃ ।
অবধূতং মহাত্মানং প্রোবাচ মধুরং বচঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) জনগণের মহানয়নোৎসব দান করত রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়া তিনি অবধূত মহোদয়কে মধুর বাক্যে বলিলেন—

গচ্ছ ত্বং জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপং মনোরমম্ ।
মাতরং পরয়া ভক্ত্যা মম নামপুরঃসরম্ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) জাহ্নবীতীরে মনোরম নবদ্বীপে তুমি গিয়া আমার নামে পরম ভক্তিসহকারে মাতাকে

সংশান্তয্য সুখীকৃত্বা শ্রীকৃষ্ণচরিতাদিনা ।
তত্রত্যান্ বৈষ্ণবান্ সর্ব্বান্ শ্রীবাসাদীন্ মম প্রিয়ান্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) শ্রীকৃষ্ণচরিতকথাদি দ্বারা সান্ত্বনাদানে সুখী করতঃ তত্রত্য শ্রীবাসাদি আমার প্রিয় বৈষ্ণবদিগকে

সমানয়াচার্য্যগেহং যাবত্তত্র ব্রজাম্যহম্ ।
শ্রুত্বাজ্ঞাং জগদীশস্য জগাম ত্বরয়া মুদা ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) আচার্য্যগৃহে সমানয়ন কর, আমিও ততক্ষণে আচার্য্যমন্দিরে উপস্থিত হইব। জগদীশের আদেশ পাইয়া অবধূত আনন্দে নবদ্বীপ চলিলেন।

নবদ্বীপং শ্রিয়া যুক্তং শ্রীবাসস্যাশ্রমং শুভম্ ।
বিজ্ঞাপ্য কেশবাজ্ঞাং স শ্রীবাসাদিভিরন্বিতঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবাসের শুভ আশ্রয়ে তিনি প্রভুর আদেশ জানাইয়া শ্রীবাসাদিকে সঙ্গে লইয়া

শ্রীশচীচরণদ্বন্দ্বং নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ ।
সান্ত্বয়িত্বা চ তাং ভক্ত্যা নিত্যানন্দো দয়ানিধিঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) শ্রীশচীমাতার চরণে নমস্কারপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া দয়ানিধি নিত্যানন্দ ভক্তিভরে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

তয়া পাচিতমন্নঞ্চ ভুক্ত্বা স্থিত্বা পরে দিনে ।
সর্ব্বৈস্তৈর্ব্রাহ্মণৈঃ শূদ্রৈর্বৈদ্যৈরপি মহামনাঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) শচীমাতা অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিলে তিনি তাহা ভোজন করত সেই দিন সে স্থানে অবস্থান করিলেন এবং পরদিনে মহামনাঃ নিত্যানন্দ সেই সকল ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও বৈদ্যাদির সহিত

জগামাদ্বৈতনিলয়ং সহর্ষস্ত্বরয়ান্বিতঃ ।
শচী চ পরয়া প্রীত্যা পুত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) আনন্দে সত্বর অদ্বৈত-মন্দিরে গমন করিলেন। পুত্রকে পুরুষোত্তম মনে করিয়া শচীও পরম প্রীতি সহকারে

মত্বা জগাম তত্রৈব গেহেঽদ্বৈতস্য সত্বরা ।
সর্ব্বে তে তদ্দিনং স্থিত্বা ভুক্তান্নং পাবনং মহৎ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) সেই অদ্বৈত-গৃহে সত্বর গমন করিলেন। তাঁহারা সকলে সেই দিন

শ্রীযুতাদ্বৈতবর্য্যস্য শিবাংশস্য মহাত্মনঃ ।
ততঃ পরদিনে পুষ্পগ্রামাদাগচ্ছতি প্রভৌ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) শিবাংশ মহাত্মা অদ্বৈতের গৃহে মহাপবিত্র অন্ন ভোজন করিয়া অবস্থান করিলেন। তার পরদিনে ফুলিয়া গ্রাম হইতে প্রভু আগমন করিলেন।

সর্ব্বে তে মুদিতা জগ্মুস্তন্মঙ্গলমহোৎসবাঃ ।
অশ্রুকম্পপুলকাদ্যৈঃ পূর্ণাঃ পরমবিহ্বলাঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) সকলেই আনন্দমনে মঙ্গলমহোৎসব করিতে গমন

করিলেন ; তাঁহারা অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবভূষণে ভূষিত ও পরম বিহ্বল হইলেন।

তপ্তকাঞ্চনবপুর্ধৃতদণ্ডো রক্তবস্ত্রপরিবেষ্টিতদেহঃ ।
মেরুশৃঙ্গ ইব গৈরিকযুক্তস্তেজসা হরিরিব প্রচকাসে ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) একে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, তাহাতে আবার দণ্ড ধারণ করিয়া রক্তবস্ত্রে দেহ পরিবেষ্টন করিয়াছেন। গৈরিক (গিরিধাতু)যুক্ত সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় গৌরহরি কান্তিমালা বিস্তার করিতে লাগিলেন।

তং বিলোক্য নৃহরিং হরিদাসাঃ প্রাণমাত্মন ইবাশু প্রণেমুঃ ।
দণ্ডবদ্ভুবি নিপত্য মহান্তঃ কান্তবক্ত্রকমলং মুমুদুশ্চ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) মহান্ত হরিভক্তগণ তাঁহার মনোহর বদনকমল দেখিয়া নিজ প্রাণসদৃশ মনে করিয়া, শীঘ্র চরণে পতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং আনন্দ লাভ করিলেন।

নেত্রবারিঝরপূরিতদেহা হর্ষগদ্গদরবাঃ পুলকাঙ্গাঃ ।
তান্ বিলোক্য ভগবান্ কৃপাম্বুধির্দৃষ্টিবৃষ্টিভিরলঙ্কৃতদেহান্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) অবিরল অশ্রুধারাপাতে তাঁহাদের দেহ আপ্লুত হইল, মুখে হর্ষগদ্গদ বাণী, অঙ্গে পুলকাবলি ধারণ করিয়াছে দেখিয়া কৃপানিধি ভগবান্ তাঁহাদিগকে দর্শনবৃষ্টি দ্বারা অলঙ্কৃতদেহ করিলেন।

স্পর্শনেন মুদিতান্ হসিতেন ভাষিতেন দৃঢ়হস্তগ্রহেণ।
পূর্ণকামবিভবান্ স্মিতকান্তদিব্যপদ্মবদনঃ স হি চক্রে ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) মৃদু-মধুর-হাস্যশোভিতবদনপদ্ম-প্রভু তাঁহাদিগকে স্পর্শে আনন্দিত, হাস্যে, ভাষণে এবং দৃঢ় হস্তগ্রহণে পূর্ণমনোরথ করিলেন।

তেঽপি হৃষ্টমনসঃ পুলকেন পূরিতাঙ্গবিভবাঃ সুখমীয়ুঃ ।
তৈঃ সুরেশ ইব দেবসমূহৈরাগতঃ স ভগবান্ সহসৈব ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) তাঁহারা হৃষ্টমনে পুলকব্যাপ্তকলেবরে পরম সুখ লাভ করিলেন। দেবসমূহ-সহিত সুরেশ্বরের ন্যায় সেই ভগবান্ও সহসাই সমাগত হইলেন।

অদ্বিতীয়গুরুবর্য্যনিকেতং রোচয়ন্ স নিতরাং পাদপদ্মৈঃ ।
আসনে সমুপবিশ্য সুক্লিপ্তে রাজমান ইব তিগ্মদীধিতিঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) পাদপদ্মের বিজয়ে অদ্বৈত আচার্য্যবর্য্যের মন্দির মহাদীপ্তিমান্ হইল। সুন্দর আসনে সমুপবেশন করিয়া প্রভু সূর্য্যবৎ বিরাজমান হইলেন।

সংজগৌ হরিকথাং সগদ্গদং নেত্রবারিভিরলঙ্কৃতদেহঃ ।
বদরিকাশ্রম ইব ঋষিমধ্যে রাজতিস্ম স নারায়ণদেবঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) বদরিকাশ্রমে ঋষি-সমাজে নারায়ণের ন্যায় তিনিও ভক্তগোষ্ঠীতে গদ্গদবাক্যে হরিকথা বলিতে লাগিলেন, নয়নজলে তাঁহার সর্বাঙ্গ সংব্যাপ্ত হইল।

শ্রীশচীং প্রণিপত্যাহ সাদরং করুণাময়ঃ ।
তিষ্ঠামি সততং মাতস্তব সন্নিহিতো হ্যহম্ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) শ্রীশচীদেবীকে প্রণাম করিয়া করুণাময় প্রভু সাদরে বলিলেন—'মা, আমি সতত তোমারই সন্নিধানে থাকিব।'

অদ্বৈতাচার্য্যবর্য্যেণ দত্তমন্নং চতুর্বিধম্ ।
বুভুজে যজ্ঞভুঙ্নাথো ভক্তৈর্ভক্তজনেষ্টদঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) ভক্ত জনের অভীষ্ট যজ্ঞভোক্তা প্রাণনাথ ভক্তবর্গ সমভিব্যাহারে অদ্বৈতাচার্য্যবর্য্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত চতুর্বিধ অন্ন (চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়) আস্বাদন করিলেন।

তত্র সুপ্তো রজন্যাং স শেষে যামে সমুত্থিতঃ ।
গায়ন্ কলপদং কৃষ্ণং ননর্ত্ত স্বজনৈঃ সহ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) অদ্বৈতভবনে শয়ন করিয়া রজনীর চরম যামে গাত্রোত্থান করিয়া স্বজনগণ সহ মধুর স্বরে কৃষ্ণনাম গান করিয়া করিয়া নৃত্য করিলেন।

অথ প্রভাতে বিমলে শ্রীবাসাদীন্ দ্বিজোত্তমান্ ।
বাচা মধুরয়োবাচ গচ্ছথ স্বাশ্রমান্ প্রতি ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) তৎপরদিন বিমল প্রভাতে শ্রীবাসাদি ব্রাহ্মণবর্য্যগণকে মধুর বাক্যে তিনি নিজ নিজ আশ্রমে যাইবার জন্য আজ্ঞা দিলেন।

যাস্যামি দেবদেবেশ-পুরুষোত্তমদর্শনে ।
সার্ব্বভৌমদ্বিজেন্দ্রেণ সার্দ্ধং পশ্যামি তং হরিম্ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) 'আমি দেবদেবেশ পুরুষোত্তম-দর্শনে যাইব, সার্বভৌমনামক ব্রাহ্মণবরের সহিত সেই হরিকে দর্শন করিব।

যুষ্মাভিরত্র কর্ত্তব্যং সদৈব হরিকীর্ত্তনম্ ।
বিমৎসরৈর্বিশেষেণ জাগরে হরিবাসরে ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) তোমরা এ স্থানে মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া নিত্যই হরিকীর্ত্তন করিবে, বিশেষতঃ হরিবাসরে জাগরণ, নৃত্য-গীতাদি অবশ্যই করিবে।'

এবং বিসৃজ্য তান্ সর্ব্বানদ্বৈতাচার্য্যমগ্রতঃ ।
সমালিঙ্গ্য চ বাহুভ্যাং যযৌ প্রেমাশ্রুলোচনঃ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) এইরূপে তাঁহাদের সকলকে বিদায় দিয়া, অগ্রবর্ত্তী অদ্বৈতাচার্য্যকে বাহুযুগলে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাশ্রুলোচনে প্রভু যাত্রা করিলেন।

ততস্তৃণং স্বদশনৈর্ধৃত্বা শ্রীহরিদাসকঃ ।
পপতি দণ্ডবদ্ভূমৌ পাদমূলে জগৎপতেঃ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) তখন দন্তে তৃণ ধারণপূর্বক শ্রীহরিদাস ঠাকুর জগদীশ্বরের পাদমূলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন।

তদ্দৃষ্ট্বা ব্যথিতো নাথস্তমুবাচাশ্রুলোচনঃ ।
এবং রূপেণাহমেব জগন্নাথপদাম্বুজে ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) তাঁহার অবস্থা দেখিয়া নাথ ব্যথিত ও অশ্রুসিক্তনয়নে তাঁহাকে বলিলেন—'এইরূপে আমিও জগন্নাথ-পাদপদ্মে

নিপত্য সংবদিষ্যামি যথা ত্বয়ি কৃপা হরেঃ ।
ভবেন্নিশ্চিতমিত্যুক্ত্বা সমালিঙ্গ্য চ তং পুনঃ ।। ৩০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) নিপতিত হইয়া নিবেদন করিব—যাহাতে তোমার প্রতি শ্রীহরির নিশ্চিত কৃপা হয়।' এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া

বিসসর্জ্জ চ তং প্রীত্যা তমুবাচ দ্বিজর্ষভঃ ।
শ্রীযুতাদ্বৈতবর্য্যস্তু ভগবন্তং জগদ্গুরুম্ ।। ৩১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩১) প্রীতিভরে বিদায় দিলেন। তখন দ্বিজবর্য্য শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যবর্য্য জগদ্গুরু ভগবান্‌কে বলিলেন—

ভগবদ্‌গমনং শ্রুত্বা তব মে ন কথং ভবেৎ ।
প্রেমা নাথ তবেয়ং কিং কৃপা তং প্রাহ কেশবঃ ।। ৩২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩২) 'হে নাথ! তোমার গমনের কথা শুনিয়াও আমার কেন প্রেম হইতেছে না? তোমার এই কোন্ কৃপা?' তখন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—

এবং স্যাচ্চেত্তব প্রেমা কথং মে গমনং ভবেৎ ।
ইত্যুক্ত্বা তং সমালিঙ্গ্য দৃঢ়স্নিগ্ধৈরনুব্রতৈঃ ।। ৩৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৩) 'তোমার যদি প্রেমই হইবে, তবে আমি আর কি প্রকারে যাইতে পারি বল দেখি!' এই বলিয়া তাঁহাকে সুদৃঢ় আলিঙ্গন করতঃ মহাস্নিগ্ধ অনুচর

গদাধররাদিভির্বিপ্রৈর্গচ্ছন্তং তং দ্বিজোত্তমঃ ।
গোপীনাথাচার্য্যমুখ্যঃ প্রোবাচ প্রীণয়ন্ হরিম্ ।। ৩৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৪) গদাধরাদি ব্রাহ্মণগণ সহ গমন করিতে থাকিলে গোপীনাথাচার্য্যমুখ্য দ্বিজোত্তম শ্রীহরিকে প্রীতিভরে নিবেদন করিলেন—

ভগবংস্ত্বদ্বপুরহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি কামদ ।
তৎ শ্রুত্বা বচনং তস্য বসনং সমপাকরোৎ ।। ৩৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৫) 'হে ভগবন্! হে কামদ! তোমার দেহ দেখিতে আমার ইচ্ছা হয়।' এই কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার গাত্রবসন দূর করিলেন।

অনাবৃতং কায়দণ্ডং তপ্তচামীকরপ্রভম্ ।
ঘনাপায়ে যথা মেরুশৃঙ্গং চন্দ্রকরাঞ্চিতম্ ।। ৩৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৬) তখন মেঘাত্যয়ে মেরুশৃঙ্গ যেরূপ চন্দ্রকিরণে সমুদ্ভাসিত হয়, তদ্রূপ তাঁহার অনাবৃত দেহলতাও গলিতস্বর্ণবৎ কান্তিরাশি বিস্তারিত করিল।

দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা নমস্কৃত্য জগাম স দ্বিজোত্তমঃ ।
ভগবানপি সংহৃষ্টো জগাম পুরুষোত্তমম্ ।। ৩৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৭) সেই দ্বিজবর প্রভুর এই মূর্ত্তি দর্শন, সকল বার্ত্তা শ্রবণ এবং তাঁহার চরণে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। আর ভগবান্ও সংহৃষ্ট হইয়া পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন।

ইতি শ্রুত্বা হরেঃ কীর্ত্তিং প্রয়াণং পুরুষোত্তমে।
লভতে পরমপ্রেমানন্দং গৌরপদাম্বুজে ।। ৩৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৮) শ্রীহরির এই কীর্ত্তি ও পুরুষোত্তম-যাত্রা প্রসঙ্গ শ্রবণ করিলে মানব গৌরপাদপদ্মে পরম প্রেমানন্দ লাভ করে।

পুরুষোত্তমদেবস্য সম্যগ্‌দর্শনজং ফলম্ ।
লভেত মনুজো নিত্যং পঠনাত্তৎফলং লভেৎ ।। ৩৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩৯) এই প্রসঙ্গ নিত্য পাঠ করিলে মনুষ্য পুরুষোত্তমদেবের দর্শনজনিত সম্যক্ ফল লাভ করিতে পারেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে শ্রীঅদ্বৈতবাটীবিহারো
নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।
ইতি শ্রীঅদ্বৈতমন্দিরবিহার-নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রভস্থে ভগবান্ মুকুন্দগদাধরাদ্যৈর্দ্বিজসজ্জনৈঃ প্রভুঃ ।
পুরোঽবধূতং প্রণিধায় দেবো ররাজ কাব্যেন যথোডুপেশঃ ।।১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অনন্তর ভগবান্ প্রভু, মুকুন্দ ও গদাধরাদি ব্রাহ্মণ সজ্জনগণের সঙ্গে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দকে অগ্রে করিয়া গমনকালে মনে হইল, যেন চন্দ্রমা শুক্রাচার্য্যের সহিত বিজয় করিয়াছেন।

গচ্ছন্ ক্বচিদ্‌গায়তি কৃষ্ণগীতং ক্বচিদ্বদেদর্থমলব্ধসংজ্ঞম্ ।
ক্বচিদ্‌দ্রুতং যাতি শনৈঃ ক্বচিৎ স্খলদ্‌গতিঃ ক্বচিৎ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ ।।২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) পথে কখনও কৃষ্ণনামগুণগান করিতেছেন, কখনও অসংবদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন, কখনও দ্রুতগতি, আবার কখনও ধীরে চলিতেছেন—কখনও বা প্রেমে ধৈর্য্যশূন্য হইয়া স্খলিতপদে চলিতেছেন।

সায়ং ক্বচিদ্ভক্ষ্যমুপস্থিতং ভবেত্তদন্নমশ্নাতি হরির্যথাবিধি ।
রাত্রৌ চ গায়ত্যথ রৌতি ধৈর্য্যং বিসৃজ্য দেবো মহতাং সুখায় ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) সায়ংকালে যদি কখনও ভক্ষ্য দ্রব্য উপস্থিত হয়, তবে হরি

যথাবিধি সেই অন্ন ভোজন করেন। রাত্রিকালে প্রভু মহাজনদিগের সুখের জন্য ধৈর্য্য হারাইয়া গান এবং রোদন করেন।

স্বয়ং পপাঠ ভগবান্ শ্লোকমেকং শৃণুষ্ব তম্ ।
যৎ শ্রুত্বা তৎপদাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) স্বয়ং ভগবান্ এই একটি শ্লোক পাঠ করিতেন—তাহা শ্রবণ কর। ইহার শ্রবণে তাঁহার চরণ-কমলে সুদৃঢ়া রতি হয়।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্ ।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) 'রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহি মাম্। কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ত্রাহি মাম্।'

এবং কলপদং গায়ন্ হসংস্তত্ত্ববিদাম্বরঃ ।
ইমান্ নু শিক্ষয়ন্ লোকান্ লোকানাং পালকোঽব্যয়ঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) অব্যয়, লোকপালক, তত্ত্ববিৎশিরোমণি প্রভু লোকশিক্ষার জন্য এই পদটি সুমিষ্ট স্বরে গান করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

পথিকান্ যাচকান্ দৃষ্ট্বা ক্বচিদ্দানী সমাগতঃ ।
আহূয় তান্নিবৃত্তোঽভূৎ স্বয়মেব গতক্লমঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) ভিক্ষুক পথিক দেখিয়া এক স্থানে দানী আসিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া স্বয়ংই ক্লান্ত হইয়া নিবৃত্ত হইল।

কদাচিদপরো দানী পথি গত্বা জগদ্গুরুম্ ।
বারয়ামাস দানার্থী যাত্রিকাণাং গণৈর্বৃতম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) অন্য এক সময়ে আবার অন্য দানী দান চাহিয়া যাত্রিকগণ-পরিবেষ্টিত জগদ্গুরুকে নিবারণ করিলেন।

তমাহ ভগবান্ গচ্ছ দূরং ত্বং করসংজ্ঞয়া ।
ততোঽগচ্ছত্তদানীং স ভগবান্ মুদিতো যযৌ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) ভগবান্ তাঁহাকে হাতের ইঙ্গিতে বলিলেন—'তুমি দূরে থাক।' তখন সেই দানীও চলিয়া গেল। মহাপ্রভু আনন্দিতমনে আবার চলিলেন।

অবধূতকরে দণ্ডং দত্ত্বা স্বীয়ং জগদ্‌গুরুঃ।
অগ্রে জগাম চ পশ্চাৎ নিত্যানন্দঃ শনৈর্যযৌ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) জগদ্‌গুরু নিজ দণ্ড অবধূত-হস্তে দিয়া অগ্রে চলিতে লাগিলেন আর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিত্যানন্দ ধীরগতিতে চলিলেন।

দূয়মানেন মনসাচিন্তয়ৎ স উদারধীঃ ।
অহং বিহরমানোঽসৌ প্রভূর্ম্মে দণ্ডধারকঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) ব্যথিতচিত্তে সেই উদারমতি নিত্যানন্দ চিন্তা করিলেন—'আমার বিদ্যমানেও এই প্রভু দণ্ডধারী হইয়াছেন!!

অসৌ শ্রীভগবান্ সাক্ষাদ্দৃশ্যতে প্রজ্বলন্নলম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরো দেবঃ শ্রিয়ান্বিতঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) সাক্ষাতে দেখা যাইতেছেন যে, ইনিই জাজ্বল্যমান শ্রীভগবান্ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীনিকেতন।

লৌকিকীং দর্শয়ংশ্চেষ্টাং ন্যাসদণ্ডধরো হরিঃ ।
মুরলীবাদনঃ পূর্ব্বং জগন্মোহনরূপকঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) হরি হইয়াও ইনি লৌকিক চেষ্টায় ন্যাসদণ্ডধর হইয়াছেন!! ইনিই ত পূর্বে জগন্মোহনরূপে মুরলী বাদন করিয়াছেন!!

রাধারসবিলাসী চ শ্রীহরেঃ সন্নিধৌ স্থিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা প্রাহ ভগবান্ দণ্ডং মে দেহি মাচিরম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) এবং ইনিই ত রাধা রসলম্পট!!' কতক্ষণ পরে নিত্যানন্দ শ্রীগৌরের সন্নিধানে গেলেন ; তাঁহাকে দেখিয়া ভগবান্ বলিলেন,—'শীঘ্রই আমার দণ্ড আমাকে দাও।'

অবধূতস্ততঃ প্রাহ দৈবাদ্ভূমৌ পদং মম ।
প্রস্খলত্তেন দণ্ডস্তে ভগ্নো ভীত্যেত্যুবাচ সঃ ।। ১৫।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তখন ইনি ভয়ে ভয়ে বলিলেন—'দৈবাৎ ভূমিতে আমি পদস্খলিত হইলে তোমার দণ্ডটি ভাঙ্গিয়াছে।'

ততশ্চুকোপ ভগবানবধূতং জগাদ চ ।
দণ্ডে মে সংস্থিতা দেবাঃ শিবাদ্যাঃ সহশক্তয়ঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) ইহাতে ভগবান্ কোপ করিয়া অবধূতকে বলিলেন—'আমার দণ্ডে শিবাদি দেবগণ শক্তি সহ সংস্থিত আছেন।

তেষাং পীড়াং বিধায় ত্বং বভঞ্জ মম দণ্ডকম্ ।
দেবপীড়াকৃতং দোষং নো জানাসি কিমল্পকম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) তাঁহাদিগকে পীড়া দিয়া তুমি আমার দণ্ড ভগ্ন করিয়াছ। দেবপীড়া করিলে কি গুরুতর দোষ হয়, তাহাও কি তোমার জ্ঞান নাই?'

তৎ শ্রুত্বা প্রাহ তং দেবো হিতং তেষাং কৃতং ময়া ।
ততঃ ক্ষণাত্ত্যক্তরোষো ভগবানিদমব্রবীৎ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) তাহা শুনিয়া নিত্যানন্দ বলিলেন—'আমি ত তাঁহাদের হিতই করিয়াছি।' তার পরে ক্ষণকাল মধ্যে ভগবান্ কোপ ত্যাগ করত বলিলেন—

গত্বা চ শ্রীজগন্নাথং দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।
স্থিত্বা কতিপয়ং মাসং পার্শ্বে শ্রীচক্রিণো ময়া ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) 'শ্রীজগন্নাথে গিয়া শ্রীপুরুষোত্তম দর্শনের পর কয়েক মাস অবস্থান করিয়া শ্রীচক্রধরের পার্শ্বে

ন্যাসো দণ্ডস্য কর্ত্তব্যো মমাসীন্মতিরীদৃশী ।
তমসৌ চ বভঞ্জোর্ব্যাং ক্ষিপ্তবান্ কিং করোম্যহম্ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) আমি দণ্ড ত্যাগ করিব, এই প্রকার মনস্থ করিয়াছিলাম। তুমি উন্মত্ত হইয়া উহা পৃথিবীতে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ ; আমি আর কি করিব?'

ইত্যুক্ত্বা তং ক্রোড়ীকৃত্বা প্রোবাচ মধুরাক্ষরম্ ।
মদভিপ্রায়মেব ত্বং কর্ত্তুমর্হসি সদা ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মধুর স্বরে বলিলেন—'তুমি সর্বদা আমার অভিপ্রেত কার্য্যই অনুষ্ঠান করিও।'

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে দণ্ডভঞ্জনং নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ইতি দণ্ডভঞ্জন-নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ দেবো হরিকীর্ত্তনতৎপরঃ ।
পথস্থা দেবতা দৃষ্ট্বা নত্বা স্তুত্বা যথাবিধি ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) এই বলিয়া মহাপ্রভু হরিকীর্ত্তন-তৎপর হইয়া যাত্রা করিলেন। পথের নিকটবর্ত্তী দেবতাসমূহকে যথাবিধি দর্শন, নমস্কার ও স্তব করিতে লাগিলেন।

তমোলিপ্তে মহাপুণ্যে হরেঃ ক্ষেত্রে জগদ্গুরুঃ।
ব্রহ্মকুণ্ডে কৃতস্নানো দদর্শ মধুসূদনম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) মহাপুণ্য হরিক্ষেত্র তমোলিপ্তের (তমোলুকের) ব্রহ্মকুণ্ডে জগদ্গুরু স্নান করত মধুসূদন দর্শন করিলেন।

ততো জগাম ভগবান্ দিনৈঃ কতিপয়ৈঃ প্রভুঃ ।
রেমুণায়াং মহাপুর্য্যাং দ্রষ্টুং গোপালদেবকম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) তারপর কতিপয় দিন মধ্যেই ভগবান্ প্রভু রেমুণা মহাপুরীতে গোপালদেবের দর্শনার্থে গমন করিলেন।

বারাণস্যামুদ্ধবেন স্থাপিতং পূজিতং পুরা ।
ব্রাহ্মণানুগ্রহার্থায় তত্র গত্বা স্থিতং হরিং ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) প্রাচীন কালে ঐ হরিমূর্ত্তিটি উদ্ধব কর্ত্তৃক বারাণসীধামে স্থাপিত ও পূজিত হইয়াছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য তিনি ঐ রেমুণায় গিয়া অবস্থান করিতেছেন।

গোপীনাথমিতি কেচিদাহুস্তং করুণানিধিম্ ।
ক্ষীরচৌরাদিলীলাং যশ্চকার ভক্তহেতবে ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) কেহ কেহ এই কৃপানিধি হরিকে 'গোপীনাথ' বলিয়া থাকেন। ইনি ভক্তের জন্য ক্ষীরচৌর্য্যাদি লীলাও করিয়াছিলেন।

সর্ব্বং প্রমাণমেবাত্র ভক্তবাক্যানুগো হরিঃ ।
দদর্শ তত্র গত্বাসৌ ভগবান্ প্রাকৃতো যথা ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) ভক্তবাক্যানুগত হরি—এ কথা এ স্থলেই সর্বথা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ভগবান্ প্রাকৃত লোকের ন্যায় সেই স্থলে গিয়া গোপীনাথের দর্শন করিলেন।

দণ্ডবদ্ভুবি নিপত্য সুরেশং তং প্রণম্য করুণার্দ্রমুখেন্দুঃ ।
নর্ত্তনং নিজজনৈঃ সহ চক্রে কীর্ত্তনং সরসিজায়তনেত্রঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) ভূমিতলে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া সেই সুরেশ্বরকে প্রণাম করতঃ করুণাপূর্ণমুখচন্দ্র পদ্মপলাশ-লোচন গৌরাঙ্গ নিজ জনগণ সহ কীর্ত্তন ও নর্ত্তন করিলেন।

তৎক্ষণান্মুররিপোঃ প্রতিমায়া মৌলিলগ্নমুকুটং চ সমাপ ।
তদবলোক্য করপদ্মযুগেন তদ্দধার শ্রীশচীসুত এষঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) সেই সময়েই গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহের মস্তকস্থ মুকুট খসিয়া পড়িল দেখিয়া এই শচীসূত করপদ্মযুগলে তাহা ধারণ করিলেন।

তৎ প্রসাদমধিগত্য স্বমূর্দ্ধা সংদধার চ ররাজ চ হৃষ্টঃ ।
অদ্ভুতং তমবলোক্য সুরেশং খে ননন্দ নতকন্ধরচিত্তঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) এই প্রসাদ লাভ করিয়া তিনি নিজ মস্তকে ধারণপূর্বক আনন্দিতচিত্তে বিরাজ করিলেন। সুরেশ গোপীনাথের এই অদ্ভুত মূর্ত্তির দর্শনে প্রভু নতশিরে ও বিনয়ভরে ঐ ক্ষেত্রে মহানন্দ করিতে লাগিলেন।

তত্র নৃত্যমকরোদতুলশ্রীর্ন্যাসিনাম্বরঃ সুধাকরকান্তিঃ ।
বৈষ্ণবৈঃ সহ দিনান্তরমন্তঃ সায়মেব বিররাম মহাত্মা ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) সেই মন্দিরে সন্ন্যাসি-চূড়ামণি চন্দ্রকান্তি মহাত্মা দিনান্ত পর্য্যন্ত নৃত্যই করিলেন এবং সন্ধ্যাকালে বিশ্রাম করিলেন।

তং বিলোক্য মুদিতা জনসংঘাস্তুষ্টুবুর্মুহুরমুং প্রশশংসুঃ ।
তত্র সোঽপি রজনীং প্রণিনায় ভক্ষ্যমন্নমুপভোজ্য মুনীশঃ ।। ১১।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) তত্রত্য লোকসমূহ তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া মুহুর্মুহু তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছিল। সেই স্থলে ঐ ন্যাসিমণিও ভক্ষ্য অন্নাদি ভোজন করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন।

প্রাতরম্বুজমুখঃ স জগাম দেশমন্যনগরাণি লঙ্ঘয়ন্।
প্রাপ্য কালমনু কম্বুসুকণ্ঠো বেগিনীং সুরনদীঝরচ্যুতাম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) প্রাতঃকালে পদ্মবদন কম্বুকণ্ঠ প্রভু বহু দেশ ও নগর লঙ্ঘন করত যথাসময়ে বেগবতী গঙ্গার নির্ঝর হইতে প্রবাহিতা সেই

তাং বিলোক্য বরবৈতরণীং স সর্ব্বপাতককূলং জনতায়াঃ ।
দর্শনেন যমবৈতরণী সা জাতু ভাতি কিমু তৎ স্নপনেন ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) উত্তম বৈতরণী নদী দর্শন করিলেন। এই যম-বৈতরণী নদী দর্শন করিলে জনগণের সর্বপাতকরাশি কদাচিৎ দেখা যায় অর্থাৎ প্রায়শঃই নষ্ট হয়। আর তাহাতে স্নান করিলে কি হয়, তাহা ত বলাই যায় না!

স্নানমত্র বিধিনা স বিধায় তং দদর্শ বরশূকররূপম্ ।
যস্য দর্শনবশান্মনুজানাং সপ্তসপ্ততিকুলং দিবমীয়াৎ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) প্রভু এই বৈতরণীতে বিধিমত স্নান করিয়া মহাশূকরমূর্ত্তি দর্শন করিলেন—মনুষ্যগণ এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নিজ ও কুলকে স্বর্গে গমন করাইতে পারে।

তং বিলোক্য মুদিতঃ স জগাম যাজপুরনামনগরীং দ্বিজভূমিম্ ।
যত্র যজ্ঞমকরোচ্চতুর্ম্মুখঃ শাসনং দ্বিজবরায় দদৌ চ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তৎপরে প্রভু আনন্দিতমনে ব্রাহ্মণপ্রধান যাজপুর নগরীতে গমন করিলেন—এ স্থানে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়া বিপ্রবর্য্যকে একটি গ্রামের শাসন (ভূমি) দান করিয়াছিলেন।

যত্র মৃত্যুমধিগম্য তু বিশ্বাঃ পাপিনোঽপি শিবরূপধরাঃ স্যুঃ ।
তত্র লিঙ্গশতশো হি সমীক্ষ্য শঙ্করস্য শিরসানমদীশঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) এ স্থানে মরিলে পাপীসকলও শিবরূপ ধারণ করে। এই স্থানে শত শত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া প্রভু বিনতমস্তকে দণ্ডবৎ করিলেন।

স জগাম বিরজামুখপদ্মদর্শনায় ভগবান্ করুণাব্ধিঃ ।
যাং বিলোক্য জগতাং জনুকোটিমাত্রমঘং হ্যখিলং প্রজহাতি ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) তৎপরে করুণানিধি ভগবান্ বিরজাদেবীর মুখপদ্ম দর্শনের ইচ্ছায় গমন করিলেন। ইহাকে দর্শন করিলে জগতের কোটি কোটি জন্মের নিখিল পাপই সদ্য নষ্ট হয়।

তাং বিলোক্য প্রণমন্ সমযাচৎ প্রেমভক্তিমতুলাং জগদীশঃ ।
আজগাম গয়নাভিমনর্ঘ্যং পৈত্রতীর্থমরবিন্দমুখেশঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) ইঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া জগদীশ্বর অতুলনীয়া প্রেমভক্তি প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে পদ্মবদন মহাপ্রভু নাভিগয়া নামক পিতৃতীর্থে আগমন করিলেন।

ব্রহ্মকুণ্ডপয়সি দ্বিজবর্য্যঃ স্নানমাশু বিদধে বিধানবিৎ।
যত্র যজ্ঞবরাহপ্রকাশদর্শনেন জগতাং সুখমাসীৎ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) বিধানবিৎ দ্বিজবর্য্য প্রভু শীঘ্রই ব্রহ্মকুণ্ডজলে স্নান করিয়াছিলেন—এ স্থলে যজ্ঞবরাহমূর্তি দর্শনে জগদ্বাসী নরনারীর সুখ হইয়াছিল।

বভ্রাম তত্র ভগবান্ নগরীং নিরীক্ষ্য ভূতেশলিঙ্গমবলোক্য মহানুভাবঃ।
বারাণসীমিব সদাশিবরাজধানীং যত্র ত্রিলোচনমুখাঃ শিবলিঙ্গকোটিঃ ।।২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) মহানুভাব ভগবান্ সেই নগরী এবং ভূতেশ্বরমূর্ত্তির দর্শন করিয়া করিয়া ভ্রমণ করিলেন। উহা সদাশিবরাজধানী বারাণসীর ন্যায় এবং ইহাতে ত্রিলোচন প্রভৃতি কোটি কোটি শিবলিঙ্গ বিরাজ করেন।

শ্রুত্বা হরেরিদমনন্তসুখং লভেত পণ্যাং কথাং সকলপাপহরাং মনুষ্যঃ।
তীর্থাটনস্য চ ফলং পিতৃতীর্থসর্ব্বযজ্ঞক্রিয়াফলমশেষগুণান্বিতঃ স্যাৎ ।। ২১।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) মানব শ্রীহরির এই সকল পাপনাশন পুণ্যকথা শ্রবণে অনন্ত সুখ লাভ করে এবং সমগ্র তীর্থ পর্য্যটনের ও পিতৃতীর্থে সর্বযজ্ঞক্রিয়াদির ফল লাভে অশেষ গুণমণ্ডিত হইতে পারে।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে দক্ষিণদেশভ্রমণং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ।।
ইতি দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ-নামক ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তমঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রণম্য তং ভক্ত্যা মুকুন্দোঽম্বষ্ঠ ঈশ্বরম্।
প্রাহ প্রফুল্লবদনঃ সহর্ষং জগদীশ্বরম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তৎপরে মুকুন্দ দত্ত ঈশ্বরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া প্রফুল্লবদনে সহর্ষে মহাপ্রভুকে বলিলেন—

ভগবন্নত্র নাস্তে বৈ দানিনো ভয়মণ্বপি।
জানামি সর্ব্বতো লোকান্ যে বসন্ত্যত্র দুর্ম্মদান্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) 'হে ভগবন্! এই স্থানে বিন্দুমাত্রও আর দানীর ভয় নাই। এখানকার যত দুর্দান্ত লোক আছে, সকলকেই আমি জানি।'

তৎ শ্রুত্বা ভগবান্ প্রাহ স্মিতকান্তবাননঃ ।
এতাবত্তয়মস্মাকং পালনং ভবতা কৃতম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) তাঁহার কথায় ভগবান্ মৃদুমধুর-হাস্যশোভিত-বদনে বলিলেন—'এই পর্য্যন্ত আমাদের যে ভয় ছিল, তাহা ত আপনিই রক্ষা করিয়াছেন!'

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ ভিক্ষাং কর্ত্তুং লোকেষু শিক্ষয়া ।
লক্ষ্মীকান্তঃ স্বয়ং কৃষ্ণো ন্যাসিবংশদরো হরিঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) এই বলিয়া ন্যাসিচূড়ামণি গৌরকৃষ্ণ লক্ষ্মীকান্ত হইয়াও লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্য ভিক্ষা করিতে যাত্রা করিলেন।

নিত্যানন্দাবধূতশ্চ সর্ব্বশক্তিসমন্বিতঃ ।
শ্রীমদগদাধরো বিপ্রো মুকুন্দাদ্যাশ্চ সজ্জনাঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) সর্বশক্তিসমন্বিত নিত্যানন্দ অবধূত, শ্রীমদ্গদাধর ও মুকুন্দাদি সজ্জনগণ ভিক্ষাটনে বাহির হইলেন।

জগ্মুর্ভিক্ষাটনে নাত্র দানী তানপ্যবর্জ্জয়ৎ ।
বদ্ধা মুকুন্দং সংরক্ষ্য দিনমেবানয়ৎ ক্রুধা ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) এ স্থানের দানী তাঁহাদিগকে ছাড়িলেন না। ক্রোধে মুকুন্দকে বাঁধিয়া সারা দিন অবরোধ করিয়া

ততঃ সায়াহ্নবেলায়াং গৃহীত্বা কম্বলোত্তমম্ ।
মোচয়ামাস তান্ সর্ব্বান ততো বিমনসো যযুঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) সায়ংকালে একখানা উত্তম কম্বল লইয়া তাঁহাদের সকলকে মুক্তি দিলে, তাঁহারা বিমনস্ক হইয়া যথাস্থানে গমন করিলেন।

তে গত্বা ব্রাহ্মণান্ ভিক্ষাং কৃত্বা বুভুজিরে ততঃ ।
নিত্যানন্দো মহাতেজাঃ কেন লক্ষ্যঃ স্বয়ং প্রভুঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) তাঁহারা ব্রাহ্মণদের নিকট গিয়া ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিলেন। স্বয়ং প্রভু মহাতেজাঃ নিত্যানন্দকে কে বুঝিতে পারে?

ততস্তে মণ্ডপং জগ্মুঃ শয়নার্থং দ্বিজাশ্রমে ।
নিত্যানন্দো হসন্ বদ্ধঃ তত্রাগত উদারধীঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) তৎপরে তাঁহারা ব্রাহ্মণাশ্রমের মণ্ডপে শয়ন জন্য গমন

করিলেন। উদারমতি নিত্যানন্দ হাসিতে হাসিতে বন্ধনমুক্ত হইয়াই সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন।

তত্রৈব ভগবান্ ভিক্ষাং কৃত্বা স্বয়মুপস্থিতঃ ।
তং দৃষ্ট্বাকথয়ৎ সর্ব্বং দানিভির্যৎ কৃতং বলাৎ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) ভগবান্ও ভিক্ষা করিয়া সেইস্থানে স্বয়ং উপনীত হইলেন; তাঁহাকে দেখিয়া নিত্যানন্দ দানিগণ কর্ত্তৃক যাহা যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা তাহাই নিবেদন করিলেন।

তৎ শ্রুত্বা ভগবান্ তিষ্ঠ ভদ্রং ভদ্রং ভবিষ্যতি ।
তদীয়া শক্তী রাজানং প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ।। ১১।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) এই কথা শুনিয়া ভগবান্ 'আচ্ছা, ভালই হইবে' এই কথা বলিয়া রাজার নিকট নিজ শক্তি সত্বর প্রেরণ করিলেন।

তৎক্ষণাত্তত্র দানীশঃ সমাগত্য পদাম্বুজম্ ।
হরের্ব্ববন্দ তং প্রাহুর্মুকুন্দাদ্যা মহত্তমাঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) সেই ক্ষণে তত্রত্য দানীশ্বর আসিয়া প্রভুর চরণে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলে মুকুন্দাদি মহাজনগণ সকল কথা নিবেদন করিলেন।

প্রাহ চ তৎকৃতে সর্ব্বান্ দণ্ডবাটস্থিতান্ জনান্ ।
প্রহরিষ্যামি তান্ দুষ্টান্ ন করিষ্যন্তি তে যথা ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) দানীশ বলিলেন—'ইহার জন্য দণ্ডবাটস্থিত সেই সব দুষ্টগণকে এমন প্রহার করিব, যাহাতে তাহারা আর এইরূপ অত্যাচার না করে।'

তদ্ভৃত্যৈর্যৎ কৃতং কর্ম্ম তৎ শ্রুত্বা দুঃখিতোঽভবৎ ।
দানীশঃ কম্বলং নৃত্বং বহুমূল্যং প্রদত্তবান্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) ভৃত্যগণের আচরণ শুনিয়া সেই দানিরাজ দুঃখিত হইলেন এবং বহুমূল্য নূতন কম্বল আনিয়া দিলেন।

ইত্যুক্ত্বা প্রণমন্ সোঽপি গতঃ স্বগৃহমৃদ্ধিমৎ ।
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা হরেঃ পাদং চিন্তয়ামাস শুদ্ধধীঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) এই কথা বলিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া সেই দানীশ নিজের ঐশ্বর্য্যযুক্ত গৃহে গমন করিলেন এবং সর্বত্যাগী হইয়া শুদ্ধচিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গপাদপদ্মই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এবং তেষাঞ্চাভিমানং শময়িত্বা নিশাং সুখম্ ।
সুপ্ত্বা নিনায় দেবেশঃ প্রাতরুত্থায় সত্বরঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) এইরূপে তাঁহাদের অভিমান নাশ করত সুখে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন এবং প্রাতঃকালে শীঘ্রই গাত্রোত্থানপূর্বক মহাপ্রভু

জগাম বিরজাং দ্রষ্টুং সর্ব্বলোকৈকপাবনীম্ ।
যাং দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) সর্বলোকৈকপাবনী বিরজা দেবীর দর্শনে গমন করিলেন— যাঁহার শ্রদ্ধাভক্তিসহকৃত দর্শনে মানব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

ভগবদ্দর্শনে যাদৃক্ ফলমাপ্নোতি মানবঃ ।
তাদৃক্ ফলমবাপ্নোতি বিরজামুখদর্শনে ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) মানব ভগবদ্দর্শনে যেরূপ ফল প্রাপ্তি করে, বিরাজামুখদর্শনেও সেই ফলই লাভ করে।

যত্রাস্তি ভগবান্ দেবঃ সাক্ষাৎ শ্রীমত্রিলোচনঃ ।
কাশ্যাং বা বিরজায়াং বা মৃতির্ম্মোক্ষপ্রদায়িনী ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) এই ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ দেব ত্রিলোচন ভগবান্ বিরাজমান। কাশী বা বিরজায় মৃত্যু মোক্ষদায়ক।

বারাণস্যাং মৃতে যাদৃক্ প্রীতিমাপ্নোতি শঙ্করঃ ।
ততোঽধিকতরা প্রীতির্বিরজায়াং মৃতে ভবেৎ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) বারাণসীতে মৃত ব্যক্তির প্রতি শঙ্কর যেরূপ প্রীতি লাভ করেন, বিরজাক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে তাহা হইতেও অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

তাং দৃষ্ট্বা প্রযযৌ কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈকপাবনঃ ।
কৃষ্ণসংকীর্ত্তনং কৃত্বা ভক্তবর্গসমন্বিতঃ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) তাঁহাকে দর্শন করিয়া সর্বলোকৈকপাবন কৃষ্ণ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিয়া করিয়া ভক্তবর্গ সহিত যাত্রা করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতে তৃতীয়প্রক্রমে শ্রীবিরজাদর্শনং নাম সপ্তমঃ সর্গঃ ।।

ইতি **শ্রীবিরজাদর্শন**-নামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টমঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রয়াতো দ্বিজরাজবিক্রমঃ ক্রমেণ যত্রাখিললোকপালৈঃ ।
একাম্রকাখ্যে গিরিজাসমন্বিতো গিরীশদেবো গিরিরাজমূর্দ্ধনি ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তৎপরে প্রভু সিংহবিক্রমে একাম্রনামক গিরিরাজশিখরে গমন করিলেন—তাহাতে নিখিল লোকপালগণ সহ গিরিজা (পার্বতী) ও মহাদেব বিরাজ করেন।

দদর্শ তত্রাখিলশোভয়োজ্জ্বলং চলৎপতাকং শিবমন্দিরং মহৎ ।
সুধাবলিপ্তং বরশৃঙ্গমুন্নতং সুতোরণং শ্বেতগিরিমিবাপরম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তিনি তথায় নিখিলশোভাসমৃদ্ধিশীল, চঞ্চলপতাকাযুক্ত, সুধালিপ্ত মহাশৃঙ্গশোভিত উন্নত ও সুন্দরতোরণাঢ্য মহাশিবালয় দ্বিতীয় কৈলাসপর্বতবৎ দেখিতে পাইলেন।

নিপত্য ভূমৌ প্রণনাম দেবঃ শিবালয়ং শূলবিচিত্রচূড়ম্ ।
পতাকয়া নাকনদীবিভঙ্গং দধৎ সমারোহতি হেলয়েব ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) শূলযুক্ত বিচিত্রচূড়াশোভিত শিবালয় দর্শন করিয়া প্রভু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঐ মন্দিরটি পতাকাদ্বারা সুরধুনীর বিবিধ ভঙ্গী ধারণপূর্বকই যেন অবলীলাক্রমে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

ততো জগামেশ্বদর্শনায় পুরীং পুরারেঃ পরয়া মুদা সঃ ।
বসন্তি যত্রেশ্বরলিঙ্গকোট্যো বিশ্বেশ্বরাদ্যাশ্চ সুপুণ্যতীর্থাঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) তৎপরে মহাপ্রভু পরমানন্দে ত্রিপুরারির পুরীমধ্যে ঈশ্বরদর্শনাবেশে গমন করিলেন—ঐ স্থানে বিশ্বেশ্বরাদি কোটি শিবলিঙ্গ এবং বহু পুণ্যতীর্থ বিরাজমান আছেন।

প্রাসাদকোট্যো বরতোরণাঢ্যা রাজন্তি রাজচ্চলচেলচূড়াঃ ।
আমুক্তভূষা মনুজা মনোজ্ঞগন্ধাচ্চিতা ইন্দ্রপদার্পিতেহাঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) উহাতে অত্যুত্তম তোরণযুক্ত কোটি কোটি প্রাসাদ বর্ত্তমান, উহাদের চূড়ায় পতাকারূপে বস্ত্রসমূহ বিরাজমান। তত্রত্য মনুষ্যগণ বিবিধ ভূষণে ভূষিত ও মনোজ্ঞ গন্ধে চর্চ্চিতদেহ হইয়া ইন্দ্রপদের আকাঙ্ক্ষা করে।

তীর্থানি কোট্যো মণিকর্ণিকাদ্যা বসন্তি যত্রাশু বিমুক্তদেহাঃ ।
গচ্ছন্তি নিঃশ্রেয়সমুগ্রযোগৈর্যং যোগিনো যান্তি চতুর্যুগেন ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) মণিকর্ণিকাদি কোটি তীর্থ তথায় বিদ্যমান। তাহাতে দেহত্যাগকারিগণ শীঘ্রই ভক্তি (বা মোক্ষ) লাভ করে, যাহা যোগিগণ উগ্র তপস্যা করিয়া চারি যুগ পরে লাভ করেন।

বিন্দূন্ সমাহৃত্য সমস্ত তীর্থাৎ কৃতং মহাবিন্দুসরোবরাখ্যম্।
কুণ্ডং কৃতং দেববরেণ যত্র স্নানাল্লভেচ্চৈব পদং বিশুদ্ধম্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) দেবদেব সমস্ত তীর্থ হইতে বিন্দু বিন্দু জল আনিয়া এ স্থানে মহাবিন্দু-সরোবরনামক এক কুণ্ড নির্মাণ করিয়াছেন—উহাতে স্নান করিলে বিশুদ্ধ পদই লাভ হয়।

কাশীং বিহায়াশু বিশুদ্ধবিক্রমো বাসায় যত্রাখিলতীর্থপুণ্যান্ ।
আহূয় তৎক্ষেত্রবরে বরেণ্যঃ সংস্থাপয়ামাস মহেশদেবঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) বরেণ্য, বিশুদ্ধবিক্রম মহেশ্বর সত্বর কাশী ত্যাগ করিয়া এ স্থানে বাস করিতে অভিলাষী হইয়া, নিখিল পুণ্যতীর্থসমূহকে আহ্বান করিয়া এই ক্ষেত্রবরেই স্থাপনা করিয়াছেন।

স কৃত্তিবাসাঃ স্বয়মেব দেবঃ স লিঙ্গরূপী বসতীশ্বরী চ ।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং ভোগবরানশেষান্ দিব্যান্ যতীন্দ্রৈরভিবন্দ্যমানঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) সেই কৃত্তিবাস দেববর স্বয়ং লিঙ্গরূপী হইয়া এবং ঈশ্বরীও তথায় বাস করিতেছেন। স্বয়ং নিখিল দিব্য দিব্য ভোগরাজি উপভোগ করিতেছেন এবং তিনি যতীন্দ্রগণ-কর্ত্তৃক সর্বদাই পূজোপাসিত হইতেছেন।

সুগন্ধমাল্যৈর্বরচন্দ্রবর্ত্তিদীপাবলীভিঃ সমলঙ্কৃতাঙ্গম্ ।
মৃদঙ্গঘোষৈর্বরশঙ্খনাদৈর্দ্দেবীভিরানৃত্যপরাভিরাঢ্যম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) সুগন্ধ মাল্য এবং অত্যুত্তম কর্পূরবর্ত্তিকাযুক্ত দীপমালাদ্বারা তিনি সংভূষিত হইয়াছেন। মৃদঙ্গশব্দ ও শঙ্খধ্বনি ও নৃত্যপরা দেবীগণ তথায় সদাকাল বিদ্যমান।

বিবেশ ভৃত্যৈর্ভবনং পুরারেঃ সুধাংশুগৌরস্য হরিঃ পরেশঃ ।
যথা মহেন্দ্রস্য মহোৎসবাঢ্যং পদ্মোদ্ভবঃ কৃষ্ণপদাব্জভৃঙ্গঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) পরমেশ্বর হরি চন্দ্রবৎ ধবল পুরারির মন্দিরে ভৃত্যগণ সহ প্রবেশ করিলেন, যেরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মভৃঙ্গ ব্রহ্মা মহেন্দ্রের মহোৎসবপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

স কৃত্তিবাসং শিরসা ববন্দ নিবাসদেহং ভুবি দণ্ডবৎ স্বম্ ।
গিরা গিরীশং চ স গদ্‌গদেন তুষ্টাব সংহৃষ্টতনূ রথাঙ্গী ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) প্রভু নিজ নিবাসদেহ কৃত্তিবাসকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং সেই চক্রী প্রফুল্লিতকলেবরে গদ্‌গদবাক্যে মহাদেবের স্তব করিলেন।

নমো নমস্তে ত্রিদশেশ্বরায় ভূতাদিনাথায় মৃড়ায় নিত্যম্ ।
গঙ্গাতরঙ্গোত্থিতবালচন্দ্রচূড়ায় গৌরীনয়নোৎসবায় ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) "হে ত্রিদশেশ্বর! হে ভূতাদিনাথ! হে মৃড়! তোমাকে আমি নিত্য প্রণাম করিতেছি। গঙ্গাতরঙ্গে উত্থিত তরুণ চন্দ্রকে তুমি চূড়ারূপে গ্রহণ করিয়াছ। তুমি গৌরীর নয়নানন্দদায়ক। তোমার চরণে নমস্কার।

সুতপ্তচামীকরচন্দ্রনীলপদ্মপ্রবালাম্বুদকান্তিবস্ত্রৈঃ ।
সুনৃত্যরঙ্গেষ্টবরপ্রদায় কৈবল্যনাথায় বৃষধ্বজায় ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) গলিত কাঞ্চন, চন্দ্র, নীল পদ্ম, প্রবাল ও মেঘশ্যামল বসনাদি ধারণ করিয়া যিনি সুন্দর নৃত্যভঙ্গী সহকারে ভক্তগণের ইষ্ট বর প্রদান করেন, সেই কৈবল্যনাথ, বৃষধ্বজ শিবকে প্রণাম করি।

সুধাংশুসূর্য্যাগ্নিবিলোচনেন তমোভিদে তে জগতঃ শিবায় ।
সহস্রশুভ্রাংশুসহস্ররশ্মি-সহস্রসংজিত্বরতেজসেঽস্তু ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) যিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ লোচনত্রয়দ্বারা জগতের নিখিল অন্ধকার নাশ করেন, সহস্র চন্দ্রমা ও সহস্রসূর্য্যবিজয়ী তেজোমালাধারণকারী সেই শিবের চরণে আমার নমস্কার।

নাগেশরত্নোজ্জ্বলবিগ্রহায় শার্দ্দূলচর্ম্মাংশুকদিব্যতেজসে ।
সহস্রপত্রোপরি সংস্থিতায় বরাঙ্গদামুক্তভুজদ্বয়ায়।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) যিনি অনন্ত নাগের রত্নদ্বারা উজ্জ্বল বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন—ব্যাঘ্রচর্মাম্বর ধারণে যাঁহার দিব্য জ্যোতিঃ বিকিরণ হইতেছে—পদ্মের উপরে বিরাজমান হইয়া যিনি ভুজদ্বয়ে অত্যুত্তম অঙ্গদ পরিধান করিয়াছেন—সেই শিবকে নমস্কার।

সুনূপুরারঞ্জিতপাদপদ্মক্ষরৎসুধাভৃত্যসুখপ্রদায় ।
বিচিত্ররত্নৌঘবিভূষিতায় প্রেমানমেবাদ্য হরৌ বিধেহি ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) সুন্দর নূপুরে রঞ্জিত পাদপদ্ম হইতে ক্ষরণশীল সুধাদ্বারা

যিনি ভৃত্যগণকে সুখ প্রদান করেন, বিচিত্র রত্নমালায় যিনি বিভূষিত হইয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার। হে শিব! অদ্য আমাকে শ্রীহরিতে প্রেমই দান কর।

শ্রীরাম গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ বাসুদেব ।
ইত্যাদিনামামৃতপানমত্ত-ভৃঙ্গাধিপায়াখিলদুঃখহন্ত্রে ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) তুমি শ্রীরাম, গোবিন্দ, মুকুন্দ, শৌরে, শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণ, বাসুদেব ইত্যাদি নামামৃত পানের মত্ত মধুকররাজ এবং নিখিলদুঃখনাশন—তোমাকে নমস্কার।

শ্রীনারদাদ্যৈঃ সততং সুগোপ্যজিজ্ঞাসিতায়াশু বরপ্রদায় ।
তেভ্যো হরের্ভক্তিসুখপ্রদায় শিবায় সর্ব্বগুরবে নমো নমঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) শ্রীনারাদাদি মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সর্বদাই তুমি সুগুপ্ত বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া থাক, তুমি শীঘ্রই বর প্রদান কর, তাঁহাদিগকে তুমি হরিভক্তি ও আনন্দ প্রদান কর। হে সর্বগুরু শিব! তোমাকে নমস্কার করি।

শ্রীগৌরীনেত্রোৎসবমঙ্গলায় তৎপ্রাণনাথায় রসপ্রদায় ।
সদা সমুৎকণ্ঠগোবিন্দলীলাগানপ্রবীণায় নমোঽস্তু তুভ্যম্ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) তুমি শ্রীগৌরীর নেত্রোৎসবমঙ্গল দান কর, তাঁহার প্রাণনাথ ও রসপ্রদ তুমি। সদাকাল সমুৎকণ্ঠচিত্তে গোবিন্দলীলা গানে তুমি প্রবীণ হইয়াছ, তোমাকে নমস্কার করি।"

এতৎ শিবস্যাষ্টকমদ্ভুতং মহৎ শৃণ্বন্ হরিপ্রেম লভেত শীঘ্রম্ ।
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানমপূর্ব্ববৈভবং যো ভাবপূর্ণঃ পরমং সমাদরম্ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) এই মহাদ্ভুত শিবাষ্টক শ্রবণ করিলে শীঘ্রই হরিপ্রেম লাভ করিতে পারা যায়। আর যিনি ভাবপূর্ণ হইয়া পরম সমাদরে শ্রবণ করেন, তিনি জ্ঞান, বিজ্ঞান ও অপূর্ব বৈভব লাভ করেন।

ইতি স্তুবন্ত * * * মুৎসুকাঃ শিবস্য ভৃত্যা বরমাল্যগন্ধৈঃ।
বিভূষয়ামাসুরনুত্তমাঙ্গং ততো বহির্বেশ্মসু সন্নিবিষ্টঃ ।। ২২।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) অত্যুত্তমাঙ্গ মহাপ্রভু এইরূপে স্তব করিতে থাকিলে উৎসুক শিবভৃত্যগণ সুগন্ধি মাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা তাঁহাকে ভূষিত করিলেন। তখন তিনি বহিঃপ্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইলেন।

ভক্তার্পিতান্নং বুভুজে ততোঽসৌ সুপ্ত্বা মুদা তত্র নিশাং নিনায় ।
প্রাতঃ সমুত্থায় স কৃষ্ণলীলাং গায়ন্ সুখেনাপি বভূব পূর্ণঃ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) তৎপরে তিনি ভক্তনিবেদিতান্ন ভোজন করিয়া, তথায় শয়ন করিয়া আনন্দে যামিনী যাপন করিলেন। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্বক কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে তিনি সুখপূর্ণ হইলেন।

পঠেদ্ য ইত্থং স্তবমম্বুজাক্ষকৃতং পুরারেঃ পুরুষোত্তমস্য ।
প্রেমানমেবাত্র লভেত নিত্যং সুদুর্লভং যন্মুনিদেববৃন্দৈঃ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) শ্রীগৌরাঙ্গকৃত এই পুরুষোত্তম শিবের স্তব যে মানব পাঠ করেন, সেই জন মুনিদেববৃন্দেরও সুদুর্লভ প্রেম এই শিবে নিত্য লাভ করেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে মহাদেবদর্শনং নামাষ্টমঃ সর্গঃ।।

ইতি **মহাদেব-দর্শন**-নামক অষ্টম সর্গ।

নবমঃ সর্গঃ।

স্নাত্বা স বিন্দুসরসি দৃষ্ট্বা শ্রীভুবনেশ্বরম্ ।
সুখমাসীনো ভগবান্ প্রেমানন্দপরিপ্লুতঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) বিন্দুসরোবরে স্নান ও শ্রীভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া ভগবান্ প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া সুখে বসিয়া আছেন।

ততো ভুক্ত্বা বরান্নং স ভক্তৈঃ সঙ্কল্পিতং প্রভুঃ ।
সুস্বাপ তত্র সংহৃষ্টো ধ্যায়ন্ কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) প্রভু ভক্তগণ সহ প্রসাদী উত্তম অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করতঃ সেই স্থলে কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে আনন্দিতমনে নিদ্রা গেলেন।

চিন্তয়ামাস ভগবান্ দেবদেবস্য শূলিনঃ ।
মহাপ্রসাদো লভ্যেত তদা ভুজ্যামহে বয়ম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) মহাপ্রভু চিন্তা করিলেন—'যদি দেবদেব ভুবনেশ্বরের মহাপ্রসাদ পাওয়া যায়, তবে আমরা ভোজন করিতে পারি।'

ইতি চিন্তয়তস্তস্য মহাদেবপ্রসাদকম্ ।
পাণিভ্যাং ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদাদায় সম্মুখে স্থিতঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) এই চিন্তা করিলেই একজন ব্রাহ্মণ দুই হস্তে মহাদেব-প্রসাদ আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

উবাচ চ মহাদেবপ্রসাদং গৃহ্যতামিতি ।
তৎ শ্রুত্বা সহসোত্থায় গৃহীত্বা শিরসা নমঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তিনি বলিলেন—'মহাদেবের প্রসাদ আসিয়াছেন, গ্রহণ করুন।' এই কথা শুনিয়া সহসাই গাত্রোত্থান করিয়া প্রভু প্রসাদকে দণ্ডবৎ করিলেন।

মহাপ্রসাদং সংগৃহ্য পপৌ ভৃত্যৈঃ সুধামিব ।
শিবপ্রিয়ো হি শ্রীকৃষ্ণ ইতি সন্দর্শয়ন্ হরিঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) উহা গ্রহণ করিয়া ভৃত্যগণ সহ সুধাবৎ পান করিলেন—ইহাতে প্রভু এই শিক্ষা দিলেন যে, শিবপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ।

সুখায় পুনরেবাসৌ প্রাতরুত্থায় সত্বরঃ ।
স্নাত্বা বৈ বিন্দুসরসি শিবং নত্বা যযৌ হরিঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তৎপরদিন প্রভাতে প্রভু সুখোত্থানপূর্ব্বক সত্বর বিন্দুসরোবরে স্নান ও শিবকে দণ্ডবৎ করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন।

এতন্নিশম্য দেবস্য শিবনির্ম্মাল্যভক্ষণম্ ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) শ্রীগৌরাঙ্গের এই শিবনির্মাল্য ভক্ষণের কথা শুনিয়া মহাতেজাঃ দামোদর পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন—

নাশ্নাতি শিবদেবস্য নির্ম্মাল্যং ভৃগুশাপতঃ ।
কথং জ্ঞাত্বা স ভগবান্ বুভুজে তন্নরোত্তমঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) ভৃগুশাপে শিব-নির্মাল্য অগ্রাহ্য, এই শাস্ত্রের প্রমাণ জ্ঞাত হইয়াও কেন সেই নরোত্তম ভগবান্ তাহার গ্রহণ করিলেন?'

তৎ শ্রুত্বা প্রাহ বিপ্রেন্দ্রং মুরারিঃ শ্রূয়তামিভি ।
কথাং শ্রীশিবদেবস্য নির্ম্মাল্যামৃতভক্ষণে ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) এই প্রশ্নের উত্তরে মুরারি সেই বিপ্রবরকে বলিলেন— 'শ্রীশিবনির্মাল্যামৃতভক্ষণের কথা শ্রবণ কর।

বস্তুতস্তু মহাদেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শুভাগমে ।
আতিথ্য বিদধে হর্ষাত্তেন কিঞ্চ পরং শৃণু ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) বাস্তবিক পক্ষে মহাদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর শুভাগমন জানিয়া আনন্দে আতিথ্য বিধান করিয়াছেন। অন্য কথাও শুন—

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠবুদ্ধ্যা যে পূজয়ন্তি মহেশ্বরম্ ।
তৈর্দ্দত্তং গৃহ্নতে সোঽপি তদন্নং পাবনং মহৎ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ-বুদ্ধিতে মহশ্বেরের পূজা করিলে তাঁহাদের পূজা মহাদেব গ্রহণ করেন এবং সেই অন্নই মহাপাবন।

শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণভক্তানাং ভেদবুদ্ধ্যা পতন্ত্যধঃ ।
দুর্ব্বৈরান্ শিক্ষয়ংস্তাংশ্চ ভক্তরূপঃ স্বয়ং হরিঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তদের ভেদবুদ্ধি করিলে অধঃপাত হইয়া থাকে ; এই তত্ত্বই ভক্তরূপী স্বয়ং হরি সেই দুষ্ট বৈরিগণকে শিক্ষা দিলেন।

আচরত্যাপি দেবেশো হিতকৃৎ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
নির্ম্মাল্যমাদরেণৈব গৃহীত্বা জগদীশ্বরঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) সর্বজীবের হিতকারী দেবেশ জগদীশ্বর মহাপ্রভু শিবনির্মাল্য আদরেই গ্রহণ করিয়া আচরণদ্বারাও দেখাইলেন—

জনৈঃ সংস্থাপিতে লিঙ্গে ভেদবুদ্ধ্যা চ পূজিতে ।
তত্রৈব শাপো বিপ্রস্য নহি স্যাদৈক্যতঃ ক্বচিৎ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গে ভেদবুদ্ধিতে পূজা করিলেই লোকগণ বিপ্রশাপের ভাগী হয়, কিন্তু একত্ববুদ্ধিতে তাহা হয় না।

হরিশঙ্করয়োরৈক্যং স্বয়ম্ভুলিঙ্গসন্নিধৌ ।
অভেদবুদ্ধ্যা পূজায়াং নহি শাপো ভবেৎ ক্বচিৎ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) হরি-হরের ঐক্যই বুঝিবে ; স্বয়ম্ভূলিঙ্গ-নিকটেও অভেদ-বুদ্ধিতে পূজা করিলে আর ভৃগু মুনির শাপ কখনও লাগিবে না।

তেন তত্রাধিকা প্রীতির্হরিশঙ্করয়োর্ভবেৎ ।

অভেদেঽত্র স্বয়ম্ভৌ চ পূজা সর্ব্বাতিশায়িনী ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) বরং ঐরূপ অনুষ্ঠানে হরি-হরের সমধিক প্রীতিই হয়। এই স্বয়ম্ভূর অভেদবুদ্ধিতে পূজাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

মহাপ্রসাদং তত্রৈব ভুক্ত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ।

মহারোগাৎ প্রমুচ্যেত স্থিরসম্পত্তিমাপ্নুয়াৎ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) এই স্থলেই মহাপ্রসাদ ভোজন করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, মহাব্যাধি দূর হয় এবং স্থিরা সম্পত্তি লাভ হয়।

যে মোহাত্তন্ন খাদন্তি তে ভবন্ত্যপরাধিনঃ ।

হরৌ শিবে চ নিঃশ্রীকা রোগিণশ্চ ভবন্তি তে ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) যাহারা মোহবশতঃ ঐ স্থলে শিবপ্রসাদ গ্রহণ করে না, তাহারাই হরি-হরে অপরাধী হয় এবং নিঃস্ব ও রোগী হইয়া থাকে।

বৈষ্ণবৈঃ পূজিতো যত্র শ্রীশিবঃ পরমাদরাৎ ।

অনাদিলিঙ্গমাসাদ্য শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিহেতবে ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) যে স্থলে বৈষ্ণবগণ পরমাদরে অনাদিলিঙ্গে শিবপূজা করিয়া থাকেন এবং তাহাও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়,

তত্রৈব সংশয়ো নাস্তি নির্ম্মাল্যগ্রহণে ক্বচিৎ ।

ভক্তিবের সদা বিপ্র শুভদা সর্ব্বদেহিনাম্ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) সেই স্থলেই শিবনির্মাল্যগ্রহণে কোনই দ্বিধা নাই। হে বিপ্র! সদাকাল ভক্তিই সর্বপ্রাণীর শুভদায়িকা।'

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে শ্রীশিবনির্ম্মাল্যভোজনব্যবস্থানাম নবমঃ সর্গঃ।।

ইতি শ্রীশিবনির্মাল্যগ্রহণব্যবস্থা-নামক নবম সর্গ।

দশমঃ সর্গঃ।

পুনঃ শৃণুষ্ব দেবস্য চৈতন্যস্য মহাত্মনঃ ।

কথাং মনোহরাং পুণ্যাং নূতনামৃতবর্ষিণঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অভিনবামৃতবর্ষী মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মনোহর পুণ্যকথা আরও শুন।

ততঃ প্রয়াতো ভগবান্ মুদান্বিতো নিজৈরজঃ সাধুজনৈকবন্ধুঃ ।
কপোতসংপূজিতলিঙ্গমুত্তমং দৃষ্ট্বা প্রণম্যাশু পুনর্যযৌ হরিঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তৎপরে নিজগণ-সঙ্গে সাধুজনৈকবন্ধু অজ ভগবান্ আনন্দিতচিত্তে কপোতেশ্বর শিবলিঙ্গ উত্তমরূপে দর্শন ও প্রণাম করিয়া শীঘ্রই আবার নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পুণ্যান্ শিবস্যান্যতমাংশ্চ লিঙ্গান্ বিলোক্য হর্ষেণ নমন্ পুনর্যযৌ ।
নদীং মহাবীর্য্যবতীং স ভার্গবীং তস্যাং কৃতস্নানবিধিঃ পুনর্যযৌ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) পথের মধ্যে অন্যান্য পুণ্য শিবলিঙ্গসমুহকেও দর্শন এবং আনন্দে দণ্ডবৎ করিয়া করিয়া পুনরায় চলিলেন। মহাবীর্য্যবতী ভার্গবী নদীতে স্নানাদি যথারীতি সমাধা করিয়া আবার যাত্রা করিলেন।

ততোঽবলোক্যাশু হরেঃ সুমন্দিরং সুধানুলিপ্তং শরদিন্দুসুপ্রভম্ ।
রথাঙ্গযুক্তং পবনোদ্ধ তাংশুকং বিভূষণং নীলগিরের্মহোজ্জ্বলম্ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) তৎপরে শীঘ্রই তিনি সুধাবলিপ্ত, শারদ চন্দ্র হইতেও সুন্দর প্রভাযুক্ত, চক্রান্বিত, পবনচালিত পতাকাশোভিত এবং নীলগিরির মহোজ্জ্বল বিভূষণ-স্বরূপ শ্রীজগন্নাথদেবের অত্যুত্তম মন্দির দর্শন করিলেন।

কৈলাসশৃঙ্গং মুহুরাক্ষিপচ্চ কান্ত্যা সমুচ্ছ্রয়তয়া সুধাম্না ।

... ...

প্রভঞ্জনাকল্পিতচেলহস্তৈরাহুয়মানং কমলেক্ষণং তম ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) উহা কান্তি, পরোপকার ও সুন্দর দেহ দ্বারা কৈলাসশৃঙ্গকে যেন মুহুর্মুহু নিন্দা করিতেছিল। *** বায়ুচালিত বস্ত্ররূপ হস্তসঙ্কেতে যেন সেই পদ্মলোচন গৌরাঙ্গকে আহ্বান করিতেছিলেন।

পপাত ভূমৌ সহসা হতারির্হরির্গতস্পন্দনমন্তরাত্মা ।
বিলোক্য সর্ব্বে মুমুহুস্তদীয়াঃ প্রাণেন হীনাস্তনবো যথার্য্যাঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) এই ব্যাপার দেখিয়াই সহসা সেই শত্রুনাশন গৌরাঙ্গ স্পন্দনহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া তাঁহার গণ সকলেই মূর্চ্ছিত হইলেন এবং প্রাণহীন দেহবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ততঃ ক্ষণেনোত্থিতমীশমুৎসুকা বিলোক্য জীবং পরিবব্রুরিন্দ্রিয়াঃ ।
তথৈবমাত্মানমতদ্বিদো জনাঃ স্বভাবতস্তান্ ভগবানথাব্রবীৎ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) ক্ষণকাল পরে প্রভু উত্থিত হইলে ইন্দ্রিয়গণকর্ত্তৃক পরিবৃত জীবাত্মার ন্যায় তাঁহারাও সমুৎসুকচিত্তে পরিবেষ্টন করিলেন এবং অস্বরূপবিৎ জনগণও তথায় উপস্থিত হইল। তখন ভগবান্ তাঁহাদিগকে স্বাভাবিক ভাবেই বলিলেন—

ভবন্ত এবাত্র হরের্গৃহোপরি স্থিতং মহানীলমণিপ্রভং প্রভুম্ ।
বালং প্রপশ্যন্তু ততো ন দৃষ্ট্বা তথোচুঃ প্রতিমা প্রভোর্দ্বিজাঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) 'আপনারা এই হরিমন্দিরের উপরিভাগে মহেন্দ্রনীলমণিপ্রভ বালক প্রভুকে উত্তমরূপে দেখুন ত।' ব্রাহ্মণগণ কিছু না দেখিয়াই প্রভুর পুনর্ম্মোহ আশঙ্কায় বলিলেন—'প্রভুর প্রতিমাই ত দেখা যাইতেছে।'

মোহঃ পুনঃ স্যাদিতি শঙ্ক্যমানাস্তানব্রবীৎ পশ্য হরের্গৃহধ্বজম্ ।
আলক্ষ্য বালং মুহুরাক্ষিপন্তং বক্ত্রেণ পূর্ণামৃতরশ্মিকোটিম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) পুনরায় প্রভু বলিলেন—'ঐ দেখ, জগন্নাথের গৃহধ্বজার নিকট একটি বালক বিদ্যমান আছেন, তাঁহার মুখকান্তিতে পূর্ণচন্দ্রকোটিও মুহুর্ম্মুহু নিন্দিত হইতেছে!!

আলোলরক্তাঙ্গুলিশোণপদ্মতলেন মামাক্রমতিস্ম পাণিনা ।
দক্ষেণ সব্যেন চ বেণুরন্ধ্রবিন্যস্তবক্ত্রাঙ্গুলিনাতিশোভিতঃ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) ঈষৎ চঞ্চল রক্তাঙ্গুলি ও রক্তপদ্মাভ দক্ষিণ হস্তের সঙ্কেতে আমাকে আহ্বান করিতেছেন! বাম হস্তের অঙ্গুলি বেণুরন্ধ্রে বিন্যস্ত করিয়া তিনি মহাশোভিত হইয়াছেন!!

অসৌ সুধারশ্মিসহস্রকান্তিঃ কো বা মনো মোহয়তি স্মিতেন ।
স এবমুৎকোতিতরাং জগাম দ্রুতং দ্রুতস্বর্ণরুচিঃ সভৃত্যৈঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) ঐ যে চন্দ্রসহস্রবৎ কান্তি বিকিরণ করিতেছেন!! ইনি কে, সুন্দর হাস্য করিয়া আমার মনোমোহন করিলেন? এইরূপে উৎকণ্ঠিত হইয়া গলিতসুবর্ণকান্তি প্রভু মহাবেগে ভৃত্যগণ সহ চলিতে লাগিলেন।

প্রাসাদমালোক্য জগৎপতের্ম্মুহুর্মুহুস্খলন্নেত্রজবারিধারয়া ।
শৃঙ্গঃ সুমেরোরিব নির্ঝরান্বিতস্তীর্থং মৃকণ্ডোরগমৎ সুতস্য ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) জগন্নাথের প্রাসাদ দর্শন করিয়া মুহুর্মুহু তাঁহার অশ্রুধারাপ্রপাত হইতে লাগিল ; দেখিলে মনে হয়, যেন সুমেরুশৃঙ্গই নির্ঝরপ্রবাহ ছুটাইতেছে!! তারপরে তিনি মার্কণ্ডেয়সরোবরে উপনীত হইলেন।

চক্রেণ চক্রে স্বয়মুগ্রচক্রিণা তীর্থং মহেশায় সুদীপ্তিমত্তটম্ ।
স্নাত্বা চ যস্মিন্ শিবলোকমাপ্তাস্তত্রাশু গত্বা বিধিবচ্চকার ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) উগ্রচক্রী বিষ্ণু স্বয়ং চক্রদ্বারা মহেশের জন্য এই মহাদীপ্তিযুক্ত তটবিশিষ্ট কুণ্ডটি নির্মাণ করিয়াছেন। মানবগণ এই তীর্থে স্নান করিয়া শিবলোক প্রাপ্তি করে। প্রভু তথায় গিয়া স্নানাদি বিধিবৎ ক্রিয়া সমাধা করিয়া

স্নাত্বা ততঃ শঙ্করলিঙ্গমীশ্বরো জপন্নঘোরং প্রণনাম দণ্ডবৎ ।
স্তুত্বা মহেশস্তুতিভিঃ সুমঙ্গলৈর্জগাম যজ্ঞেশমহালয়ং প্রভুঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) শঙ্করমূর্ত্তি দেখিয়া 'অঘোর' (শিবানাম) জপ করিতে করিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। মহেশ্বরের সুমঙ্গল স্তুতিমালায় তাঁহার স্তব করিয়া প্রভু যজ্ঞেশ্বরের মহামন্দিরে গমন করিলেন।

প্রহৃষ্টরোমা নয়নাব্জবারিভিঃ পরীতবক্ষাঃ পরমাত্মচিন্তয়া ।
বিবেশ দেবেশগৃহং মহোৎসবং ননাম দৃষ্ট্বা জগতাং পতিং প্রভুম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তাঁহার অঙ্গে রোমাঞ্চ নয়নপদ্মের ধারায় বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। প্রভু পরাত্মার চিন্তা করিতে করিতে মহোৎসবাঢ্য দেবেশের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং জগৎপতি প্রভুকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন।

পপাত ভূমৌ পুনবের দণ্ডবন্নমন্মুহুঃ প্রেমভরাকুলাননঃ ।
ততঃ ক্ষণান্মুষ্টিকরং বিভাবয়ন্ জগৎপতিং সোঽতিরুরোদ বিহ্বলঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) প্রেমভারাক্রান্ত বদনে পুনরায় তিনি ভূমিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ক্ষণকাল পরে জগন্নাথকে মুষ্টিকর অর্থাৎ সঙ্কেতযুক্ত হস্তবিশিষ্ট চিন্তা করিয়া বিহ্বলচিত্তে মহাপ্রভু মহারোদন করিলেন।

দৃষ্ট্বা তমিত্থং পুরুষোত্তমো হরিঃ প্রসার্য্য পাণিং কমলাঙ্গকোমলম্ ।
অদর্শয়দ্রক্ততলং ততো মুদা চৈতন্যদেবো হৃষিতো জহাস ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) পুরুষোত্তম হরি প্রভুকে এই অবস্থায় দেখিয়া হস্ত

প্রসারণপূর্বক পদ্ম হইতেও সুকোমল রক্তাভ হস্তে দেখাইলে চৈতন্যদেবও আনন্দিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

উবাচ চৈবং করুণাম্বুধে ত্বং প্রসীদ দেবেশ মহেশবন্দিত ।
পুনর্ন দৃষ্টা করপল্লবাঙ্গুলিং রুরোদ তস্মিন্ দ্বিগুণং স বিহ্বলঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) তিনি বলিলেন—'হে করুণাসাগর! হে দেবেশ, হে মহেশ-বন্দিত! তুমি প্রসন্ন হও।' আবার কিন্তু ঐ করপল্লবাঙ্গুলি না দেখিয়া প্রভু বিহ্বল হইয়া দ্বিগুণতর রোদন করিলেন।

পুনশ্চ দৃষ্ট্বাতিমহোৎসবান্বিতো হর্ষাশ্রুধারাপ্লুতদেহযষ্টিঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) পুনর্বার উহার দর্শনে মহামহোৎসব-পূর্ণ হইয়া, হর্ষাশ্রুধারায় দেহলতা সিঞ্চিত করিয়া প্রভু বিরাজমান হইলেন।

এবং তয়োরুদ্ভটচেষ্টিতং জনাঃ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি পরং ব্রজন্তি তে ।
পদং মুরারেঃ পরমার্থদর্শিনো ন যত্র ভূয়ঃ পতনং ক্বচিদ্ভবেৎ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) এই ভাবে জগন্নাথ ও গৌরাঙ্গের এই উদ্দাম প্রেমচেষ্টার কথা যাঁহারা শ্রবণ ও গান করিবেন, তাঁহারা পরমার্থদর্শী মুরারির পরম পদ (ধাম) প্রাপ্তি করিবেন এবং তাহা হইতে আর কদাপি পতন হইবে না।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে শ্রীপুরুষোত্তমদর্শনং নাম দশমঃ সর্গঃ।।
ইতি **শ্রীপুরুষোত্তম-দর্শন**-নামক দশম সর্গ।

একাদশঃ সর্গঃ।

তৎ শ্রুত্বা প্রাহ বিপ্রেন্দ্রঃ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ ।
কথং দৃষ্টো ভগবতা পুরুষোত্তম ঈশ্বরঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) এই কথা শুনিয়া বিপ্রবর দামোদর পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভগবান্ কি প্রকারে পুরুষোত্তমদেবের দর্শন করিলেন?

দৃষ্টঃ কেন কিমকরোৎ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ ।
তৎ শ্রুত্বা প্রাহ স গুপ্তস্তুষ্টো বৈদ্যো কথাং শুভাম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তিনি কাহার সাহায্যে দেখিলেন এবং স্বয়ং জনার্দনই বা কি

করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে সেই বৈদ্য মুরারি তুষ্ট হইয়া মঙ্গলকথা বলিতে লাগিলেন।

শৃণুষ্বাবহিতং ব্রহ্মন্ দিব্যাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্ ।
কথাং শ্রীজগদীশস্য দর্শনানন্দসম্ভবাম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) হে বিপ্র! শ্রীজগদীশের দর্শনান্দজনিত দিব্য ত্রৈলোক্যপাবনী কথা সাবধানে শ্রবণ করুন।

গত্বাদৌ বাসুদেবস্য সার্ব্বভৌমস্য বেশ্মনি ।
সত্বরং স সমুত্থায় ননাম দণ্ডবৎ সুধীঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) প্রথমেই সেই প্রভু বাসুদেব সার্বভৌমের মন্দিরে গমন করিলেন, সেই সুধী সার্বভৌম সমুত্থান করত দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন।

দৃষ্ট্বা তং প্রাহ ভগবান্ সগদ্গদগিরা হরিঃ ।
কথং দ্রক্ষ্যামি দেবেশং জগন্নাথং সনাতনম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তাঁহাকে দেখিয়া ভগবান্ হরি গদ্গদ বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমি কিরূপে সনাতন দেবদেব জগন্নাথকে দর্শন করিতে পারি, বলুন দেখি।'

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য সার্ব্বভৌমো মহাযশাঃ ।
প্রকাশিনয়নাব্জেন তদ্বপুঃ সমলোকয়ৎ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) মহাযশস্বী সার্বভৌম প্রভুর এই বাক্য শুনিয়া নয়নপদ্ম বিস্ফারিত করত প্রভুর দেহখানি উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিলেন।

সুতপ্তকাঞ্চনাভাসং মেরুশৃঙ্গমিবাপরম্ ।
রাকাসুধাকরাকারমুখং জলজলোচনম্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) দেখিলেন—দ্বিতীয় সুমেরুশৃঙ্গবৎ সুতপ্ত সুবর্ণের কান্তি, পূর্ণিমার চন্দ্রমার ন্যায় মুখ, পদ্মপলাশবৎ আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন।

সুনসং কম্বুকণ্ঠাঢ্যং মহোরস্কং মহাভূজম্ ।
বন্ধূকমুকুরারক্তদন্তচ্ছদমনোহরম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) নাসাটি অতি সুন্দর, কণ্ঠ শঙ্খবৎ রেখাত্রয়সম্বলিত, বক্ষঃ ও ভুজযুগল বিশাল, ওষ্ঠ বন্ধূক(বান্ধুলি)পুষ্পের কোরক হইতেও সুন্দর রক্তবর্ণ ও মনোহর।

কুন্দাভদন্তমত্যন্তচন্দ্ররশ্মিজিতস্মিতম্ ।
আজানুলম্বিতভুজং বিলসৎপাদপঙ্কজম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) দন্তপঙ্‌ক্তি কুন্দাভ, মৃদুমধুর হাস্য পূর্ণিমার চন্দ্রজ্যোৎস্নারও জয়শীল, ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত, পাদপদ্ম মহাশোভাঢ্য।

কৃষ্ণপ্রেমোজ্জ্বলং শশ্বৎ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্ ।
কূর্ম্মোন্নতপদদ্বন্দ্বং দৃষ্ট্বাদৌ বিস্মিতোঽভবৎ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমোজ্জ্বল ও পুলকমণ্ডিত বিগ্রহ, চরণযুগল কূর্মপৃষ্ঠবৎ উন্নত। সার্বভৌম এই মূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমতঃ বিস্মিতই হইলেন।

কিমসৌ পুরুষব্যাঘ্রো মহাপুরুষলক্ষণঃ ।
অবতীর্ণ ইবাভাতি বৈকুণ্ঠাদ্দেবরূপধৃক্ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) তিনি ভাবিলেন—"এই মহাপুরুষ-লক্ষণ পুরুষপ্রবর কি বৈকুণ্ঠ হইতে দেবরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছেন?

কিংবাসৌ সচ্চিদানন্দরূপবান্ রসমূর্ত্তিমান্ ।
কিংবাসৌ সর্ব্বজীবানাং হিতকৃদীশ্বরঃ স্বয়ম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) অথবা ইনি সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তিমান্ রসই? কিংবা ইনি সর্বজীবের হিতকারী স্বয়ং ঈশ্বরই?"

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা তনুজং* প্রাহ শুদ্ধধীঃ ।
গচ্ছ ত্বং শ্রীযুতেনাদ্য চৈতন্যেন মহাত্মনা ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) মনে মনে এই চিন্তা করিয়া সেই শুদ্ধবুদ্ধি সার্বভৌম নিজ পুত্রকে বলিলেন—'তুমি এক্ষণে সত্বর এই মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে মন্দিরে যাও।

পুরং ভগবতং শীঘ্রং যথাসৌ পুরুষোত্তমম্ ।
পশ্যত্যনন্তপুরুষমনায়াসেন তৎ কুরু ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) যাহাতে ইনি অনায়াসে অনন্তপুরুষ পুরুষোত্তমদেবের দর্শন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবে।'

---

* অনুজং।

তৎ শ্রুত্বা সার্ব্বভৌমস্য বচনামৃতমদ্ভুতম্ ।

যযৌ তত্তনুজো ধীমান্ চৈতন্যেন সহায়বান্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) সার্বভৌমের এই অদ্ভুত বাক্যামৃত পান করিয়া তাঁহার বুদ্ধিমান্ পুত্রও চৈতন্যের সহায়ক হইয়া গমন করিলেন।

তেন সার্দ্ধং স ভগবান্ গত্বা শ্রীহরিমন্দিরম্ ।

দদর্শ পুণ্ডরীকাক্ষং পুরুষোত্তমমীশ্বরম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) তাঁহার সহিত সেই ভগবান্ জগন্নাথমন্দিরে গিয়া পুরুষোত্তম পুণ্ডরীকাক্ষ ঈশ্বরের দর্শন করিলেন।

দৃষ্ট্বোল্লসদ্‌বিহ্বলিতাঙ্গযষ্টিঃ প্রেমাশ্রুবারিঝরপূরিতপীনবক্ষাঃ ।

কম্পোদগতপ্রচুরবারিযুতেন্দুবক্ত্রোহেমাদ্রিশৃঙ্গ ইব বাতকৃতঃ পপাত ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) দর্শন করিয়াই উল্লাসভরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিহ্বল হইল, প্রেমাশ্রুধারায় বিশাল বক্ষঃস্থলও আপ্লাবিত হইল, মহাকম্প উপস্থিত হইল এবং চন্দ্রবদন প্রচুর বারিধারায় সংসিক্ত হইল। বায়ুভরে সুমেরুর শৃঙ্গপাতের ন্যায় প্রভুও ধরাশাহী হইলেন।

ভূমৌ মুমোহ ভগবান্ কৃতমুষ্টিহস্তো বিস্রস্তবস্ত্ররসনো বিবশং বিদিত্বা ।

তং তে দ্বিজাঃ সপদি বাহুযুগেন ধৃত্বা কৃত্বাঙ্কতো ভগবতঃ

পুরতো বিনিন্যুঃ ।।১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভগবান্ মোহিত হইলে তাঁহার বস্ত্র ও মেখলাদি আলুলায়িত হইল। তাঁহাকে বিবশ জানিয়া সেই ব্রাহ্মণগণ শীঘ্রই তাঁহার হস্তদ্বয়ে ধরিয়া, ভগবন্মন্দির হইতে ক্রোড়ে লইয়া শ্রীসার্বভৌমের উত্তমালয়ে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীসার্ব্বভৌমবরবেশ্মনি লব্ধসংজ্ঞঃ সঙ্কীর্ত্তনং নরহরেঃ পুনরেব চক্রে ।

নৃত্যঞ্চ তত্র পুলকাবলিপূরিতাঙ্গো গাঙ্গেয়-গৌরবপুষা পুরুষাধিরাজঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তথায় তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইলে পুনরায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পুলকাঞ্চিতবিগ্রহে তিনি নৃত্যও করিলেন। স্বর্ণগৌরবপুধারী সেই পুরুষসিংহ

ভিক্ষাং চকার ভগবান্ স নিজেন সার্দ্ধং ভক্তেন দত্তমমৃতং সুমহাপ্রসাদম্ ।

অন্নং রসায়নবরং ভবরোগিনাং যদ্ দেবেন্দ্রদুর্ল্লভতরং পুরুষোত্তমস্য ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) শ্রীভগবান্ নিজ ভক্তজন-সমভিব্যাহারে ভক্তদত্ত পুরুষোত্তমের মহাপ্রসাদামৃত ভিক্ষা করিলেন। ঐ অন্ন ভব-রোগীদের পক্ষে মহারসায়ন এবং দেবেন্দ্রেরও মহাদুর্লভ।

ভুক্ত্বাযদন্নমখিলং বৃজিনং জহাতি ধর্ম্মার্থকামমমৃতঞ্চ তথা মহত্ত্বম্ ।
প্রাপ্নোতি বালিশজনো যদি নৈব ভুঙ্‌ক্তে গচ্ছেত শূকরগতিং
স চ ধর্ম্মহীনঃ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) ঐ অন্ন ভোজনে নিখিল পাপ নাশ হয়, ধর্মার্থকামমোক্ষ ও মহত্ত্ব লাভ হয়। মুর্খতাবশতঃ কেহ ঐ অন্ন ভোজন না করিলে সেই অধার্মিক লোক শূকরযোনি প্রাপ্তি করে।

চৈতন্যদেব ইহ যদ্বিবশো বিভূয় ভুঙ্‌ক্তে শিবোঽপি যদি তন্নহি খাদতীহ ।
দূরাদথাগতমিতিশ্বপচেন বাপি স্পৃষ্টং বিলোক্যবত শূকরতামপৈতি ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) যে অন্ন শ্রীচৈতন্যদেবও বিবশ হইয়া ভোজন করিয়াছেন! যেহেতু উহা দূর হইতে আনীত হইয়াছে কিম্বা শ্বপচ (চণ্ডাল) কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, অহো, শিবও যদি সেই অন্ন ভোজন না করেন, তবে তাহাকে শূকরত্বই প্রাপ্তি করিতে হইবে।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে শ্রীমহাপ্রসাদমহিমা নামৈকাদশঃ সর্গঃ।
ইতি শ্রীমহাপ্রসাদ-মহিমা-নামক একাদশ সর্গ।

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

ভুক্ত্বা প্রসাদং নৃহরেঃ স্বমন্দিরং প্রবিশ্য সায়ং ভগবান্ দদর্শ ।
ধূপেন সন্ধূপিতমব্জলোচনং দীপৈরনেকৈর্ব্বহুমাল্যকেন ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) জগন্নাথের প্রসাদ ভোজন করিয়া সায়ংকালে প্রভু শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করত দেখিলেন যে, পদ্মপলাশলোচন জগন্নাথদেবের ধূপারতি হইতেছে। বহু বহু দীপ জ্বলিতেছে, বহুবিধ মাল্যদ্বারা

বিভূষিতং পূর্ণনিশাধিনাথসহস্রকল্পং নবমেঘবর্ণম্ ।
ননাম ভূমৌ পুরুষোত্তমাখ্যং বিকাশিনেত্রেণ পপৌ মুহুশ্চ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) দেব বিভূষিত হইয়াছেন। সহস্র সহস্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমালা বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার বর্ণটি নবীন মেঘের ন্যায় স্নিগ্ধ শ্যামল। দেখিয়া প্রভু পুরুষোত্তমদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং বিস্ফারিতলোচনে তাঁহার রূপসুধা মুহুর্মুহু পান করিতে লাগিলেন।

আনন্দরাশৌ পবিমগ্নচিত্তো নেত্রাম্বুধারাতিসুধৌতবক্ষাঃ ।
রোমাঞ্চসঞ্চারবিভূষিতাঙ্গো হেমাদ্রিশৃঙ্গোপমগৌরদেহঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) তাঁহার চিত্ত আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত হইল, বক্ষোদেশ নয়নজলধারায় অভিষিক্ত হইল, রোমাঞ্চোদ্‌গমে অঙ্গ বিভূষিত এবং সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় গৌরদেহ বিরাজ করিতেছেন।

ররাজ রাজেব স ভূসুরাণাং প্রভুঃ প্রসুনাবলিবৃষ্টিকালম্ ।
তত্রাবসৎ শ্রীপুরুষোত্তমং পূবর্নত্বা জগামাশ্রমমাশ্রমেশঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) সন্ন্যাসিচূড়ামণি প্রভু দ্বিজরাজরূপে সেই স্থলে 'পুষ্পাঞ্জলি'কাল যাবৎ বিদ্যমান থাকিয়া পুনরায় জগন্নাথকে প্রণাম করিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গত্বা নিশায়াং পুনরেব কীর্ত্তিং জগৌ হরেরদ্ভুতবিক্রমস্য ।
স বিহ্বলঃ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যো লুঠন্ ক্ষিতৌ বেদ ন চাপরং কিয়ৎ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) প্রভু পুনরায় নিশাযোগে তথায় গিয়া অদ্ভুতলীলাবিনোদী হরির গুণগাথা গান করিলেন। প্রেমভরে ধৈর্য্য হারাইয়া, বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন, অন্য কিছুই আর তখন তাঁহার বোধগম্য হইল না।

এবং মহাত্মা কতিচিদ্দিনানি তত্রাবসৎ সাধুভিরর্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ।
অশিক্ষয়ৎ সজ্জনমব্জনেত্রো মুদা মনোজ্ঞৈর্ব্বচনামৃতৈশ্চ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) এইরূপে মহাপ্রভু সাধুগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া সেই স্থলে কয়েক দিন অবস্থান করিলেন। পদ্মলোচন প্রভু সজ্জনগণকে মনোজ্ঞ বচনামৃত প্রয়োগে আনন্দসহকারে বহুবিধ শিক্ষা দিলেন।

তস্মিন্ কদাচিৎ পরিমোহিতাত্মা শ্রীসার্ব্বভৌমঃ প্রভুমাযযৌ সঃ ।
চৈতন্যদেবং মনুজং বিদিত্বা বভাষ ঈষন্নিজলোকমধ্যে ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) একদা প্রভু-সন্নিধানে বিমোহিতচিত্ত শ্রীল সার্বভৌম মহাশয়

আসিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রভুকে মনুষ্য-বুদ্ধি করিয়া তিনি নিজজনসবিধে সামান্য কিছু কহিলেন।

স এব মোহোঽপি কৃপাতিরেকঃ শ্রীসার্ব্বভৌমায় জনার্দ্দনস্য ।
যদ্যৎ করোত্যেব হরিঃ স্বয়ং প্রভুস্তদেব সত্যং জগতো হিতায় ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) সেই মোহও সার্বভৌমের পক্ষে মহাপ্রভুর কৃপাতিশয়ই বুঝিতে হইবে। স্বয়ং প্রভু হরি যে যে লীলাই অনুষ্ঠান করেন—তাহা তাহাই সত্য ও জগতের হিতকর হইয়া থাকে।

অয়ং মহাবংশসমুদ্ভবঃ পুমান্ সুপণ্ডিতঃ স্বল্পবয়াঃ কথং চরেৎ ।
সন্ন্যাসধর্ম্মং তদমুং দ্বিজং পুনং কৃত্বাত্মবেদান্তমশিক্ষয়ামহি ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) "ইনি মহাবংশ-সম্ভূত, সুপণ্ডিত, তরুণবয়স্ক ; তবে এই পুরুষ কিরূপে সন্ন্যাসধর্ম্ম আচরণ করিবে? অতএব আমি ইহাকে পুনরায় ব্রাহ্মণ করিয়া বেদান্ত শিক্ষা করাইব।"

জ্ঞাত্বা হরিস্তৎ পুনরাহ সস্মিতো যজ্ঞোপবীতং পুনরেব মে ভবেৎ ।
পুষ্পাণি পূগান্যনুগন্ধবন্তি মাল্যানি বিপ্রায় দদাম্যহং তদা ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) শ্রীগৌরহরি এই কথা জানিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'আবার আমার যজ্ঞোপবীত হইবে! তখন আমি এই ব্রাহ্মণকে পুষ্পরাশি, গুবাক ও সুগন্ধি পুষ্পমাল্য দান করিব!!'

ইত্যাহ গত্বা বচনং মুরারেঃ শ্রীসার্ব্বভৌমায় জনো বিদিত্বা ।
ভীত্যা ন কিঞ্চিৎ পুনরেবমুচে ব্রীড়াপরোঽভূৎ স তু সম্ভ্রমেণ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) জনৈক লোক মহাপ্রভুর এই কথা গিয়া সার্বভৌমকে বলিয়া দিলে তিনি ভয়ে আর কিছুই বলিলেন না, পরন্তু সম্ভ্রমে লজ্জান্বিতই হইলেন।

অথাপরাহ্ণে দ্বিজবৃন্দসন্নিধৌ স সার্ব্বভৌমস্য পুরো মহাপ্রভুঃ ।
উবাচ বেদান্তনিগূঢ়ার্থং বচো মুরারেশ্চরণাম্বুজাশ্রয়ম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) একদিন অপরাহ্ণকালে সেই মহাপ্রভু সার্বভৌমের সম্মুখে ব্রাহ্মণগণ-সন্নিধানে শ্রীহরির চরণকমলাশ্রয়-সূচক নিগূঢ় বেদান্তবাক্যসমূহের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

বেদান্তসিদ্ধান্তমিদং বিদিত্বা গতং পুরা যত্তদলং স মত্বা ।
চৈতন্যপাদাব্জযুগে মহাত্মা স বিস্ময়োৎফুল্লমনাঃ পপাত ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) ইহাই প্রকৃত বেদান্ত-সিদ্ধান্ত এবং পূর্বে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার অনাবশ্যকত্ব উপলব্ধি করিয়া সেই সার্বভৌম মহাশয় বিস্ময়োৎফুল্ল মনে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণকমলযুগে নিপতিত হইলেন।

বেদানুরক্তো ভগবান্ ভবান্ প্রভুর্লোকো ন জানাতি কদাচিদপ্যপি ।
সম্মোহিতাত্মা তব মায়য়া প্রভো লোকে পদাব্জঞ্চ তবাহমগ্রতঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) 'লোক বেদানুরক্ত হইলেও কিন্তু কদাপি ভগবান্ তুমি যে প্রভু তাহা বিন্দুমাত্রও জানিতে পারে না। হে প্রভো! আমি তোমার সম্মুখে অবস্থিত হইয়াও তোমার মায়া কর্ত্তৃক সম্মোহিতবুদ্ধি হইয়া পৃথিবীতে তোমার চরণকমলের আবির্ভাব বিষয়ে অজ্ঞই রহিয়াছি!!

পুরা পৃথিব্যাং বসুদেবগেহেঽবতীর্য্য কংসাদিনহাসুরাণাম্ ।
কৃত্বা বধং ত্বং প্রতিপাদ্য ধামং ভূদেবগেহে পুনরাবিরাসীৎ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) প্রাচীনকালে তুমি এই পৃথিবীতে বসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া কংস প্রভৃতি মহাসুরদিগকে নিধন করিয়া স্বধামে গমনপূর্বক পুনরায় ব্রাহ্মণগৃহে আবির্ভূত হইয়াছ!!

স্বকীয়মাধুর্য্যবিলাসবৈভবমাস্বাদয়ংস্ত্বং স্বজনং সুখায় চ ।
কৃতাবতারো জগতঃ শিবায় মাং পাহি দীনং করুণামৃতাব্ধে ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) তুমি স্বীয় মাধুর্য্য, বিলাস ও বৈভবাদি স্বজনগণকে আস্বাদন করাইয়া জগতের সুখ ও মঙ্গলের জন্য অবতার করিয়াছ। হে করুণাসাগর! এই দীনহীন আমাকে পরিত্রাণ কর।

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) যিনি বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজ ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার জন্য অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষোত্তম হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপে অবতরণ করিয়াছেন—সেই কৃপানিধির চরণই আমি আশ্রয় করিলাম।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা ।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) কালক্রমে নষ্ট নিজ ভক্তিযোগের পুনঃ প্রবর্ত্তন জন্য যিনি কৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করতঃ আবির্ভূত হইয়াছেন—তাঁহারই পাদপদ্মে প্রগাঢ়রূপে আমার চিত্তভ্রমর লীন হউক।''

ইতি নিগদিতবন্তং সার্ব্বভৌমং করেণ সরসমতিজবেন স্নেহভাবেন ধৃত্বা ।
নিজহৃদি বিনিধায়ালিঙ্গনং স প্রচক্রে বরভুজযুগলেন
শ্রীপতির্ভক্তবশ্যঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) সার্বভৌম এইরূপে স্তব করিতে থাকিলে প্রভু অতি শীঘ্রই নিজ হস্তে তাঁহাকে স্নেহরসে আপ্লুত হইয়া ধরিলেন এবং ভক্তবশ্য শ্রীকান্ত মহাভুজদ্বয়ে তাঁহাকে নিজ বুকে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে সার্ব্বভৌমানুগ্রহো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ।
ইতি **সার্বভৌমানুগ্রহ**-নামক দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

এবং কতিপয়ং কালং ক্রীড়িত্বা সহ বৈষ্ণবৈঃ ।
শ্রীকাশীনাথমিশ্রেণ বৈষ্ণবাগ্র্যেণ ধীমতা ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) এই ভাবে কিছুদিন বৈষ্ণবগণের সহিত নৃত্যগীতাদি-বিনোদে অতিবাহিত করিয়া মহাদ্যুতি ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য বৈষ্ণবাচার্য্য বুদ্ধিমান্ শ্রীকাশীনাথ মিশ্রের সহিত

সংমন্ত্র্য ভগবান্ কৃষ্ণস্তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া ।
পুণ্যান্যক্ষেত্রেগমনে মতিং চক্রে মহাদ্যুতিঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) পরামর্শ করতঃ তীর্থগণকে পবিত্র করিবার ইচ্ছায় অন্যান্য পুণ্যতীর্থ-গমনে মনস্থ করিলেন।

ততো গত্বা জগন্নাথং দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।
নত্বা তং ভক্তিভাবেন নেত্রধারাপরিপ্লুতঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) তৎপরে জগন্নাথমন্দিরে গিয়া শ্রীপুরুষোত্তমকে দর্শন ও প্রণাম করতঃ ভক্তিভাবে অশ্রুধারায় আপ্লুত হইলেন।

উবাচ মধুরাং বাণীং সগদ্‌গদগিরা হরিঃ ।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ প্রেমপরিপূর্ণ-সুবিগ্রহঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) কৃতাঞ্জলিপুটে প্রেমপূর্ণ-বিগ্রহে শ্রীগৌরহরি গদ্‌গদ বাক্যে মধুর কথা বলিলেন—

দেব ত্বৎক্ষেত্রবাসে মে নাধিকারো যতোঽবভৎ ।
ততোঽন্যক্ষেত্রগমনে মতির্ম্মে জায়তে প্রভো ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) 'হে দেব! তোমার ক্ষেত্রবাসে আমার অধিকার নাই বলিয়া হে প্রভো! এক্ষণে অন্যক্ষেত্রগমনে ইচ্ছা হইয়াছে।

বক্ত্রং রাকাপতি প্রখ্যং শরংপঙ্কজলোচনম্ ।
দীর্ঘবিম্বৌষ্ঠরদনচ্ছদং সাধু সুবক্ষসম্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) তোমার এই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বদন, শারদ পদ্মের তুল্য লোচন, দীর্ঘ বিম্বফলের সদৃশ এই ওষ্ঠ, অত্যুত্তম (সুবিশাল) বক্ষঃস্থল

দৃষ্টা কস্য মনো যাতি ক্ষেত্রান্তরগতৌ হরে ।
তস্মান্নাস্ত্যত্র মে দেব স্থিতৌ তে তাদৃশী কৃপা ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) দেখিয়া কাহার মন অন্য ধামে ধাবিত হয়? হে হরে! হে দেব! তাহাতেই বুঝিলাম যে, তোমার এই ধামে আমার অবস্থান সম্বন্ধে তোমার তাদৃশী কৃপা নাই!

ক্ষেত্রাণ্যন্যানি গচ্ছামি তব দ্রষ্টুং জনার্দ্দন ।
তথা মাং কুরু মে দেব যথা তীর্থমহং ব্রজে ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) হে জনার্দন ! তোমার অন্যান্য ক্ষেত্র দর্শন করিতে আমি যাইতেছি—হে দেব! আমাকে এমনই (শক্তি সমর্পণ) কর, যাহাতে তীর্থাটন করিতে পারি।

যাবৎ স্যাচ্চঞ্চলং চিত্তং ন স্যাদ্ যাবৎ সুনির্ম্মলম্ ।
তাবত্তীর্থানি পুণ্যানি বিচরেৎ সর্ব্বতঃ পুমান্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) চিত্ত যত দিন চঞ্চল থাকে এবং যত দিন পর্য্যন্ত সুনির্মল না হয়, তত দিন পর্য্যন্তই মানব সর্বত্র পুণ্যতীর্থে বিচরণ করিবে।

ততঃ সুনির্ম্মলে চিত্তে স্থিরধীঃ পুরুষোত্তমে ।
নিবাসং কুরুতে নিত্যং পথিকঃ স্বাশ্রমে যথা ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) তৎপরে চিত্ত অতিনির্মল হইলে স্থিরবুদ্ধি জন নিত্য পুরুষোত্তমে বাস করিবে, পথিক যেমন বহু পর্য্যটনের পরে নিজাশ্রমে নিত্য বাস করে।'

এবং বদতি চৈতন্যে গ্রীবায়াশ্চানুলম্বিতম্ ।
মাল্যং পপাত কৃষ্ণস্য পাদসিংহাসনোপরি ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ বলিতে থাকিলে জগন্নাথের কণ্ঠলম্বিত মাল্যটি তাঁহার পাদপীঠোপরি খসিয়া পড়িল।

প্রতিহারী তদাদায় জগন্নাথাজ্ঞয়া মুদা ।
দদৌ প্রসাদরূপং তন্মাল্যং চৈতন্যমূর্দ্ধনি ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) প্রতিহারী জগন্নাথের আদেশানুসারে আনন্দে ঐ প্রসাদী মাল্যটি শ্রীচৈতন্যের মস্তকে দিলেন।

ততঃ সোঽপি মহাতেজাঃ প্রফুল্লবদনো হরিঃ ।
স্বপ্রেমনামসংপূর্ণো গচ্ছদ্দ্বিরদবিক্রমঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) তৎপরে মহাতেজাঃ প্রফুল্লবদন সেই হরিও নিজপ্রেমনামে পরিপূর্ণ হইয়া গজেন্দ্রগমনে যাত্রা করিলেন।

এবং লোকানুশিক্ষার্থং ভূত্বা প্রেমার্দ্রালোচনঃ ।
কাশীমিশ্রাশ্রমং গত্বা তং প্রাহ শ্রীশচীসুতঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) শ্রীশচীসুত এইরূপে লোকশিক্ষার জন্য প্রেমার্দ্রচক্ষু হইয়া কাশী মিশ্রের আশ্রমে যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন—

ভবন্ত এব পশ্যন্তু পুরুষোত্তমমীশ্বরম্ ।
অহং তীর্থাটনে যামি জগন্নাথেন বঞ্চিতঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) 'আপনারাই জগদীশ্বর পুরুষোত্তমকে দর্শন করুন, আর আমি জগন্নাথ-কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া তীর্থাটনে যাইতেছি।'

তৎ শ্রুত্বা ব্যথিতো ভূত্বা কাশীনাথঃ প্রভোঃ পদে ।
পপাত দণ্ডবত্তস্মিন্ ক্ষিতৌ স প্ররুরোদ চ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) প্রভুর এই কথা শ্রবণে কাশীনাথ ব্যথিত হইয়া প্রভুর চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ ভূপতিত হইলেন এবং উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

কথং নাভূৎ পুত্রশোকে মহারুগ্নোঽভবন্ন কিম্ ।
চৈতন্যচরণাম্ভোজবিশ্লেষোঽয়ং কথং মম ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) "হায় রে! আমার পুত্রশোক হইল না কেন? কেনই বা আমি মহারুগ্ন হইলাম না? হঠাৎ কেন আমি শ্রীচৈতন্যচরণপদ্ম হইতে বিযুক্ত হইলাম!"

এবং স বিলুঠন্ ভূমৌ শোকপূর্ণো মুহুর্মুহুঃ ।
সান্ত্বিতঃ করুণার্দ্রেণ পুনরাগমনাদিনা ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) এই বলিয়া তিনি শোকপূর্ণচিত্তে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন দেখিয়া করুণাময় প্রভু পুনরাগমনবার্ত্তাদি বারংবার বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

ততঃ শ্রীসার্ব্বভৌমস্য গৃহং গত্বা জগদ্গুরুঃ।
আজ্ঞাং যযাচে ভগবান্ তীর্থানাং গমনেচ্ছয়া ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তৎপরে জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীসার্বভৌমের মন্দিরে গিয়া তীর্থগমনেচ্ছায় তাঁহার আজ্ঞা যাজ্ঞা করিলেন।

শ্রুত্বা সরোদনং প্রাহ ধৃত্বা কৃষ্ণপদাম্বুজম্ ।
কথং নাভূদ্বজ্রপাতঃ শিরসি মে মহাভূজ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) এই কথা শুনিয়াই তিনি রোদন করিতে করিতে প্রভুর পাদপদ্ম ধরিয়া বলিলেন—'হে মহাভুজ! আমার মস্তকে বজ্রপাত হইল না কেন?

ত্বৎপাদরহিতং প্রাণং কথং ধাস্যাম্যহং প্রভো ।
মাং গৃহীত্বা যত্র কুত্র গমনং কর্ত্তুমর্হসি ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) হে প্রভো! তোমার চরণছায়াবিরহিত হইয়া কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিব? আমাকে লইয়া তুমি যেখানে ইচ্ছা গমন কর।'

এবং শ্রুত্বা প্রহস্যাসৌ ধৃত্বা তস্য করদ্বয়ম্ ।
আগমিষ্যাম্যদীর্ঘেণ কালেনেত্যাহ কেশবঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) প্রভু তাঁহার এই কথা শ্রবণে হাসিয়া তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া বলিলেন—'অচিরাৎ আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিব।'

বদন্তং তং সমালিঙ্গ্য করুণাপূর্ণবিগ্রহঃ ।
সান্ত্বয়ামাস স্বপ্রেম্না নানানুনয়কোবিদঃ ।। ২৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) সার্বভৌম পুনরায় কিছু বলিতে থাকিলে করুণাপূর্ণবিগ্রহে নানা অনুনয়কুশল প্রভু নিজ প্রেমভরে তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া শান্ত করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে সার্ব্বভৌমসান্ত্বনং নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।

ইতি **সার্বভৌম-সান্ত্বন**-নামক ত্রয়োদশ সর্গ।

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যঃ স উদ্বিগ্নো হ্যচেতনঃ ।
এবং ভক্তাস্তদৈবাসন্ সর্ব্ব উদ্বিগ্নমানসাঃ ।।১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য উদ্বিগ্ন ও অচেতন হইয়া রহিলেন, তখনই আবার ভক্তগণও সকলে উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন।

ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশ্চলিতো দক্ষিণাং দিশম্ ।
আলালনাথমাগত্য প্রেমাদ্দেহমধৈর্য্যতঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) এ দিকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দক্ষিণদেশে যাত্রা করিলেন। আলালনাথে আসিয়া তাঁহার দেহ প্রেমভরে অধীর হইল।

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি উবাচোচ্চৈর্মুহুর্মুহুঃ ।
ক্ষণং বিলুঠতে ভূমৌ ক্ষণং মূর্চ্ছতি জল্পতি ।।৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) প্রভু মুহুর্মুহু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া ক্ষণে ক্ষণে ধরাতলে লুণ্ঠন করিতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে প্রলাপ করিতেছেন!

ক্ষণং গায়তি গোবিন্দ-কৃষ্ণ-রামেতি নামভিঃ ।
মহাপ্রেমপ্লুতং গাত্রমালালনাথদর্শনে ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) কখনও গোবিন্দ, কৃষ্ণ, রাম ইত্যাদি নামমালা গান করেন। আলালনাথ দর্শনে তাঁহার সর্বাঙ্গ মহাপ্রেমব্যাপ্ত হইল।

কঞ্চিৎ পথি জনং দৃষ্টালিঙ্গৎ শক্তিসঞ্চরৈঃ ।
স তত্র প্রেমবিবশো নৃত্যন্ গায়ন্মুদৈব চ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) পথে কোনও লোককে দেখিলে প্রভু শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। সেও তাহাতে প্রেমবশ হইয়া নৃত্যগীত করিতে করিতে আনন্দে

নিজগেহং জগাম স প্রেমধারাশতপ্লুতঃ ।
অন্যগ্রামজনান্ দৃষ্ট্বা প্রেমালিঙ্গমকারয়ৎ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) নিজ গৃহে গমন করিল এবং প্রেমাশ্রুপাত করিতে করিতে গ্রামস্থ অন্যান্য লোককে দেখিয়া সে প্রেমালিঙ্গন করিত।

তে পুনঃ প্রেমম্বিশ্রান্তং গায়ন্তি চ রমন্তি চ।
এবং পরম্পরা যেষু তান্ সর্ব্বান্ সমকারয়ৎ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তাহারাও আবার প্রেমাবিষ্ট হইয়া গান করিয়া আনন্দ লাভ করিত। এইরূপে প্রভু লোকপরম্পরা সকলকে নামপ্রেমে বিভোর করিয়াছিলেন।

আলালনাথক্ষেত্রে স রাত্রৈকং সংন্যবাসয়ৎ ।
ততঃ পরদিবোত্থায় প্রাতঃকার্য্যং সমাপয়ৎ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) আলালনাথে প্রভু এক রাত্রি বাস করিয়া, তাহার পরদিন গাত্রোত্থানপূর্বক প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিলেন।

প্রচলন্ দক্ষিণদেশমুবাচ ইতি নৃত্যতি ।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) দক্ষিণদেশে যাত্রা করিয়া, এই নামাবলি কীর্ত্তন করিয়া প্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ।।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্ ।।

ইতি পঠতি স মন্ত্রং প্রেমবিপ্লাবিতাশ্রু
লুঠতি ধরণীমধ্যে ধাবতি চ প্রকম্পৈঃ।
ইহ হরিরিতি বাক্যৈর্বাষ্পরুদ্ধাবকণ্ঠো
রুদতি তরুলতায়াং প্রেমদৃষ্টিং করোতি ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) প্রেমাশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া, প্রভু এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ধরাতলে লুণ্ঠন করিতেছেন—ধাবিত হইতেছেন—মহাকম্পান্বিত হইয়া 'এই ত হরি' এই বাক্যে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে রোদন করিয়া তরুলতার প্রতি প্রেমদৃষ্টিপাত করিতেছেন।

আগতে কূর্ম্মক্ষেত্রে চ কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনঃ ।
কূর্ম্মনামা চ বিপ্রেন্দ্রে গতঃ সৎকৃতিকর্ম্মণি ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) কূর্মক্ষেত্রে আসিলে কূর্মরূপী নারায়ণ এবং কূর্মনামক ব্রাহ্মণপ্রবর তাঁহার সৎকার করিতে প্রস্তুত হইলেন।

ভোজয়ন্ শ্রদ্ধয়া স্বন্নং প্রসাদং কূর্ম্ম ঈশ্বরম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) কূর্ম, মহাপ্রভুকে অত্যুত্তম অন্নপ্রসাদ শ্রদ্ধাসহকারে ভোজন করাইলেন।

ততো অগাম ভগবান্ লোকানুগ্রহকাম্যয়া ।
কূর্ম্মক্ষেত্রে জগন্নাথং দদর্শ কূর্ম্মরূপিণম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) তাহার পরে ভগবান্ লোকানুগ্রহবাসনায় কূর্মক্ষেত্রে কূর্মরূপী জগন্নাথকে দর্শন করিলেন।

কূর্ম্মনামা দ্বিজঃ কশ্চিত্তদ্দর্শনমহোৎসবঃ ।
আতিথ্যং বিদধে হর্ষান্মানয়ন্ সফলং দিনম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) কূর্মনামক দ্বিজ তাঁহার দর্শনানন্দে মত্ত হইয়া হর্ষভরে তাঁহার আতিথ্য সম্পাদন করতঃ সেই দিনটি সফল মনে করিলেন।

বাসুদেবো দ্বিজশ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।
তদ্দর্শনসমুল্লাসৈঃ কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা ননর্ত্ত চ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) বাসুদেব নামে এক দ্বিজবর্য্য তথায় শ্রীপুরুষোত্তমকে দেখিয়া তদ্দর্শন-সমুল্লাসে তাঁহাকে কৃষ্ণজ্ঞানে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তং কুষ্ঠরোগিণং বিপ্রং মহাভাগবতোত্তমম্ ।
আলিঙ্গ্য ভগবাংশ্চক্রে স্বর্ণকান্তিসমপ্রভম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) মহাভাগবতোত্তম সেই কুষ্ঠী বিপ্রকে আলিঙ্গন করিয়া ভগবান্ স্বর্ণকান্তিসমান প্রভাবিশিষ্ট করিলেন।

তৌ দৃষ্ট্বা প্রেমসম্পূর্ণৌ স্বভক্তৌ প্রাহ শ্রীপতিঃ ।
মদাজ্ঞয়া কৃষ্ণভক্তিং লোকান্ গ্রাহয়তাং সুখম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) প্রেমপূর্ণ সেই নিজভক্তদ্বয়কে দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন—'আমার আজ্ঞায় তোমরা সকল লোককে সুখে কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করাও।'

এবমুক্ত্বা গৌরচন্দ্রস্তথৈবান্তর্দ্ধধে হরিঃ ।
বিস্মাপয়ন্ সর্ব্বলোকান্ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) এই বলিয়াই গৌরচন্দ্র তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম কীর্ত্তন করিয়া সকল লোককে আশ্চর্য্যান্বিত করতঃ তিনি

কিয়দ্দূরং সমাগত্য জিয়ড়াখ্যং নৃসিংহকম্ ।
দদর্শ পরমপ্রীতঃ প্রেমাশ্রুপুলকাঞ্চিতঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) কিছু দূরে আসিয়া জিয়ড়নৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং প্রেমাশ্রুধারায় ও পুলককদম্বে ব্যাপ্তদেহ হইলেন।

তস্য স্বভক্তাধীনত্বকথাং প্রাহ পুরাতনীম্ ।
স এব জগতাং নাথঃ স্বয়ং ভক্তজনপ্রিয়ঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) সেই জগন্নাথ ভক্তজনপ্রিয় গৌরাঙ্গ তাঁহার ভক্তপরাধীনত্ব সম্বন্ধে পুরাতন কথা বলিতে লাগিলেন।

অত্রৈবাসীৎ পুরা কশ্চিৎ পুণ্ড্রয়েতি সমাখ্যয়া ।
কৃষীবলো হি বিখ্যাতো মায়াম্বুফলমর্জ্জয়েৎ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) এই স্থানেই প্রাচীন কালে পুণ্ড্রয়া নামে এক কৃষক (গোয়ালা) বাস করিত। সে কৃষি করিয়া মায়াম্বু (শষ্য) ফল অর্জন করিত।

বরাহরূপিণা খণ্ডং বিখণ্ডং কৃতিনা সমম্ ।
যুযোধ বলবান্ গোপঃ কৃতপুণ্যো মুরারিণা ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) বরাহরূপী শ্রীহরি তাহার ক্ষেত্র ধ্বস্তবিধ্বস্ত করিয়াছে দেখিয়া সেই বলবান্ সুপুণ্য গোপ হরির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল।

বাণবিদ্ধেন তেনাপি রামরামেতি কীর্ত্তনাৎ ।
জ্ঞাতোঽসাবীশ্বর ইতি চোপবাসাদিমাচরৎ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) তাহার বাণে বিদ্ধ হইয়া প্রভু 'রাম রাম' কীর্ত্তন করিতেই সেই গোয়ালা জানিল যে, 'ইনিই ত ঈশ্বর।' কৃত কর্মের জন্য সে উপাবাসাদি করিতে লাগিল।

দয়ালুর্ভগবানাহ দুগ্ধসেকেন সর্ব্বথা ।
দর্শনং মে প্রাপ্স্যসি ত্বং রাজ্ঞা সহ তথা বচঃ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) দয়ালু ভগবান্ তখন তাহাকে বলিলেন—'দুগ্ধ সেচন করিতে করিতেই আমাকে সর্বথা দেখিতে পাইবে। রাজাও আমাকে দেখিবে।'

শ্রুত্বা ভগবতো বাক্যং গোপঃ প্রেমপরিপ্লুতঃ ।
আজ্ঞামাবেদয়ৎ সোঽপি তথাজ্ঞাং চ তথাঽকরোৎ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) ভগবানের এই বাক্য শ্রবণে সেই গোপ প্রেমভরে রাজার নিকট ভগবদাদেশ নিবেদন করিল। রাজাও যথাজ্ঞানুসারে দুগ্ধ সেচন করিতে লাগিলেন।

দুগ্ধসেচনমাত্রেণ ভগবান্ স্বমদর্শয়ৎ ।
শ্রীবিগ্রহং সজ্জনঞ্চ নিবারণং যথাকরোৎ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) দুগ্ধ সেচন মাত্রই ভগবান্ নিজস্বরূপ শ্রীবিগ্রহ সজ্জনগণকে দেখাইলেন এবং (চরণদর্শন হইবে না বলিয়া) নিবারণও করিলেন।

কিয়ৎকালাবসানেন বার্ত্তাবিত্তশ্চ কশ্চন ।
আগতো-দর্শনার্থী স ভার্য্যাভ্যাং সমনুব্রতঃ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) কিয়ৎকাল পরে কোনও বণিক্ দর্শনার্থে নিজ ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত সেই স্থানে সমাগত হইয়াছিল।

দর্শনানন্দমত্তঃ শ্রীমন্দিরং তং প্রবিষ্টবান্।
প্রাপ্তে শ্রীচরণাম্ভোজে দৃষ্ট্বা হর্ষমুপাগতঃ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) দর্শনানন্দে মত্ত হইয়া সে সেই শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। ঐ পত্নীদ্বয় শ্রীচরণপদ্ম লাভ করিলেন দেখিয়া বণিক্ হৃষ্ট হইল।

ভগবানাহ তং সাধুমভীপ্সিতবরং বৃণু ।
জিয়ড়েতি হি মে নাম গৃহাণ জগদীশ্বর ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) ভগবান্ সেই সাধুকে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিলে সে বলিল—' হে জগদীশ্বর! আমার নাম জিয়ড়, তুমিও ঐ নামই গ্রহণ কর।'

ওমিত্যাহ জগদ্‌যোনিস্তেন চ খ্যাপিতোঽভবৎ ।
শ্রীজিয়ড়নৃসিংহশ্চ ভক্তবশ্যো হরিঃ সদা ।। ৩০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) ভগবান্ 'তাহাই হউক বলিয়া অঙ্গীকার করিলে সেই জগৎ- কারণ হরিও জিয়ড়নৃসিংহ নামে বিখ্যাত হইলেন। ঐ হরি সদাকালই ভক্তবশ্য।

এতদাখ্যন্ হরিঃ সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গো মহাপ্রভুঃ ।
অন্তর্দ্দধে হি তত্রৈব কেন দৃষ্টঃ কিল স্বয়ম্ ।। ৩১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩১) এই আখ্যান বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সাক্ষাৎ হরি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ কেই বা করিতে পারে?

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে শ্রীজিয়ড়নৃসিংহপ্রসঙ্গো
নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।
ইতি **শ্রীজিয়ড়নৃসিংহ-প্রসঙ্গ**-নামক চতুর্দশ সর্গ।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রভাতে বিমলে শুভে প্রভুর্গায়ন্ হরিং প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ ।
যযৌ স কাঞ্চীনগরং জগদ্‌গুরুর্দ্রষ্টুং শ্রীরামানন্দাখ্যরায়ম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) পরদিন শুভ বিমল প্রভাতে প্রভু হরিনামগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন এবং সেই জগদ্‌গুরু শ্রীরামানন্দ রায়কে দর্শন করিতে কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হইলেন।

স স্বগৃহে কৃষ্ণপূজাবসানে ধ্যায়ন্ পরং ব্রহ্ম ব্রজেন্দ্রনন্দনম্ ।
দদর্শ বারত্রয়মদ্ভুতং মহদ্‌গৌরাঙ্গমাধুর্য্যমতীব বিস্মিতঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তিনি নিজগৃহে কৃষ্ণপূজা সমাপন করিয়া পরব্রহ্ম ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ধ্যান করিবার সময়ে মহাবিস্মিত হইয়া তিন বারই মহাদ্ভুত গৌরাঙ্গমাধুর্য্য দর্শন করিলেন।

উন্মীল্য নেত্রে চ তদেব রূপং দৃষ্ট্বা পরং ব্রহ্ম সন্ন্যাসবেশম্ ।
প্রণম্য মূর্দ্ধ্না বিহিতঃ কৃতাঞ্জলিঃ পপ্রচ্ছ কুত্রত্য ভবানিতি প্রভো ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) নেত্র উন্মীলন করিয়া সেইরূপে পরব্রহ্ম সন্ন্যাসীকে দেখিয়া অবনতমস্তকে দণ্ডবৎপূর্ব্বক যোড়হস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভো! আপনি কোথা হইতে বিজয় করিলেন?'

হসন্ প্রভুঃ প্রাহ কথং ন স্মর্য্যতে শ্রীরাধিকাপাদসরোজষট্পদ ।
স্বাত্মানমেবং কথয়ন্ স্বয়ং হরিঃ স্ববাহুযুগ্মেন তমালিলিঙ্গ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) হাসিতে হাসিতে প্রভু উত্তর দিলেন—'হে শ্রীরাধিকাচরণকমলের মধুকর! তুমি নিজ স্বরূপ কেন স্মরণ করিতেছ না হে?' এই বলিয়াই হরি স্বয়ং তাঁহাকে নিজ বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন দিলেন।

বৃন্দাটবীকেলরিহস্য মদ্ভুতং প্রকাশ্য তস্মিন্ রসিকেন্দ্রমৌলিঃ ।
আজ্ঞাপ্য ক্ষেত্রগমনায় সত্বরং তং সান্ত্বয়িত্বা স যযৌ জনার্দ্দনঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) অদ্ভুত বৃন্দাবনকেলি-রহস্য তাঁহার নিকটে প্রকট করিয়া সেই রসিকেন্দ্রশিরোমণি গৌরহরি তাঁহাকে সত্বর ক্ষেত্রগমনের আজ্ঞা দিয়া ও সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন।

শ্রীরাম গোবিন্দ কৃষ্ণেতি গায়ন্নুত্তীর্য্য গোদাবরীমেব কৃষ্ণঃ ।
বিবেশ শ্রীপঞ্চবটীবনং মহৎ শ্রীরামসীতাস্মরণাতিবিহ্বলঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) 'শ্রীরাম, গোবিন্দ, কৃষ্ণ' ইত্যাদি নামমালা কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোদাবরীনদী উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীপঞ্চবটীর মহাবনে প্রবেশ করিলেন এবং শ্রীরাম সীতার স্মরণে মহাবিহ্বল হইলেন।

ততঃ পরং শ্রীজগদীশ্বরঃ প্রভুশ্চলন্ পৃথিব্যাং ককুভঃ প্রকাশয়ন্ ।
কাবেরীমুত্তীর্য্য শ্রীরঙ্গনাথং দৃষ্ট্বাতিহৃষ্টো হি ননর্ত্ত সাদরম্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তার পরে জগদীশ্বর প্রভু পৃথিবীতে চলিতে চলিতে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া, কাবেরী নদী পার হইয়া শ্রীরঙ্গনাথের দর্শনে মহানন্দিত মনে সাদরে নৃত্য করিলেন।

শ্রীরঙ্গনাথস্য সমীপং বিপ্রো গীতাং পঠন্ শুদ্ধবিচারশূন্যম্ ।
প্রেমাশ্রুপূর্ণং স নিরীক্ষ্য কৃষ্ণ আলিঙ্গ্য প্রাহ শ্রুতমেব যোগ্যম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) শ্রীরঙ্গনাথের সমীপে জনৈক বিপ্র শুদ্ধাশুদ্ধিবিচাররহিত হইয়া গীতা পাঠ করিতেছিল—তাহাকে প্রেমাশ্রুপূর্ণ দেখিয়া প্রভুবর আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'আমি সুন্দরই শুনিলাম।'

তত্রৈব কশ্চিদ্দ্বিজবর্য্যসত্তমো দৃষ্ট্বা প্রভুং গৌরসুদীর্ঘবিগ্রহম্ ।
প্রেমাশ্রুপূর্ণং জগাদ বন্ধুং শ্রীকৃষ্ণবর্ণং মনসা বিচারয়ন্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) সেই স্থলেই একজন ব্রাহ্মণবর্য্যসত্তম সুদীর্ঘ গৌরবিগ্রহকে প্রেমধারাপূর্ণ দেখিয়া মনে মনে বিচার করিলেন যে, ইনি জগদেকবন্ধু শ্রীকৃষ্ণই হইবেন।

অহো স্বভাগ্যং মনসা বিমৃষ্য ত্রিমল্লনামা কিল ভট্টরাজঃ ।
তস্য প্রভোঃ শ্রীচরণং করাভ্যাং ধৃত্বা প্রহৃষ্টঃ করুণাং ন্যবেদয়ৎ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) সেই ত্রিমল্লনামক ভট্টরাজ 'অহো স্বভাগ্য' গণিয়া নিজ হস্তদ্বয়ে শ্রীপ্রভুর চরণ ধরিয়া আনন্দিতচিত্তে কাতরতা নিবেদন করিলেন।

অহো মহাত্মন্ করুণেন নঃ প্রভো কৃপাং বিধাতুং সততং ত্বমর্হসি ।
তত্রৈব মায়াধমনাবতারে কৃপামৃতেনাপি জগৎ সিষেচ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) " হে মহাত্মন্ প্রভো! করুণাপরবশ হইয়া আপনি সততই আমাদিগকে কৃপাবর্ষণই করিবেন। সেই মায়ানাশন কৃষ্ণাবতারেও আপনি কৃপামৃতে জগৎ অভিষিক্ত করিয়াছেন!!

সর্ব্বং জনং স্থাবরজঙ্গমাদীনুদ্ধর্ত্তু মন্যো ন বিনাপি কৃষ্ণম্ ।
প্রাবৃড়তুরাগত এব নাথ ভৃত্যস্য মে ত্বং হিতশোভনং কুরু ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য কেহই সকল জনকে, এমন কি, স্থাবর জঙ্গমাদিকেও উদ্ধার করিতে পারে না!! হে নাথ! এক্ষণে বর্ষাকাল আগতই হইয়াছে। অতএব আপনি এক্ষণে এই দাসের মঙ্গল ইষ্টসাধনই করুন।"

এবং স ভক্তস্য মধুরাং সুবাণীং শ্রুত্বা তমালিঙ্গ্য বিবেশ তদ্গৃহম্ ।
দ্বিজোঽপি তৎপদাসরোরুহং সুধীঃ প্রক্ষাল্য প্রেম্না সগণো দধার ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) এইরূপে সেই ভক্তের মধুর সুবাণী শ্রবণে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রভু তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই সুধী ব্রাহ্মণও তাঁহার চরণকমল প্রক্ষালণ করতঃ সেই জল সগণে প্রেমের সহিত ধারণ করিলেন।

সুখাসীনং জগন্নাথং ত্রিমল্লাখ্যো দ্বিজোত্তমঃ ।
স্ত্রীপুত্রস্বজনৈঃ সার্দ্ধং সিষেবে প্রেমনির্ভরঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) মহাপ্রভু সুখাসীন হইলে দ্বিজবর ত্রিমল্ল স্ত্রীপুত্র স্বজনাদির সহিত প্রগাঢ় প্রেমে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

গোপালনামা বালোঽস্য প্রভোঃ পার্শ্বে স্থিতস্তদা ।
তং দৃষ্ট্বা তস্য শিরসি পাদপদ্মং দয়ার্দ্রধীঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) সেই সময়ে 'গোপাল' নামে ঐ ব্রাহ্মণের বালকটি প্রভুর পার্শ্বে ছিলেন। দয়ালু প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মস্তকে পাদপদ্ম

দত্ত্বা বদ হরিং চেতি সোঽপি হর্ষসমন্বিতঃ ।
বাল্যক্রীড়াং পরিত্যজ্য কৃষ্ণং গায়ন্ ননর্ত্ত চ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) দান করিয়া বলিলেন—'হরিবোল বল' ; তিনিও আনন্দভরে বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করিলেন।

এবং হি প্রাবৃট্‌সময়ং স্থিতো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনভাবভাবুকঃ ।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রস্থদ্বিজৈঃ সুপূজিতো ভিক্ষান্নপ্রাশাদিভিরচ্যুতঃ সুখম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) এইভাবে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-ভাবভাবুক হরি বর্ষাকালটি ওখানে অতিবাহিত করিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ভিক্ষান্নাদি ভোজন করতঃ প্রভু সুখী হইয়াছিলেন।

মেরুসুন্দরতনূ রসিকেশঃ কৃষ্ণনামগুণকীর্ত্তনমত্তঃ ।
রাধিকারসবিনোদগদ্‌গদ-প্রেমবারিপরিপূরিতদেহঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) রসিকচূড়ামণি প্রভুর দেহটি সুমেরু পর্বত হইতেও সুন্দরতর, তিনি কৃষ্ণনামগুণকীর্ত্তনে মত্ত থাকিতেন। শ্রীরাধার রসবিনোদ বার্ত্তার সময় গদ্‌গদ বাণী উচ্চারণ করিয়া প্রেমজলে দেহ অভিষিক্ত করিতেন।

উষিত্বৈবং রঙ্গক্ষেত্রাদ্‌গচ্ছন্ পথি দদর্শ সঃ ।
শ্রীমাধপুরীশিষ্যং পরমানন্দনামকম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) এই ভাবে বাস করিয়া রঙ্গক্ষেত্র হইতে যাত্রাকালে পথে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীপরমানন্দ পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল।

পশ্যন্ শ্রীপরামানন্দপুরী গৌরাঙ্গবিগ্রহম্ ।
গুরুবাক্যমনুস্মৃত্য প্রেমাশ্রুপুলকাঞ্চিতঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) শ্রীপুরী গোস্বামী গৌরাঙ্গবিগ্রহ দর্শনে গুরুবাক্য স্মরণ করিয়া প্রেমাশ্রুপুলকে মণ্ডিতদেহ হইলেন।

ঈশ্বরোঽপি পুরীপাদং সভৃত্যং ধর্ম্মপালকঃ ।
ননাম পরমপ্রীতো দণ্ডবৎ শিরসা ভুবি ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) ধর্মপালক ঈশ্বরও সভৃত্য পুরীপাদের চরণে পড়িয়া পরমপ্রীতিভরে দণ্ডবৎ প্রণতি করিলেন।

সসাধ্বসং পুরী প্রাহ মৈবং কর্ত্তুমিহার্হসি ।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগচ্চৈতন্যকারকঃ ।।২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) সঙ্কোচের সহিত পুরী বলিলেন—"আমার প্রতি এইরূপ আচরণ করা আপনার বিধেয় নহে, আপনিই জগচ্চৈতন্যকারী জগন্নাথ।

জ্ঞাতোঽসি ভগবান্ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তরূপধৃক্ ।
শ্রীরাধাভাবমাপন্নো মাধুর্য্যরসলম্পটঃ ।। ২৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) আপনি যে সাক্ষাৎ ভগবান্ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণভক্তরূপ ধারণ করিয়াছেন এবং শ্রীরাধাভাবে পূর্ণ হইয়া মাধুর্য্যরসলোলুপ হইয়াছেন, তাহা আমার অবিদিত নহে।"

শ্রুত্বা তদ্বচনং কৃষ্ণঃ প্রহসন্ প্রাহ সাদরম্ ।
প্রেম্না তে বদ্ধহৃদয়ং মাং জানীহি ন সংশয়ঃ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) এই কথা শ্রবণে প্রভু হাস্য ও আদর সহকারে তাঁহাকে বলিলেন—"আমি আপনার প্রেমে বদ্ধহৃদয় আছি বলিয়া জানিবেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

গচ্ছ ক্ষেত্রং মহারম্যং যাবচ্চাহং সমাব্রজে ।
তাবদেব ভবান্ তিষ্ঠত্বেবমুক্ত্বা যযৌ হরিঃ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) আমি যত দিন প্রত্যাবর্ত্তন না করি, তত দিন আপনি

মহারম্য ক্ষেত্রে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করুন।" এই বলিয়া গৌরহরি পুনরায় যাত্রা করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে শ্রীপরমানন্দপুরীসঙ্গোৎসবো নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

ইতি পরমানন্দপুরীসঙ্গোৎসব-নামক পঞ্চদশ সর্গ।

ষোড়শঃ সর্গঃ।

এবং ব্রজন্ বিপ্র পথি প্রবীণান্ তমালবৃক্ষান্ জগদেকবন্ধুঃ ।
দৃষ্ট্বা হসন্ ধারণমেব কৃত্বা সংস্পর্শনেনাপি সমুদ্দধার ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) হে বিপ্রবর! জগদেকবন্ধু পথে যাইতে যাইতে প্রকাণ্ড সাতটি তমাল (তাল?) বৃক্ষ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে ধারণ করিয়া স্পর্শমাত্রেই উহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন।

তদৈব তে সপ্তগন্ধর্ব্বরূপাস্তদ্দর্শনানন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ।
হিত্বা স্বপাপং মুনিশাপজং প্রভুং নত্বা যযুস্তে নিজশাসনং শুভম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তৎক্ষণাৎই তাহারা সাত জন গন্ধর্ব হইয়া প্রভুর দর্শনানন্দসাগরে মগ্ন হইলেন এবং মুনিশাপজ নিজ নিজ পাপমোচন হইলে প্রভুর চরণে প্রণত হইয়া নিজ মঙ্গলময় দেশে প্রস্থান করিলেন।

ততঃ পরং কৃষ্ণরসাভিমত্তঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম জপন্ শুভাক্ষরম্ ।
শ্রীরাম গোবিন্দ হরে মুরারে জনার্দ্দন শ্রীধর বাসুদেব ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) তার পরে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম হইলেও কৃষ্ণরসে মহামত্ত হইয়া তিনি শুভ নামাবলী জপ করিতে লাগিলেন—শ্রীরাম গোবিন্দ হরে মুরারে জনার্দন শ্রীধর বাসুদেব।

স্বভক্তরক্ষাকর রাঘবেন্দ্র সীতাপতে লক্ষ্মণপ্রাণনাথ ।
সুগ্রীবহৃদ্বালিবধাতিদুঃখিত মরুৎসুতানন্দদ রাবণারে ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) হে স্বভক্তরক্ষাকারিন্ ! রাঘবেন্দ্র হে সীতাপতে! লক্ষ্মণপ্রাণনাথ! হে সুগ্রীবসখে! হে বালিবধে মহাদুঃখিত! হে হনুমানের আনন্দপ্রদ! হে রাবণারে!

ইত্যাদিনামামৃতপানমত্তঃ শ্রীসেতুবন্ধং পরিব্রজ্য সত্বরম্ ।

দদর্শ রামেশ্বরলিঙ্গমদ্ভুতং শ্রীশঙ্করপ্রেষ্ঠতমঃ সদা হরিঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) ইত্যাদি নামামৃতপানে মত্ত হইয়া তিনি সত্বর শ্রীসেতুবন্ধ পরিক্রমা করিলেন এবং শ্রীশঙ্করের প্রেষ্ঠতম হরি তত্রত্য অদ্ভুত রামেশ্বর শিবকে দর্শন করিলেন।

নত্বা প্রভুমঞ্জলিমেব বদ্ধা দৃষ্ট্বা চ গৌরীরসদং সদাশিবম্ ।

ননর্ত্ত সর্ব্বেশ্বর এব তত্র ভাবেন গাং সংনময়ন্ পদে পদে ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) গৌরী-রসদ সদাশিব প্রভুকে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া প্রণাম ও দর্শন করিয়া সর্বেশ্বর প্রভুই তথায় নৃত্য করিলেন, তখন ভাবের আবেশে পৃথিবী পদে পদে সংনমিত হইতেছিল।

পশ্যন্তি সর্ব্বে জগদেকবন্ধুং শ্রীগৌরচন্দ্রং স্বরসাভিমত্তম্ ।

বভূবুরত্যন্তসুবিস্ময়া ধ্রুবং তান্ বঞ্চয়িত্বা খলু স তিরোঽভবৎ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) সকলে জগদেকবন্ধু শ্রীগৌরচন্দ্রকে নিজরসে মহামত্ত হইয়া নাচিতে দেখিয়া নিশ্চয়ই মহাবিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সকলকেই বঞ্চনা করিয়া প্রভু তিরোধান করিয়াছিলেন।

সর্ব্বাণি তীর্থানি ক্রমেণ দৃষ্ট্বা পুনঃ পরাবৃত্য কৃপাম্বুধিঃ প্রভুঃ ।

শ্রীমজ্জগন্নাথদিদৃক্ষয়া ভৃশং শ্রীক্ষেত্ররাজং গময়াঞ্চকার ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) ক্রমে ক্রমে সকল তীর্থ দর্শন করত কৃপাসমুদ্র প্রভু পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীমৎ জগন্নাথের দর্শনাশায় পুনরায় শ্রীক্ষেত্ররাজ পুরীধামেই গমন করিলেন।

গোদাবরীতীরমনু স্বয়ং প্রভরাগত্য তত্র স্থিত এব সদ্গতিঃ ।

শ্রীরামরায়েণ পুনঃ সুপূজিতো বভৌ রসজ্ঞেন দ্বিজগৃহে সুখী ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) সজ্জনগতি প্রভু গোদাবরীতীরে আসিয়া স্বয়ং অবস্থান করিতে থাকিলে রসজ্ঞ শ্রীরামানন্দ রায় কর্ত্তৃক পুনঃ সুপূজিত হইয়া দ্বিজগৃহে সুখে বিরাজ করিয়াছিলেন।

রাত্রৌ পরং তীর্থকথাঃ প্রজল্পন্ শ্রীরাধিকাকৃষ্ণরসানুমোদিতঃ ।

আজ্ঞাপ্য শীঘ্রং চ শ্রীপদ্মলোচনং দ্রষ্টুং সদৈবার্হসি নাপরং সুখম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) রাত্রিকালে কেবল তীর্থকথা বলিয়া প্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণরসে

আমোদিত হইলেন এবং রাম রায়কে আজ্ঞা দিলেন—'নিত্যই পদ্মলোচন জগন্নাথদেবের যাহাতে দর্শন করিতে পার, তাহাই সত্বর করিবে, ইহা হইতে আর অধিকতর সুখের কিছু নাই।'

এবং নিশা সা রসিকেন্দ্রমৌলিনা শ্রীগৌরচন্দ্রেণ রায়েন সার্দ্ধম ।
নীতা ক্ষণপ্রায়মতীব দর্শনাৎ পুনঃ স্বয়ং গন্তুমনা বভূব হ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) এই ভাবে রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীগৌরচন্দ্র রাম রায়ের সহিত সেই রাত্রি ক্ষণপ্রায় অতিবাহিত করিয়া জগন্নাথের দর্শনাবেশে পুনর্বার গমনে স্বয়ং ইচ্ছা করিলেন।

শ্রীবিষ্ণুদাসেন দ্বিজেন সার্দ্ধমালালনাথং স জনার্দ্দনং প্রভুঃ ।
দৃষ্ট্বা প্রণম্য নিবসন্ কিয়দ্দিনমায়াতি সর্ব্বেশ্বরনীলকন্দরম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) শ্রীবিষ্ণুদাস নামক ব্রাহ্মণের সহিত আলালনাথের বিষ্ণুকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া সেই প্রভু তথায় কিয়দ্দিন বাস করতঃ মহেশ্বরের নীলাচলে আগমন করিয়াছেন।

শ্রীকাশীনাথস্য গৃহে স্থিতো হরিঃ শ্রীসার্ব্বভৌমাদিভিরন্বিতঃ স্বয়ম্ ।
শ্রীমজ্জগন্নাথদিদৃক্ষয়া যযৌ প্রক্ষাল্য পাদৌ শ্রীরত্নমন্দিরম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) শ্রীকাশীনাথের গৃহে অবস্থান করিয়া শ্রীমজ্জগন্নাথের দিদৃক্ষায় স্বয়ং হরি শ্রীসার্বভৌমাদি নিজজন কর্ত্তৃক সমবেত হইয়া পাদ প্রক্ষালণপূর্বক শ্রীরত্নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীগরুড়স্তম্ভসমাস্থিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং ভক্তিরসেন পূর্ণঃ ।
দদর্শ সর্ব্বেশ্বরমীশ্বরং পরং ব্রহ্ম স্বয়ং সাগ্রজমেব শ্রীপতিঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) শ্রীগরুড়স্তম্ভাবলম্বনে লক্ষ্মীপতি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়াও বলরাম সহিত পরব্রহ্ম সর্বেশ্বর জগন্নাথের দর্শন করিলেন।

পার্শ্বদ্বয়ে শ্যামলগৌরসুন্দরৌ পশ্যন্তি ভক্তাঃ সুখসিন্ধুমগ্নাঃ ।
ন তৃপ্তিমাপুঃ কৃপণা ধনং যথা সংপ্রাপ্য কুত্রাপি ন বক্তুমীশিরে ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) ভক্তগণ দুই পার্শ্বে শ্যাম ও গৌরসুন্দরকে সুখসিন্ধুমগ্ন হইয়া দর্শন করিয়া তৃপ্তি পাইতেছেন না ; কৃপণ ব্যক্তিগণ ধনপ্রাপ্তি করিলে যেমন কোথাও প্রকাশ করিতে পারে না, তাঁহারাও সেইরূপ অনির্বচনীয় আনন্দই ভোগ করিতে লাগিলেন।

পশ্যন্ শ্রীভক্তবর্গৈঃ সকলরসগুরুর্গৌরপ্রেম্নি নিমগ্নো
নিত্যানন্দাখ্যো রামো রসময়বপুষৌ শ্যামগৌরাঙ্গরূপৌ ।
হুঙ্কারৈঃ প্রেমদাতা জয়তি স গদাধারিণো দর্শপূর্ণঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) সকলরসগুরু, গৌরপ্রেমনিমগ্ন নিত্যানন্দরাম শ্রীভক্তবর্গের সহিত রসময়বিগ্রহ্ শ্যামগৌর রূপ দেখিয়া হুঙ্কার, সিংহনাদ, জয় জয় ধ্বনি ও তাণ্ডব নৃত্যাদি করিয়া সতত সকলের প্রেমদান করিয়া জয়যুক্ত হইলেন! অহো! তিনি গদাধর জগন্নাথের দর্শনে পূর্ণকাম হইয়াছেন!!

তদৈব শ্রীকৃষ্ণসমাজ্ঞয়া সুধীর্ন্মাল্যং সমাদায় তুলসীবিমিশ্রকম্ ।
শ্রীগৌরচন্দ্রায় স ভক্তমানিনে সভক্তবর্গায় দদৌ মহামতিঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) তখনই শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে সুধী মহামতি পূজক তুলসী-সংযুক্ত মাল্য আনিয়া ভক্তাভিমানী গৌরচন্দ্র প্রভুকে ও তাঁহার ভক্তবর্গকে সমর্পণ করিলেন।

প্রসাদমালাং জগদীশ্বরস্য প্রেমাশ্রুপূর্ণঃ কিল লোকপাবনঃ ।
সভক্তবর্গঃ পুলকাকুলাবৃতো জগ্রাহ মূর্দ্ধ্না প্রণমন্ স্বয়ং হরিঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) প্রেমাশ্রুপূর্ণ, লোকপাবন, পুলকাবলিমণ্ডিত স্বয়ং হরি জগদীশ্বরের সেই প্রসাদমাল্য ভক্তগণ সহিত শিরে গ্রহণ করত প্রণাম করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে শ্রীজগন্নাথর্দনং নাম ষোড়শঃ সর্গঃ।
ইতি **শ্রীজগন্নাথদর্শন**-নামক ষোড়শ সর্গ।

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

একদা ভগবান্ কৃষ্ণো ভক্তবর্গসমন্বিতঃ ।
প্রোবাচ মথুরাং যামি ভবদ্ভিরনুমোদিতঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) একদিন ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য ভক্তবর্গ সহিত বিরাজ করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বলিলেন—'তোমরা যদি অনুমোদন কর, তবে আমি মথুরায় যাইতে পারি।'

উচুস্তে দুঃখসন্তপ্তা বদ্ধাঞ্জলিমবস্থিতাঃ।
কথং কে ত্যক্তুমিচ্ছন্তি পদং তেঽম্বুরুহেক্ষণ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তাঁহারা সকলে দুঃখসন্তপ্ত হইয়া অঞ্জলিবন্ধনে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং নিবেদন করিলেন—' হে পদ্মনয়ন! তোমার চরণ কেহ কি কোনও প্রকারে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে?

যতস্ত্বং তত্র তীর্থঞ্চাখিলং বৃন্দাবনং মধু ।
আসীন্মূর্ত্তিধরং পার্শ্বে তব সেবাপরায়ণম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) তুমি যে স্থানে বিজয় করিতেছে, সেই স্থলেই নিখিল তীর্থ, বৃন্দাবন, মথুরাদি তোমার সেবাপরায়ণ হইয়া মূর্ত্তিপ্রকটনে তোমার পার্শ্বে বিরাজ করেন।

লীলাসুখবিনোদায় যাস্যসি মথুরাং প্রভো।
তথাপি তান্ সমুদ্ধর্ত্তুং ত্রাতুমর্হসি দুঃখিতান্ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) হে প্রভো! তুমি লীলাসুখবিনোদে মথুরায় যাইবে। তথাপি এই দুঃখিত জীবদিগকে উদ্ধার ও ত্রাণ করিতেই হইবে।

আয়াস্যে শীঘ্রমেবেতি তান্ সান্ত্বয্য দয়ানিধিঃ ।
গচ্ছন্ গঙ্গাদর্শনায় বাচস্পতিগৃহং প্রতি ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তৎপরে দয়ানিধি প্রভু 'শ্রীঘ্রই আসিব' বলিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া গঙ্গা দর্শন করিতে বাচস্পতির গৃহে গমন করিলেন।

নৃসিংহানন্দস্তৎ শ্রুত্বা মনসি পরিচিন্তয়ন্ ।
জংঘালান্ দাতুমারব্ধঃ ক্ষেত্রান্মধুপুরাবধি ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) নৃসিংহানন্দ এই কথা শ্রবণে মনে মনে কল্পনা করিয়া ক্ষেত্র হইতে মধুপুরী পর্য্যন্ত জঙ্গাল (পথ) তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বর্ণরৌপ্যপ্রবালাদ্যৈর্মণিরত্নগণাদিভিঃ ।
সূক্ষ্মসূক্ষ্মচীনবস্ত্রৈর্নির্বৃন্তৈঃ পুষ্পরাজিভিঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্রবালাদি দ্বারা, মণিরত্নরাজিদ্বারা, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চীনবস্ত্রদ্বারা এবং বৃন্তরহিত পুষ্পরাশি দ্বারা,

জলাশয়েষু জলজৈঃ পদ্মনীলোৎপলাদিভিঃ ।
শোভিতং রত্নঘট্টৈশ্চ হংসৈর্জ্জলকুক্কুটৈঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) জলাশয়সমূহে জলজ পদ্ম, নীল উৎপল প্রভৃতি দ্বারা শোভিত করিয়া পথ রচনা করিলেন। আবার জলাশয়সমূহ রত্নবদ্ধ ঘট্টে, হংসাদি ও জলকুক্কুটাদি পক্ষিনিচয়ে শোভিত করিলেন।

এবংক্রমেণ সংনীয় নাট্যস্থলমপি দ্বিজঃ ।
আলেখ্য বনলীলাং তাং স্মরন্ কৃষ্ণস্য বিক্রমম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) এই ভাবে সেই ব্রাহ্মণ কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত পথ নির্মাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপটে বনলীলাদি ও বিক্রম (পরাক্রম) এবং

প্রভোরপি স্বভক্তানাং পক্ষপাতিত্বমেব চ ।
সুখী ভূত্বা হসন্ নৃত্যন্ প্রাহ ভক্তজনাগ্রতঃ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) মহাপ্রভুরও স্বভক্তগণের প্রতি পক্ষপাতিত্বাদি স্মরণ করিয়া সুখে হাস্যনৃত্যাদিপুরঃসর ভক্তগণের সম্মুখে বলিলেন—

অধুনা ন গমিষ্যতি মধুরাং ভগবান্ প্রতি ।
আয়াস্যতীতি জানন্তু কৃষ্ণনাট্যস্থলাদপি ।। ১১।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) 'ভগবান্ এক্ষণে মথুরায় যাইবেন না, কানাইর নাটশালা হইতে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন—আপনারা নিশ্চয় জানিবেন।'

শ্রুত্বা ভক্তগণাঃ সর্ব্বে তদ্বাক্যমমৃতং শুভম্ ।
পিবন্তস্তং পরিক্রম্য দণ্ডবৎ পতিতা ভূবি ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) ভক্তগণ এই শুভ বাক্যামৃত আস্বাদন করতঃ তাঁহাকে পরিক্রমা ও দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন।

সোঽনমৎ প্রেমপূর্ণাত্মা সমালিঙ্গ্য পরস্পরম্ ।
প্রাপ্তাস্তদ্দর্শনসুখং বভূবুরতিহর্ষিতাঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) তিনিও প্রেমপূর্ণচিত্তে সকলকে প্রণাম করিলেন, এইরূপে ভক্তগণ পরস্পর সমালিঙ্গন করিয়া তাঁহার দর্শনসুখ লাভে অতি আনন্দিত হইলেন।

ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতঃ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনমেব কৃত্বা ।
বাচস্পতের্ব্রাহ্মণসত্তমস্য গৃহং সমীয়াৎ স্বজনৈঃ পরীতঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) তৎপরে জগন্মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণবর্য্য বাচস্পতির মন্দিরে স্বগণে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীমন্নবদ্বীপনিবাসিনো যেঽপরে জনা যে সুরলোকবাসিনঃ ।
মুর্ত্ত্যা সুদৃষ্ট্বা মুখপঙ্কজং প্রভোর্বাঞ্ছন্তি তে নেত্রশতং হি সর্ব্বতঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) শ্রীনবদ্বীপবাসিগণ, অন্যান্য লোকগণ এবং সমাগত দেবগণ সকলেই প্রভুর মুখকমল উত্তমরূপে দেখিয়া সর্বথা শত নেত্রই বাঞ্ছা করিলেন।

দিনং কতিপয়ঃ কৃষ্ণ উষিত্বা দ্বিজমন্দিরে ।
উদ্দধার জনং সর্ব্বং জড়ান্ধবধিরাদিকম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) শ্রীপ্রভু কয়েক দিন সেই ব্রাহ্মণ-মন্দিরে বাস করিয়া জড়, অন্ধ, বধিরাদি সকল লোককেই নিস্তার করিলেন।

বক্রেশ্বরকৃপাপাত্রো দেবানন্দঃ সুপণ্ডিতঃ ।
আগত্য প্রভুপাদে চ নিবেদ্য পূর্ব্বদুর্ম্মতিম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) বক্রেশ্বরের কৃপাপাত্র মহাপণ্ডিত দেবানন্দ প্রভুর চরণে পড়িয়া নিজের পূর্বদুর্মতির কথা নিবেদন করিলেন।

পপ্রচ্ছ নিজহিতঞ্চ তস্মৈ প্রাহ কৃপানিধিঃ ।
শ্রীমদ্ভাগবতং সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) এবং নিজহিত কিসে হয় জিজ্ঞাসা করিলেন। দয়াল প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—"শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ

শ্রীকৃষ্ণমেব জানীহি মাৎসর্য্যাদিবিবর্জ্জিতম্ ।
পঠন্ ভক্তিরসাস্বাদং প্রাপ্তানন্দো ভবিষ্যতি ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই জানিবে। মাৎসর্য্যাদিদোষশূন্য হইয়া ইহার পাঠ করিলে ভক্তিরসাস্বাদলাভে আনন্দিত হইতে পারিবে।"

শ্রুত্বা বিপ্রো নমন্মূর্দ্ধ্না তৎপাদরজসাবৃতঃ ।
গৌরচন্দ্ররসে মগ্নো ননর্ত্ত পরমাদ্ভুতম্ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) ব্রাহ্মণ প্রভুর বাক্য শুনিয়া মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডবৎ করিলেন এবং গৌরাঙ্গচরণরজে আবৃতদেহ ও গৌরচন্দ্ররসে মগ্ন হইয়া পরমাদ্ভুত নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে দেবানন্দানুগ্রহো নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ।

ইতি দেবানন্দানুগ্রহ-নামক সপ্তদশ সর্গ।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

ততো ভক্তৈর্বৃতঃ কৃষ্ণো রামকেলিং জগাম হ ।
শ্রুত্বা তত্রাগমদ্দ্রষ্টুং প্রভুপাদং সনাতনঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অনন্তর ভক্তবর্গে বেষ্টিত হইয়া গৌর রামকেলি গ্রামে গমন করিলেন এবং সনাতন লোকমুখে সংবাদ পাইয়া প্রভুপাদকে দেখিতে তথায় গমন করিলেন।

প্রভুং দৃষ্ট্বা প্রীতমনাঃ প্রপতন্ ধরণীতলে ।
দশনাগ্রে তৃণং ধৃত্বা সানুজঃ প্রাহ কেশবম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তিনি নিজ অনুজ রূপের সহিত প্রভুকে দর্শন করিয়া দশনে তৃণ ধারণপূর্বক প্রীতমনে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া প্রভুকে বলিলেন—

মদ্বিধো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন ।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) 'আমার ন্যায় পাপাত্মা বা অপরাধী আর কেহই নাই। হে পুরুষোত্তম! আমার দোষ ক্ষমা কর—এই কথা বলিয়া পরিহার করিতেও আমার লজ্জা হয়—আর কি বলিব?'

স্বপাদং তস্য শিরসি ধৃত্বা প্রাহ জনার্দ্দনঃ ।
বৃন্দাবননিবাসী ত্বং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) মহাপ্রভু তাঁহার মস্তকে স্বীয় চরণ অর্পণপূর্বক বলিলেন—'তুমি সত্য সত্যই বৃন্দাবন-নিবাসী, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই!

মথুরাং গন্তুমিচ্ছামি ত্বয়া সার্দ্ধং যথাসুখম্ ।
লুপ্ততীর্থস্য প্রাকট্যং তথা বৃন্দাবনস্য চ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তোমার সহিত সুখে মথুরায় যাইতে ইচ্ছা করি। লুপ্ত তীর্থসমূহের ও বৃন্দাবনের

কর্ত্তুমর্হসি তৎ সর্ব্বং মৎকৃপাতো ভবিষ্যতি ।
ভক্তিস্বরূপিণী সাক্ষাৎ প্রেমভক্তিপ্রদায়িনী ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) প্রকট করিতে পারিবে, এই সব কার্য্য আমার কৃপাতেই সুসম্পন্ন হইবে। ঐ মথুরা সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী ও প্রেমভক্তিপ্রদায়িনী।'

শ্রুত্বা প্রাহ মহাবুদ্ধিঃ সানুজঃ শ্রীসনাতনঃ ।
আরামঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য রম্যং বৃন্দাবনং শুভম্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) প্রভুর কথা শ্রবণে সানুজ মহাবুদ্ধি শ্রীসনাতন বলিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের উপবন রমণীয় শুভ বৃন্দাবন।

শ্রীরাধয়া সহ কৃষ্ণো যত্র ক্রীড়তি সর্ব্বদা ।
অগম্যং যোগিভির্নিত্যং দেবসিদ্ধৈর্নরেতরৈঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) সে স্থানে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ সদাকালে লীলাবিনোদই করেন। উহা মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক—যোগিগণ, এমন কি, দেবসিদ্ধাদিরও অগম্য।

নির্জ্জনং তজ্জনাদ্যৈশ্চ গত্বা কিং স্যাৎ সুখায় চ।
তৎকৃপাশস্ত্ররূপেণ ছিত্ত্বা মে দৃঢ়শৃঙ্খলাম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) ঐ নির্জন বৃন্দাবনে বহুজন-সমভিব্যাহারে গমন করিলে কি সুখ হইবে হে? তোমার কৃপারূপ শস্ত্রাঘাতে আমার রাজপাত্রাদিরূপ দৃঢ় শঙ্খল ছেদন করিয়া

রাজপাত্রাদিরূপাঞ্চ প্রাপয্য নিজসন্নিধিম্ ।
শক্তিসঞ্চারণং কৃত্বা কুরু কৃষ্ণ যথাসুখম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) নিজ সান্নিধ্যে আনয়ন করিয়া যদি শক্তি সঞ্চারণ কর, তবে হে কৃষ্ণ! তোমার সুখমত যাহা যাহা করিতে হয়, করিতে পারি।"

তদ্বাক্যামৃতমেবং হি পীত্বা প্রাহ হসন্ প্রভুঃ ।
ভবন্মনোরথং কৃষ্ণ সদা পূর্ণং করিষ্যতি ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) প্রভু তাঁহার মুখের এই বাক্যামৃতপান করিয়া হাস্যসহকারে বলিলেন—'কৃষ্ণ তোমার মনোরথ নিত্যই পূর্ণ করিবেন।'

এবং তং পরিসন্তোষ্য কৃষ্ণো নাট্যস্থলং গতঃ ।
রজন্যাং চিন্তয়ামাস সত্যমুক্তং ন সংশয়ঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) এই ভাবে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া গৌর কানাইর নাট্যশালায় গিয়া রাত্রিতে চিন্তা করিলেন—'কৃতি সনাতন সত্যই ত বলিয়াছে, ইহাতে আর সংশয় নাই।

সনাতনেন কৃতিনা তন্মুখেন চ মাধবঃ ।
মামাহ নির্জ্জনং সত্যং বৃন্দারণ্যং সুদুর্লভম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) সনাতন-মুখে শ্রীমাধবই আমাকে বলিয়াছেন—'নির্জন বৃন্দাবনই সত্যই সুদুর্লভ!

লোকসংঘৈর্গতে নিত্যং দুঃখমেব ন সংশয়ঃ ।
সঙ্গং ত্যক্তা গমিষ্যামি দক্ষিণং চাধুনা ব্রজে ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) লোকসংঘ লইয়া তথায় গমন করিলে নিত্যই দুঃখ পাইব—ইহাতে আর দ্বিধা নাই। নিঃসঙ্গ হইয়াই বৃন্দাবন যাইব, এক্ষণে দক্ষিণদেশেই যাইব।'

এবং বিচার্য্য ভগবান্ সান্দ্রানন্দরসাত্মকঃ ।
প্রাতরুত্থায় শ্রীকৃষ্ণো নিত্যানন্দসমন্বিতঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) সান্দ্রানন্দরসময় ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ এই বিচার করিয়া প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্বক নিত্যানন্দকে লইয়া

অদ্বৈতাচার্য্যানিরলয়ং জগাম সত্বরং মুদা।
তেন সংপূজিতস্তত্র স্থিতো ভক্তসুখপ্রদঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) সত্বর অদ্বৈতাচার্য্যের মন্দিরে আনন্দে আগমন করিলেন। ভক্তসুখপ্রদ প্রভু অদ্বৈতপ্রভু কর্ত্তৃক সুপূজিত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিলেন।

অচ্যুতেনাপ্যবিরতং কৌতুকানন্দবর্দ্ধনঃ ।
পরিহাসরসামোদী হরিদাসদয়াপরঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) অচ্যুতানন্দের সহিত নিরন্তর তিনি কৌতুক ও আনন্দ করিতেন, পরিহাসরসামোদী প্রভু হরিদাসকেও প্রচুর দয়া করিলেন।

হরিসঙ্কীর্ত্তনং রাত্রৌ কুর্ব্বন্ স ভক্তবেষ্টিতঃ ।
ননর্ত্ত পরমপ্রীতো নিত্যানন্দসমন্বিতঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) ভক্তগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া রাত্রিকালে নিত্যানন্দ সহ প্রভু হরিকীর্ত্তন করিয়া পরমপ্রীতমনে নৃত্য করিলেন।

মাতরং ভক্তবৃন্দঞ্চ মাতৃভক্তশিরোমণিঃ ।
নবদ্বীপাৎ সমানয্য তদ্দুঃখং পরিমোচয়ন্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) সেই মাতৃভক্ত-শিরোমণি প্রভু মাতা এবং ভক্তবৃন্দকে পুনরায় নবদ্বীপ হইতে আনাইয়া তাঁহাদের দুঃখ খণ্ডন করিলেন ।

তয়া পাচিতমন্নঞ্চ চাতুর্ব্বিধ্যং যথোচিতম্ ।
ভক্তাহ্লাদশতৈর্ভুক্তো নিত্যানন্দকুতূহলী ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) শচীদেবী কর্ত্তৃক পাচিত চতুর্বিধ (চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়) অন্ন প্রভু ভক্তগণের মহাহ্লাদরাশি দান করিতে করিতে ভোজন করিয়া নিত্যানন্দের কুতূহল জন্মাইলেন।

এবং শ্রীভক্তবর্গাণাং গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে ।
ভূক্ত্বা পীত্বা সুখং কৃত্বা যযৌ শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) এইরূপে ভক্তগণের গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে ভোজন পানাদি করিয়া সুখ দানপূর্বক প্রভু শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিলেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দরামঃ পণ্ডিতঃ শ্রীগদাধরঃ ।
গৌরপ্রেমসুধামত্তো গৌরাঙ্গ প্রাণবল্লভঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) শ্রীমন্নিত্যানন্দরাম এবং গৌরপ্রেমসুধামত্ত গৌরাঙ্গ-প্রাণবল্লভ শ্রীগদাধর পণ্ডিতের সহিত

তাভ্যামনুগতঃ কৃষ্ণো গোপীনাথং দদর্শ হ।
সাক্ষান্নন্দকুমারঞ্চ শ্রীবংশীবদনং বিভূম্ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সাক্ষাৎ নন্দকুমার শ্রীবংশীবদন প্রভু গোপীনাথকে দর্শন করিলেন।

গোপীমনোরথামোদী সমালিঙ্গ্য স্থিতো হরিঃ ।
দৃষ্ট্বা গদাধরস্তত্র গৌরকৃষ্ণাত্মকং সুখী ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) সেই গোপীমনোরথামোদী গৌরহরি গোপীনাথকে আলিঙ্গন করিয়াই বিরাজমান রহিলেন। গদাধর তাহাকে গৌরকৃষ্ণাত্মক দেখিয়া সুখী হইলেন।

সাক্ষাৎ রাধাস্বরূপোঽসৌ তং ধৃত্বা নিজবক্ষসি ।
সমানীয় কৌতুকেন স্থাপয়ামাস নিশ্চলম্ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) সাক্ষাৎ রাধা-স্বরূপ ঐ গদাধর গোপীনাথকে নিজবক্ষে ধরিয়া কৌতুকে আনয়নপূর্বক নিশ্চলরূপে স্থাপনা করিয়াছেন।

তস্য পাচিতমন্নঞ্চ গোপীনাথাবশেষিতম্ ।
গদাধৃগ্‌গৌরচন্দ্রস্য সমীপে পুলকাবৃতঃ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) গদাধর অন্ন পাক করিয়া গোপীনাথের ভোগ দিয়া, সেই প্রসাদ পুলকাঞ্চিতকলেবরে গৌরচন্দ্রের সমীপে আনয়ন করিলেন।

তেনানুমোদিতো হর্ষাৎ সত্রত্রয়সমন্বিতম্ ।
প্রসাদং গোপীনাথস্য বিভজ্য বুভুজে পুরা ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) মহাপ্রভুর অনুমোদনক্রমে গোপীনাথের সেই প্রসাদ হর্ষভরে তিন ভাগ করিয়া তাঁহারা ভোজন করিলেন।

ভোজয়িত্বা স্বহস্তেন নিত্যানন্দায় চ পুনঃ।
গদাধরঃ স্বয়ঞ্চাপি বুভূজে রসকৌতুকী ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) নিত্যানন্দকে নিজহস্তে ভোজন করাইয়া রসকৌতুকী গদাধর স্বয়ংও ভোজন করিলেন।

ততশ্চ গৌরাঙ্গঃ সুখোপবিষ্টো গদাধরেণাপি স্বয়ং রসজ্ঞঃ ।
রাসোৎসুকো রাসরসেন মত্তো রামোপরামে রসরামরামে ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) তৎপরে রসজ্ঞ গৌরাঙ্গ স্বয়ং গদাধরের সহিত সুখোপবিষ্ট হইলেন, নিত্যানন্দরাম বিশ্রাম করিলে সেই রসময় গৌর আরামে (বৃক্ষবাটিকায়) রাসোৎসুক হইয়া রাসরসে মত্ত হইলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে তৃতীয়প্রক্রমে গৌড়দেশভ্রমণানন্তরং শ্রীগোপীনাথদর্শনং নামাষ্টাদশঃ সর্গঃ।।

ইতি শ্রীগোপীনাথ-দর্শন-নামক অষ্টাদশ সর্গ।
ইতি তৃতীয় প্রক্রম ।।

চতুর্থ-প্রক্রমে

প্রথমঃ সর্গঃ

এবং জগৌ রাগরসান্নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনপূর্ণমানসঃ ।
স্বরূপমুখ্যৈর্গদাধরাদ্যৈঃ সমং ননর্ত্ত স হি নামকৌতুকী ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) এই ভাবে প্রভু নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে পূর্ণমানস হইয়া অনুরাগভরে গান করিলেন এবং স্বরূপপ্রমুখ গদাধরাদির সহিত সেই নামকৌতুকী গৌরচন্দ্র নৃত্য করিলেন।

শ্রীসার্ব্বভৌমেন সহ শ্রীরামানন্দাদয়ঃ ক্ষেত্রনিবাসিনো যে ।
আজগ্মুঃ শ্রীগৌররসেন পূর্ণাঃ পপুস্তু হর্ষান্মুখপঙ্কজং প্রভোঃ ।।২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) শ্রীল সার্বভৌমের সহিত শ্রীরামানন্দাদি ক্ষেত্রবাসিগণ শ্রীগৌরাঙ্গরসে পূর্ণ হইয়া তথায় আগমন করিলেন এবং হর্ষভরে প্রভুর মুখপদ্মমধু পান করিলেন।

শৃণ্বন্তি সংকীর্ত্তননামমঙ্গলং গায়ন্তি আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ ।
নৃত্যন্তি সর্ব্বে রসিকেন্দ্রমৌলিনা গৌরাঙ্গচন্দ্রেণ সমং বিহস্তাঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) তাঁহারা সকলে সংকীর্ত্তন-নামমঙ্গল শ্রবণ করিতেছেন, আনন্দরসসমুদ্রে মগ্ন হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন আর সেই রসিকেন্দ্রচূড়ামণি গৌরাঙ্গের সহিত অধীর হইয়া নৃত্য করিতেছেন।

কাশীশ্বরো রামমুকুন্দমুখ্যৌ বক্রেশ্বরো রাঘববাসুদেবৌ ।
শ্রীশঙ্করশ্রীহরিদাসগৌরীদাসাদয়স্তে হি গৌড়বাসিনঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) কাশীশ্বর, রাম ও মুকুন্দাদি, বক্রেশ্বর, রাঘব, বাসুদেব, শ্রীশঙ্কর, শ্রীহরিদাস ও গৌরীদাস প্রভৃতি গৌড়বাসিগণ,

খণ্ডস্থিতাঃ শ্রীরঘুনন্দনাদয়ো গৌরাঙ্গভাবেন বিভাবিতান্তরাঃ ।
কুলীনগ্রামনিবাসিনঃ সুখং নৃত্যন্তি গায়ন্তি নমন্তি সন্ততম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন প্রভৃতি যাঁহারা গৌরাঙ্গভাবে

বিভাবিতমতি ছিলেন—তাঁহারা এবং কুলীনগ্রামনিবাসী ভক্তবৃন্দ সকলেই সুখে নিত্য নৃত্য, গান ও নমস্কার করিতে লাগিলেন।

নৃত্যাবসানে প্রচুরচ্যুতঃ স্বয়ং প্রাহ পরং ভক্তজনানুকম্পবান্ ।
বৃন্দাবনং রম্যমতীব দুর্লভং গচ্ছামি যচ্চেদ্ভবতাং কৃপা ভবেৎ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) নৃত্যশেষে স্বয়ং মহাপ্রভু ভক্তজনের প্রতি মহাকৃপাবান্ হইয়া বলিলেন—'যদি তোমাদের কৃপা হয়, আমি রমণীয় অতিদুর্লভ বৃন্দাবনে যাইতে পারি।'

পিবন্তি গৌরাঙ্গমুখাব্জপীযুষং পূর্ণাস্তথা তেঽপি সুদুঃখিতা ভৃশম্ ।
ক্রন্দন্তি গৌরাঙ্গপদারবিন্দে নিপত্য দন্তাগ্রতৃণা বদন্তি ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তখন তাঁহারাও মহাসুদুঃখিত হইয়া গৌরাঙ্গ-মুখপদ্মসুধা সম্যক্প্রকারে পান করিতে লাগিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরাঙ্গচরণে নিপতিত হইয়া দন্তে তৃণ ধারণপূর্বক বলিলেন—

ত্বমেব বৃন্দাবনচন্দ্র হে প্রভো তথাপি দাসানুমতেন বৈ সর্ব্বম্ ।
কর্ত্তুং সদা পৃচ্ছসি সাম্প্রতং কিল তন্নন্দনন্দনমুখান্ বিধেহি নঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) 'হে প্রভো! তুমিই ত বৃন্দাবনচন্দ্র। তথাপি দাসগণের অনুমোদন পাইয়া সর্বকার্য্য করিতে সর্বদা জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, এক্ষণে কিন্তু আমাদিগকে সেই নন্দনন্দনে উন্মুখী কর।'

এবং শ্রুত্বা হসন্ প্রাহ ভবতাং সন্নিধৌ সদা ।
তিষ্ঠামীতি ব্রুবন্ শীঘ্রং গমনায় কৃতোদ্যমঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) তাঁহাদের বাক্যশ্রবণে হাস্য করিতে করিতে তিনি বলিলেন—'আমি সর্বদাই তোমাদের নিকটেই থাকিব।' এই বলিয়া শীঘ্রই প্রভু যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন।

রুদতস্তান্ সমালিঙ্গ্য স সান্ত্বয্য পুনঃ পুনঃ ।
আয়াস্যেতি ব্রুবন্ কৃষ্ণো যযৌ বৃন্দাবনং শুভম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) ক্রন্দনপরায়ণ তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া এবং 'শীঘ্রই আসিব' ইত্যাদি বলিয়া মহাপ্রভু শুভ বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন।

সোৎকণ্ঠং ধাবতস্তস্য মত্তসিংহ ইব প্রভোঃ ।
সঙ্গিনো বলদেবাদ্যা ধাবন্তি তমনুব্রতাঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) উৎকণ্ঠাভরে মত্ত সিংহবৎ ধাবমান সেই প্রভুর সঙ্গী বলদেবাদি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

যত্র যত্র পর্ব্বতঞ্চ নদীশ্চ পরমঃ প্রভুঃ ।
পশ্যন্ গোবর্দ্ধনং বৃন্দাবনং কালিন্দীমপ্যসৌ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) যেখানে যেখানে পর্বত ও নদীসমূহ দেখিতেছেন—সেই সেই স্থানেই মহাপ্রভু গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন ও কালিন্দী মনে করিয়া

মত্তহুঙ্কার-নির্ঘোষো মত্তদ্বিরদবিক্রমঃ ।
নৃত্যতি ধাবতি রৌতি ক্ষিতৌ বিলুঠতি ক্বচিৎ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) উন্মত্তবৎ হুঙ্কার করিতেছেন এবং মত্ত গজরাজের মত গতিভঙ্গী অঙ্গীকার করিতেছেন ; কখনও কখনও নৃত্য, ধাবন, রোদন এবং ভূতলে লুণ্ঠনাদি করিয়া চলিতে লাগিলেন।

এবং ক্রমেণ ভগবান্ কাশীমুপজগাম হ ।
বিশ্বেশ্বরমহালিঙ্গদর্শনানন্দবিহ্বলঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনি কাশীতে উপনীত হইলেন এবং বিশ্বেশ্বরের মহালিঙ্গ দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন।

তত্রৈব ব্রাহ্মণঃ কশ্চিৎ তপনাখ্যঃ সুবৈষ্ণবঃ ।
পশ্যন্ প্রভুং মহাহৃষ্টো নিনায় নিজমন্দিরম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তত্রত্য তপন-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব প্রভুর দর্শনে মহানন্দিত হইয়া তাঁহাকে নিজ মন্দিরে লইয়া গেলেন।

তেন সংপূজিতঃ কৃষ্ণঃ পাদপ্রক্ষালনাদিভিঃ ।
ভিক্ষাং কৃত্বা গৃহে তস্য সুখাসীনো জগদ্গুরুঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) তপনমিশ্র পাদপ্রক্ষালণাদি করিয়া প্রভুকে সুন্দরভাবে পূজা করিলেন। তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিয়া সেই জগদ্গুরু সেই স্থলে বিশ্রাম করিলেন।

তিষ্ঠতি তৎসুতেনাপি রঘুনাথেন মানিতঃ ।
তস্মৈ মহাকৃপাং চক্রে বালকায় মহাত্মনে ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) মিশ্রপুত্র রঘুনাথ তাঁহাকে সম্মান করিলে প্রভু সেই মহাত্মা বালকের প্রতি মহাকৃপা বর্ষণ করিলেন।

চন্দ্রশেখরবৈদ্যস্য গৃহে তিষ্ঠন্নপি স্বয়ম্ ।
কাশীবাসিজনান্ কুর্ব্বন্ হরিভক্তিরতান্ কিল ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে অবস্থান-কালেও তিনি স্বয়ং কাশীবাসিগণকে হরিভক্তিপরায়ণ করিয়াছিলেন।

হরিসংকীর্ত্তনামোদী স্বভক্তগণবেষ্টিতঃ ।
হরিং বদেতি সংজল্পন্ বাহুমুৎক্ষিপতি সদা ১৯ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) সেই হরিকীর্ত্তনামোদী প্রভু নিজ ভক্তবর্গে বেষ্টিত হইয়া 'হরিবোল' বলিয়া সদাই ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে শ্রীবৃন্দাবনগমনপূর্ব্বকং কাশীবাসিতপনমিশ্রাদ্যনুগ্রহো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।।

ইতি কাশীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ-নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

ততঃ প্রয়াগমাসাদ্য দৃষ্ট্বা শ্রীমাধবং প্রভুঃ ।
প্রেমানন্দসুধাপূর্ণো ননর্ত্ত স্বজনৈঃ সহ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অনন্তর প্রভু প্রয়াগে আসিয়া শ্রীমাধবকে দর্শন করত প্রেমানন্দসুধায় পরিপূর্ণ হইয়া স্বভক্তগণ সহ নৃত্য করিয়াছিলেন।

শ্রীলাক্ষয়বটং দৃষ্ট্বা ত্রিবেণীস্নানমাচরন্ ।
যমুনায়াঞ্চ সংমজ্য নৃত্যন্ পারীন্দ্রলীলয়া ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) শ্রীল অক্ষয় বট দেখিয়া ত্রিবেণীতে স্নান করিলেন, পরে তিনি যমুনায় স্নান করতঃ সিংহলীলাবলম্বনে নৃত্য করিলেন।

হুঙ্কারগম্ভীরারাবৈঃ প্রেমাশ্রুপুলকৈর্বৃতঃ ।
ব্রজন্ ক্রমাত্তামুত্তীর্য্য বনং চাগ্রং দদর্শ হ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) হুঙ্কার গভীর শব্দে ও প্রেমাশ্রু পুলকে পরিব্যাপ্ত দেহে গমন করিতে করিতে ক্রমে যমুনা পার হইয়া আগ্রাবনের দর্শন পাইলেন।

তত্রৈব রেণুকা নাম গ্রামো যত্র যুধাং পতিঃ ।
জামদগ্নির্মহাত্মা চ পুণ্যক্ষেত্রে যযৌ ততঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) সেইস্থানে রেণুকা নামক গ্রামে মহাত্মা মহাযোদ্ধা পরশুরাম অবতার করিয়াছিলেন। প্রভু সেই পুণ্যক্ষেত্রে গমন করিলেন।

তত্রৈব যুমনাং দৃষ্ট্বা বৃন্দারণ্যোন্মুখী সদা ।
রাজগ্রামং ততো গত্বা গোকুলং প্রেক্ষ্য বিহ্বলঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তথায় নিত্য বৃন্দাবনমুখী যুমনা দেখিয়া অনন্তর রাজগ্রামে গিয়া গোকুল দর্শনে বিহ্বল হইলেন।

মহারণ্যঞ্চ সংপশ্যন্ মথুরাঞ্চ দদর্শ হ।
রাজধানীং মহৈশ্বর্য্যযুক্তাং পরমশোভনাম্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) মহাবন দেখিয়া পরে তিনি মহা ঐশ্বর্য্যযুক্তা পরম শোভনীয়া রাজধানী মথুরার দর্শন করিলেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠাদিধাম্নাং হি পরমারাধনং ভুবি ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রকটঞ্চাপি প্রেমভক্তিপ্রদায়িনীম্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধাম সমূহের ও পরমারাধ্য, পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাকট্যস্থল, প্রেমভক্তি-প্রদায়িনী সেই মথুরাকে

দৃষ্ট্বা গৌরহরিঃ প্রেমবিকারসর্ব্বসংযুতঃ ।
হসন্ নৃত্যন্ রুদন্ ভূমৌ বিলুঠন্ পুলকাচিতঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) দেখিয়া গৌরহরি প্রেমবিকারের সকল অবস্থায় সংব্যাপ্ত হইলেন এবং হাস্য, নিত্য, রোদন ও ভূমিতে অবলুণ্ঠনাদি করিয়া করিয়া পুলক-মণ্ডিত হইলেন।

তত্রৈব কশ্চিদ্ দ্বিজবর্য্যসত্তমঃ পশ্যন্ হরিং প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ।
রোমাঞ্চিতৈর্যুক্ত-সগদ্গদং কৃতী পপাত পাদৌ জগদীশ্বরস্য ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) সেইস্থলেই কোন দ্বিজবর্য্যসত্তম শ্রীগৌরের দর্শনলাভে প্রেমভরে চ্যুতধৈর্য্য হইলেন এবং রোমাঞ্চিতদেহে ও গদগদ বাক্যে সেই সুকৃতী ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর চরণদ্বয়ে নিপতিত হইলেন।

কস্ত্বং ভবান্ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যো দৃষ্টোঽসি মে ভাগ্যবশাদিতি স্বয়ম্ ।
প্রীতঃ পুনঃ প্রাহ স এব চ প্রভুং দাসোঽস্মাহং তে ভগবন্ দয়ানিধে ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) প্রীত প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কে গো! আমার ভাগ্যবশতঃ আপনার প্রেমবিহ্বল মূর্ত্তির দর্শন হইল!!' পুনরায় তিনিও প্রভুকে বলিলেন, "হে কৃপালু ভগবন্! আমি তোমার দাসই।

নাম্না হি মাত্রং যদি কৃষ্ণদাসস্তথাপি ত্বদ্দর্শনভাগ্যবানহম্ ।
কৃপানিধে বৈষ্ণবপাদরেণুভিঃ পুনীহি মাং নন্দকিশোর গৌর ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) যদিও নামে মাত্র আমি কৃষ্ণদাস, তথাপি তোমার দর্শনে আমি সৌভাগ্যবান্ই হইলাম। হে কৃপানিধে! নন্দকিশোর গৌর! বৈষ্ণবপাদরেণু দান করিয়া আমাকে পবিত্র কর।"

শ্রুত্বা প্রভুর্হর্ষরসাব্ধিমগ্নঃ প্রাহ ত্বমেব খলু কৃষ্ণদাসঃ।
শ্রীকৃষ্ণধাম্নো হি রহস্যলীলাং জানাসি সর্ব্বাং কথয়স্ব সত্তম ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) তাঁহার কথা শ্রবণে প্রভু আনন্দরসসমুদ্রে মগ্ন হইয়া বলিলেন—'আপনিই নিশ্চয় কৃষ্ণদাস। হে সত্তম! আপনি শ্রীকৃষ্ণধামের রহস্য-লীলাদি সব অবগত আছেন, সেই সকল কাহিনী বলুন দেখি।'

স ত্বেনমাহ শৃণু কেশব প্রভো যদি স্বয়ং ভক্তজনাভিমানী ।
তথাপি পাদৌ বিনিধায় মে হৃদি প্রকাশয় ত্বং মধুমণ্ডলং নিজম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) তিনিও আবার প্রভুকে বলিলেন,—' হে প্রভো কেশব! যদিও তুমি স্বয়ং ভক্তাভিমানী হইয়াছ, তথাপি আমার হৃদয়ে নিজ চরণযুগল সমর্পণ করিয়া নিজ ব্রজমণ্ডল প্রকাশ কর।'

পীত্বা চ তস্য বচনামৃতং হরির্জগাদ জীমূতগভীরয়া গিরা ।
মদাজ্ঞয়া তে চ শ্রীকৃষ্ণলীলাঃ স্ফুরন্তু ধামানি চ সর্ব্বতঃ সুখম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) শ্রীগৌরহরি তাঁহার বাক্যামৃত পান করিয়া মেঘ-গম্ভীর বাক্যে বলিলেন, 'আমার আজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণলীলা ও তীর্থ সমূহ আপনার হৃদয়ে সর্বদা স্ফুরিত হউক।'

তদা স বিপ্রশ্চরণাব্জসন্নিধৌ পপাত হর্ষেণ প্রভোর্দয়ানিধে ।
ধৃত্বা পদৌ তে মম মস্তকোপরি সংদর্শয়িষ্যে ভবতে চ সর্ব্বম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তখন সেই ব্রাহ্মণ দয়ালু প্রভুর চরণকমল-সবিধে আনন্দভরে নিপতিত হইয়া বলিলেন—'তোমার চরণযুগল আমার মস্তকোপরি ধারণ করিয়া আমি সকল তীর্থই তোমাকে দেখাইব।'

ইতি ব্রুবন্ গৌররসেন মত্তো নৃত্যন্ রুদন্ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ ।
শ্রীরাসলীলাম্বুবিলাসবৈভবমগায়ত গোপীপতির্মুহুর্ম্মুহুঃ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) এই বলিয়া তিনি গৌররসে মত্ত হইয়া নৃত্য ও রোদন করিতে করিতে প্রেমবিবশ হইলেন। সেই গোপীবল্লভ মুহুর্মুহু শ্রীরাসলীলা ও জলকেলি ইত্যাদি মাধুরীর গান করিলেন।

প্রাপ জগন্মোহনলীলয়া হরিঃ সুখং রজন্যাং ব্রজকেলিবার্ত্তয়া ।
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণবিলাসলাস্যং জগৌ পরং ভক্তিরসেন পূর্ণঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) এইভাবে গৌরহরি সেই রাত্রিতে জগন্মোহন লীলা-সম্বলিত ব্রজকেলি-কাহিনী বলিতে বলিতে সুখলাভ করিলেন এবং মহাভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসলাস্যই কীর্ত্তন করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে শ্রীমথুরামণ্ডলদর্শনং নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।।
ইতি **শ্রীমথুরামণ্ডল-দর্শন**-নামক দ্বিতীয় স্বর্গ।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

এবং তাং রজনীং নীত্বা ক্ষণপ্রায়ং শচীসুতঃ ।
উৎকণ্ঠিতঃ প্রদোষে চ বিপ্রমাহূয় সত্বরম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) শচীনন্দন এইরূপে সেই রাত্রি ক্ষণপ্রায় অতিবাহিত করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রদোষকালে সেই বিপ্রবরকে সত্বর আহ্বান করিলেন,

প্রোবাচ মে দর্শয় ত্বং মথুরামণ্ডলং সখে ।
যেন হি পরমা প্রীতির্ভবেদেবং তথা বচঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) এবং বলিলেন—'হে সখে! আমাকে ব্রজমণ্ডল দর্শন করান, যাহাতে আমার পরমা প্রীতি লাভ হয়।' তিনিও তখন প্রভুকে বলিলেন,

সোঽপ্যাহ মাথুরে ব্রহ্মন্ যমুনা সর্ব্বতোঽধিকা ।
যস্যাং প্রীতিং সমাসাদ্য কৃষ্ণঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) 'হে পরব্রহ্ম! এই মথুরামণ্ডলে যমুনা সর্বথা অধিকতর পুণ্যকর। ইহার প্রীতি পাইয়া সর্বেশ্বর কৃষ্ণ

গোপগোপীরসামোদী পরমাত্মা নরাকৃতিঃ ।
খেলতি স্ম সুখং রাসজলকেলিকুতূহলী ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) গোপগোপী-রসামোদী নরাকৃতি পরমাত্মা রাসবিলাস ও জলকেলি ইত্যাদি বিনোদে সুখে খেলা করিয়াছেন।

কালিন্দ্যাঃ পশ্চিমে ভাগে মধুবৃন্দাবনং পরম্ ।
কুমুদং খদিরঞ্চৈব তালকাম্যবহূলকম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) কালিন্দীর পশ্চিমভাগে মধুবন, শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন, কুমুদবন, খদিরবন, তালবন, কাম্যবন ও বহুলাবন আছে।

অস্যাঃ পূর্ব্বে ভদ্রবিল্বলোহভাণ্ডীরনামকম্ ।
মহদ্‌বনঞ্চ রসিকৈর্ধ্যায়ন্তে প্রীতিহেতবে ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) ইহার পূর্বদিকে ভদ্রবন, বিল্ববন, লৌহবন, ভাণ্ডীরবন ও মহাবন নামে পাঁচটি বন আছে ; রসিকজন প্রীতির জন্য ইহাদিগের ধ্যান করেন।

ভদ্রশ্রীলোহভাণ্ডীর-মহাতালখদিরকম্ ।
বহূলং কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) ভদ্র, শ্রী, লৌহ, ভাণ্ডীর, মহাবন, তালবন ও খদির, বহুল, কুমুদ, কাম্য, মধুবন ও বৃন্দাবন

দ্বাদশৈতদ্বনং রম্যং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিদং সদা ।
মহত্ত্বমেষাং জানন্তি ভক্তা নান্যে কদাচন ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) নামে এই দ্বাদশবন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রীতিদায়ক, ইঁহাদের মাহাত্ম্য ভক্তগণেরই বিদিত, অন্যে কখনও জানিতে পারে না,

যমুনাপশ্চিমে ভাগে কংসস্য সদনং পরম্ ।
অস্যোত্তরে মহারম্যং বৃন্দারণ্যং সুদুর্লভম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) যুমনার পশ্চিম ভাগে কংসের বিরাট গৃহ, ইহার উত্তরে মহারম্য ও সুদুর্লভ বৃন্দাবন।

কুমুদাখ্যবনং তস্যা নৈর্ঋতে সুখদং হরেঃ ।
তদ্দক্ষিণে খদিরাখ্যং বনং কৃষ্ণসুখপ্রদম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) উহার নৈঋতকোণে হরির সুখপ্রদ কুমুদবন এবং তাহার দক্ষিণে খদির নামে কৃষ্ণসুখপ্রদ বন।

মথুরাপশ্চিমে তালবনং কেশববল্লভম্ ।
নদী তত্র মানসাখ্যা গঙ্গা ভুবনপাবনী ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) মথুরার পশ্চিমে কৃষ্ণবল্লভ তালবন। তথায় ভুবন-পাবনী মানসগঙ্গার ধারা বর্ত্তমান,

বৃন্দারণ্যপশ্চিমে চ গোবর্দ্ধনগিরেস্তটে ।
শ্রীকৃষ্ণঃ ক্রীড়তি যত্র নৌকাখণ্ডাদিলীলয়া ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) বৃন্দাবনের পশ্চিমে সেই গোবর্দ্ধন পর্বতের তটে শ্রীকৃষ্ণ নৌকাখণ্ডাদি লীলা-বিধানে ক্রীড়া করিয়াছেন।

মথুরাপশ্চিমে গোবর্দ্ধনো নাম মহাগিরিঃ ।
তস্যাপি পশ্চিমে কাম্যবনং কৃষ্ণরসায়নম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) মথুরার পশ্চিমে গোবর্দ্ধন নামক মহাপর্বত বিদ্যমান, তাহারই পশ্চিমে কৃষ্ণরসময় কাম্যবন।

তৎসান্নিধ্যে মহাপুণ্যা সরস্বতী নদী শুভা ।
মধুপুর্য্যা উত্তরে চ যমুনামনুধাবতি ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) তাহারই সন্নিকটে মহাপুণ্যা শুভা সরস্বতী নদী মথুরার উত্তরে যমুনায় প্রবেশ করিয়াছে।

ঐশান্যাং মথুরায়াশ্চ বহুলাখ্যবনং শুভম্ ।
মনোগঙ্গা সমুত্তীর্য্য যত্র ক্রীড়তি কংসহা ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) মথুরার ঈশানদিকে শুভ বহুলাবন বিরাজমান, এস্থানে কংস-নাশন কৃষ্ণ মানসগঙ্গা সমুত্তীর্ণ হইয়া ক্রীড়া করেন।

মোহনাখ্যবনং চৈব কথিতানি মহাভুজ ।
বনানি সপ্ত যমুনাপশ্চিমে হ পরং শৃণু ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) এই বনটি ‘মোহন’ নামেও কথিত হয়। হে মহাভুজ! যমুনার পশ্চিমদিকে এই সাতটি বন বিদ্যমান আছে।

তস্যাঃ পূর্ব্বকূলে পঞ্চ বনানি রসিকেশ্বর ।
তৎকৃপাপারবশ্যেন লক্ষ্যতে বিপুলং ময়া ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) হে রসিকপ্রবর! যমুনার পূর্বকূলে পাঁচটি বন আছে ; তৎকৃপাবশবর্ত্তী হইয়া আমি সুবিপুল,

যমুনায়াঃ সুনিকটে মহারণ্যং সুদুর্লভম্ ।
বিল্বং তৎপশ্চিমে রম্যং কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদম্ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) যুমনা-নিকটবর্ত্তী ও সুদুর্লভ মহাবন দেখিতেছি। তাঁহার পশ্চিমে রম্য বিল্ববন কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদ।

তস্যোত্তরে লোহনামবনং ভদ্রবনং তথা ।
ভাণ্ডীরকবনং রম্যং কৃষ্ণভক্তিপ্রদং মহৎ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তাহার উত্তরে লোহবন, ভদ্রবন এবং কৃষ্ণভক্তিপ্রদ রমণীয় বিরাট্ ভাণ্ডীরবন।

দ্বাদশৈতদ্বনং রম্যং মথুরামণ্ডলং প্রভো ।
এতেষু বিহরত্যেব কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) হে প্রভো! এই দ্বাদশ বনাত্মক রমণীয় মথুরামণ্ডল। যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ এই সব বনেই বিহার করেন।

প্রত্যেকং দর্শয়িষ্যামি যস্মাত্ত্বেঽনুগ্রহো ময়ি ।
ভবেদেব হৃষীকেশ যেন স্যাত্তবমোচনম্ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) হে হৃষীকেশ! তোমার মৎপ্রতি অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় আমি প্রত্যেক বনই দেখাইব। তোমার অনুগ্রহ হইলে আমার ভব-মোচনও হইবে।'

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে দ্বাদশবনপ্রসঙ্গো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।
ইতি **দ্বাদশবন-প্রসঙ্গ**-নামক তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থঃ সর্গঃ।

শৃণুষ্ব করুণাসিন্ধো মাথুরস্য কথাং শুভাম্ ।
আদৌ মধুপুরীং পশ্য রাজধানীং সুশোভনাম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) হে করুণাসিন্ধো! মথুরামণ্ডলের শুভ কথা শ্রবণ কর। প্রথমতঃ সুশোভন রাজধানী এই মধুপুরী দর্শন কর।

ত্রিষু পরিসরেষূচ্চৈর্দুর্গং প্রাচীরমুত্তমম্ ।
পুর্য্যাঃ পূর্ব্বে দক্ষিণাভিমুখে বহতি ভানুজা ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) পুরীর তিনদিকে উত্তম দুর্গ প্রাচীর বিদ্যমান এবং পূর্বদিকে কালিন্দী দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে।

উত্তরে দক্ষিণে চ দ্বৌ দ্বারৌ রত্নকবাটিকৌ ।
রাজবাটীং নৈর্ঋতে স্যান্নানারত্নবিভূষিতাম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রত্নখচিত কপাটযুক্ত দুইটি দ্বার, নানারত্নবিভূষিত কংসরাজার বাটী নৈর্ঋত দিকে দর্শন কর।

পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং দ্বারৈশ্চ রত্নযজ্ঞৈঃ সমন্বিতাম্ ।
বাট্যা উত্তরপার্শ্বে চ বেদীং রাজোপবেশনাম্ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) উহার পূর্ব ও উত্তর দিকে রত্নময়-যজ্ঞস্থল-শোভিত দ্বার আছে ; ঐ বাটীর উত্তর পার্শ্বে রাজার উপবেশন-যোগ্য একটি বেদী দেখা যাইতেছে।

বায়ব্যাং খলু পুর্য্যাশ্চ বন্ধনাগারমেব চ ।
তস্যাপি দক্ষিণে মূত্রস্থানং পশ্য যথাসুখম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) পুরীর বায়ুকোণে কারাগার রহিয়াছে, তাহার দক্ষিণদিকে মূত্রস্থান দেখ।

অস্য বিবরণং বক্ষে শৃণু সাবহিতং প্রভো ।
কংসাদ্ভীতো হি ভগবান্ বসুদেব উদারধীঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) হে প্রভো! ইহার বিবরণ বলিতেছি, তুমি সুখে ও সাবধানে শ্রবণ কর। ভগবান্ উদারমতি বসুদেব কংসভয়ে ভীত হইয়া

কৃষ্ণমাদায় নন্দস্য গোষ্ঠং গচ্ছন্মহামনাঃ ।
জ্ঞাত্বা ক্রোড়স্থিতং কৃষ্ণং মূত্রয়ন্ সত্বরং মুদা ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) কৃষ্ণ লইয়া নন্দগোষ্ঠে যাইতে যাইতে মহামনা বসুদেব জানিলেন যে ক্রোড়স্থিত কৃষ্ণ মূত্রত্যাগ করিতেছেন। তিনি আনন্দে সত্বর

অয়ং প্রস্তরমারুহ্য স্থিতঃ স চ ক্ষণং প্রভো ।
কৃষ্ণস্য মূত্রচিহ্নোঽয়ং বর্ত্ততে প্রস্তরোপরি ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) এই প্রস্তরখণ্ডে আরোহণ করিয়া কিছুক্ষণ ছিলেন। হে প্রভো! কৃষ্ণের মূত্রচিহ্ন এই পর্বতোপরি এখনও বর্ত্তমান আছে।

অতএব জনাঃ সর্ব্বে মূত্রস্থানং বদন্তি হি ।
উদ্ধবস্য গৃহং পশ্য দক্ষিণেঽস্য তদেব তম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) সুতরাং সকলে এইস্থলকে মূত্রস্থান বলিয়া থাকে। উহারই দক্ষিণে উদ্ধবের ঐ গৃহটি দেখ।

শ্রুত্বা হুঙ্কারং কুর্ব্বন্তং প্রভুং দৃষ্ট্বা দ্বিজোত্তমঃ ।
ভীতঃ কিল সুমেধাশ্চ কৃতাঞ্জলিরুবাচ হ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) এই কথা শ্রবণে প্রভু হুঙ্কার করিতেছেন দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণবর্য্য ভীত হইলেন এবং পুনরায় সুবুদ্ধি বিপ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—

শৃণুষ্ব বচনং কৃষ্ণ লীলাকারিন্ জগদ্গুরো ।
স্থিরঃ সন্ দর্শনাদেব সুখমেব ভবেদধ্রুবম্ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) হে লীলাময় জগদ্গুরো কৃষ্ণ! আমার কথা শ্রবণ কর। স্থির হইয়া দর্শন করিলেই নিশ্চিত সুখ পাইবে।

রজকস্য গৃহং পশ্যোদ্ধবস্য গৃহপূর্ব্বতঃ ।
রজকস্য গৃহাৎ পূর্ব্বে মালাকারগৃহং তথা ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) উদ্ধবের গৃহের পূর্বদিকে ঐ রজকের গৃহ দেখ। উহারও পূর্বে ঐ মালাকারের গৃহ।

অস্যাপি দক্ষিণে কুব্জাগৃহং দেববিনির্ম্মিতম্ ।
কুব্জায়া নৈর্ঋতে রঙ্গস্থলং পরমশোভনম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) উহারই দক্ষিণে দেবনির্মিত কুব্জাগৃহ, উহার নৈর্ঋত কোণে পরমসুন্দর রঙ্গস্থল।

রঙ্গস্থলস্যাগ্নিকোণে বসুদেবগৃহং শুভম্ ।
উগ্রসেনগৃহঞ্চাস্য চৈশান্যাং বিধিনা কৃতম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) রঙ্গস্থলের অগ্নিকোণে শুভ বসুদেব-মন্দির, উহারই ঈশানে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নির্মিত উগ্রসেনের গৃহ।

অস্যাপি দক্ষিণে পশ্য কৃষ্ণমূর্ত্তিং গতশ্রমাম্ ।
দৃষ্ট্বা তাং শ্রীগৌরচন্দ্রঃ পুলকাঙ্গো বভূব হ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) উহারও দক্ষিণে গতশ্রম-নামক কৃষ্ণমূর্তি দেখ। শ্রীগৌরচন্দ্র এই মূর্ত্তির দর্শনে পুলকাঞ্চিত হইলেন।

বিশ্রামং শ্রমশান্তঞ্চ কংসখালীতি সংজ্ঞকম্ ।
প্রয়াগং তিন্দুনামানং সপ্তর্ষিমোক্ষকোটিকম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) বিশ্রাম, শ্রমশান্ত বা কংসখালি নামক ঘাট, প্রয়াগ, তিন্দুক, সপ্তর্ষি, মোক্ষ, কোটি,

বোধিশিবগণেশাদিদ্বাদশঘট্টসংজ্ঞকম্ ।
ক্রমাদ্দক্ষিণতো জ্ঞেয়ং তীর্থরাজং মহাপ্রভম্ ।। ১৭।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) বোধি, শিব ও গণেশ প্রভৃতি দ্বাদশ তীর্থ (ঘাট)। এই সকল মহাপ্রভাশীল তীর্থরাজ ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে অবস্থিত জানিবে।

পুর্য্যাশ্চ দক্ষিণে রঙ্গভূমিং কৃষ্ণসুখপ্রদাম্ ।
অস্যাশ্চ দক্ষিণে কূপং পশ্য শ্রীকৃষ্ণহেতবে ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) পুরীর দক্ষিণে কৃষ্ণসুখদ রঙ্গভূমি বর্ত্তমান। উহার দক্ষিণে একটি কূপ আছে ; শ্রীকৃষ্ণকে উহাতে ফেলিবার জন্য

কংসেন খনিতং তেন কংসকূপমিতীর্য্যতে ।
অস্যাপি নৈর্ঋতে কুণ্ডমগস্ত্যেন বিনির্ম্মিতম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) কংস এই কূপটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন বলিয়া উহা 'কংসকূপ' নামে খ্যাত। উহার নৈর্ঋতে অগস্ত্যকুণ্ড বিদ্যমান।

পুর্য্যাশ্চোত্তরতঃ সপ্তসামুদ্রকুণ্ডসংজ্ঞকম্ ।
প্রস্তরং পশ্য দেবক্যাঃ পুত্রনাশায় নির্ম্মিতম্ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) পুরীর উত্তরে সপ্তমসমুদ্র কুণ্ড বিরাজমান ; দেবকীর পুত্রগণকে নাশ করিবার জন্য এই প্রস্তরটি কংস কর্ত্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।

কংসেনেতি হসন্তন্তং পুনঃ প্রাহ হসন্ দ্বিজঃ ।
অস্যাপ্যুত্তরতঃ পশ্য লিঙ্গং ভূতেশ্বরং প্রভো ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) এই কথা শুনিয়া প্রভু হাসিতে থাকিলে ব্রাহ্মণও হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'হে প্রভো! ইহার উত্তরে ঐ ভূতেশ্বর লিঙ্গ দর্শন কর।

পুনশ্চ যমুনাং পশ্য সরস্বতীসমন্বিতাম্ ।
দশাশ্বমেধঘট্টঞ্চ তত্রৈব সোমতীর্থকম্ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) এইস্থলে আবার সরস্বতীর সহিত মিলিতা যমুনা দর্শন কর। এই স্থানেই দশাশ্বমেধ ঘাট ও সোমতীর্থ।

কণ্ঠাভরণসংজ্ঞঞ্চ নাগতীর্থাভিধানকম্ ।
সংযমাখ্যককুণ্ডাদি পুরীপ্রসরসঙ্কুলম্ ।। ২৩।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) এই কণ্ঠাভরণ ঘাট, এই নাগতীর্থ নামক ঘাট। ইহার নাম সংযম কুণ্ড। এই সকল তীর্থই পুরীকে বেষ্টন করিয়াছে।

এবং প্রদক্ষিণীকৃত্বা মথুরাং পরমেশ্বরঃ ।
ভিক্ষাং চকার ভিক্ষান্নং কৃষ্ণদাসগৃহে সুখম্ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) মহাপ্রভু এইভাবে মথুরা প্রদক্ষিণ করিয়া কৃষ্ণদাসের গৃহে সুখে ভিক্ষা করিলেন।

স্মৃত্বার্থ কৃষ্ণদাসেন সেবিতং চরণদ্বয়ম্ ।
শ্রীকৃষ্ণপরমানন্দমাধুর্য্যং কথয়ন্ প্রভুঃ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) কৃষ্ণদাস প্রভুর চরণযুগল সেবা করিতে লাগিলেন আর প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দ মাধুরীর কথা স্মরণ করিয়া করিয়া বলিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে মথুরামণ্ডলঘট্টকূপাদিদর্শনং
নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

ইতি **মথুরামণ্ডলের ঘাটকূপাদি-দর্শন** -নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ততঃ সুপ্তোঽপি ভগবান্ ভক্তিরসসমন্বিতঃ ।
উৎকণ্ঠিতঃ কৃষ্ণলীলাং গায়ন্ প্রেমাশ্রু মোচয়ন্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) ভক্তিরসসমন্বিত ভগবান্ শয়ন করিলেও কিন্তু উৎকণ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

প্রতিক্ষণং পৃষ্টবান্ স কৃষ্ণদাস বদস্ব মে ।
শর্ব্বরী দীর্ঘতাং প্রাপ্তা মম দুঃখপ্রদায়িনী ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তিনি প্রতিক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—'বল দেখি কৃষ্ণদাস আমাকে দুঃখদান করিবার জন্যই কি এই রাত্রি সুদীর্ঘ হইয়াছে?

স প্রাহ শৃণু হে নাথ মথুরামণ্ডলস্য চ ।
প্রমাণং কথ্যতে বিজ্ঞৈশ্চতুরশীতিক্রোশকম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) কৃষ্ণদাস বলিলেন—'হে নাথ! মথুরামণ্ডলের পরিমাণ শুন। বিজ্ঞজনগণ বলেন যে উহা ৮৪ ক্রোশ বিস্তৃত।

ক্রমতো দর্শয়িষ্যামি স্থিরচিত্তো ভবান্ যদি ।
ভবিষ্যসি ততো মহ্যং সুখং স্যাদ্ভক্তবৎসল ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) হে ভক্তবৎসল প্রভো! তুমি স্থিরচিত্ত হইলে আমি ক্রমে ক্রমে সকল তীর্থই দেখাইব। তাহাতে আমার সুখও হইবে।

আগত্য কুণ্ডোত্তরতঃ কিয়দ্দূরে সরোবরম্ ।
সেতুবন্ধাখ্যকং পশ্য শ্রীকৃষ্ণেন চ নির্ম্মিতম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) অগস্ত্যকুণ্ডের উত্তরদিকে কিছুদূরে ঐ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নির্মিত ঐ 'সেতুবন্ধ' নামক সরোবর দেখ।'

শ্রুত্বা সবিস্ময়ং প্রাহ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহঃ ।
অস্য বিবরণং ব্রূহি কৃষ্ণদাসেতি সাদরম্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) এই কথা শুনিয়া প্রভু পুলকাঞ্চিতদেহে সবিস্ময়ে ও সাদরে বলিলেন—'কৃষ্ণদাস' ইহার বিবরণ সম্যক্‌রূপে বর্ণন কর।'

ইতি শ্রীগৌরচন্দ্রস্য বচনং শ্রবণামৃতম্ ।
পিবন্ কৃষ্ণমনুস্মৃত্য প্রাহ প্রহসিতাননঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) শ্রীগৌরচন্দ্রের এই বচনামৃত পান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করতঃ কৃষ্ণদাস হাস্যবদনে বলিলেন—

একদা রসিকশেখরো হরির্গোপিকারসবিনোদবিনোদী ।
সরসি চাত্র নবকুঞ্জতুল্যঃ ক্রীড়তি রঘুবরোঽহমতি জল্পন্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) 'একদিন গোপীকারসবিনোদী রসিকশেখর হরি এই সরোবরে 'আমিই রঘুবরমণি' বলিয়া নবীন হস্তিবৎ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

প্রাহ তং রমণীশিরোমণিরাধা গোপপুত্রস্ত্বমসি গোধনচারী ।
সত্যধর্ম্মপ্রতিপালকরাজস্তস্য কর্ম্ম পরদুর্ঘটমেব ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) রমণীশিরোমণি রাধা তাঁহাকে বলিলেন—'তুমি গোপেন্দ্রনন্দন এবং গোধন চারণ করাই তোমার বৃত্তি। সত্যধর্ম্ম-প্রতিপালক রাজা রামচন্দ্রের কর্ম তোমাতে অতি অসম্ভবই বটে।

সিন্ধুবন্ধনরাবণনাশনমেতদেব হি তস্য সুশোভনম্ ।
মা কুরু নিজগুণপ্রকাশনং বালিকাবসনভূষণচৌর ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) সিন্ধুবন্ধন ও রাবণ-নাশ এই দুইটি তাঁহার মহা সুন্দর কার্য্য, হে বালিকাবসনভূষণ-চোর! আর নিজগুণ প্রকাশ করিতে হইবে না!'

কৃষ্ণ আহ পরমকৌতুকরাশির্হাস্যকৌতুকরসৈকবিলাসী ।
সর্ব্বসদ্গুণনিধিরহমেব জানীহীতি ত্বমসি গোপকুমারী ।। ১১।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) তখন পরমকৌতুকী হাস্যকৌতুকরস-বিনোদী কৃষ্ণ বলিলেন—'আমিই সর্ব সদ্গুণনিধি বলিয়া জানিবে, তুমিই গোপকুমারী।'

বৃক্ষপর্ব্বতমহাধনবাণৈঃ প্রস্তরা যদি কদাপি ন প্লব্যাঃ ।
তর্হি সর্ব্বগুণরত্নসমেতং পশ্যত ভাবনিধেঽপি প্রভাবম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) বৃক্ষ ও পর্বতাদিরূপ মহাধন বাণদ্বারা (?) যদি কখনও প্রস্তর জলে না ভাসে, তবে হে ভাবনিধি রাধে! সাক্ষাতেই সর্বগুণরত্নসমেত প্রভাব প্রত্যক্ষ কর।

শ্রুত্বা সর্ব্বাঃ পরমরসিকা রাধিকাবাক্যসারং
বদ্ধা হ্যঙ্গং পরমরভসাৎ প্রস্তরাদীন্ স্বসখ্যঃ ।
আনিন্যুস্তাঃ সতরুনিচয়ান্ তেন বদ্ধং কৃতং তৎ
পশ্যন্ত্যস্তাঃ সজয়ধ্বনিভিস্তং প্রণম্যাশশংসু ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) পরমরসিকা রাধার বাক্যনির্য্যাস অনুভব করিয়া তাঁহার সখীগণ অঙ্গবন্ধন করতঃ অতি বেগে বৃক্ষাদিযুক্ত প্রস্তরাদি আনিতে লাগিলেন। আর কৃষ্ণও তাহা দ্বারাই সরোবরটি বন্ধন করিলেন। গোপীগণ দেখিয়া জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করতঃ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা পরমমধুরহাস্যরসাদিপ্রযুক্তা
* * * গোপিকাভির্জয়তি চ পরমং সন্ততপ্রেমপূর্ণা ।
যাং * * * শ্রুত্বাপি পরমরসিকাস্তৌ স্মরেয়ুঃ সুখেন
জ্ঞানানন্দং হসন্তঃ সরভসমখিলং মোক্ষমপ্যাক্ষিপন্তি ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) পরম মধুর হাস্যরসাদি সংযুক্তা.....গোপীকাগণ সহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই লীলা নিত্য মহা প্রেমপূর্ণ হইয়া বিজয় করিতেছেন। ইহার শ্রবণেও পরম রসিকগণ সুখে যুগল কিশোরকে স্মরণ করেন এবং ব্রাহ্মানন্দকে উপহাস করতঃ নিখিল মোক্ষ সম্পত্তিকেও তিরস্কার করেন।

এতদ্গৌরহরিঃ কৃষ্ণরহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
শ্রুত্বা রাধারসাবেশো ননর্ত্ত বিবশং মুদা ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) শ্রীগৌরহরি এই পরমাদ্ভুত কৃষ্ণরহস্য শ্রবণ করিয়া রাধারসাবেশে বিবশ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে সেতুবন্ধসরোবরপ্রসঙ্গো
নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।।
ইতি সেতুবন্ধ-সরোবর-প্রসঙ্গ-নামক পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

এবং সংকথয়ন্ বিপ্রো ভানুজাং প্রভুণা সমম্ ।
উত্তীর্য্য দর্শয়ামাস নন্দগেহং মহাবনম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) এই কথা বলিতে বলিতে সেই বিপ্র প্রভুর সহিত যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া মহাবনে নন্দগৃহ দেখাইলেন।

পূতনামোক্ষণঞ্চাত্র শকটস্য বিমোচনম্ ।
তৃণাবর্ত্তস্য দুর্বৃত্তের্হরিণাত্র কৃতো বধঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) এই স্থানে পূতনা মোক্ষণ হইয়াছে—এইস্থানে শকটাসুর মুক্ত হইয়াছে—দুর্বৃত্ত তৃণাবর্ত্তকে হরি এইস্থানে বধ করিয়াছেন।

জৃম্ভমাণেন কৃষ্ণেন চোদরে বিশ্বমদ্ভুতম্ ।
দর্শিতমত্র মাত্রে সা ভীতাপ্যাশিষমাদদৌ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) কৃষ্ণ মুখ ব্যাদান করিয়া নিজ উদরে অদ্ভুত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া এইস্থানে মাতাকে ভীত করিয়াছেন—মাতা ভয় পাইলেও কিন্তু কৃষ্ণকে আশীর্বাদ করিয়াছেন।

অত্রৈব নামকরণং গর্গেণ বিহিতং কিল ।
মৃত্তিকাভক্ষণঞ্চাত্র বিশ্বরূপপ্রদর্শনম্ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) গর্গ মহারাজ এইস্থলেই নামকরণ করিয়াছেন—এইস্থানে মৃত্তিকাভক্ষণ ও বিশ্বরূপ দর্শন লীলা হইয়াছে।

দধিমন্থনদণ্ডং হি ধৃতবান্ হি হরিঃ স্বয়ম্ ।
মাতৃহর্ষায় ভগবান্ নর্ত্তিতুং হ্যুপচক্রমে ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) এইস্থানে ভগবান্ স্বয়ং হরি মাতার আনন্দবৃদ্ধির জন্য দধিমন্থনদণ্ড ধরিয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যশোদা তং ক্রোড়ে কৃত্বা হসন্তী বীক্ষ্য তন্মুখম্ ।
স্তনং সংপায়য়ামাস কৌতূহলসমন্বিতা ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) যশোদা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মুখদর্শনে হাসিতে হাসিতে কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে তাঁহাকে স্তন্যদান করিয়াছিলেন।

দুগ্ধমুত্তাপনং বীক্ষ্য তং স্থাপ্য সত্বরং সতী ।
চুল্লীস্থং দুগ্ধমুত্তার্য্য পায়ান্মস্থনসংস্থিতম্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) দুগ্ধ উথলিয়া উঠিতেছে দেখিয়া সতী যশোদা তাঁহাকে রাখিয়াই সত্বর চুল্লীস্থ দুগ্ধ উত্তারণ পূর্বক মন্থনস্থলে কৃষ্ণ-নিকট গেলেন।

কৃষ্ণোঽপি ক্রোধেন সমন্বিতঃ স্বয়ং ভাণ্ডং চ ভিত্ত্বা দৃশদশ্মনা কিল ।
গৃহং প্রবিষ্টো নবনীতকং চাপ্যশিত্বোলূখলাঙ্ঘ্র্যপরিস্থিতোঽহসৎ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) এদিকে কৃষ্ণও ক্রোধভরে স্বয়ং গৃহে প্রবেশপূর্বক প্রস্তরখণ্ড দ্বারা ভাণ্ড ছিদ্রিত করিয়া নবনীত ভোজন করিতে করিতে উলূখলের উপরে দাঁড়াইয়াই হাসিতে লাগিলেন।

ততো যশোদা স্বসুতস্য কর্ম্ম তৎ প্রলাপিতঞ্চাপি হসন্তমুহ্য ।
ববন্ধ দাম্না তমতো হি নাম্না দামোদরাত্রৈব বভূব প্রেমদঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) অনন্তর যশোদা নিজপুত্রের এই কর্ম জানিয়া তাঁহার প্রলাপ

ও হাস্য দেখিয়া এইস্থলেই তাঁহাকে দাম (রজ্জু) দ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন। অতএব সেই প্রেমদ হরিও 'দামোদর' নাম প্রাপ্ত হইলেন।

দামোদরোঽত্র ভগবান্ বভঞ্জ যমলার্জ্জুনৌ ।
ধান্যং দত্ত্বা ফলঞ্চাত্র বুভুজে ফলদেশ্বরঃ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) দামোদর ভগবান্ এইস্থানে যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের ভঞ্জন করিয়াছেন। ফলদেশ্বর প্রভু এইস্থলে ধান্য দিয়া ফলভোজন করিয়াছেন।

অস্য দক্ষিণপার্শ্বে চ গোলোকাখ্যস্তু গোকুলম্ ।
বাল্যলীলাং হি মাত্রাপি হ্যকরোদথ স হরিঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) ইহারই দক্ষিণপার্শ্বে এই গোলোকাখ্য গোকুল। এইস্থানে সেই হরি মাতার সাক্ষাতে বহুবিধ বাল্যলীলা প্রকট করিয়াছেন।

গোপেশ্বরং দেবমত্র পশ্য সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ।
সপ্ত সামুদ্রকং কুণ্ডমত্র ভুবনপাবনম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) হে মহাপ্রভো! এই স্থানে গোপেশ্বর দেবকে দর্শন কর ; এই স্থানে ভুবনপাবন সপ্তসমুদ্রক কুণ্ড বিদ্যমান দেখ।

আয়ানস্য গৃহং গ্রামে পশ্চিমে রসপূর্ব্বকম্ ।
আনন্দাখ্যো গোপকোঽপ্যবসত্তস্যাপি দক্ষিণে ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) পশ্চিমগ্রামে আয়ানের ঐ রসময় গৃহ বর্ত্তমান—ইহারই দক্ষিণদিকে আনন্দ নামক গোপ বাস করিতেন।

উপনন্দগৃহং গ্রাম-মধ্যে কৃষ্ণসুখপ্রদম্ ।
অস্য পশ্চিমভাগে চ রাবণস্য তপোবনম ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) গ্রামমধ্যে উপনন্দের কৃষ্ণসুখপ্রদ গৃহ বিদ্যমান—ইহারই পশ্চিমভাগে রাবণের তপোবন বিরাজিত।

দুর্ব্বাসসো মুনেঃ কৃষ্ণ আশ্রমং হ্যুত্তরেঽস্য চ ।
অস্যাপি নিকটে লোহবনং বিল্ববনং প্রভো ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) হে কৃষ্ণ (গৌর)! ইহার উত্তরে দুর্বাসা মুনির আশ্রম বর্ত্তমান—হে প্রভো। ইহার নিকটেই লোহবন ও বিল্ববন বিরাজ করিতেছে।

অত্রাপি পশ্য নন্দস্য কৃষ্ণং ক্রীড়য়তঃ সুখম্ ।
বাল্যলীলারসং তস্মৈ দদাতি পরমাদ্ভুতম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) এইস্থানে নন্দ মহারাজ সুখে কৃষ্ণকে খেলা দিতেছিলেন— আর কৃষ্ণ তাঁহাকে পরমাদ্ভুত বাল্যলীলারস দান করিতেছিলেন।

মেঘাগমঞ্চ দৃষ্ট্বা স নন্দ আহ সুগোপিকাম্ ।
কৃষ্ণমাদায় মদ্‌গেহেশ্বর্য্যৈ শীঘ্রং সমর্পয় ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) হঠাৎ মেঘাগম দেখিয়া সেই নন্দরাজ কোনও সুন্দরী গোপিকাকে বলিলেন—'এই কৃষ্ণকে নিয়া শীঘ্রই আমার গৃহেশ্বরীর নিকট সমর্পণ করত।'

সাপি তং স্বাঙ্কমারোপ্যাচুম্ব্য চানন্দবিহ্বলা ।
গাঢ়মালিঙ্গিতা তেন বিস্মিতা বিবশাভবৎ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) সেই গোপীও তাঁহাকে নিজক্রোড়ে উঠাইয়া আনন্দবিবশ হইয়া চুম্বন করিলেন। কৃষ্ণও তখন তাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলে তিনি বিস্মিত ও বিবশ হইয়াছিলেন।

শ্রুত্বা কৃষ্ণরসোল্লাসং বালকস্যৈব বৈভবম্ ।
গৌরকৃষ্ণঃ কৃষ্ণদাসং প্রেম্নালিঙ্গিতবান্ স্বয়ম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) বালক কৃষ্ণের রসোল্লাস-বৈভব শ্রবণ করিয়া সেই গৌরকৃষ্ণ স্বয়ং কৃষ্ণদাসকে প্রেমে আলিঙ্গন করিলেন।

অত্র পশ্য চ গোবিন্দ গোপালচরিতং শুভম্ ।
গোচারণগতেনাত্র কুণ্ডঞ্চ হরিণা কৃতম্ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) হে গৌরগোবিন্দ! এইস্থানে গোপালের শুভ লীলা দর্শন কর—গোচারণে গিয়া কৃষ্ণ নিজে এই কুণ্ড খনিত করিয়াছেন।

অত্রৈব চোপনন্দোঽপি নন্দমাহূয় সুন্দরঃ ।
গোপৈঃ পরিবৃতো যুক্তিং কৃত্বা কৃষ্ণসুখায় চ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) এই স্থলেই সুন্দর উপনন্দ নন্দমহারাজকে আহ্বান করিয়া অভিযুক্ত গোপগণে পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণসুখের জন্য যুক্তি করিয়াছেন।

সব্রজঃ শকটমারুহ্য রামকৃষ্ণসমন্বিতঃ ।
যযৌ ভদ্রকভাণ্ডীরং দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবসৎ ।। ২২।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) ব্রজবাসিগণের সহিত রামকৃষ্ণকে লইয়া শকটারোহণপূর্বক

নন্দমহারাজ ভদ্র ও ভাণ্ডীর বনে গমন করিয়া তথায় দুইমাস অবস্থান করিয়াছিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে মহাবনাদিদর্শনং নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ।।

ইতি **মহাবনাদি-দর্শন**-নামক ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তমঃ সর্গঃ।

ততশ্চ যমুনাপারে বৃন্দারণ্যং সনাতনম্ ।
তত্র নন্দাদয়ো গোপা বাসং চক্রুরতন্দ্রিতাঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তারপরে নন্দাদি গোপগণ অনলস হইয়া যুমনাপারে সনাতন বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিলেন।

পশ্যাত্র শকটৈর্দুর্গং কৃতং পিত্রাদিভির্বৃতৌ ।
রামকৃষ্ণৌ খেলতশ্চ গোগোপালজনৈঃ সহ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) এই দেখ এইস্থানে শকটসমূহ দ্বারা দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল—এইস্থানে পিতাদি গুরুজন কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া রামকৃষ্ণ গো ও গোপালগণসহ খেলা করিতেন।

কপিত্থমূলেঽত্র জনার্দ্দনেন বধঃ কৃতো বৎসকরূপধারিণঃ ।
বৎসাসুরস্য বকবেশধারিণো বকাসুরস্যাপি চ গৌরচন্দ্র ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) হে গৌরচন্দ্র। এই কপিত্থমূলে কৃষ্ণ বৎসরূপধারী বৎসাসুরকে এবং বকবেশী বকাসুরকে বধ করিয়াছেন।

অত্রৈব শ্রীরামজনার্দ্দনৌ চ সবেণুবেত্রাদিযুতৈঃ সখীজনৈঃ ।
চিক্রীড়তুর্বানরপক্ষসঙ্কুলৈর্ময়ূরকেকাদিরুতৈর্জগৎপতী ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) এই স্থানে রামকৃষ্ণ বেণুবেত্রাদিযুক্ত সখাগণের সহিত জগৎপতি হইয়াও বানরবৎ লম্ফঝম্পে, পক্ষি প্রভৃতির চেষ্টানুকরণে এবং ময়ূরধ্বনি প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া খেলা করিতেন।

শ্রুত্বা স্বয়ং কৃষ্ণরসেন পূর্ণঃ শ্রীভক্তরূপো রসিকেন্দ্রমৌলী ।
পূর্ব্বাপরাভ্যাং বিষয়াশ্রয়াবৃতো লীলারসাভ্যাং প্রভুগৌরচন্দ্রঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) এইকথা শুনিয়া স্বয়ং রসিকচূড়ামণি ভক্তরূপী গৌর

কৃষ্ণরসপূর্ণ হইলেন। প্রভু গৌরচন্দ্র পূর্বলীলায় এই প্রেমের বিষয়তত্ত্ব ছিলেন আর এক্ষণে এই পরলীলায় রসের আশ্রয়-স্বরূপ হইয়াছেন।

অত্র পশ্য চ গৌরাঙ্গ সর্পরূপধরোঽপ্যঘঃ ।
বকানুজো মহাপাপঃ প্রাপ্তস্তং চাহনদ্ধরিঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) হে গৌরাঙ্গ! বকাসুরের অনুজ মহাপাপ অঘাসুর এইস্থানে আসিলে হরি তাহার বিনাশ করিয়াছেন।

স্বজনৈঃ সখিভিশ্চাত্র দৃষ্ট্বা ভোজনকৌতুকম্ ।
স্বয়ম্ভুর্বৎসরং বৎসস্বজনাপহরোঽভবৎ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) এই স্থানে স্বজন ও সখাগণ সহ ইঁহার ভোজনকৌতুক দেখিয়া ব্রহ্মা এক বৎসরের জন্য গোবৎস ও গোপালগণকে চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ধেনুকস্য বধশ্চাত্র কৃপয়াস্য বিমোচনম্ ।
কালীয়দমনশ্চাত্র হ্রদং পশ্য সুনির্ম্মলম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) এই স্থানে ধেনুকাসুরের বধ হয় এবং পরে কৃপাবশে ইহার মুক্তিও হইয়াছিল। এই দেখ সুনির্মল কালীয়দমন হ্রদ।

কালীয়দমনীশ্চাত্র মূর্ত্তিং পশ্য জগদ্‌গুরো ।
শীতার্ত্তচ্ছলতঃ কৃষ্ণ উত্থিতোঽত্র জলাদ্বহিঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) হে জগদ্‌গুরো! এইস্থলে কালীয়দমন কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন কর। এই স্থানে কৃষ্ণ শীতার্ত্ত হইয়া জল হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন।

অত্র বৈ দ্বাদশাদিত্যা উত্থিতা গগনোপরি ।
দ্বাদশাদিত্যঘটোঽয়ং কথ্যতে বেদপারগৈঃ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) এইস্থানে দ্বাদশাদিত্য গগনমণ্ডলে এক সময়ে উত্থিত হইয়াছিল, বেদপারগ ব্যক্তিগণ ইহাকে দ্বাদশাদিত্যঘাট বলিয়া থাকেন।

অত্রৈব বৎসপালানাং দাবাগ্নেঃ পরিমোচনম্ ।
কৃতং নন্দকুমারেণ ভক্তদুঃখাপহারিণা ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) এই স্থানে ভক্তদুঃখহারী নন্দনন্দন বৎসপালগণকে দাবানল হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

ক্রীড়াপরাজিতঃ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানাম বালকম্ ।
উবাহ পরমপ্রীতঃ প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) এই স্থলে খেলায় পরাজিত হইয়া কৃষ্ণ শ্রীদামনামক বালককে পরমপ্রীত হইয়া বহন করিয়াছেন এবং প্রলম্বাসুর রোহিণীনন্দন বলরামকে স্কন্ধে লইয়াছিলেন।

জ্ঞাত্বাসুরং পুনঃ সোঽপি মুষ্টীকৃত্য করাম্বুজম্ ।
শিরস্যতাড়য়ৎ তস্য সোঽপতদ্‌গতজীবিতঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) বলদেব তাহাকে অসুর জানিয়াই হস্তপদ্ম মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তাহার মস্তকে আঘাত করিতেই সে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

ভাণ্ডীরাখ্যং বটং বৃন্দারণ্যে পশ্য মহত্তমম্ ।
ঈষিকাখ্যবনং হ্যত্র গোধনং তৃণলোভিতম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) বৃন্দাবনে মহত্তম এই ভাণ্ডীর বট দর্শন কর। এই দেখ ঈষিকা (মুঞ্জাটবী) বন—এইস্থানে গোগণ তৃণলোভে

প্রবিষ্টং বেণুনাদেন কৃষ্ণেনানীতমপ্যুত ।
দাবানলে মধ্যগঞ্চ স্বগণং বীক্ষ্য শ্রীহরিঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) প্রবেশ করিলে কৃষ্ণ বেণুনাদ করিয়া ইহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়াছিলেন এবং ভক্তজনপ্রিয় শ্রীহরি নিজ গণকে দাবানল-মধ্যবর্ত্তী দেখিয়া

পপৌ করতলীকৃত্যানলং ভক্তজনপ্রিয়ঃ ।
পশ্য চাত্র রসজ্ঞেন শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং হি যৎ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) এই স্থলে অগ্নিরাশিকে হাতে লইয়া পান করিয়াছেন। এই স্থানে রসজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা করিয়াছেন—তাহাও দেখ।

তমেব পতিমিচ্ছন্ত্যো ব্রতং চেরুঃ কুমারিকাঃ ।
অত্রৈব যমুনাতীরে বস্ত্রাভরণরক্ষিতাঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) এই যমুনাতীরে বস্ত্রাভরণাদি রাখিয়া তাঁহাকেই পতিরূপে পাইতে ইচ্ছুক গোপ-কুমারীগণ ব্রতাচরণ করিয়াছেন।

বিশন্ত্যো জলমেবৈতাস্ততো নাগরশেখরঃ ।
আদায় তাসাং বস্ত্রাণি নীপমারুহ্য সত্বরঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) গোপীগণ জলমধ্যে প্রবেশ করিলে নাগরচূড়ামণি তাঁহাদের বস্ত্ররাশি লইয়া সত্বর কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন।

হসতি শাখিভিঃ সার্দ্ধং ততস্তাঃ শীতবেপিতাঃ ।
কৃষ্ণং সন্তোষয়ামাসুঃ শুদ্ধভাবেন ভাবিতাঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তিনি বৃক্ষগণের সহিত যেন কথা কহিয়া হাসিতেছেন— তার পর শীতার্ত্তা গোপবালাগণ শুদ্ধভাব-বিভাবিতা হইয়া কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করিলেন।

শ্রীরামেণ সমং কৃষ্ণস্তমুদ্দেশ্য বনস্পতীন্ ।
বৃন্দারণ্যস্থিতানত্র প্রশংসন্ যমুনাং গতঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) কৃষ্ণ শ্রীরামের সম্বন্ধে বৃন্দাবনস্থিত বনস্পতিসমূহকে প্রশংসা করিতে করিতে এই স্থানে যমুনায় গিয়াছেন।

ততোঽত্র বিপ্রপত্নীভ্যশ্চান্নমাদায় যজ্ঞভুক্ ।
বুভুজে বালকৈঃ সার্দ্ধং বলেনাপি বলীয়সা ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) অনন্তর এই স্থানে সেই যজ্ঞভুক্ কৃষ্ণ বিপ্রপত্নীগণের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিয়া বলবান্ বলদেব ও গোপালগণের সহিত একত্র ভোজন করিয়াছেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে বস্ত্রহরণাদিলীলাস্থলী-দর্শনং নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।।

ইতি **বস্ত্রহরণাদিলীলাস্থলীদর্শন**-নামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টমঃ সর্গঃ।

পুনশ্চ কংসভীতেন সংমন্ত্র্য স্বজনৈঃ সহ ।
নন্দীশ্বরে নিবাসশ্চ চক্রে নন্দেন সব্রজম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) পুনরায় কংসভয়ে ভীত হইয়া স্বজনগণকে আহ্বান করিয়া নন্দমহারাজ সকল ব্রজবাসির সহিত নন্দীশ্বরে বাস করিয়াছেন।

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে মনঃস্বর্গনদীতটে ।
নিত্যং বিহরতঃ কৃষ্ণরামৌ সখিসমন্বিতৌ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) গোবৰ্দ্ধন পর্বতে রমণীয় মানসগঙ্গার দুই কূলে কৃষ্ণরাম তখন সখাগণ সহ নিত্য বিহার করিয়াছেন।

ইন্দ্রগর্ব্বনিরাসার্থং সপ্তবর্ষো হরিঃ কিল ।
গিরিং দধার হর্ষেণ স্বানাং রক্ষাং বিচিন্তয়ন্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) সপ্তবর্ষবয়স্ক হরি ইন্দ্রগর্ব নাশ করিবার উদ্দেশ্যে নিজগণের উদ্ধার-চিন্তায় আনন্দে সাতদিন পর্য্যন্ত গিরিধারণ করিয়াছেন।

নৌক্রীড়া কৃতবান্ কৃষ্ণো গঙ্গায়াং রসকৌতুকী ।
কুর্ব্বন্তি মথুরাং গোষ্ঠে লোকা গমননির্গমে ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) রসকৌতুকী কৃষ্ণ এই মানসগঙ্গায় নৌকাক্রীড়া করিয়াছেন। গোষ্ঠের লোকগণ মথুরায় প্রায়ই গমনাগমন করিতেন।

অত্র দাননিমিত্তং হি প্রস্তরাংশং বিশন্ হরিঃ ।
গোপিকা রময়ন্ রেমে ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) ভক্তানুগ্রহ করিবার জন্য হরি এই স্থানে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া দান আদায় করিবার ছলে গোপিকাদিগের সহিত বিবিধ লীলাবিনোদ করিয়াছেন।

পশ্যন্ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ স রসনকুতুকাদ্বাহ্যবৃত্তিং বিহায়
বংশীশ্রীবৎসবেত্রৈঃ কুসুমকিসলয়ৈর্মণ্ডিতং শ্যামধাম।
দানং মে দেহি রাধে রসবতি বিমলে দানপাত্রেঽবদদ্ যো
হ্যেবং তাং স্তৌতি গৌরঃস জয়তি খলু ভো রাধিকাপ্রাণনাথঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) এই দানবেদির দর্শনে সেই গৌরচন্দ্র আস্বাদনকৌতুকে বাহ্যবৃত্তিশূন্য হইয়া বংশী, শ্রীবৎস ও বেত্রাদিধারণপূর্বক কুসুম কিসলয়াদিসজ্জিত শ্যামতনু প্রকটন করিলেন এবং 'হে রসবতি রাধে! আমাকে দান দাও, আমি ত বিমল দানেরই পাত্র হে!!' এই বলিয়া যিনি তাঁহাকে স্তব করিতেছেন—সেই রাধিকাপ্রাণনাথ গৌরাঙ্গই জয়যুক্ত হউন।

তদৈব সহসা ভক্তিরসাবিষ্টোঽখিলেশ্বরঃ ।
পাষাণং সজলং কৃত্বা লিলেপ শিরসি রুদন্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তৎপরেই সহসা মহাপ্রভু ভক্তিরসাবিষ্ট হইয়া সেই পাষাণকে অশ্রুসিক্ত করিয়া নিজমস্তকে লেপন করিতে লাগিলেন।

গিরেঃ পূর্ব্বে কুণ্ডযুগ্মং পশ্য কৃষ্ণরসপ্রদম্ ।
অস্য দক্ষিণপার্শ্বে চ রাসমণ্ডলমুত্তমম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) এই পর্বতের পূর্বভাগে কৃষ্ণরসপ্রদ কুণ্ডযুগল দর্শন কর। উহার দক্ষিণপার্শ্বে অত্যুত্তম রাসমণ্ডল বিরাজমান।

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো রাসবিলাসস্থানমত্র বৈ ।
পশ্য প্রেমরসৈঃ পূর্ণৈর্ভক্তৈরেব বিভাব্যতে ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) এই স্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসবিলাসের স্থান দেখ। ইহা প্রেমরসপূর্ণ ভক্তগণেরই চিন্তনীয় স্থান।

রাধামাধবয়োরৈক্যাত্তত্তদ্ভাববিভাবিতঃ ।
তত্তল্লীলানুকরণং গৌরাঙ্গঃ সমদর্শয়ৎ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) রাধামাধবের একত্র অবস্থিতিহেতু সেই সেই ভাবে বিভাবিতমতি গৌরাঙ্গ তখন সেই সেই লীলা অনুকরণ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন।

ভাবপ্রকাশকং কৃষ্ণং প্রাহ ব্রাহ্মণসত্তমঃ ।
পর্ব্বতোপরি সংপশ্য রাধিকারাধনস্থলম্ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) তৎপরে সেই ব্রাহ্মণ-সত্তম ভাব-বিলাসী কৃষ্ণকে বলিলেন—ঐ দেখ পর্বতোপরি শ্রীরাধিকার আরাধনাস্থল।

অন্নকূটস্থলঞ্চাত্র সুরেশগর্ব্বনাশকম্ ।
ইন্দ্রোৎপাতং হরির্বীক্ষ্য গোবর্দ্ধনধরোঽভবৎ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) এই দেখ—দেবেন্দ্রের গর্বনাশন অন্নকূটস্থল—হরি ইন্দ্রের উৎপাত দেখিয়া এই গোবর্দ্ধনপর্বত ধারণ করিয়াছেন।

পর্ব্বতোপরি তং পশ্য হরিরায়াখ্যকং বিভুম্ ।
তস্যোপরি দক্ষিণেঽপি গোপালরায়সংজ্ঞকম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) ঐ পর্বতোপরি হরিরায়প্রভুকে দর্শন কর। উহার দক্ষিণপার্শ্বে আবার গোপালরায়কেও দেখ।

ইন্দ্রগর্ব্বনিরাসে চ ব্রহ্মণা চোদিতা সতী ।
সুরভী স্বর্নদীতোয়েনাভিষেকং মুদাকরোৎ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) ইন্দ্রের গর্ব্ব নাশ হইলে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রেরিতা সুরভী মন্দাকিনীর জলদ্বারা এইস্থলে গোবিন্দের অভিষেক করিয়াছেন।

গোবিন্দস্য চ বেদাদ্যৈঃ সেবিতস্য মহোত্তমে ।
কৃতাগস্কো মহেন্দ্রোঽপি যং স্তুত্বা নির্ভয়োঽভবৎ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) মহামহোৎসব করিয়া বেদাদি সকলেই তখন গোবিন্দের সেবা করিয়াছিলেন—আর অপরাধী দেবেন্দ্রও তখন তাঁহাকে স্তব করিয়া নির্ভয় হইয়াছেন।

সর্ব্বপাপহরং কুণ্ডং পশ্য পর্ব্বতদক্ষিণে ।
অস্যোপরি পঞ্চকুণ্ডং ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রসূর্য্যকম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) এই পর্বতের দক্ষিণদিকে ঐ সর্বপাপহর কুণ্ড দর্শন কর। ইহার উপরে পাঁচটি কুণ্ড আছে—ব্রহ্মকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড, ইন্দ্রকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড এবং

মোক্ষেতিকুণ্ডসংজ্ঞঞ্চ সর্ব্বপাপহরং শুভম্ ।
পশ্যন্ গৌরহরিঃ কৃষ্ণঃ প্রেম্নোবাচ দ্বিজং প্রভুঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) সর্বপাপনাশক মোক্ষকুণ্ড। ইঁহাদের দর্শনে গৌরকৃষ্ণ প্রভু প্রেমানন্দে সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—

ধন্যোঽয়ং গিরিরাজ এব জগতি শ্রীকৃষ্ণরামৌ মুদা
যত্র ক্রীড়ত এব সন্ততমহো গোপালবালৈঃ সহ।
এবং জল্পতি প্রেমপূর্ণরসদঃ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং
শ্রীগোবর্দ্ধন এব সাগ্রহমপি তং পূজয়ন্ নৃত্যতি ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) 'অহো। এই জগতে এই গিরিরাজই ধন্য, যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দভরে গোপালবালকগণসহ নিরন্তর ক্রীড়াই করিতেছেন।' পূর্ণপ্রেমরসদ গৌরাঙ্গ এই কথা বলিলে তখন স্বয়ং শ্রীগোবর্দ্ধনই আগ্রহভরে তাঁহাকে পূজা করতঃ নৃত্য করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে শ্রীগোবর্দ্ধনাদিদর্শনং নামাষ্টমঃ সর্গঃ।।

ইতি **শ্রীগোবর্দ্ধন-দর্শন**-নামক অষ্টম সর্গ।

নবমঃ সর্গঃ।

অত্রৈব যমুনানীরে দ্বাদশীব্রতকর্শিতঃ ।
বরুণেন হৃতো নন্দঃ কৃষ্ণদর্শনকাম্যয়া ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) এই স্থলেই যমুনাজলে নন্দমহারাজ দ্বাদশীব্রতাচরণজন্য স্নান করিতে থাকিলে বরুণ কৃষ্ণদর্শনলোভে তাঁহাকে স্বলোকে লইয়া গিয়াছিলেন।

জ্ঞাত্বা ততোঽপি ভগবান্ স্বয়ং পিতরমানয়ৎ ।
ব্রহ্মকুণ্ডে মজ্জয়িত্বা স্বজনং ব্রহ্মলোকতঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) স্বয়ং ভগবান্ এই ব্যাপার অবগত হইয়া বরুণলোক হইতে পিতাকে আনয়ন করিয়াছেন। ব্রহ্মকুণ্ডে নিজজন গোপগণকে নিমজ্জিত করিয়া ব্রহ্মলোক দেখাইয়া পুনরায়

আনিনায় পুনর্বৃন্দারণ্যঃ গোপকুলং বিভুঃ ।
তৎ কুণ্ডং পরমং রম্যং পশ্য কৃষ্ণ সুদুর্লভম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) প্রভু কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বৃন্দাবনে আনয়ন করিয়াছিলেন। হে গৌরকৃষ্ণ! ঐ পরমরমণীয় সুদুর্লভ কুণ্ডটীকে দর্শন কর।

অশোককাননং রম্যং ব্রহ্মকুণ্ডস্য চোত্তরে ।
শ্রীরাধয়া সহ কৃষ্ণো যত্র ক্রীড়তি পশ্য তৎ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে শ্রীরাধাসহ শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থল ঐ রম্য অশোককানন দর্শন কর।

কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়ান্তু দেবদেবেশ্বরো হরিঃ ।
চকার রাসং গোপীভির্যত্র শ্রীশ্যামসুন্দরঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় দেবদেবেশ্বর হরি শ্রীশ্যামসুন্দর গোপীগণের সহিত ঐ স্থানে রাস করিয়াছিলেন।

তদৈব রসিকাগ্রণীঃ স খলু গৌরচন্দ্রো হরি-
র্মহামণিনিভদ্যুতিঃ প্রকটমেব ব্যক্তীভবন্ ।
স রাসরসতাণ্ডবৈর্বিবিধরম্যবেশোজ্জ্বলৈঃ
রত্নোক্ষিতসুলক্ষিতৈর্জয়তি ভক্তবর্গৈঃ প্রভুঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) তৎক্ষণাৎই সেই রসিকচূড়ামণি প্রভু গৌরহরি প্রকটভাবেই ইন্দ্রনীলমণিবৎ দ্যুতিমালা প্রকাশপূর্বক রত্নাদিবিবিধ সুন্দর রম্যবেশে

উজ্জ্বলীকৃত হইয়া ভক্তবর্গের সহিত রাসরস তাণ্ডব নৃত্যাদির আচরণে বিজয় করিতে লাগিলেন।

প্রফুল্লমধুরদ্যুতিঃ সরসরম্যবৃন্দাবনং
বসন্তবনমারুতৈঃ প্রকটয়ন স রাসোৎসবৈঃ ।
সুরম্যমপি কিং ব্রুবে সকলমেব রাসস্থলং
স গোপীজনবল্লভো মদনগর্ব্বখর্ব্বী বভৌ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) গৌরহরি তখন সরস রম্য বৃন্দাবনদেশে বসন্তবনবায়ু প্রবাহিত করিয়া রাসোৎসব প্রকটনে প্রফুল্ল মধুর কান্তি বিস্তার করিলেন এবং অধিক আর কি বলিব—সমগ্র রাসস্থলকেই অধিকতর সুরম্য করিয়া সেই মদনগর্বনাশন গোপীজন-বল্লভই প্রকাশ পাইলেন!!

দৃষ্ট্বা বিপ্রস্তথাভূতং তথাপীশ্বরমায়য়া ।
বৃতং স দর্শয়ামাস পূর্ব্বলীলাস্থলীং শুভাম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) সেই ব্রাহ্মণ এই ব্যাপার-পরম্পরা দেখিয়াও কিন্তু চৈতন্যমায়াবশবর্ত্তী হইয়া প্রভুকে পুনরায় শুভ পূর্বলীলাস্থলীসমূহ দেখাইতে লাগিলেন!

অতস্তং পশ্য গোবিন্দো বংশীবটসমীপতঃ ।
স্থিতো জগৌ কামবীজং গোপীজনবিমোহনম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) এই স্থানে দেখ—গোবিন্দ ঐ বংশীবটের নিকটে দাঁড়াইয়া গোপীজনবিমোহন কামবীজ গান করিয়াছিলেন!!

শ্রুত্বা সুললিতং গানং গোপ্যস্তত্র সমাযযুঃ ।
তাভ্যঃ প্রেমমদাদ্বাহ্যং কৃষ্ণো ধর্ম্মমশিক্ষয়ৎ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) সেই সুললিত সঙ্গীত-শ্রবণে গোপীগণ সেইস্থলে সমবেত হইয়াছিলেন—প্রেমমদভরে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বাহ্য ধর্ম উপদেশ করিয়াছেন।

তাসাং বিশুদ্ধসত্বঞ্চ ভাবদাতা চ প্রেমদঃ ।
চকার রাসমপ্যত্র কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) তাঁহাদিগের হৃদয়ে বিশুদ্ধসত্ত্ব, ভাব ও প্রেমদানকারী যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ এইস্থলে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন।

অত্র তং পশ্য গৌরাঙ্গ গোবিন্দরসকৌতুকী ।
বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ চকার রসবল্লভঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) হে গৌরাঙ্গ। এইস্থলে রসবল্লভ রসকৌতকী গোবিন্দ বৃন্দাবনাধিপত্য করিয়াছিলেন।

এবং রাসরসামোদী গোপীনাং রাগবৃদ্ধয়ে ।
একামাদায় সহসা তিরোভূতোঽত্র পশ্য তৎ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) এইস্থলে বাসরসামোদী কৃষ্ণ গোপীদের অনুরাগ বৃদ্ধি করিতে মুখ্যতমা গোপীকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

তস্যাঃ সুচরিতং কেন বর্ণ্যতে শ্রূয়তেঽথবা ।
যস্যাঃ প্রেমপরাধীনস্তাং হি স্বাধীনভর্ত্তৃকাম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) সেই গোপীর সুচরিত্র কে বর্ণিতে পারে আর কেই বা শ্রবণ করিতে পারে? তাঁহারই প্রেমপরতন্ত্র হইয়া কৃষ্ণ স্বাধীনভর্ত্তৃকা-ভাবপন্না তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন!!

তত্যাজ কৌতুকী কৃষ্ণস্থিতোঽস্যাঃ সন্নিধিং হসন্ ।
সাঽপি কৃষ্ণং ন পশ্যন্তী বিহ্বলা তৎসখীজনাঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) কৌতুকী কৃষ্ণ ইঁহার সমীপদেশ হইতে সঙ্গোপনে থাকিয়া হাসিতেছিলেন। তিনিও কৃষ্ণকে না দেখিয়া বিহ্বলা হইলেন। তাঁহার সখীগণ

মিলিতাঃ কৃষ্ণজন্মাদিলীলাতন্ময়তাং যযুঃ ।
গোপ্যঃ প্রেমপরাধীনাস্তত্তদ্রূপপ্রকাশিকাম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) মিলিত হইলে তাঁহারা সকলে প্রেমবশ হইয়া তখন কৃষ্ণের জন্মাদি লীলাগানে ও তদনুকরণে তন্ময় হইয়া গেলেন।

তাভ্যঃ স্ববিরহব্যাধিপীড়িতাভ্যো নিজাং তনুম্ ।
প্রহসন্ দর্শয়ামাস কৃষ্ণো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) তাঁহারা কৃষ্ণ বিয়োগার্ত্তিভরে পীড়িত হইলে তখন নারায়ণ কৃষ্ণ স্বয়ং হাসিতে হাসিতে দর্শন দিলেন।

তাভিঃ সম্মানিতঃ কৃষ্ণঃ পরিহাসে পরাজিতঃ ।
রাসং চকার ধর্ম্মজ্ঞো মণ্ডলীং পরিকল্পয়ন্ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) তাঁহাদের প্রদত্ত মানে সম্মানিত হইয়া এবং পুনরায়

পরিহাসোক্তিতে পরাজয় স্বীকার করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ তিনি মণ্ডলীবন্ধনে রাস রচনা করিলেন।

বিলাসরসমাধুরীরসমদেন মত্তঃ কিল
সংনীয় সুবলো জনান্ যমভগিনিতীরং হরিঃ ।
প্রকাশ্য বহুরূপতাং জগদনঙ্গসম্মর্দ্দনো
ররাজ ব্রজসুন্দরীনিজভুজৈস্ত বদ্ধঃ স্বয়ম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) বিলাস-রসমাধুরী-রসমদে মত্ত হইয়া বলবান্ হরি তাঁহাদিগকে যমুনাতীরে আনয়ন করিলেন এবং প্রাকৃত অনঙ্গের মন্মথস্বরূপে স্বয়ং বহুরূপ প্রকাশ করিয়া ব্রজসুন্দরীদের ও নিজের ভুজে ভুজে পরস্পর আলিঙ্গিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন।

শ্রুত্বা রাসবিলাসবৈভবরসং শ্রীগৌরচন্দ্রো হরিঃ
প্রেমোন্মাদবিভিন্নধৈর্য্যনিবহো মাধুর্য্যসারোজ্জ্বলঃ ।
রাধাকৃষ্ণং ব্রজবধূগণৈর্বেষ্টিতং সংবিভাব্য
প্রাকট্যং তৎ স্বাত্মনি তয়োর্দর্শয়ন্ সংবভৌ স্ম ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) এই রাসবিলাস-বৈভবরস শ্রবণ করিয়া গৌরহরি প্রেমোন্মাদে ধৈর্য্য লুপ্ত হওয়ায় মাধুর্য্যসারোজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রজবধূগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছেন'—এই চিন্তা করিতে করিতে নিজের দেহেই তাঁহাদের উভয়ের প্রাকট্য দেখাইয়া সম্যক্‌রূপে বিরাজমান হইলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে মহারাসস্থলীদর্শনং নাম নবমঃ সর্গঃ।

ইতি **মহারাসস্থলীদর্শন**-নামক নবম সর্গ।

দশমঃ সর্গঃ।

ততশ্চ পশ্যাত্র বসন্তবেশৌ শ্রীরামকৃষ্ণৌ ব্রজসুন্দরীভিঃ ।
চিক্রীড়তুঃ স্বস্বযূথেশ্বরীভিঃ সমং রসজ্ঞৌ কলধৌতমণ্ডিতৌ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অনন্তর এইস্থলে দেখ—বসন্তবেশে সজ্জিত রসজ্ঞ ও স্বর্ণাভরণে অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ নিজ যূথেশ্বরী ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত (হোরী) ক্রীড়া করিয়াছেন।

নৃত্যন্তৌ গোপীভিঃ সার্দ্ধং গায়ন্তৌ রভসান্বিতৌ ।
গায়ন্তীভিশ্চ রামাভির্নৃত্যন্তীভিশ্চ শোভিতৌ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তাঁহারা উভয়ে গোপীদের সহিত নৃত্য করিতে করিতে রসাবেশে গান করিতেছিলেন। সঙ্গীত-পরায়ণা ও নৃত্যকুশলা রমণীগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা শোভিতও হইয়াছিলেন।

তয়োরিত্থং বিহরতোঃ শঙ্খচূড়শ্চ দুর্ম্মতিঃ ।
কদর্থয়ন্ গোপীজনান তাভ্যাং সমুপলক্ষিতঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) দুইভাই এইরূপে বিহার করিতে থাকিলে দুর্মতি শঙ্খচূড় আসিয়া গোপীদিগকে লাঞ্ছনা করিতে লাগিল—দুই ভাই এই অসুরকে দেখিলেন।

হৃতমস্য শিরোরত্নং কৃষ্ণেনাপি হতঃ খলঃ ।
দত্তং শ্রীবলদেবায় মণিরত্নং স্যমন্তকম্ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) শ্রীকৃষ্ণ উহার শিরোরত্ন আহরণ করিয়া সেই খলকে নিহত করিলেন এবং মণিরত্ন স্যমন্তকটি শ্রীবলদেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

পশ্যন্তীনাঞ্চ গোপীনাং শ্রীকৃষ্ণেন সকৌতুকম্ ।
তেনাপি তন্নিজপ্রেষ্ঠৈর্দত্তং তৎপ্রেয়সীং প্রতি ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) গোপীগণ ঐ মণির প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিলেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকভরে জ্যেষ্ঠহস্তেই দিলেন। আবার বলদেবও ঐ মণিটি নিজ প্রিয়তম জনগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধার সমীপে পাঠাইয়াছিলেন।

গোভিঃ সমং প্রতিবনং প্রতিগচ্ছতোঃ শ্রীবক্ত্রং মুকুন্দবলয়োর্ব্রজসুন্দরীভিঃ ।
অক্ষণ্বতাং ফলমিদমিতি গীতমত্র শৃণ্বন্ প্রভুঃ পুলকিতঃ কিল রোরবীতি ।।৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) গোগণের সহিত প্রতিবনে গমনকারী শ্রীরামকৃষ্ণের সুন্দর বদন দেখিয়া ব্রজসুন্দরীগণ এইস্থলে 'চক্ষুষ্মান্ জনদিগের অক্ষিধারণের এই ফল' বলিয়া যে সঙ্গীতালাপ করিয়াছিলেন—তাহার শ্রবণে প্রভু পুলকিত হইয়া পুনঃ পুন রোদন করিয়াছিলেন।

কুমুদাখ্যবনং পশ্য শ্রীদামসুবলাদিভিঃ ।
সহ সংক্রীড়তঃ কৃষ্ণরামৌ যত্র সুনির্ভরম্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) এই কুমুদবন দর্শন কর—এইস্থানে শ্রীদাম সুবলাদির সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ মহানন্দে ক্রীড়া করেন।

অত্র সরস্বতীতীরে অম্বিকাখ্যং বনং জনৈঃ।
পূজ্যতে শঙ্করো দেবো গৌরী চ ব্রজবাসিভিঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) এই সরস্বতীতীরে অম্বিকানামক বনে ব্রজবাসিগণ দেবাদিদেব শঙ্কর ও গৌরীকে পূজা করেন।

মুনেঃ শাপাৎ সর্পদেহং প্রাপ্তো নাম সুদর্শনঃ ।
নন্দার্দ্ধং গিলিতে কৃষ্ণেনোদ্ধৃতঃ পাদসংস্পৃশন্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) সুদর্শন নামক বিদ্যাধর অঙ্গিরা ঋষির পুত্রের শাপে সর্পদেহ ধারণপূর্বক এস্থানে ছিল। নন্দমহারাজের অর্দ্ধেক শরীর এই সর্প গিলিলে কৃষ্ণ উহাকে চরণস্পর্শদানে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

গন্ধর্ব্ব ইতি বিখ্যাতস্তস্থৌ সন্তোষয়ন্ হরিম্ ।
যযাবত্র নিজং ধাম কৃষ্ণসংকীর্ত্তনৈর্মুদা ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) সেই সর্প পুনরায় গন্ধর্বস্বরূপে এই স্থলে হরির সন্তোষ করিয়া কৃষ্ণগুণানুবাদ করিতে করিতে আনন্দে স্বধামে গমন করিয়াছিল।

বৃষভানুপুরং পশ্য যত্র বৃন্দাবনেশ্বরী ।
প্রাদুর্ভূতা মহালক্ষ্মী রাধা কৃষ্ণবিলাসিনী ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) এই বৃষভানুপুর দেখ—এইস্থলে বৃন্দাবনেশ্বরী মহালক্ষ্মী কৃষ্ণবিলাসিনী শ্রীরাধা প্রাদুর্ভূর্ত হইয়াছেন।

গিরিং রৈবতকং পশ্য বলদেবো রসাগ্রণীঃ ।
যত্র গোপীজনৈঃ ক্রীড়ন্ দ্বিবিদং পরিচূর্ণয়ৎ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) এই রৈবতক পর্বত দেখ—এইস্থানে রসিকরাজ বলদেব গোপীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে দ্বিবিদকে নিহত করিয়াছিলেন।

যযৌ যামুনকং তীরং কালিন্দীং তাং বিকর্ষয়ন্ ।
যথেচ্ছং জলমাবিশ্য ক্রীড়ন্ গোপীভিরচ্যুতঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) তৎপরে তিনি কালিন্দীকে আকর্ষণ করিয়া যমুনাতীরে গিয়াছিলেন। তৎপরে কৃষ্ণ জলে প্রবেশপূর্বক গোপীগণের সহিত যথেচ্ছ কেলিবিলাসাদি করিয়া

তীরমাসাদ্য বাসোভিবিভূষ্য ভূষণৈর্বরৈঃ ।
গোপীভিস্তা ভূষয়িত্বা ক্রীড়তি কৃষ্ণকৌতুকী ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) গোপীগণসহ তীরে আসিলেন এবং সকলকে বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট আভরণাদিদ্বারা ভূষিত করিয়া কৌতুকী কৃষ্ণ ক্রীড়া করিলেন।

নন্দগ্রামোত্তরে পশ্য পাবনাখ্যং সরোবরম্ ।
যত্র নন্দস্য গোবৎসাশ্চরন্তি কৃষ্ণপালিতাঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) নন্দগ্রামের উত্তরে এই 'পাবনসরোবর' 'দেখ—এইস্থানে নন্দমহারাজের গোবৎসসমূহ কৃষ্ণের অধীনে চরিয়া থাকে।

নন্দীশ্বরপশ্চিমে চ বনং হি কাম্যপূর্ব্বকম্ ।
পিচ্ছলাখ্যঃ পর্ব্বতোঽয়মত্র তিষ্ঠতি নির্ম্মলঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) নন্দীশ্বরের পশ্চিমে এই কাম্যবন বিরাজিত—এইস্থলে নির্মল 'পিচ্ছল' পর্বত বর্ত্তমান।

পিচ্ছলে খেলতঃ কৃষ্ণরামৌ চ বালকৈঃ সহ ।
অরিষ্টকেশিব্যোমাদ্যা বৃষাশ্বমেষরূপিণঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) এই পিচ্ছল পর্বতে শ্রীকৃষ্ণরাম বালকগণ সহ খেলা করেন। অরিষ্ট, কেশী ও ব্যোমসুরাদি বৃষ, অশ্ব ও মেষরূপ-ধারণে

পঞ্চত্বমাপিতঃ কৃষ্ণাৎ সর্ব্বমোক্ষাধিকারিণঃ ।
কৃষ্ণোঽপি বালকৈঃ সার্দ্ধং যত্র ক্রীড়তি সর্ব্বদা ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) কৃষ্ণ-সবিধে আসিলে সেই সর্বমোক্ষদায়ক কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। এই স্থানে গোপবালকগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা ক্রীড়া করেন।

খদিরাখ্যং বনং রম্যং ফলপুষ্পসমন্বিতম্ ।
মন্দবায়ুভিরাকীর্ণং পশ্য গৌরাঙ্গসুন্দর ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) হে গৌরাঙ্গসুন্দর! এই রমণীয় ফলপুষ্প-সমন্বিত 'খদির' বন দেখ—ইহা মৃদু মন্দ সমীরণদ্বারা নিত্য শীতলীকৃত হইতেছে।

অত্রৈব গোপীভিঃ সার্দ্ধং রাধাকৃষ্ণৌ নিরন্তরম্ ।
ক্রীড়তঃ কৌতুকাবিষ্টৌ ক্রয়বিক্রয়লীলয়া ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) এই স্থানেই রাধাকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত নিরন্তর কৌতুকাবেশে ক্রয়বিক্রয়-লীলাবিনোদে খেলা করেন।

নিকুঞ্জনবমল্লিকানবতমালসালার্জ্জুনৈ-
রশোকনবমাধবীনবরসালসংঘৈঃ কিল ।
ময়ূরশুককোকিলৈ রভসমেব সংশোভিতে
সুপুষ্পপরিসংস্থিতৌ জয়ত এব রাধামাধবৌ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) নিকুঞ্জের নবমল্লিকা, নবতমাল, সাল ও অর্জ্জনাদি দ্বারা এবং অশোক, নবমাধবী ও নবাম্রাদি দ্বারা সুমণ্ডিত-ময়ূর, শুক ও কোকিলাদি কর্ত্তৃক মুখরিত ও সংশোভিত এই স্থলে সুন্দর পুষ্পবিতানের উপরে সংস্থিত শ্রীরাধামাধবই জয়যুক্ত হউন।

সুরম্যসখীচাতুরীচরিতচারুবংশীস্বনৈঃ
প্রগল্‌ভতরুণীজনৈর্হসিতগীতনৃত্যোৎসবৈঃ ।
সহৈব সততং স্মরমদনযুক্তলীলাপরৌ
রাসেশ্বরী-রাসেশ্বরৌ রসবিশেষপালোৎসুকৌ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) সুন্দরী রমণীয়া সখীগণের চাতুরী ও চরিত্রে (সেবানৈপুণ্যে) এবং মোহন বংশীনিনাদে— প্রমত্ত তরুণীগণের হাস্য, গীত এবং নৃত্যোৎসবে উদ্দীপিত নিরন্তর মন্মথমথন-লীলাপরায়ণ রাসেশ্বরী ও রাসেশ্বর রসবিশেষ-পালনে অর্থাৎ মহারসময় ভোগবিলাসে উৎসুক হইয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণবিলাসবৈভবরসং শ্রুত্বা রুদন্নপ্যসৌ
তত্তদ্রূপপ্রকটনপরো মাধুরীধুর্য্যসারম্ ।
ব্যক্তীকৃত্য স জগতি পুনর্গোষ্ঠভাবেন পূর্ণঃ
সান্দ্রানন্দো বিজয়তি পরং শ্রীশচীনন্দনোঽয়ম ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) মহাপ্রভু রাধাকৃষ্ণের বিলাসবৈভবরস-শ্রবণে রোদন করিতে করিতে মহামাধুর্য্য-নির্য্যাস ব্যক্ত করিয়া ঐ ঐ (রাধাকৃষ্ণ)রূপই প্রকটন করিলেন এবং পুনরায় গোষ্ঠভাবে পূর্ণ হইয়া সান্দ্রানন্দ এই শচীনন্দন বিজয় করিতেছেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে শ্রীনিকুঞ্জযমুনাদিদর্শনং
নাম দশমঃ সর্গঃ।।

ইতি **নিকুঞ্জযমুনাদি-দর্শন-নামক** দশম সর্গ।

একাদশঃ সর্গঃ।

এবং স নিত্যলীলাভির্দিব্যতি ব্রজভূমিষু।
প্রকটানুমতেনাপি কথ্যতে যত্তথা শৃণু ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) এইরূপে সেই কৃষ্ণ নিত্যলীলাদি করিয়া ব্রজভূমিতে বিহার করিতেন। প্রকটলীলাবলম্বনে এক্ষণে যাহা কথিত হইতেছেন—তাহাও শ্রবণ কর।

কংসেন প্রহিতোঽক্রূরো রথেনাগতবান্ পথি ।
স্মরন্ শ্রীরামকৃষ্ণৌ চ তয়োর্দ্দর্শনলালসঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) কংস-প্রেরিত অক্রূর রথ লইয়া আসিতে আসিতে পথে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ করিয়া তাঁহাদের দর্শনজন্য লালসান্বিত হইলেন।

নানামনোরথৈঃ পূর্ণঃ প্রেমাশ্রুপুলকৈর্বৃতঃ ।
দদর্শ চরণাম্ভোজচিহ্নমত্রৈব পাবনম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) নানামনোরথ-পূর্ণ হইয়া প্রেমাশ্রুপুলকে ব্যাপ্ত দেহে তিনি এই স্থলে পবিত্র চরণকমল-চিহ্ন দেখিয়াছিলেন।

রথাদুত্থায় শিরসি ধূলিমাদায় সত্বরম্ ।
দণ্ডবৎ পতিতো ভূমৌ দৃষ্ট্বা শ্রীরামকেশবৌ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) রথ হইতে অবতরণ পূর্বক তিনি ঐ চরণধূলি সত্বর মস্তকে ধারণ করিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন।

আভ্যাং সম্মানিতো নীতঃ স্বগৃহং পরমাদরাৎ ।
পূজিতঃ স্বন্নপানার্দ্যৈর্নন্দেন সুমহাত্মনা ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) দুই ভাই সম্মান করিয়া ইহাকে পরমাদরে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। মহাত্মা নন্দ মহারাজ অত্যুত্তম অন্নপানাদি দ্বারা ইঁহার বিধিমত সৎকার করিলেন।

কংসচিকীর্ষিতং শ্রুত্বা রামকৃষ্ণসমন্বিতঃ ।
নন্দ আঘোষয়দ্ গোষ্ঠং মথুরাগমনায় চ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) কংসের কার্য্যকলাপ-শ্রবণে রামকৃষ্ণ-সমন্বিত নন্দ গোষ্ঠমধ্যে এই ঘোষণা দিলেন যে আমাদিগকে মথুরায় যাইতে হইবে।

এবং শ্রুত্বা পরমসুখদৌ রামকৃষ্ণৌ দদর্শ চ।
বাৎসল্যে সারভূতা সা যশোদা রামকৃষ্ণয়োঃ ।
করং ধৃত্বা ক্রোড়ীকৃত্য বভাষে সত্বরং হরিম্ ।। ৭,৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭,৮) ব্রজবাসিগণ এই ঘোষণা শুনিয়া পরমসুখদ রামকৃষ্ণের প্রতিই নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। মহাবাৎসল্যময়ী সেই যশোদা শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে ধারণপূর্বক শীঘ্র ক্রোড়ে বসাইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন—

ততঃ কিং মাং পরিত্যজ্য মথুরাং গন্তুমিচ্ছথঃ ।
ন দৃষ্ট্বা মুখচন্দ্রং বাং কথং ধাস্যামি জীবিতম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) 'তোমরা কি দুইজনেই আমাকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ? তোমাদের মুখচন্দ্র না দেখিয়া আমি কি প্রকারে জীবনধারণ করিব?'

ন হি ন হীতি মাতস্ত্বৎসন্নিধিং ক্রোড়মাস্থিতৌ ।
তিষ্ঠাবস্ত্বং বিজানীয়াঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ।। ১০ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) তখন তাঁহারা উত্তর দিলেন 'না, না ; মা, তোমার নিকট তোমারই ক্রোড়ে সদাকাল থাকিব, এই কথা তুমি নিশ্চয় জানিবে ; অতি সত্য কথা, ইহাতে আর সংশয় নাই।'

শ্রুত্বা প্রেমপরীতাত্মা চুম্বমানা মুখং তয়োঃ ।
স্থিরীভূত্বা সুখং মেনে রামকৃষ্ণৌ হৃদি স্থিতৌ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) তাঁহাদের কথা শ্রবণে প্রেমপূর্ণহৃদয়া মাতা পুত্রদ্বয়ের মুখ চুম্বন করিতে করিতে প্রকৃতিস্থ হইয়া সুখানুভব করিলেন এবং ভাবিলেন যে রামকৃষ্ণ ক্রোড়েই আছে।

এতন্মধ্যে পরমবিবশা দুঃখসন্তপ্তচিত্তা
শূন্যং মত্বা সকলভুবনং দাসিকাঃ পৃচ্ছমানা ।
কোঽসৌ দূরাৎ শমনসদৃশ আগতো রাজদূতো
নন্দদ্বারি সকলব্রজজনপ্রাণসংবাধকারী ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) আবার ক্ষণকালমধ্যে তিনি মহাবিবশ ও দুঃখসন্তপ্তচিত্ত হইয়া এবং সকল জগৎ শূন্য দেখিয়া দাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল দেখি, কে ঐ যমতুল্য রাজদূত দূরদেশ হইতে রাজদ্বারে আসিয়া সকল ব্রজজনের প্রাণপীড়া উপস্থিত করিল রে!!'

শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা রামকৃষ্ণাত্মকেহয়া ।
নানাভাবৈরুপেতাস্তা দিব্যোন্মাদসুলক্ষণাঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) ব্রজরামাগণ সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাভাবিক চেষ্টার কথা শুনিয়া দিব্যোন্মাদ-লক্ষিত নানাবিধ ভাববিকারপ্রাপ্ত হইলেন।

এতন্মধ্যে স্বস্বপার্শ্বে সর্ব্বাস্তা ব্রজসুভ্রুবঃ ।
স্বস্বনাথং সুখেনৈব পশ্যন্ত্যঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) আবার এই সময়েই ব্রজসুন্দরীগণ নিজ নিজ পার্শ্বে নিজ নিজ প্রাণনাথকে সুখেই দর্শন করিয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন।

তদ্দর্শনমহানন্দৈঃ সম্পূর্ণাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ।
কেন সংবর্ণ্যতে হ্যাসাং প্রেমবৈভবলক্ষণম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) কৃষ্ণবল্লভাগণ তাঁহার দর্শনজ মহানন্দে বিভোর হইলেন। অহো! ইহাদের প্রেমসম্পত্তি-মহিমা কেই বা বর্ণন করিতে পারে?

স্বস্বযুথেশ্বরী সর্ব্বা গোপিকা প্রেমরূপিণী ।
আয়াস্যে শীঘ্রমেবেতি গিরাশ্বাস্য করদ্বয়ম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) প্রেমময়ী স্ব স্ব যূথেশ্বরী প্রভৃতি সকল গোপিকাকেই তিনি 'শীঘ্রই আসিব' বলিয়া আশ্বাস দিলেন এবং নিজ করদ্বয়ে তাঁহাদের করদ্বয়

ধৃত্বাসাং স্বকরাভ্যাং তৌ চুম্বনালিঙ্গনাদিভিঃ ।
স্বাধীনতাং সংপ্রকাশ্য রামকৃষ্ণৌ বিজহ্রতুঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) ধারণপূর্বক চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি-দানে তাঁহাদের অধীনতা প্রকাশ করিয়া রামকৃষ্ণ বিহার করিতে লাগিলেন।

ততঃ সর্ব্বব্রজানন্দ-রামকৃষ্ণসমন্বিতঃ ।
মনোগঙ্গাং সমুত্তীর্য্য যযৌ ব্রজপুরাৎ পুরীম্ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) অনন্তর সমগ্র ব্রজজনের আনন্দপ্রদ শ্রীরামকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া অক্রূর মানসগঙ্গা পার হইয়া ব্রজপুর হইতে মথুরাপুরীর দিকে যাত্রা করিলেন।

অক্রূরশ্চ কিয়দ্দূরং গত্বা রামজনার্দ্দনৌ ।
স্নাতুং যমুনামাবিশ্য রথস্থৌ তৌ দদর্শ হ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) কিছুদূর গিয়া অক্রুর স্নানার্থে যমুনায় প্রবেশ করিয়াও সেই রামকৃষ্ণকে রথমধ্যেই দেখিতে পাইলেন।

তয়োর্বিভূতিং সংপশ্যন্ প্রণম্য বিস্ময়ান্বিতঃ ।
শ্রুত্বা বহুবিধং তাভ্যাং সহিতো মথুরামগাৎ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) দুই ভাইয়ের বিভূতি দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত অক্রূর প্রণামপূর্বক বহু কথা শ্রবণ করিতে করিতে তাঁহাদের সহিত মথুরায় আগমন করিলেন।

সুদুর্ম্মুখাখ্যরজকং নিহত্য বস্ত্রসংঘশঃ ।
গৃহীত্বাতঃ সুদাম্নো হি গৃহং তৌ জগ্মতুঃ সহ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) 'সুদুর্মুখ' নামক রজককে বধ করিয়া বস্ত্রসমূহ পরিধান পূর্বক তাঁহারা তখন সুদামা নামক মালাকারের গৃহে উপনীতা হইলেন।

ততঃ সগণয়োঃ সোঽপি তয়োর্বেশং চকার হ ।
কুব্জাপি চ তয়োরঙ্গং চন্দনেনাভ্যভূষয়ৎ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) সেই সুদামা সগণ দুইভাইকে বেশভূষায় সাজাইলেন। কুব্জাও দুইজনকে চন্দনাদি দ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া দিলেন।

কৃত্বা তাং রূপসম্পূর্ণাং ধনুর্ভঙ্গঞ্চ মাধবঃ।
সরামঃ শকটং গত্বা মাতুর্দত্তমভোজয়ৎ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) কুব্জাকে রূপসী করিয়া ধনুর্ভঙ্গপূর্বক মাধব বলদেবের সহিত শকটে গিয়া মাতৃদত্ত দ্রব্যাদি ভোজন করিলেন।

রজন্যাং সহ রামেণ নন্দক্রোড়গতো হরিঃ ।
লাল্যমানঃ সুখং তেন সুষ্বাপ ভক্তবৎসলঃ ।। ২৪ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) রাত্রিকালে বলরামের সহিত ভক্তবৎসল কৃষ্ণ নন্দ মহারাজের ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তৎকর্ত্তৃক লালিত হইতে হইতে সুখে নিদ্রিত হইলেন।

এতৎ শ্রুত্বা শ্রীগৌরাঙ্গস্তত্তদ্ভাববিভাবিতঃ ।
বভূব স রসাবিষ্টঃ কৃষ্ণদাসোঽপি বিস্মিতঃ ।। ২৫ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) ইহার শ্রবণে শ্রীগৌরাঙ্গ সেই সেই ভাবে বিভাবিত ও রসাবিষ্ট হইলেন এবং বিপ্র কৃষ্ণদাসও বিস্মিত হইলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে অক্রূরগমনাদিলীলাশ্রবণং নামৈকাদশঃ সর্গঃ।।

ইতি অক্রূরগমনাদিলীলা-শ্রবণ-নামক একাদশ সর্গ।

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

কৃষ্ণদাসস্ততঃ প্রাহ শৃণু কংসস্য চেষ্টিতম্ ।
যৎ কৃতং তেন দুষ্টেন তৎ কিঞ্চিৎ কথ্যতেঽধুনা ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অনন্তর কৃষ্ণদাস বলিলেন—'এক্ষণে কংসের বিবিধ চেষ্টার কথা শ্রবণ কর। সেই দুষ্ট যাহা যাহা করিয়াছে—তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি।

মৃত্যুদূতং বহুবিধং দৃষ্ট্বা রাত্রৌ সুদুর্ম্মনাঃ ।
কংসো মঞ্চাদিকং সর্ব্বং কারয়ামাস সত্বরম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) সেই সুদুর্মনা কংস রাত্রিকালে বহুবিধ মৃত্যুদূত দেখিয়া সত্বর মঞ্চাদি রচনা করাইলেন।

মঞ্চোপরিস্থিতঃ সোঽপি চাবাহ্য বন্ধুবান্ধবান্ ।
সমানায্য তদুপরি সংস্থাপ্য প্রাহ দুর্ম্মদঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) মঞ্চোপরি অবস্থান পূর্বক বন্ধুবান্ধবদিগকে আহ্বান করিয়া ঐ স্থলে বসাইয়া দুর্মদ কংস বলিলেন—

আনীয় নন্দঞ্চ সগোপবৃন্দং নিবেশ্য মঞ্চোপরি সম্ভ্রমেণ।
কুত্র স্থিতৌ তৌ বরযুদ্ধকৌতুকী পশ্যামি যুদ্ধঞ্চ তয়োঃ সুনির্ভরম্ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) 'গোপগণসহ নন্দকে আনিয়া সম্ভ্রমভরে মঞ্চোপরি বসাও, সেই বালক দুইটি কোথায় আছে হে? আমি মহাযুদ্ধ-কৌতুকী, আমি তাহাদের ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে চাই।'

ততঃ পরং রামজনার্দ্দনৌ প্রভু দ্বারস্থিতং কুঞ্জররাজমেব ।
হত্বা চ তং তৌ চ গৃহীতদন্তৌ প্রজগ্মতুরেব সুরঙ্গভূমিম ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তৎপরে প্রভুদ্বয় রামকৃষ্ণ দ্বারস্থিত 'কুবলয়াপীড়' নামক করিবরকে নিহত করিয়া দন্তদ্বয় উৎপাটিত করত মহারঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

চাণূরমুষ্টী সগণৌ নিহত্য কংসঞ্চ সর্ব্বৈরভিনন্দিতৌ সুখম্ ।
ততঃ পিতৃভ্যামুপলালিতৌ তৌ নন্দং সমাসাদ্য মুদাহতুস্তম্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) চানূর ও মুষ্টিককে সগণ হত্যা করিয়া পরে কংসকেও বিনাশ করিলে সকলে সুখে তাহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। তখন দেবকী

ও বসুদেব তাঁহাদিগকে লালন করিতে থাকিলে তাঁহারা আনন্দে নন্দ মহারাজের নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিলেন—

পিতঃ কিয়ন্তং মথুরাং দিদৃক্ষে কালং ভবান্ মে যদি সুপ্রসন্নঃ ।
তদা হি সর্ব্বং সুখমেব মে পিতর্মদগ্রজো যাতু ত্বয়া সমং সুখী ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) 'হে পিতঃ! কিছুদিনের জন্য মথুরা দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে—যদি তুমি সুপ্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা দাও, তবে আমার সকল সুখই হয়। আমার অগ্রজ সুখে তোমার সহিত ব্রজে যাইতে পারেন।'

শ্রুত্বা নন্দো হসন্ প্রাহ বালোঽসি ত্বং নিরঙ্কুশঃ ।
মত্তসিংহসমঃ কেন শাসিতুং শক্যতে ভবান্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) শ্রীকৃষ্ণবাক্য শ্রবণে নন্দ মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'তুমি বালক (অজ্ঞ), নির্বিঘ্ন মত্তসিংহের সদৃশ, তোমাকে কে শাসন করিতে পারিবে?

বলরাম পুনশ্চাত্র ভবান্ হি স্থাতুমর্হতি ।
যথা গবাং চারণার্থং বৃন্দাবনগতঃ ক্বচিৎ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) বলরাম আর তুমি এইস্থানে না হয় থাকিতে পার, যেমন গোচারণ উদ্দেশ্যে কখনও বৃন্দাবন গিয়াছ, (তদ্রূপ দুইজনে একত্র থাক)।

সমালিঙ্গ্য সুখেনৈব তাভ্যাং বন্দিত আদরাৎ ।
যযৌ নন্দীশ্বরং নন্দঃ কৃষ্ণরামৌ হৃদি স্থিতৌ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) সুখভরেই দুই ভাইকে নন্দরাজ আলিঙ্গন করিলে, তাঁহারাও আদর-পূর্বক পিতাকে বন্দনা করিলেন। অনন্তর নন্দবাবা কৃষ্ণরামকে হৃদয়ে লইয়া নন্দীশ্বরে চলিয়া গেলেন।

ততঃ পরং বসুদেবদেবকী পুত্রয়োঃ কিল ।
উপবীতঞ্চ গায়ত্রীং দাপয়ামাসতুর্মুদা ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) তৎপরে দেবকী ও বসুদেব পুত্রদ্বয়কে আনন্দে উপবীত ও গায়ত্রী দান করাইলেন।

শ্রীকৃষ্ণচরিতং কেন বর্ণ্যতে ক্ষুদ্রবুদ্ধিনা ।
যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে মুহ্যন্তি পারদর্শিনাঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) যাহাতে ব্রহ্মাদি সকলেই পারদর্শী হইয়াও মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র কোন্ ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীব বর্ণনা করিতে পারে?

এবং হি সূত্ররূপাঞ্চ লীলাং মাথুরসম্ভবাম্ ।
মেনে ভূরিতরাং কৃষ্ণচৈতন্যো রসবিগ্রহঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) এইরূপে সূত্ররূপে মাথুর-লীলা শ্রবণ করিয়াও রসময় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রচুরতর বলিয়াই মনে করিলেন।

ক্বচিৎ শ্যামং ক্বচিৎ পীতং লীলানুকরণং ক্বচিৎ ।
জগন্মোহনরূপঞ্চ স্বরূপং প্রেমদং প্রভুঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) কখনও শ্যাম, কখনও পীত (রাধা) কান্তি, কখনও বা লীলানুকরণক্রমে জগন্মোহন প্রেমদ এবং

দর্শয়ন্ শুদ্ধভক্তানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্ ।
নৃত্যতি গায়তি রৌতি হসতি ধাবতি সুখম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) শুদ্ধভক্তদের মনঃশ্রবণ-মঙ্গল স্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া প্রভু সুখে নৃত্য, গান, রোদন, হাস্য ও ধাবনাদি করিতে লাগিলেন।

এবং বিহরতস্তস্য সর্ব্বদানন্দরূপিণী ।
লীলা সর্ব্বব্রজস্থানাং প্রাদুরাসীদ্‌গৃহে গৃহে ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) প্রভু এইরূপে বিহার করিতে থাকিলে সকল ব্রজবাসির গৃহে গৃহে সর্বদা আনন্দরূপিণী লীলা পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পূতনামোক্ষণাদিশ্চ ব্যোমাসুরবধান্তিকা ।
বৃন্দাবনস্থিতা যা চ যা চ ধামান্তরং গতা ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) পূতনামোক্ষনাদি ব্যোমাসুরবধ পর্য্যন্ত বৃন্দাবন মধ্যে যে সকল লীলা সংঘটিত হইয়াছে—যে সকল লীলা অন্যান্য ধামে (মথুরা বা দ্বারকাদিতে) প্রকটিত হইয়াছে—

সা তু সর্ব্বা শক্তিমতী সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা সদা ।
প্রেমভক্তিপ্রদা শশ্বৎ প্রধানা কৃষ্ণরূপিণী ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) সেই সকল লীলাই সর্বদা প্রচুর শক্তিশালিনী ও সর্বসিদ্ধিদায়িকা, প্রেমভক্তিপ্রদা ও নিত্য প্রধানা—অধিক কি, তাহারা কৃষ্ণস্বরূপাই বটে!

কেচিদ্বালং নবনীতকরং কেঽপি পৌগণ্ডরূপং
শ্রীদামাদ্যৈরুপযমুনকং চারয়ন্তং চ বৎসান্ ।
কৈশোরাদ্যং নবঘনরুচিং বেষ্টিতং গোপীভিশ্চ
বংশীন্যস্তাধরকিসলয়ং গৌরচন্দ্রং দদর্শ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) কেহ কেহ এই গৌরচন্দ্রকে নবনীত-হস্তে বালকরূপে, কেহ কেহ বা পৌগণ্ডবয়সে অবস্থিত হইয়া শ্রীদামাদি গোপগণসঙ্গে যমুনাতটে বৎসচারণকারী স্বরূপে এবং অপরাপর জন কৈশোর-বয়স্ক নবমেঘ-শ্যামল-বর্ণধারী গোপীগণবেষ্টিত বংশীধারী স্বরূপে দর্শন করিলেন।

এবং দৃষ্ট্বা পরমরসিকাঃ শ্রীলবৃন্দাবনস্থাঃ
সর্ব্বে পক্ষিমৃগপশুগণা বালবৃদ্ধাশ্চ হর্ষাৎ ।
পশ্যন্তং স্বং নিজনিজরসৈর্হ্রাদয়ন্তঃ পরীতাঃ
রাধাকৃষ্ণাত্মকপি নিজং মেনিবে প্রাণনাথম্ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) এইরূপে গৌরকে দেখিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী সকলেই এমন কি পশুপক্ষী প্রভৃতি, বালকবৃন্দগণও আনন্দে নিজ নিজ রসানুসারে নিজ নিজ স্বরূপ দর্শন করিয়া চতুর্দিকে শব্দ করিতে করিতে বেষ্টন করিলেন এবং নিজ প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্রকে এক্ষণে রাধাকৃষ্ণাত্মকই বলিয়া অনুভব করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে কংসবধাদিবর্ণনং নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ।।

ইতি **কংসবধাদি-দর্শন**-নামক দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

ততশ্চ কৃষ্ণদাসেন দর্শিতো ব্রজমণ্ডলম্ ।
বন্দিতঃ পরয়া ভক্ত্যা প্রাহ তং করুণানিধিঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) কৃষ্ণদাস ব্রজমণ্ডল দেখাইয়া পরমভক্তিভরে প্রভুকে বন্দনা করিলে করুণানিধি গৌরাঙ্গ তাঁহাকে বলিলেন—

যথা মে হৃদয়ং স্নিগ্ধং কৃষ্ণকথারসামৃতৈঃ ।
তথা তে কৃষ্ণচন্দ্রশ্চ প্রসন্নো ভবতু স্বয়ম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) 'কৃষ্ণকথারসামৃত বর্ষণ করিয়া তুমি যেরূপ আমার হৃদয় স্নিগ্ধ করিয়াছ—সেইরূপে তোমার প্রতি স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রও প্রসন্ন হউন।'

স আহ তব দাসোঽহং ত্বং কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।
ত্বাং বিনা ন হি জানীয়াং যথা তৎ কুরু মে প্রভো ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) তিনি বলিলেন—'আমি তোমারই দাস—তুমি শ্রীনাথ কৃষ্ণচন্দ্র। হে প্রভো! আমি যাহাতে তোমা ভিন্ন আর কিছুই জানি না, তাহাই কর।'

তথাস্থিতি বরং দত্ত্বা তমালিঙ্গ্য শচীসুতঃ ।
জগন্নাথং চ সংস্মৃত্য যযৌ ব্রাহ্মণসংবৃতঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) শচীনন্দন 'তথাস্তু' বলিয়া বরদান পূর্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং জগন্নাথের স্মরণে ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সংবেষ্টিত হইয়া নীলাচল যাত্রা করিলেন।

যমুনাতীরমাসাদ্য প্রয়াগং পুনরাগমৎ ।
বেণীং স্নাত্বা মাধবং চ দৃষ্ট্বা তত্র স্থিতো হরিঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) যমুনা তীরে তীরে প্রভু পুনরায় প্রয়াগে আসিলেন। ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান ও মাধব দর্শন করিয়া গৌরহরি তথায় অবস্থান করিলেন।

তত্র শ্রীরূপ আগত্য সানুজো জগদীশ্বরম্ ।
দদর্শ প্রেমসংপূর্ণো দণ্ডবৎ পতিতো ভূবি ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) সেইস্থানে অনুজ (বল্লভ) সহিত শ্রীরূপ আসিয়া জগদীশ্বরকে দর্শন করতঃ প্রেমপূর্ণ হইলেন এবং দণ্ডবৎ নিপতিত হইলেন।

তমালিঙ্গ্য স্বচরণং দত্ত্বা তস্য শিরোপরি ।
প্রাহ প্রযাহি মথুরাং মদাজ্ঞাং প্রতিপালয় ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার মস্তকে প্রভু নিজ চরণ সমর্পণ করিয়া বলিলেন—এক্ষণে মথুরায় যাও, আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।

শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্লীলাং বৃন্দাবনবিভূষিতাম্ ।
ব্যক্তীকরিষ্যসি তত্র মম প্রীতির্ন সংশয়ঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) সেইস্থানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-ভূষণকারী লীলা প্রকট করিবে—ইহাতে আমার প্রীতি হইবে, সন্দেহ নাই।

গৌড়দেশপথে শ্রীমজ্জগন্নাথস্য দর্শনে ।
আগমিষ্যসি চেন্মহ্যং দর্শনং ভাবি সর্ব্বথা ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) গৌড়দেশপথে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যখন তুমি আসিবে, তখনই আমার সঙ্গে সর্বথা দর্শন হইবে।

স আহ চরণং ধৃত্বা গচ্ছেঽহং পদসেবকঃ ।
ন হীতি ভগবান্ প্রাহ গচ্ছ ত্বং মথুরাং প্রতি ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) তিনি তখন চরণে ধরিয়া নিবেদন করিলেন—'আমি আপনার পদসেবক হইয়া অনুগমন করি।' ভগবান্ বলিলেন—না, তাহা হইবে না, তুমি মথুরায় যাও।'

এবমুক্ত্বা যযৌ কৃষ্ণঃ কাশীং ব্রাহ্মনবেশ্মনি ।
স্থিতস্তত্রাগতঃ শ্রীমান্ সনাতনঃ প্রভুপ্রিয়ঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) এই বলিয়া কৃষ্ণচৈতন্য কাশীতে ব্রাহ্মণ (তপন-মিশ্র)গৃহে উপনীত হইলেন—সেই স্থলে প্রভুপ্রিয় শ্রীমান্ সনাতন সমাগত হইলেন।

তং দৃষ্ট্বা সহসা কৃষ্ণ উত্থায় পরমাদরাৎ ।
দৃঢ়মালিঙ্গনং কৃত্বা গদ্গদন্তমুবাচ হ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) তাঁহাকে দেখিয়া সহসা প্রভু পরমাদরে উঠিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন—

শ্রীকৃষ্ণকরুণাং কোঽপি বক্তুং শক্নোতি পণ্ডিতঃ ।
যা ত্বাং বিষয়কূপস্থং সমুদ্ধৃত্য বলীয়সী ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) 'কোন পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্য-মহিমা কি বলিতে পারে? যে বলীয়সী কৃপা তোমাকে বিষয়-কূপ হইতে সমুদ্ধার করিয়াছে—

শ্রীকৃষ্ণনিকটং নীত্বা তন্মাধুর্য্যমপায়য়ৎ ।
সাধু সাধ্বিতি হর্ষেণ শিক্ষয়ামাস তং পুনঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) শ্রীকৃষ্ণ-সবিধে আনয়ন করিয়া তাঁহার মাধুর্য্যও পান করাইতেছে!! উত্তম, উত্তম!!' বলিয়া প্রভু তাঁহাকেও পুনরায় হর্ষভরে শিক্ষা দিলেন।

বৃন্দাবনায় গন্তব্যং ভক্তিশাস্ত্রনিরূপণম্ ।
লুপ্ততীর্থপ্রকাশং চ তন্মাহাত্ম্যমপি স্ফুটম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তুমি 'বৃন্দাবনে যাইবে, ভক্তিশাস্ত্র-নিরূপণ, লুপ্ত-তীর্থ-প্রকাশ ও তৎমাহাত্ম্য পরিব্যক্ত করিবে।

কর্ত্তব্যং ভবতা যেন ভক্তিরেব স্থিরা ভবেৎ ।
যামাশ্রিত্য সুখেনৈব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমমাধুরীম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) এমত ব্যবস্থা করিবে যাহাতে লোকের অচলা ভক্তি হয়, যাহার আশ্রয়ে

পিবন্তি রসিকা নিত্যং সারাসারবিচক্ষণাঃ ।
স আহ ত্বৎকৃপা সর্ব্বফলদা মম পাবনী ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) সারাসার-বিচক্ষণ রসিকগণ নিত্য সুখেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-মাধুরী আস্বাদন করিতে পারিবেন।' শ্রীসনাতন বলিলেন—'হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার কৃপাই সর্ববিধ ফল দান করিবে এবং আমাকেও পবিত্র করিবে।

শ্রীকৃষ্ণেতি ত্বয়োক্তং চ তদৈব মনসার্থকম্ ।
হসন্ প্রাহ হৃষীকেশস্ত্বমেব বুদ্ধিসত্তমঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই আমি মনে মনে যথার্থতঃ নিরূপণ করিয়াছি!' অন্তর্যামী প্রভু হাসিয়া বলিলেন—'তুমি মহাবুদ্ধিমান্।

দৃষ্ট্বা মধুপুরাং বৃন্দারণ্যমেব পুনর্ভবান্ ।
আয়াস্যতি জগন্নাথদর্শনার্থং মদাজ্ঞয়া ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) মথুরা ও বৃন্দাবনাদি দেখিয়া তুমি পুনরায় আমার আজ্ঞায় শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে আসিবে।

কাশীবাসিজনান্ সর্ব্বান্ কৃষ্ণভক্তিপ্রদানতঃ ।
উদ্ধৃত্য কৃপয়া কৃষ্ণো ভক্তানাং সুখহেতবে ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) ভক্তগণের সুখের জন্য গৌরকৃষ্ণ কৃপায় কাশীবাসিগণকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করতঃ উদ্ধার করিলেন।

সনাতনং সমালিঙ্গ্য তপনাদীন্ যথাসুখম্ ।
জগাম সত্বরং শ্রীমান্ জগন্নাথদিদৃক্ষয়া ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) অনন্তর সনাতন ও তপনমিশ্রাদি ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীমান্ সত্বর জগন্নাথ-দর্শনে যাত্রা করিলেন।

এবং স ভগবান্ কৃষ্ণঃ পথি গচ্ছন্ কৃপানিধিঃ ।
দৃষ্ট্বা গোপমুবাচেদং সতক্রকলসং প্রভুঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) এই ভাবে পথে যাইতে যাইতে কৃপানিধান ভগবান্ গৌরহরি একজন গোপকে দেখিলেন এক কলসী তক্র (ঘোল) লইয়া যাইতেছে। তখন তাঁহাকে বলিলেন—

পিপাসিতোঽহং তক্রং মে দে হ গোপ যথাসুখম্ ।
শ্রুত্বা পরমহর্ষেণ সংপূর্ণকলসং দদৌ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) ' হে গোপ! আমি পিপাসিত হইয়াছি—আমাকে তোমার সুখ (ইচ্ছা) অনুসারে ঘোল দাও।' গোপ প্রভুর বাক্যে সম্পূর্ণ কলসটাই প্রভুর হস্তে দিলেন।

হস্তাভ্যাং কলসং ধৃত্বা সতক্রং ভক্তবৎসলঃ ।
পীত্বা গোপকুমারায় বরং দত্ত্বা যযৌ হরিঃ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) ভক্তবৎসল গৌরহরি তখন ঘোলপূর্ণ কলসী দুই হাতে লইয়া পান করিলেন এবং গোপকুমারকে বরদান পূর্বক পুনরায় যাত্রা করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে গোপানুগ্রহো নাম ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।
ইতি গোপানুগ্রহ-নামক ত্রয়োদশ সর্গ।

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

এবং ক্রমেণ পথি গৌরচন্দ্রশ্চলন্ সমায়াৎ কুলিয়াহ্বপুরম্ ।
শ্রুত্বা যযুস্তত্র মহানিধেঃ কিল শ্রীমন্নবদ্বীপনিবাসিনঃ পরে ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) এইরূপে ক্রমশঃ পথে চলিয়া শ্রীগৌরচন্দ্র কুলিয়ানগরে সমাগত হইলেন। সংবাদ পাইয়া শ্রীনবদ্বীপনিবাসী সকলেই বিদ্যানিধির গৃহে যাত্রা করিলেন।

দৃষ্টা প্রভোঃ শ্রীমুখপঙ্কজং মুহুঃ পিবন্তি হর্ষেণ ন তৃপ্তিমাপিরে ।
বদন্তি সর্ব্বে কৃতকণ্ঠবাসসো জগদ্গুরুং স্নেহবশং তমীশ্বরম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) তাঁহারা প্রভুর শ্রীমুখপদ্ম দর্শন করিয়া যেন মুহুর্মুহু তাহা পান করিলেন, অথচ হর্ষভরে আর তৃপ্তিই হইতেছে না! সকলে গললগ্নীকৃতবস্ত্রে সেই স্নেহবশ জগদ্গুরু ঈশ্বরকে বলিলেন—

শ্রীমন্নবদ্বীপমলঙ্কুরু প্রভো সংকীর্ত্তনানন্দসুমগ্নচিত্তৈঃ ।
স্বভক্তবর্গৈরিতি প্রার্থিতঃ স্বয়ং হরিযযৌ তত্র স্বনামকৌতুকী ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) 'হে প্রভো! সংকীর্ত্তনানন্দ-নিমগ্নচিত্ত ভক্তগণের সহিত শ্রীনবদ্বীপকে অলঙ্কৃত করুন!' এই প্রার্থনা শ্রবণে নিজনাম-বিনোদী গৌরহরি স্বয়ং তথায় গমন করিলেন।

আগত্য মাতৃশ্চরণাভিবন্দনং ভূমৌ নিপত্য কৃতবান্ মাতৃভক্তঃ ।
তদৈব সা সত্বরমেব হর্ষাৎ বিস্মৃত্য সর্ব্বং চ তমালিলিঙ্গ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) নবদ্বীপে আসিয়া মাতৃভক্ত গৌরচন্দ্র ভূমিতে নিপতিত হইয়া মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। তখনই সেই শচীমাতা আনন্দভরে সব বিস্মৃত হইয়া গৌরাঙ্গকে আলিঙ্গন করিলেন।

সা চুম্বতী কৃষ্ণমুখারবিন্দং সিষেচ তং বৎসলভক্তিনীরৈঃ ।
চতুর্ব্বিধেনাপি রসেন চান্নং সংভোজয়িত্বা মুদমাপ বৎসলা ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) পুত্রবৎসলা মাতা গৌরের মুখে ঘনঘন চুম্বন করিতে করিতে বৎসলভক্তি-জলে তাঁহাকে স্নান করাইলেন এবং চতুর্বিধ রসযুক্ত অন্নাদি ভোজন করাইয়া মহানন্দ লাভ করিলেন।

নিত্যানন্দেন সার্দ্ধং সকলরসগুরুঃ শ্রীলগৌরাঙ্গচন্দ্রো
মাত্রা দত্তং পরমমধুরমন্নমাদ্যং চ সায়ম্ ।
ভুক্তা বৎসলভক্তিপূর্ণতময়া বদ্ধস্তয়া শ্রীহরি-
র্মাত্রা সর্ব্বসুখপ্রদো জয়তি স শ্রীভক্তবশ্যঃ প্রভুঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) নিত্যানন্দের সহিত সকল-রসগুরু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র মাতৃকর্ত্তৃক প্রদত্ত পরম মধুর অন্নাদি ভোজন করিলেন। বৎসলভক্তিপূর্ণতমা সেই শচীমাতা কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়া ভক্তবশ্য প্রভু গৌরাঙ্গ সকলের সুখপ্রদ হইয়া জয়যুক্ত হইতেছেন।

নিত্যানন্দো জয়তি সততং গৌরপ্রেমাভিমত্তঃ
সান্দ্রানন্দোজ্জ্বলময়নবদ্বীপমালম্বমানঃ।
নানাভাবৈঃ প্রণয়িনিকরৈঃ সেচ্যমানো নিজেশং
তন্নামামৃতকীর্ত্তনৈস্ত্রিজগতাং তাপত্রয়ং নাশয়ন্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) গৌরপ্রেমে সদা প্রমত্ত নিত্যানন্দও জয়যুক্ত হউন—তিনি সান্দ্রানন্দে উজ্জ্বল নবদ্বীপে বাস করিতে লাগিলেন। নানাভাববিশিষ্ট প্রণয়ী অনুচরগণের সঙ্গে নিজ ঈশ্বর গৌরাঙ্গকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। তাঁহারই নামামৃত-কীর্ত্তনে ত্রিভুবনের তাপত্রয় নাশ করিলেন।

প্রকাশরূপেণ নিজপ্রিয়ায়াঃ সমীপমাসাদ্য নিজাং হি মূর্ত্তিম্ ।
বিধায় তস্যাং স্থিত এষ কৃষ্ণঃ সা লক্ষ্মীরূপা চ নিষেবতে প্রভুম ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) প্রকাশ-রূপে নিজ প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকটে আসিয়া নিজ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই এই কৃষ্ণচৈতন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই লক্ষ্মীস্বরূপা বিষ্ণুপ্রিয়াও প্রভুকে যথোচিত সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

গদাধরেণাপি সমং রসজ্ঞো গৌরাঙ্গচন্দ্রো বিহরত্যহর্নিশম্ ।
শ্রীমন্নবদ্বীপনিবাসিভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনমগ্নচিত্তৈঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে মগ্নচিত্ত শ্রীনবদ্বীপবাসী ভক্তগণসহ রসজ্ঞ গৌরাঙ্গ গদাধরের সহিতও অহর্নিশি বিহার করিতেছেন।

শ্রীরাসমুখ্যা যে ভক্তাস্তেষাং গৃহে গৃহে প্রভুঃ ।
স্বপ্রকাশতয়া পূর্ণকীর্ত্তনানন্দদায়কঃ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তদের গৃহে গৃহেও প্রভু নিজপ্রকাশমূর্ত্তিতে কীর্ত্তনের পূর্ণানন্দ দান করিতেছেন।

বিদ্যাবিনোদলীলাদ্যৈঃ সংপূর্ণঃ কৌতুকাদিভিঃ ।
শ্রীধরেণ সমং নিত্যং ক্রীড়তি গৌরসুন্দরঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) বিদ্যাবিনোদ লীলাদি ও কৌতুকাদি করিয়াও গৌরসুন্দর শ্রীধরের সহিত নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন।

ততো নিত্যানন্দগৌরচন্দ্রৌ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরৌ ।
জয়তাং গৌরীদাসাখ্যপণ্ডিতস্য গৃহে প্রভু ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) অনন্তর নিতাইগৌর সর্বেশ্বরযুগল গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহেও বিজয় করিতে লাগিলেন।

তস্য প্রেম্না নিবদ্ধৌ তৌ প্রকাশ্য রুচিরাং শুভাম্ ।
মূর্ত্তিং স্বাং স্বাং রসৈঃ পূর্ণাং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতাম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) তাঁহার প্রেমবদ্ধ হইয়া দুইজনে মনোজ্ঞ শুভ নিজ নিজ মূর্ত্তি সর্বরসাঢ্য ও সর্বশক্তি-সমন্বিত করিয়া

দদতঃ পরমপ্রীতৌ নিবসন্তৌ যথাসুখম্ ।
তাভ্যাং সহ ভুক্তবন্তাবন্নঞ্চ বিবিধং রসম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) পরমপ্রীতিভরে তাঁহাকে দান করিলেন এবং মহাসুখে তথায় বাস করিলেন। ঐ মূর্ত্তিদ্বয়সহ তাঁহারা একত্র অন্নাদি বিবিধরস আস্বাদন করিয়াছেন।

দৃষ্ট্বা দ্বৌ সচ্চিদানন্দবিগ্রহৌ দ্বিজসত্তমঃ ।
শুদ্ধসখ্যরসেনাপি সেবয়ামাস সর্ব্বদা ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) সেই দ্বিজসত্তম গৌরীদাস সচ্চিদানন্দ বিগ্রহযুগলকে দর্শন করিয়া সর্বদা বিশুদ্ধ সখ্যরসে সেবা করিয়াছেন।

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য মহাত্মনঃ ।
হানোপাদানরহিতা ইতি বেদানুসারতঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) বেদে আছে—'সেই পুরুযোত্তমের সকল দেহ (মূর্ত্তিই) নিত্য, শাশ্বাত এবং ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত।'

শ্রীলীলাবিগ্রহাঃ সর্ব্বে ভক্তচিত্তে নিরন্তরম্ ।
তিষ্ঠন্তি পরমানন্দদায়িনো ভক্তবৎসলাঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) এই বেদবচনানুসারে সকল শ্রীলীলাবিগ্রহই ভক্তবৎসল ও পরমানন্দদায়ক হইয়া ভক্তচিত্তে নিরন্তর অবস্থান করেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে শ্রীবৃন্দাবনগমনান্তরং শ্রীনবদ্বীপবিহারে শ্রীগৌরীদাসানুগ্রহো নাম চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

ইতি শ্রীনবদ্বীপ-বিহার ও শ্রীগৌরীদাসানুগ্রহ-নামক চতুর্দশ সর্গ।।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

ততশ্চ কৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ জগদ্‌গুরু ।
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যগেহং জগ্মতুঃ প্রেমবিহ্বলৌ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অনন্তর জগদ্‌গুরু কৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রেমবিহ্বল হইয়া শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের মন্দিরে গমন করিলেন।

তৌ দৃষ্ট্বা সহসোত্থায়াদ্বৈতাচার্য্যো মহেশ্বরঃ ।
সগণঃ প্রেমবিবশো ধৃত্বা তচ্চরণাম্বুজম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) মহেশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য সহসা তাঁহাদের দুইজনকে দেখিয়া সগণে উত্থিত হইলেন এবং প্রেমাবেশে তাঁহাদের চরণকমলে ধরিয়া

প্রক্ষাল্য বিধিবদ্ধর্ষাৎ পীত্বা শিরসি ধারয়ন্ ।
ননর্ত্ত বাসো ধুন্বানো মত্তকেশরিবিক্রমঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) বিধিবৎ প্রক্ষালন করিয়া আনন্দভরে পান ও শিরোধার্য্য করিলেন। আচার্য্য মত্তসিংহের পরাক্রমে বস্ত্র উড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তমালিঙ্গ্য প্রহর্ষেণ প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ।
তেন সংপূজিতৌ প্রীতৌ শাল্যন্নভোজনাদিনা ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) আনন্দভরে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও প্রণামাদি করিয়া দুইজন তৎকর্ত্তৃক সংপূজিত হইলেন এবং শাল্যন্ন ভোজনাদি করিয়া প্রীত হইলেন।

সংকীর্ত্তনসুখে মগ্নৌ তেন সার্দ্ধং জগদ্‌গুরু ।
নৃত্যন্তৌ ভক্তবর্গৈশ্চ বেষ্টিতৌ পরমেশ্বরৌ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তাঁহার সহিত জগদ্‌গুরুদ্বয় সংকীর্ত্তনসুখে মগ্ন হইয়াছিলেন। পরমেশ্বরযুগল ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া নৃত্য করিলেন।

তত আচার্য্যঃ সহসা বাহ্যমাসাদ্য সত্বরম্ ।
আনায্য শ্রীনবদ্বীপাৎ সভক্তাং শ্রীশচীং তু তাম্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) অনন্তর আচার্য্য সহসা বাহ্যবৃত্তি পাইয়া নবদ্বীপ হইতে ভক্তগণসহ শ্রীশচীমাতাকে সত্বর আনাইলেন।

বুভুজে স তয়া চাপি তথা বৈষ্ণবপত্নীভিঃ ।
সহ পাচিতমন্নং চ পায়সাদিচতুর্ব্বিধম্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) বৈষ্ণবপত্নীগণসহ সেই শচীমাতা অন্নব্যঞ্জনাদি, পায়সাদি চতুর্বিধ (চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়) খাদ্যদ্রব্য পাক করাইয়া প্রভুকে ভোজন করাইলেন।

পুরীশ্রীমাধবঃ কৃষ্ণপ্রেমানন্দসুখার্ণবঃ ।
তস্যাপ্যারাধনতিথৌ চৈত্রস্য শুক্লপক্ষকে ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) কৃষ্ণপ্রেমানন্দসাগর শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর আরাধনা তিথি চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষের

দ্বাদশ্যাং ভোজয়ামাস দ্বৌ প্রভু সাগ্রহং মুদা।
তথা ভক্তগণান্ সর্ব্বানাচার্য্যোঽদ্বৈত ঈশ্বরঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) দ্বাদশীতে অদ্বৈত ঈশ্বর আনন্দে দুই প্রভুকে ও ভক্তগণকে আগ্রহসহকারে ভোজন করাইলেন।

তস্যাং তেন সমং কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভেন চ ।
স্বয়ং মহাপ্রসাদং হি ভুক্ত্বানন্দমবাপ্নুয়াৎ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) সেই তিথিতে তাহার সহিত ও কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভের (নিত্যানন্দের?) সহিত স্বয়ং মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া আচার্য্য আনন্দলাভ করিলেন।

শ্রীমাধবপুরীপ্রেমরসৌ শ্রীশচীনন্দনৌ ।
হরিসংকীর্ত্তনানন্দৌ ভক্তৈঃ সহ ননর্ত্ততুঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রেমরসাবিষ্ট শ্রীশচীনন্দন-যুগল (গৌর ও নিতাই) ভক্তগণসহ হরিকীর্ত্তনানন্দাবেশে নৃত্য করিলেন।

এবং কৃত্বা দিনন্তত্র স্থিত্বা মাতৃবশানুগৌ ।
তাং প্রসাদ্য মধুরয়া গিরা সংশাতবিগ্রহৌ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) এইভাবে তথায় একদিন অতিবাহিত করিয়া মাতৃবশীভূত দুই ভাই মধুর বাক্যে তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন ; সেই সুখময়বপু যুগল

আচার্য্যাদীন্ ভক্তগণান্ তথা শ্রীবাসকং প্রভুম্ ।
সংসান্ত্বয্য সুখেনাপি গমনায় কৃতোদ্যমৌ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) আচার্য্যাদিকে, ভক্তগণকে এবং শ্রীবাসপ্রভুকে সান্ত্বনা করিয়া সুখে গমন করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন।

তেষাং বিক্রীড়িতং কেঽপি বর্ণয়ন্তি মহাত্মনাম্ ।
যথা কৃষ্ণে মধুপুরীগতে শ্রীব্রজবাসিনঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) সেই মহাপুরুষগণের খেলা কেহ কি বর্ণনা করিতে পারে? শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গমন করিলে যেমন ব্রজবাসিগণ

তিষ্ঠন্তি তন্ময়াঃ সর্ব্বে তথৈতে বৈষ্ণবোত্তমাঃ ।
চিন্তয়ন্তশ্চ তল্লীলাং বভূবুস্তন্ময়াঃ কিল ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) সকলেই তন্ময় হইয়াছিলেন, সেইরূপে এই বৈষ্ণবপ্রবরগণও তাঁহার লীলা চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া গেলেন।

কৃষ্ণরামৌ চ তাবেতৌ তত্র তে চ মহত্তমাঃ ।
উপমেয়গতির্জ্জেয়াঃ কৃষ্ণপ্রাণা বভুঃ সদা ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) কৃষ্ণরাম ইঁহারা দুইজনই—আর এই মহত্তম ভক্তবৃন্দও কৃষ্ণগতপ্রাণ সেই ব্রজবাসিগণেরই উপমাস্থলরূপে সর্বদা প্রকাশশীল হইয়াছেন!!

ততঃ স্বয়ং শ্রীজগদীশ্বরাবুভৌ শ্রীমজ্জগন্নাথদিদৃক্ষয়ান্বিতৌ ।
প্রজগ্মতুঃ শ্রীপুরুযোত্তমং প্রভু স্বভক্তবৃন্দৈঃ পরিসেবিতৌ ধ্রুবম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) অনন্তর প্রভু জগদীশ্বরদ্বয় শ্রীমান্ জগন্নাথের দর্শনাশয়ে স্বভক্তগণকর্ত্তৃক সুসেবিত হইয়া শ্রীপুরুযোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিলেন।

আগত্য ক্ষেত্রং ভুবনৈকবন্ধু দৃষ্ট্বা জগন্নাথমুখারবিন্দম্ ।
প্রেমাশ্রুপূর্ণৌ কলধৌতবিগ্রহৌ বভূবতুর্গদ্গদরুদ্ধকণ্ঠকৌ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) ক্ষেত্রে আসিয়া ভুবনের একমাত্র বন্ধুযুগল জগন্নাথের মুখারবিন্দ দর্শন করতঃ স্বর্ণবিগ্রহকে প্রেমাশ্রুধারায় পরিস্নাত করিয়া গদ্গদরুদ্ধকণ্ঠে শোভা পাইতে লাগিলেন।

শ্রীকাশীমিশ্রস্য গৃহে গতৌ পুনঃ শ্রীরামকৃষ্ণৌ কিল ভক্তবেষ্টিতৌ ।
শ্রীসার্ব্বভৌমাদয় এব সর্ব্বে তত্রাগতাঃ ক্ষেত্র নিবাসিনোঽপরে ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তাঁহারা দুইজন ভক্তগণবেষ্টিত হইয়া শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহেই পুনরায় গমন করিলেন। শ্রীসার্বভৌমাদি অন্যান্য ক্ষেত্রবাসিগণও সকলে তথায় সমবেত হইলেন।

পশ্যন্তি তৎপাদসরোজবৈভবং প্রণম্য ভূমৌ প্রণিপত্য তে মুদা ।

বদ্ধাঞ্জলিং সাশ্রুবিলোললোচনাঃ সগদ্গদং কৃষ্ণরসাব্ধিমগ্নাঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) তাঁহাদের চরণকমলের বৈভব দর্শন করিয়া তাঁহারা ভূমিগত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং আনন্দে অঞ্জলিবন্ধন-সহকারে অশ্রুসিক্ত-নয়নে কৃষ্ণরস-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া গদ্গদবাক্য বিন্যাস করিতে লাগিলেন।

উত্থায় তৌ সত্বরমেব তানপি আলিঙ্গ্য প্রেম্না হি মুদান্বিতৌ প্রভূ ।

বৃন্দাবনস্য মধুরং কথামৃতং শুশ্রাবয়ামাসতুরেব মানদৌ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) মানদ প্রভুদ্বয় সত্বর উঠিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমানন্দে আলিঙ্গন করিয়া বৃন্দাবনের মধুর কথামৃত শুনাইতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে শ্রীবৃন্দাবনগমনান্তরং
শ্রীনবদ্বীপবিহারশ্রীপুরুযোত্তমদর্শনং নাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ।।

ইতি **শ্রীনবদ্বীপবিহারাদি-পুরুষোত্তম-দর্শন**-নামক পঞ্চদশ সর্গ।

ষোড়শঃ সর্গঃ।

ততো গজপতী রাজা দর্শনার্থং মহাপ্রভোঃ ।

সার্ব্বভৌমং সমাহূয় রামানন্দসমন্বিতম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অনন্তর রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর দর্শনার্থে রামানন্দসহ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিয়া

পপ্রচ্ছ সত্বরং প্রীতঃ সাদরং বিনয়ান্বিতঃ ।

দর্শনং গৌরচন্দ্রস্য সাগ্রজস্য কথং ভবেৎ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) প্রীতি, আদর ও বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—'সাগ্রজ গৌরচন্দ্রের দর্শন কিরূপে হইতে পারে—বলুন দেখি।'

স প্রাহ তং মহারাজ দর্শনং দুর্ঘটং তব ।

উপায়ান্তরমাসদ্য কর্ত্তব্যং ন তু সম্মুখম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) সার্বভৌম বলিলেন—'মহারাজ! তোমার পক্ষে তাঁহার দর্শন-লাভ বড়ই দুর্ঘট ব্যাপার ; অন্য উপায়ে তোমার দর্শন করিতে হইবে, কিন্তু সম্মুখে নয়।

যদা সংকীর্ত্তনানন্দমত্তৌ তৌ পরমেশ্বরৌ ।
তদৈব তে মহারাজ কর্ত্তব্যং দর্শনং তয়োঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) মহারাজ! যখন তাঁহারা সংকীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইবেন, তখনই তুমি ঐ পরমেশ্বর-যুগলকে দর্শন করিবে।'

ভদ্রমেব তথা কার্য্যং যথা শীঘ্রং ভবেদ্দ্বিজ ।
ইতি প্রাহ সমুৎকণ্ঠো রাজা প্রহসিতাননঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) সমুৎকণ্ঠিত রাজা প্রহসিতবদনে তখন বলিলেন—'ভাল, তাহাই হউক, তবে আপনারা তাহাই করিবেন, যাহাতে শীঘ্রই দর্শন পাইতে পারি।'

তদৈব কীর্ত্তনানন্দমত্তৌ তৌ পরমেশ্বরৌ ।
শ্রুত্বা রাজা সমাসাদ্য দদর্শ করুণার্ণবৌ । ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) যুগল-পরমেশ্বর তখনই কীর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়া রাজা গিয়া সেই করুণাসমুদ্রদ্বয়কে দর্শন করিলেন।

অশ্রুকম্পপুলকাদ্যৈর্নাসালালমুখামৃতৈঃ ।
মণ্ডিতৌ তৌ সমুদ্বীক্ষ্য রাজ্যশ্রুপুলকান্বিতঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) অশ্রুকম্পপুলকাদিতে এবং নাসার লালা ও মুখামৃত প্রভৃতিতে মণ্ডিতদেহ দুই প্রভুকে দেখিয়া রাজাও অশ্রুপুলকপূর্ণ হইলেন।

যযৌ স্বভবনং প্রীতঃ সুপ্তঃ স্বপ্নে দদর্শ তৌ ।
রত্নসিংহাসনস্থৌ চ কীর্ত্তনানন্দবিগ্রহৌ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) রাজা তৎপরে প্রীতমনে নিজমন্দিরে গিয়া শয়ন করিলেন স্বপ্নে দেখিলেন—সেই বিগ্রহদ্বয়ই কীর্ত্তনানন্দ করিতে করিতে রত্নসিংহাসনোপরি শোভা-বিস্তারকারী হইয়াছেন।

ততঃ প্রলম্বারিমুরদ্বিষৌ সুখং পশ্যন্ সদাপূর্ণবিলাসবৈভবৌ ।
কিং কিং ব্রুবন্ ভূমিপতন্ সুনির্ভরং পুনঃ সমুত্থায় দদর্শ তৌ প্রভু ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) অনন্তর নিত্য পূর্ণবিলাসবৈভববিশিষ্ট রামকৃষ্ণকে সুখে

দেখিয়া রাজা কিছু বলিতে বলিতে ব্যগ্রতাসহকারে ভূমিতে দণ্ডবৎ করিয়া উঠিলেই দেখিলেন যে সেই প্রভুযুগলই বিরাজ করিতেছেন।

এবং স বারত্রয়মেব স্বপ্নং দৃষ্ট্বা রুদন্ প্রেমবিভিন্নধৈর্য্যঃ ।
ততঃ সমুত্থায় জগমা সত্বরং গৌরাঙ্গপাদাম্বুজয়োঃ সমীপকম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) এইরূপে রাজা তিনবার স্বপ্ন দেখিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়া কাঁদিতেছেন—তৎপর গাত্রোত্থানপূর্বক শীঘ্রই শ্রীগৌরাঙ্গের চরণকমল-সমীপে উপস্থিত হইলেন।

প্রণম্য সাষ্টাঙ্গমসৌ পুনঃ পুনঃ নিপত্য ভূমৌ চ রুদন্মুহুর্ম্মুহুঃ ।
ধৃত্বা প্রভোঃ শ্রীচরণাম্বুজং হৃদি তুষ্টাব সর্ব্বেশ্বরমাদিপুরুষম্ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) তিনি পুনঃপুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মুহুর্মুহু ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিলেন—প্রভুর চরণকমল হৃদয়ে ধরিয়া সেই সর্বেশ্বর আদিপুরুষকে স্তব করিতে লাগিলেন।

জয় জয় জগদীশ প্রেমপূর্ণপ্রকাশ
সকলজননিবাসানন্দভোগেন্দ্রশায়িন্ ।
নিজজনমতিমত্তভৃঙ্গচুম্বিস্বপাদ-
সরসিজ-বিরহার্ত্তং পাহি মাং দীনবন্ধো ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) 'হে জগদীশ! হে প্রেমময়প্রকাশ! হে সকলজননিবাস! হে আনন্দময়! হে অনন্তশয্যায় শায়িত! তোমার জয় হউক, জয় হউক!! নিজ ভক্তগণের মতিরূপ মত্তভ্রমরগণকর্ত্তৃক তোমার চরণকমল চুম্বিত হইতেছে। হে দীনবন্ধো! বিরহাতুর আমাকে পালন কর।'

এবং স্তুবন্তং নৃপতিং জগৎপতিঃ শৃঙ্গারপোষং নিজবৈভবং প্রভুঃ ।
শ্রীবিগ্রহং ষড়্ভুজমদ্ভুতং মহৎ প্রদর্শয়ামাস মহাবিভূতিঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) মহাবিভূতিময় জগৎপতি প্রভু এই স্তবকারী রাজাকে শৃঙ্গাররসময় নিজবৈভববিশিষ্ট মহাদ্ভুত ষড়্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইলেন।

পূর্ণানন্দং পরমমধুরং দর্শয়ন্ গৌরচন্দ্রঃ (?)
প্রেমোদ্দামো জয়তি সততং ঘূর্ণয়ন্নেত্রভৃঙ্গম্ ।
নিত্যানন্দঃ স্বয়মপি বলং দিব্যমাধুর্য্যপূর্ণং
প্রেমোন্মাদৈঃ শুভমপি নিজং বিগ্রহং শান্তরূপম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) প্রেমোদ্দাম গৌরচন্দ্র নিরন্তর নেত্রভৃঙ্গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরমমধুর পূর্ণ আনন্দ দেখাইয়া বিজয় করিতেছেন! স্বয়ং নিত্যানন্দও দিব্যমাধুর্য্যপূর্ণ বৈভব এবং প্রেমোন্মাদে কল্যাণময় অথচ নিজ শান্তস্বরূপ বিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন!!

ঊর্দ্ধং হস্তদ্বয়মপি ধনুর্ব্বাণযুক্তং চ মধ্যং
বংশীবক্ষঃস্থলবিনিহিতমুত্তমং গৌরচন্দ্রঃ ।
শেষহস্তদ্বয়ঞ্চ পরমসুমধুরং নৃত্যবেশং স বিভ্রৎ
এবং শ্রীগৌরচন্দ্রং নৃপপতিরাখলং প্রেমপূর্ণং দদর্শ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) গৌরচন্দ্র উর্দ্ধহস্তদ্বয়ে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়াছেন, মধ্য হস্তদ্বয় ও বক্ষস্থলে বংশী স্থাপন করিয়া মহাসুন্দর হইয়াছেন ! আর অধঃস্থিত হস্তযুগলে তিনি পরম সুমধুরনৃত্যবেশ অঙ্গীকার করিয়াছেন। এইভাবে রাজা শ্রীগৌরাঙ্গের সকল অঙ্গটি প্রেমময়ই দেখিলেন।

দৃষ্ট্বা শ্রীহরিরাময়োঃ সুমধুরাং শ্রীরাসলীলাং স্মরন্
প্রেমাশ্রুপুলকাবৃতঃ কতিপয়ান্ শ্লোকান্ পঠন্ নৃত্যতি ।
শ্রীমদ্ভাগবতস্য তস্য পরমং মাধুর্য্যসারস্য চ
শ্রীগোপীজনমণ্ডলী-শুভগয়োঃ স্বানন্দভাবোন্মদৈঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) রাজা এই মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সুমধুর রাসলীলার স্মরণে প্রেমাশ্রুপুলকে ব্যাপ্ত হইয়া কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিতে করিতে নৃত্য করিলেন। এই শ্লোকগুলি পরম মাধুর্য্যসার শ্রীমদ্‌ভাগবতেরই এবং শ্রীগোপীজনমণ্ডলীতে শুভপ্রয়াণকারী শ্রীরামকৃষ্ণের স্বানন্দভাবোন্মাদেরই নির্দ্দেশক। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধ ৩৪ অধ্যায়ে

শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশতিতমাধ্যায়ে।—
কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ ।
বিজহ্রতুর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) "কোনও সময়ে (হোলি-পূণিমায়) রজনীযোগে অদ্ভুত প্রভাবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণবলরাম ব্রজনারীগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ব্রজবিপিনে বিহার করিয়াছিলেন।

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীজনৈর্ব্বদ্ধসৌহৃদৈঃ ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিনৌ বিরজোঽম্বরৌ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) তাঁহাদের প্রণয়িনী প্রেয়সীবৃন্দ তাঁহাদিগের উপলক্ষ্যে সুমধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন—উভয়ের দেহ অলঙ্কৃত ও বিবিধ অঙ্গরাগে সুলিপ্ত, কণ্ঠে বনমালা এবং পরিধানে সুনির্মল বসন।

নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকম্ ।
জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) সান্ধ্য আকাশে চন্দ্রমা ও তারকামণ্ডলীর উদয় হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা প্রদোষকালের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন উভয়ে সর্বপ্রাণির মনঃশ্রবণমঙ্গল সঙ্গীতালাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।”

দৃষ্ট্বা ষড়্ভুজবিগ্রহং প্রভুবরং শ্রীমৎশচীনন্দনং
রামং রোহিণীপুত্রমেব পুলকৈঃ সংমণ্ডিতাশ্চাশ্রুভিঃ ।
পূর্ণাঃ সর্ব্বমহজ্জনাশ্চ সততং শ্রীসার্ব্বভৌমাদয়ঃ
শ্রীকৃষ্ণগুণকীর্ত্তনামৃতরসে মগ্না বিহস্তা বভুঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দনকে ষড়্ভুজমূর্ত্তি দেখিয়া এবং রোহিণী-নন্দন শ্রীনিত্যানন্দরামকেও দেখিয়া সকল মহাজন এবং শ্রীসার্বভৌমাদি পুলক ও অশ্রুধারায় ব্যাপ্তকলেবর হইয়া নিত্য শ্রীকৃষ্ণগুণকীর্ত্তনরসে মগ্ন হইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে
শ্রীপ্রতাপরুদ্রানুগ্রহো নাম ষোড়শঃ সর্গঃ।

ইতি **শ্রীপ্রতাপরুদ্রানুগ্রহ**-নামক ষোড়শ সর্গ।

সপ্তদশঃ সর্গঃ।

অথ ভক্তগণাঃ সর্ব্বে যে যে গৌড়নিবাসিনঃ ।
গন্তুমিচ্ছন্তি গৌরাঙ্গদর্শনায় নীলাচলম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গদর্শনাশায় নীলাচলে যাইতে ইচ্ছা করিলেন।

আচার্য্যঃ শ্রীমদদ্বৈত ঈশ্বরো জগতাং গুরুঃ।
সগণঃ পরমানন্দঃ শ্রীবাসঃ সহ ভ্রাতৃভিঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) জগদ্‌গুরু ঈশ্বর শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য সগণে, পরমানন্দ, ভ্রাতাগণসহ শ্রীবাস,

আচার্য্যরত্নঃ শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য এব চ ।
পুণ্ডরীকাক্ষকো বিদ্যানিধিঃ প্রেমনিধিস্তথা ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর, পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি প্রেমনিধি,

গঙ্গাদাসাখ্যকশ্চৈব পণ্ডিতঃ সদ্‌গুণান্বিতঃ ।
বক্রেশ্বরঃ পণ্ডিতশ্চ প্রদ্যুম্নব্রহ্মচার্য্যপি ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) সদ্‌গুণান্বিত গঙ্গাদাস পণ্ডিত, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাচারী,

হরিদাসাখ্যঠক্কুরো হরিদাসদ্বিজস্তথা ।
শ্রীবাসুদেবদত্তঃ শ্রীমুকুন্দদত্ত এব চ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) হরিদাস ঠাকুর, দ্বিজহরিদাস, শ্রীবাসুদেব দত্ত, শ্রীমুকুন্দ দত্ত,

শ্রীশিবানন্দসেনশ্চ পুত্রদারাসমন্বিতঃ ।
শ্রীগোবিন্দঘোষ এব মুকুন্দো গায়কোত্তমঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) স্ত্রীপুত্রসহ শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ এবং গায়কোত্তম মুকুন্দ,

লেখকো বিজয়শ্চৈব শ্রীসদাশিবপণ্ডিতঃ ।
পুরুষোত্তমঃ সঞ্জয়শ্চ শ্রীমানাখ্যকপণ্ডিতঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) লেখক বিজয়, সদাশিব পণ্ডিত, পুরুষোত্তম সঞ্জয়, শ্রীমান্ পণ্ডিত,

শ্রীনন্দনাখ্যকো ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বরস্তথা ।
খোলাবেচেতিবিখ্যাতঃ স ভক্তশ্রীধরঃ সুখী ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) শ্রীনন্দন ব্রহ্মচারী, শুক্লাম্বর, খোলাবেচা নামে বিখ্যাত ভক্ত সুখী শ্রীধর,

লেখকপণ্ডিতশ্চৈব গৌপীনাথাখ্যপণ্ডিতঃ ।
শ্রীগর্ভপণ্ডিতশ্চাপি পণ্ডিতো বনমালিকঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) লেখক পণ্ডিত গোপীনাথ পণ্ডিত, শ্রীগর্ভ পণ্ডিত ও বনমালী পণ্ডিত

জগদীশঃ পণ্ডিতশ্চ হিরণ্যাখ্যশ্চ বৈষ্ণবঃ ।
বুদ্ধিমন্তাখ্যখানশ্চ আচার্য্যঃ শ্রীপুরন্দরঃ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) জগদীশ পণ্ডিত, হিরণ্য নামক বৈষ্ণব, বুদ্ধিমন্ত খান, আচার্য্য পুরন্দর,

রাঘবঃ পণ্ডিতশ্চৈ বৈদ্যসিংহমুরারিকঃ ।
শ্রীগরুড়পন্ডিতশ্চ গোপীনাথাখ্যসিংহকঃ ।। ১১।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) রাঘব পণ্ডিত, বৈদ্যসিংহ মুরারি, শ্রীগরুড় পণ্ডিত ও গোপীনাথ সিংহ,

শ্রীরামপণ্ডিতশ্চৈব শ্রীনারায়ণপণ্ডিতঃ ।
দামোদরঃ পণ্ডিতশ্চ রঘুনন্দনঠক্কুরঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত ও রঘুনন্দন ঠাকুর,

শ্রীমুকুন্দ-নরহরি-চিরঞ্জীব-সুলোচনাঃ ।
রামানন্দবসুশ্চৈব সত্যরাজাদয়স্তথা ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) শ্রীমুকুন্দ, নরহরি, চিরঞ্জীব ও সুলোচন, রামানন্দ বসু, সত্যরাজ প্রভৃতি

সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রাণাঃ প্রেমসমন্বিতাঃ ।
আচার্য্যপ্রভুণা সার্দ্ধমাযযুঃ পুরুষোত্তমম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগত-প্রাণ অথবা শ্রীচৈতন্যের প্রাণ, সকলেই প্রেমিক, আচার্য্য প্রভুর সহিত ইহারা পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আসিলেন।

শ্রীমন্নরেন্দ্রমায়াতান্ ভক্তান্ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ ।
নিকটস্থান্ ভক্তগণান্ প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) সর্বেশ্বর গৌরহরি শ্রীমন্নরেন্দ্র-সরোবরে ভক্তগণ আসিয়াছেন জানিয়া নিকটস্থ ভক্তগণকে সত্বর প্রেরণ করিলেন।

পশ্চাদেব স্বয়মপি গন্তুং চক্রে মনঃ প্রভুঃ ।
ভক্তপ্রাণো ভক্তবশো ভক্তানাং প্রীতিদঃ সদা ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) ভক্তপ্রাণ, ভক্তবশ, সদা ভক্তপ্রীতিদায়ক প্রভু স্বয়ংও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে মনস্ত করিলেন।

নিত্যানন্দপ্রভুশ্চৈব পণ্ডিতঃ শ্রীগদাধরঃ ।
পুরীশ্রীপরমানন্দো ভট্টঃ শ্রীসার্ব্বভৌমকঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, পণ্ডিত গদাধর, শ্রীপরমানন্দ পুরী, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য

পণ্ডিতো জগদানন্দস্তথা শ্রীকাশীমিশ্রকঃ ।
দামোদরস্বরূপশ্চ পণ্ডিতঃ শঙ্করস্তথা ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) পণ্ডিত জগদানন্দ, শ্রীকাশী মিশ্র, দামোদর স্বরূপ, শঙ্কর পণ্ডিত ,

শ্রীকাশীশ্বরগোস্বামী পণ্ডিতো ভগবাংস্তথা ।
শ্রীলপ্রদ্যুম্নমিশ্রঃ শ্রীপরমানন্দপাত্রকঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী, ভগবান্ পণ্ডিত, শ্রীল প্রদ্যুম্ন মিশ্র, শ্রীপরমানন্দ পাত্র,

শ্রীরামানন্দরায়শ্চ গোবিন্দো দ্বারপালকঃ ।
ব্রহ্মানন্দভারতী চ শ্রীরূপঃ শ্রীসনাতনঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) শ্রীরামানন্দ রায়, দ্বারপাল গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন,

শ্রীরঘুনাথদাসশ্চ বৈদ্যঃ শ্রীরঘুনাথকঃ ।
শ্রীনারায়ণনন্দাখ্য আচার্য্যপুত্রনন্দনঃ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীরঘুনাথ বৈদ্য, শ্রীনারায়ণ নন্দ নামক আচার্য্যপুত্রের নন্দন,

অচ্যুতানন্দগোস্বামী গৌরাঙ্গপ্রাণবল্লভঃ ।
শিখিমাহেতিবিখ্যাতো বাণীনাথস্তথাপরে ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) গৌরাঙ্গপ্রাণবল্লভ অচ্যুতানন্দ গোস্বামী, শিখি মাহিতী, বাণীনাথ এবং অন্যান্য

যে ক্ষেত্রবাসিনো ভক্তা আযযুঃ প্রভুণা সহ ।
এতৈঃ সমন্বিতঃ কৃষ্ণচৈতন্যো ভক্তবৎসলঃ ।। ২৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) ক্ষেত্রনিবাসী ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গে যাত্রা করিলেন। ইহাদের সঙ্গে ভক্তবৎসল কৃষ্ণচৈতন্য পরমেশ্বর

শ্রীনরেন্দ্রসরস্তীরমাগতঃ পরমেশ্বরঃ ।
তত্রাদ্বৈতোঽপি ভগবান্ সভক্তঃ সমুপস্থিতঃ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) শ্রীনরেন্দ্র সরোবরের তীরে সমাগত হইলেন, এদিকে আবার ভগবান্ শ্রীঅদ্বৈতদেবও ভক্তবর্গ সহ তখনই উপনীত হইলেন।

উভয়োর্দ্দর্শনাদেব সর্ব্বে জাতমহোৎসবাঃ ।
অশ্রুকম্পাদয়ো ভাবা মূর্ত্তিমন্তস্তদা বভুঃ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) উভয় গোষ্ঠীর দর্শনেই আনন্দের মহোৎসব হইতে লাগিল, তখন অশ্রুকম্পাদি ভাবরাজি মূর্ত্তিমন্ত হইয়া প্রকাশ পাইল।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে ভক্তগোষ্ঠীমেলনং নাম সপ্তদশঃ সর্গঃ।
ইতি **ভক্তগোষ্ঠীমেলন**-নামক সপ্তদর্শ সর্গ।

অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

ভাবমাসাদ্য তে সর্ব্বে পরমানন্দবিহ্বলাঃ ।
নমন্তি দণ্ডবদ্ভূমৌ হরিধ্বনিসমন্বিতাঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তাঁহারা সকলেই ভাবভরে পরমানন্দবিহ্বল হইলেন। হরিধ্বনি করিয়া তাঁহারা পরস্পর সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিতে লাগিলেন।

ঈশ্বরোঽপি নমশ্চক্রে বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবান্ ।
দর্শয়ন্নাশ্রমাদীনাং বৈষ্ণবারাধনে বিধিম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) বৈষ্ণবগণসহ স্বয়ং ঈশ্বরও সকল আশ্রমধারিরই বৈষ্ণবারাধনে বিধি দেখাইয়া বৈষ্ণবগণকে দণ্ডবৎ করিলেন।

অপি চেৎ সুদরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্য ইতি কৃষ্ণমুখোদিতম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) 'সুদুরাচার হইয়াও যদি অনন্যচিত্তে আমার ভজন করে, তবে তাহাকেও সাধু বলিয়াই জানিবে এই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মুখ নির্গলিতবাক্য-তাৎপর্য্য

প্রকাশ্য জনসংঘানাং হিতায় জগদীশ্বরঃ ।
বৈষ্ণবান্ বন্দনং চক্রে ন্যাসাদিমদখণ্ডনম্ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) প্রকাশ করিয়া সকল লোকের হিতের জন্য জগদীশ্বর বৈষ্ণবদিগকে বন্দনা করিলেন—যাহাতে সন্ন্যাসিদের গর্ব নাশ হয়।

কম্পাশ্রুপুলকব্যাপ্তা ধূলিমণ্ডিতবিগ্রহঃ ।
নৃত্যন্তশ্চ নমন্তশ্চ গায়ন্তস্তে পুনঃ পুনঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) তাঁহারা কম্পাশ্রু ও পুলকে ব্যাপ্ত এবং ধূলিভূষিত-বিগ্রহে পুনঃ পুনঃ নৃত্য, নমস্কার ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

গৌরাঙ্গদর্শনানন্দমত্তাঃ স্বং ন বিদন্তি তে ।
গৌরাঙ্গো জয় গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ ইতি বাদিনঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) গৌরাঙ্গদর্শনানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহারা আত্মজ্ঞানশূন্য হইয়াছেন এবং মুখে কেবল 'গৌরাঙ্গ জয় গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ' এই ধ্বনিই করিতেছেন।

তথা বৈষ্ণবপত্ন্যশ্চ দূরে দৃষ্ট্বা মহাপ্রভুম্ ।
তাসাং প্রেমপরাকাষ্ঠাং কো বেদ কোঽপি সংবদেৎ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) বৈষ্ণব-পত্নীগণও দূরে থাকিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন। তাঁহাদের প্রেমপরকাষ্ঠা কে বা জানে আর কেই বা সম্যক্ বলিতে পারে?

ততস্তাঃ শ্রীহরের্ভক্তিসংব্যাপিন্যো ন সংশয়ঃ ।
শ্রীকৃষ্ণনামপূর্ণাস্যাঃ প্রেমাশ্রুপুলকান্বিতাঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) তাঁহারাও শ্রীহরিভক্তি-বিকার-মণ্ডিতাই ছিলেন, ইহাতে আর সংশয় নাই ; শ্রীকৃষ্ণ নামে বদন মুখরিত এবং দেহ প্রেমাশ্রু ও পুলকে ব্যাপ্ত।

তদৈব রামকৃষ্ণৌ শ্রীযাত্রাগোবিন্দ এব চ ।
জলক্রীড়ার্থমায়াতৌ নরেন্দ্রসরসি ধ্রুবম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) ঠিক সেই সময়েই আবার শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীযাত্রা-গোবিন্দ জলকেলি করিবার জন্য নরেন্দ্র-সরোবরে উপস্থিত হইয়াছেন।

মহাবিভূতিসংযুক্তা হরিসঙ্কীর্ত্তনাদিভিঃ ।
মণ্ডিতা ভক্তবর্গৈশ্চ গৌরগোবিন্দকিঙ্করাঃ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) মহাবিভূতিসম্পন্ন গৌরগোবিন্দ-কিঙ্করগণ হরিসংকীর্ত্তনপ্রভৃতি সহ ভক্তবর্গে মণ্ডিত হইলেন।

নাবমাসাদ্য তাবচ্চ বিহরন্তো মহামুদঃ ।
গোবিন্দরামকৃষ্ণাশ্চ কুর্ব্বন্তি জলকৌতুকম্ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) অনন্তর শ্রীগোবিন্দ রামকৃষ্ণ মহামোদে নৌকারোহণপূর্বক জলকৌতুক করিয়া বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সভক্তো গৌরচন্দ্রশ্চ জলমাবিশ্য কৌতুকী ।
গদাধররসোল্লসী নিত্যানন্দসুখপ্রদঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) এদিকে ভক্তগণসহ কৌতুকী গৌরাঙ্গ জলে অবতরণ করিলেন। গদাধর-রসোল্লাসী, নিত্যানন্দ-সুখপ্রদ

অদ্বৈতাচার্য্যপ্রেষ্ঠশ্চ স্বরূপাদ্যৈঃ সমন্বিতঃ ।
ক্রীড়তি পরমানন্দং যমুনায়াং যথা পুরা ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) অদ্বৈতাচার্য্য-প্রেষ্ঠ সেই গৌরাঙ্গ স্বরূপাদির সহিত মিলিত হইয়া দ্বাপরযুগে যমুনায় জলকেলির ন্যায় পরমানন্দে ক্রীড়া করিলেন।

স সনাতনরূপশ্রীরঘুনাথেশ্বরো হরিঃ ।
মুরারি-রাম-শ্রীবাস-গৌরীদাস-প্রিয়োঽপি যঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) শ্রীসনাতন-রূপ ও শ্রীরঘুনাথের ঈশ্বর, শ্রীমুরারি-রামদাস, শ্রীবাস ও গৌরীদাসের প্রিয় সেই গৌরহরি।

পরমানন্দপুরী-বংশী-রামানন্দসহায়বান্ ।
কাশীশ্বরমানদাতা হরিদাসপ্রিয়ঙ্করঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) পরমানন্দপুরী, বংশী ও রামানন্দাদির সহায়ক এবং কাশীশ্বর-মানদাতা, শ্রীহরিদাসের প্রিয়ঙ্কর

স্বপ্রকাশতয়া সর্ব্বভক্তৈশ্চ বিপিনেশ্বর ।
সহৈব ক্রীড়তি গৌরগোবিন্দঃ শচীনন্দনঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) বৃন্দাবন-নায়ক শচীনন্দন গৌরগোবিন্দ নিজপ্রকাশমূর্ত্তি-প্রকটনে সকল ভক্তের সহিতই ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বে জানন্তি ক্রীড়তি গৌরাঙ্গো হি ময়া সমম্ ।
তেন সার্দ্ধং ভক্তগণাঃ কুর্ব্বন্তি জলকৌতুকম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) 'গৌরাঙ্গ আমারই সহিত কেবল ক্রীড়া করিতেছেন'—ইহাই সকলের জ্ঞান হইল। ভক্তগণ তাঁহার সহিত এইরূপে জলবিহার করিতে লাগিলেন।

গোপীভিঃ সহ গোবিন্দো যমুনায়াং যথা পুরা ।
অকরোদ্ বিবিধাং ক্রীড়াং শ্রীরাসরসকৌতুকী ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) গোপীগণসহ শ্রীরাসরসকৌতুকী গোবিন্দ যেরূপ প্রাচীনকালে যমুনায় বিবিধ ক্রীড়া করিয়াছেন এবং

যথা গোপীজনাঃ কৃষ্ণং জলক্রীড়াপরায়ণম্ ।
সুখয়ন্তি নিজপ্রেমবিলাসনববিভ্রমৈঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) গোপীগণ যেরূপ জলক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজপ্রেমবিলাসে ও নবনবায়মান বিভ্রমে সুখদান করিয়াছেন—

এবং জলবিহারঞ্চ কারয়িত্বা যথোচিতম্ ।
গৌরাঙ্গো রামকৃষ্ণৌ শ্রীযাত্রাগোবিন্দ এব চ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) সেইরূপেই যথোচিত জলবিহার করাইয়া গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ এবং শ্রীযাত্রাগোবিন্দ

উত্তিষ্ঠন্তি জলহ্রদাদ্ভূষিতা ভূষণোত্তমৈঃ ।
পূজিতাশ্চোপহারৈশ্চ স্বস্বভৃত্যসমন্বিতাঃ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) জলহ্রদ (নরেন্দ্র) হইতে তীরে উঠিলেন এবং উত্তমোত্তম ভূষণে ভূষিত হইয়া নিজ নিজ ভৃত্যসহ বিবিধ উপহারে সুপূজিত হইলেন।

নৃত্যবাদ্যসুগানাদ্যৈর্মন্দিরং প্রযযুঃ সুখম্ ।
রামকৃষ্ণৌ চ শ্রীযাত্রাগোবিন্দঃ স্বজনৈঃ সহ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযাত্রাগোবিন্দ স্বজনগণসহ নৃত্যবাদ্যসঙ্গীতাদি আস্বাদন করিতে করিতে সুখে মন্দিরে গমন করিলেন।

গৌরাঙ্গশ্চ নিজৈর্ভক্তৈঃ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনৈঃ পরৈঃ ।
সমং ভক্তাবেশতয়া যযৌ শ্রীহরিমন্দিরম্ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) আর শ্রীগৌরাঙ্গও নিজ ভক্তবর্গ সহ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তাবেশে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

জগন্নাথমুখং দৃষ্ট্বা সভক্তঃ প্রেমবিহ্বলঃ ।
গরুড়স্তম্ভমাশ্রিত্য স্থিতো দর্শনলালসঃ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) দর্শনলালসায় গরুড়স্তম্ভ অবলম্বন করতঃ জগন্নাথের মুখ দেখিয়া ভক্তগণসহ স্বয়ং প্রেমবিহ্বল হইলেন।

নিত্যানন্দসুখোল্লসী ভক্তবর্গসমন্বিতঃ ।
দ্বৌ পার্শ্বে পশ্যন্তি গৌরচন্দ্রো রামজনার্দ্দনৌ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) ভক্তবর্গসমন্বিত নিত্যানন্দ-সুখোল্লাসী গৌরচন্দ্র দুই পার্শ্বে বলরাম ও জগন্নাথদেবের দর্শন করিতেছেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে নরেন্দ্রসরোবিহারো নামাষ্টাদশঃ সর্গঃ।
ইতি নরেন্দ্রসরোবরে বিহার-নামক অষ্টাদশ সর্গ।

ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

ততো ভক্তগণৈঃ সার্দ্ধং নিত্যানন্দধৃতঃ প্রভুঃ ।
কাশীনাথগৃহং শীঘ্রমাগতো জগদীশ্বরঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অনন্তর ভক্তগণের সহিত জগদীশ্বর মহাপ্রভু নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া শীঘ্রই কাশীনাথের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

জগন্নাথপ্রসাদান্নং নিত্যানন্দসমন্বিতঃ ।
শ্রীলাদ্বৈতাদিভিঃ সার্দ্ধং স্বরূপাদ্যৈর্নিবেদিতম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতির সহিত স্বরূপাদি-কর্ত্তৃক নিবেদিত শ্রীল জগন্নাথদেবের প্রসাদান্ন

ভুক্ত্বা চতুর্ব্বিধং দ্রব্যং ভক্তসঙ্কল্পপালকঃ ।
ভোজয়ামাস স্বান্ ভক্তান্ পুত্রপ্রায়েণ লালয়ন্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) এবং চতুর্বিধ দ্রব্য ভোজনান্তে ভক্তসংকল্প-পালক প্রভু নিজভক্তগণকে পুত্রপ্রায় লালন করিয়া ভোজন করাইলেন।

ত্বং ভুঙ্ক্ষ্ব ভূঙ্ক্ষ্ব ভুঙ্ক্ষেবতি বাৎসল্যরসমূর্ত্তিমান্ ।
জগদানন্দস্বরূপাদ্যৈর্দ্বারৈরেব দয়ানিধিঃ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) দয়ানিধান বাৎসল্যরস মূর্ত্তিমান্ প্রভু জগদানন্দ ও স্বরূপাদি দ্বারা 'তুমি এই প্রসাদটি ভোজন কর, তুমি ইহা ভোজন কর' বলিয়া

এবং ক্রমেণ প্রত্যক্ষং সংবোধ্য কৌশলান্বিতঃ ।
সংভোজ্য ভূরিদ্রব্যেণ চাতুর্ব্বিধ্যেন বৈষ্ণবান্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) বৈষ্ণবগণকে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন পূর্ব্বক কৌশলাবলম্বনে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়াদি নানাবিধ প্রচুর দ্রব্য ভোজন করাইলেন।

গণ্ডূষাদিক্রিয়াঃ সর্ব্বং সমাপ্য জগদীশ্বরঃ ।
চন্দনপুষ্পমালাভ্যাং ভূষয়িত্বা যথাক্রমম্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) গণ্ডুষাদি সকল ক্রিয়া সমাপনান্তে জগদীশ্বর চন্দন ও পুষ্পমাল্য দ্বারা ক্রমশঃ

নিত্যানন্দাদ্বৈতমুখ্যান্ ভক্তান্ গৌড়নিবাসিনঃ ।
উৎকলস্থানপি শ্বেতদ্বীপস্থান্ বৈষ্ণবান্ প্রভুঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত-প্রমুখ গৌড়দেশীয় ভক্তবৃন্দকে এবং উৎকলস্থ ও শ্বেতদ্বীপস্থ বৈষ্ণব সকলকে ভূষিত করিলেন।

লালয়ামাস করুণো বাৎসল্যাদ্ ভক্তবৎসলঃ ।
তৈঃ সমং সুখমাসীনঃ সঙ্কীর্ত্তনকুতূহলী ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) তৎপরে ভক্তবৎসল প্রভু বাৎসল্যরসে ও করুণার্দ্রচিত্তে তাঁহাদিগকে লালন করিয়া তাঁহাদের সহিত সুখে উপবেশন পূর্ব্বক সংকীর্ত্তনে কুতূহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাজাজ্ঞয়া মহাপাত্রশ্চন্দনেশ্বরসংজ্ঞকঃ ।
ভক্তান্ নিবাসয়ামাস গেহে গেহে যথাসুখম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) রাজা প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞাক্রমে চন্দনেশ্বর নামক মহাপাত্র আসিয়া ভক্তবৃন্দকে সুখে গৃহে গৃহে বাসস্থান দিলেন।

এবং ভক্তগণাঃ সর্ব্বে সঙ্কীর্ত্তনপরায়ণাঃ ।
তিষ্ঠন্তি প্রভুণা সার্দ্ধং সঙ্কীর্ত্তনবিনোদিনা ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) এইরূপে সংকীর্ত্তনপরায়ণ সকল ভক্তবৃন্দই সংকীর্ত্তন-বিনোদী প্রভুর সহিত অবস্থান করিলেন।

প্রভুপ্রীতয়ে যদ্‌দ্রব্যং তৈরানীতং প্রযত্নতঃ ।
তেন বৈষ্ণবপত্নীভিঃ পাচিতং পরমাদরাৎ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) প্রভুর প্রীতির নিমিত্ত তাঁহারা যে যে দ্রব্য গৌড়দেশ হইতে আনিয়াছেন—তাহা তাহা বৈষ্ণবপত্নীগণ পরমাদরে রন্ধন করিলে

অন্নং চতুর্ব্বিধেনাপি রসেন সহিতং প্রভুঃ ।
বুভুজে চ ঘৃতৈঃ সিক্তং সভক্তঃ সাগ্রজঃ সুখী ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২)ভক্তগণ ও অগ্রজ নিত্যানন্দের সহিত সুখী মহাপ্রভু ঐ চতুর্বিধ রসযুক্ত ঘৃতরাশি-সিক্ত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতেন।

অদ্বৈতো ভগবান্ সাক্ষাৎ স্বয়মোদনমুত্তমম্ ।
পক্ত্বা সুমধুরং চাপি নীত্বা তং ভার্য্যয়া সহ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) সাক্ষাৎ ভগবান্ অদ্বৈত স্বয়ং উত্তম সুমধুর অন্নাদি ভার্য্যার সাহায্যে রন্ধন করিয়া নিভৃতে প্রভুকে নিয়া

নিভৃতং ভোজয়ামাস ক্ষীরং ঘৃতসমন্বিতম্ ।
স্বপ্রাণবল্লভং কৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তবৎসলম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) ঐ অন্নব্যঞ্জনাদি এবং সঘৃত ক্ষীর নিজপ্রাণনাথ ভক্তবৎসল কৃষ্ণচৈতন্যকে ভোজন করাইলেন।

এবং ক্রমেণ শ্রীবাসপণ্ডিতাদ্যাঃ সপত্নিকাঃ ।
সেবাং চক্রুর্ভগবতো গৌরাঙ্গস্য যথাসুখম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) এইভাবে শ্রীবাসপণ্ডিতাদি সকলে নিজ নিজ পত্নীর সহায়তায় ক্রমে ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানের সুখসেবার অনুষ্ঠান করিলেন।

ততশ্চাদ্বৈতগোস্বামী সংমন্ত্র্য স্বজনৈঃ সহ ।
নবীনং গৌরচন্দ্রস্য নামসঙ্কীর্ত্তনং শুভম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) তৎপরে শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী নিজ জনগণকে ডাকিয়া গৌরচন্দ্রের শুভ নবীন নামাবলি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

করোতি মণ্ডলীকৃত্য হর্ষেণ বৈষ্ণবৈঃ সহ ।
নৃত্যতি পরমোদ্দণ্ডং গর্জ্জতি ধাবতি ক্বচিৎ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) বৈষ্ণবগণকে মণ্ডলীবন্ধনে রাখিয়া আনন্দভরে আচার্য্য পরমোদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন, কখনও বা গর্জন করিতেছেন, আবার কখনও ধাবিত হইতেছেন।

নিত্যানন্দোঽপি ভগবান্ গৌরাঙ্গভাবভাবিতঃ ।
যস্য নৃত্যপদাঘাতৈঃ কম্পতে ভুবনত্রয়ম্ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) যাঁহার নৃত্যপদাঘাতে ত্রিভুবন কম্পিত হয়, সেই ভগবান্ নিত্যানন্দও গৌরাঙ্গভাবে বিভাবিত হইয়া এইসঙ্গে যোগদান করিলেন।

মৎপ্রাণসর্ব্বস্বগৌরচন্দ্র মামুদ্ধর প্রভো ।
নিত্যানন্দপ্রিয় গৌর গদাধররসপ্রদ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) "হে মৎপ্রাণসর্বস্ব গৌরচন্দ্র প্রভো! আমাকে উদ্ধার কর। হে নিত্যানন্দপ্রিয় গৌর! হে গদাধর-রসপ্রদ!

শ্রীবাসাদিপ্রিয়প্রাণ প্রেমদ করুণার্ণব ।
এবং সঙ্কীর্ত্তনং সোঽপি গৌরাঙ্গঃ কীর্ত্তনপ্রিয়ঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) হে শ্রীবাসাদিপ্রিয় প্রাণ! হে প্রেমদ! হে করুণার্ণব।" এইরূপে নামকীর্ত্তন হইতে থাকিলে সেই কীর্ত্তন-প্রিয় গৌরাঙ্গও

কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং মত্বা গতঃ প্রেমবশঃ স্বয়ম্ ।
স এব কীর্ত্তনানন্দো ব্রহ্মাণ্ডং পূরয়ন্ বভৌ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন মনে করিয়া প্রেমবশে স্বয়ং সমাগত হইলেন। সেই কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল।

সর্ব্বে পশ্যন্তি নৃত্যন্তং গৌরচন্দ্রং স্বসম্মুখম্ ।
যথা মধ্যগতং কৃষ্ণং বালকা বনভোজিনঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) সকলেই দেখিলেন যে গৌরচন্দ্র স্ব-সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন—যেমন বনভোজনে বালকগণ মধ্যগত শ্রীকৃষ্ণকে স্বসম্মুখে দেখিয়াছিলেন।

ঈশ্বরোঽপি ভগবতাদ্বৈতাচার্য্যেণ সংযুতঃ ।
নিত্যানন্দো মহাতেজাঃ প্রেমোন্মাদেন নৃত্যতি ।। ২৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) ভগবান্ অদ্বৈতচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া মহাতেজাঃ ঈশ্বর নিত্যানন্দও প্রেমোন্মাদে নৃত্য করিয়াছিলেন।

মত্তপারীন্দ্রবিক্রান্তঃ কারয়ন্নবনীতলম্ ।
গৌরাঙ্গপ্রেমদাতা যস্তস্য কিং চিত্রমেব তৎ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) অদ্বৈত প্রভু মত্তসিংহ-বিক্রমে পৃথিবীকে নৃত্যকীর্ত্তনে আপ্লাবিত করিলেন। যিনি সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ-প্রেমদাতা—তাঁহার পক্ষে ইহা কি বিচিত্র ব্যাপার?

গদাধরোঽপি গৌরাঙ্গপ্রীতিদো নৃত্যতি সুখম্ ।
শ্রীবাসাদ্যাঃ সুখং সর্ব্বে নৃত্যন্তি গৌরচেতসঃ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) গৌরাঙ্গ-প্রীতিদ গদাধরও সুখে নৃত্য করিতেছেন—গৌরগতপ্রাণ শ্রীবাসাদি ভক্তগণও সুখে নৃত্য করিলেন।

এতদন্তর্গতং যস্য গৌরাঙ্গগুণকীর্ত্তনম্ ।
স এব সাক্ষী নান্যে চ কোটিশো জ্ঞানপারগাঃ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) এই গৌরাঙ্গ-গুণকীর্ত্তন যাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে—তিনিই ইহার সাক্ষী, অন্য মহাজ্ঞানী কোটি কোটি লোক ইহার কিছুই বোধ করিতে পারিল না!!

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুকৃতং শ্রীগৌরাঙ্গকীর্ত্তনং নামৈকোনবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

ইতি **শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীগৌরকীর্ত্তন**-নামক ঊনবিংশ সর্গ।

বিংশতিতমঃ সর্গঃ।

একদা পৃষ্টবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামোদরপণ্ডিতম্ ।
সত্যং কথয় মন্মাতুঃ কৃষ্ণভক্তির্দৃঢ়াস্তি কিম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) একদিন গৌরকৃষ্ণ শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘বল দেখি আমার মাতার সত্যই কি দৃঢ়া কৃষ্ণভক্তি আছে?’

শ্রুত্বা স প্রাহ সক্রোধস্তৎপ্রসাদাৎ পরং ত্বয়ি ।
সাস্তি কৃষ্ণরসা ভক্তিনিত্যানন্দস্বরূপিণী ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) এই কথা শুনিয়া তিনি ক্রোধের সহিত বলিলেন—'তাঁহারই প্রসাদে তোমাতে নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী কৃষ্ণরসময়ী ভক্তি বিরাজ করিতেছেন।'

শ্রুত্বা বিপ্রং পরিষ্বজ্য প্রাহ সকরুণং প্রভুঃ ।
যথা ত্বং প্রাহ মাং বন্ধো সত্যং তৎ সর্ব্বমেব হি ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) ব্রাহ্মণের এই কথা-শ্রবণে প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া করুণস্বরে বলিলেন—'হে বন্ধো! তুমি আমাকে যাহা বলিলে, উহা সর্বথাই সত্য।

তদাজ্ঞয়া হি ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বসামি নাত্র সংশয়ঃ ।
তৎপ্রেম্না নীয়তে তস্যাঃ সন্নিধিমপ্যলং খলু ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) মাতারই আজ্ঞাক্রমে এই ক্ষেত্রে বাস করিতেছি—ইহাতে সংশয় নাই। তাঁহারই প্রেমে তাঁহারই নিকটে আমাকে বারংবার আকর্ষণ করিয়া লইয়া থাকে।'

ততঃ শ্রীজগদীশস্য স্নানযাত্রামহোৎসবম্ ।
দদর্শ পরমপ্রীতঃ সভক্তঃ সাগ্রজো হরিঃ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) অনন্তর ভক্তবর্গ এবং অগ্রজ নিত্যানন্দের সহিত গৌরহরি পরমানন্দে শ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা-মহোৎসব দর্শন করিলেন।

ততোঽনবসরং বীক্ষ্য রামমাধবয়োঃ প্রভুঃ ।
সভক্তো দুঃখসন্তপ্তো গত্বাঽপ্যালালনাথকম্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) শ্রীরামকৃষ্ণের অনবকাশকাল দেখিয়া ভক্তগণসহ প্রভু দুঃখসন্তপ্তচিত্তে আলালনাথে গিয়া

পশ্যন্ দৈবং সপ্তরাত্রিং স্থিত্বায়াতঃ স সত্বরম্ ।
নেত্রোৎসবং চ সংপশ্যন্ সাগ্রজস্য জগৎপতেঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) তত্রত্য হরিদেবকে দর্শন করিলেন এবং তথায় সাতদিন অবস্থান করতঃ সত্বর নীলাচলে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের নেত্রোৎসব দর্শন করিলেন।

সঙ্কীর্ত্তনরসানন্দৈর্ন্ননর্ত্ত স্বজনৈঃ সহ ।
ভক্তাভিমানী ভগবান্ নিত্যানন্দকরাশ্রিতঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) ভক্তাভিমানী ভগবান্ চৈতন্যদেব স্বজনগণ-সমভিব্যাহারে সংকীর্ত্তন-রসানন্দে নিত্যানন্দের হস্তধারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিলেন।

ততঃ স্বমালয়ং গত্বা স্বভক্তৈঃ সংবৃতো হরিঃ ।
ভুক্ত্বা মহাপ্রসাদঞ্চ ভক্তদত্তং সুখং বভৌ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) তৎপরে স্বভক্তগণ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গৌরাঙ্গ নিজমন্দিরে আসিলেন এবং ভক্তপ্রদত্ত মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিয়া সুখী হইলেন।

এবং সদানন্দরসেঽতিমত্তঃ শ্রীগৌরচন্দ্রো হরিরাময়োঃ শুভম্ ।
মহাবিভূত্যোঃ কিল স্যন্দনোৎসবং দ্রষ্টুং স্বভক্তৈঃ সহ সত্বরং যযৌ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) এইরূপে সদাকাল আনন্দ-রসে মহামত্ত হইয়া শ্রীগৌরচন্দ্র মহাবিভূতিসম্পন্ন শ্রীজগন্নাথ-বলরামের শুভ রথোৎসব দর্শন-লালসায় ভক্তগণসহ শীঘ্র গমন করিলেন।

দৃষ্ট্বা চ রামং মধুসূদনঞ্চ সুদর্শনেনাপি যুতাং সুভদ্রাম্ ।
রথস্থিতৌ তৌ রথসংস্থিতাং তাং সংবীক্ষ্য হর্ষেণ ননাম সাগ্রজঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) শ্রীবলদেব ও জগন্নাথকে এবং সুদর্শন সহ সুভদ্রাকে প্রথমতঃ দর্শন করিয়া তৎপরে আবার রথসংস্থিত দেখিয়া আনন্দে প্রভু নিত্যানন্দের সহিত প্রণত হইলেন।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমেব সত্বরং রথাশ্চ গচ্ছন্তি সুমেরুতুল্যাঃ ।
সভক্তবর্গঃ কিল গৌরচন্দ্রমা যযৌ তদগ্রেঽখিলভাবভাবিতঃ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) সুমেরু সদৃশ রথত্রয় শীঘ্রই গুণ্ডিচা মন্দিরে যাত্রা করিলেন, তখন নিখিলভাববিভাবিতচিত্ত গৌরচন্দ্রও নিজভক্তগোষ্ঠীসহ অগ্রে অগ্রে চলিলেন।

পশ্যন্ জগন্নাথমুখারবিন্দং স্মরন্ কুরুক্ষেত্রবিশালবৈভবম্ ।
সঙ্কীর্ত্তনানন্দসমুদ্রমগ্নৈঃ স্বভক্তবর্গৈঃ কিল বেষ্টিতো হরিঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) শ্রীজগন্নাথের মুখারবিন্দ-দর্শনে কুরুক্ষেত্রের মহাবিভূতি স্মরণ হইলে শ্রীগৌরহরি সংকীর্ত্তনানন্দমগ্ন স্বভক্তবর্গে বেষ্টিত হইলেন।

শ্রীরাধিকাপ্রেমভরাতিমত্তো হসন্ রুদন্ প্রাহ ত্বমেব নাথ ।
আগচ্ছ যামি ব্রজমণ্ডলং বিভো বৃন্দাবনং যত্র সুবংশিকাধ্বনিঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) শ্রীরাধার প্রেমাতিশয্যে প্রমত্ত হইয়া তিনি হাসিয়া কাঁদিয়া বলিলেন 'হে নাথ! তুমিই আস—চল ব্রজমণ্ডলে যাইব, হে প্রভো! সেই বৃন্দাবনে মধুর মুরলীধ্বনি শ্রুত হয়।

ইতি ব্রুবন্ নর্ত্তনগানমাধুরী সমুদ্রমগ্নাতি মনোমতঙ্গজঃ ।
শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাপ সত্বরং রথেন সার্দ্ধং জগদীশ্বরস্য চ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) এই বলিতে বলিতে নর্ত্তন-গীত-মাধুর্য্য-সমুদ্রে মগ্ন প্রমত্ত গজরাজবৎ প্রভু সত্বর জগন্নাথের রথসহ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীমন্দিরে রত্নময়ীষু বেদীষু স্বয়ংপ্রকাশাসু চ সংগতৌ তৌ।
বিবেশতূ রামজনার্দ্দনৌ সুখং পশ্যন্নতি প্রাহ ত্বমাগতঃ কিম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) শ্রীমন্দিরে স্বয়ংপ্রকাশ রত্নময় বেদীসমূহে গমন করিয়া রামকৃষ্ণ সুখে উপবিষ্ট হইলেন দেখিয়া বলিলেন 'তুমি এক্ষণে বৃন্দাবনে আসিয়াছ কি?'

বৃন্দাবনে আগত এব শ্রীহরিরিতি স্ববাদীজ্জনতাস্বনৈঃ প্রভুঃ ।
সর্ব্বং বনং রম্যমনুপ্রবিশ্য চ স্বানন্দতৃষ্ণোঽখিলভাবপূর্ণঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) শ্রীহরিও তখন জনমণ্ডলীর শব্দের সহিত যেন বলিলেন—'হাঁ আসিয়াছি বটে।' প্রভু তখন রমণীয় বনসমূহে প্রবেশ পূর্বক স্বানন্দতৃষ্ণ ও নিখিলভাবে পরিপূর্ণ হইলেন।

জগন্নাথস্য সর্ব্বং হি ভোগাদিরসবৈভবম্ ।
পশ্যন্ ভক্তজনৈঃ সার্দ্ধং করোতি কীর্ত্তনং মহৎ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) তখন জগন্নাথের ভোগাদিরস-সম্পত্তি দর্শন করিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত মহাকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

বৃন্দারণ্যবিলাসিনো মুররিপোঃ শ্রীরাসলীলাং শুভাং
সাক্ষাদেব বিলাসলাস্যলহরীপূর্ণাং মনন্ শ্রীহরিঃ ।
শ্রীরাধারসমাধুরীধুরিতনুর্গৌরাঙ্গমূর্ত্তিঃ স্বয়ং
শ্রীনন্দাত্মজ এব ভক্তিরসিকঃ স্বারাজ্যলক্ষ্মীং দধে ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) বৃন্দাবন-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের শুভ ও বিলাসলাস্য-তরঙ্গবহুলা শ্রীরাসলীলা স্মরণ করিতে করিতে শ্রীরাধারস-মাধুরীধারী শ্রীগৌরহরি স্বয়ং শ্রীনন্দনন্দন-স্বরূপেই ভক্তিরসিক হইয়া মহামহাশোভা-সমৃদ্ধি ধারণ করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরবিলাসো
নাম বিংশতিতমঃ সর্গঃ।
ইতি **শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-বিলাস**-নামক বিংশ সর্গ।

একবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

এবং দিনত্রয়ং তত্র ভক্তেশ্বরবিভাবিতঃ ।
কৃষ্ণো বিহরতে রত্নমন্দিরং রাসমণ্ডলম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) ভক্তরাজ-রূপে বিভাবিতমতি কৃষ্ণচৈতন্য এইরূপে সেই গুণ্ডিচায় রত্নমন্দিরে রাসমণ্ডলে বিহার করিলেন।

নবদিনসমুদায়ং গুণ্ডিচাপ্রেমবাসং
গজপতিনৃপসেব্যে নীলশৈলাধিনাথে ।
কৃতবতি জগদীশে সাগ্রজে গৌরচন্দ্রো
রথমনুগত এব ভক্তবর্গেণ সার্দ্ধম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) গজপতিরাজ-কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া নীলাচলনাথ শ্রীজগন্নাথ ও বলরাম নয় দিন পর্য্যন্ত গুণ্ডিচায় প্রেমবাস অঙ্গীকার করিয়া পুন রথারোহণ করিলে ভক্তবর্গের সহিত গৌরচন্দ্রও রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন।

হোরাপঞ্চমীযাত্রাঞ্চ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্ ।
কৃত্বা যযৌ নীলশৈলং শ্রীলীলাপুরুষোত্তমঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) শ্রীলীলাপুরুষোত্তম হোরাপঞ্চমী যাত্রা ও শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসব করিয়াই নীলাচলে পুনর্যাত্রা করিয়াছেন।

ততঃ পরং শ্রীশচীনন্দনো হরিঃ পদ্মাবতীনন্দনরামসঙ্গতঃ ।
শ্রীরত্নসিংহাসনমধ্যসংস্থিতং রামানুজং পশ্যতি বৈষ্ণবৈঃ সহ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) অনন্তর শ্রীশচীনন্দন হরি পদ্মাবতী-তনয় নিত্যানন্দরামের সঙ্গে বৈষ্ণবগণসহ শ্রীরত্নসিংহাসনমধ্যবর্ত্তী শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন।

পৌরাণিকং ধ্যানম্ ।

নীলাদ্রৌ শঙ্খমধ্যে শতদলকমলে রত্নসিংহাসনস্থং
সর্ব্বালঙ্কারযুক্তং নবঘনরুচিরং সংস্থিতং চাগ্রজেন ।
ভদ্রায়া বামভাগে রথচরণযুতং ব্রহ্মরুদ্রাদিবন্দ্যং
বেদানাং সারমেকং সকলগুণময়ং ব্রহ্ম পূর্ণং স্মরামি ।। ৫।। ইতি।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) পৌরাণিক ধ্যান—নীলাচলে শঙ্খমধ্যে শতদলকমলে রত্নসিংহাসনে বিরাজিত, সর্বালঙ্কারযুক্ত, নবীনমেঘ হইতেও মনোজ্ঞ, অগ্রজ বলরামের সহিত অবস্থিত, সুভদ্রার বামভাগে চক্রসুদর্শন-সমন্বিত, ব্রহ্ম ও রুদ্রাদি দেবগণের বন্দনীয়, বেদগণের মুখ্য সার, সকলগুণময় পূর্ণব্রহ্মকে স্মরণ করিতেছি।

এবং ধ্যাত্বা গতঃ কৃষ্ণো মিশ্রস্য পুষ্পবেষ্টিকাম্ ।
সুখমাসনমাসিত্বা ভক্তান্ গৌড়নিবাসিনঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) শ্রীগৌরকৃষ্ণ এইরূপে শ্রীজগন্নাথের ধ্যান করিয়া কাশীমিশ্রের পুষ্প-বাটিকায় গমন করিলেন এবং সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণকে ভগবান্

যাপয়ামাস ভগবান্ জনন্যাঃ সুখহেতবে ।
যাতাসৌ শ্রীহরের্ভক্তিরূপিণী প্রেমরূপিণী ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) জননীর সুখের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। 'তোমরা তাঁহারই নিকটে যাও, তিনি শ্রীহরিভক্তিস্বরূপিণী ও প্রেমবতী।'

নিত্যানন্দং সমালিঙ্গ্য ধৃত্বা তস্য করদ্বয়ম্ ।
প্রাহ সগদ্গদং যাহি গৌড়দেশং ত্বমীশ্বরঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) নিত্যানন্দকে আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহার দুই হস্তে ধরিয়া মহাপ্রভু গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন—'তুমি গৌড়দেশে যাও।

তব দেহং বিজানীয়াদ্বিশ্বাসভরণং মম ।
এতজ্জ্ঞাত্বা যথেচ্ছং ত্বং কর্ত্তুমর্হসি হি প্রভো ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) তোমার এই দেহই আমার একমাত্র বিশ্বাসের পাত্র(?) ইহা জানিয়া হে প্রভো! তুমি যথেচ্ছ আচরণ করিতে পার!

মূর্খনীচজড়ান্ধাখ্যা যে চ পাতকিনোঽপরে ।
তানেব সর্ব্বথা সর্ব্বান্ কুরু প্রেমাধিকারিণঃ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) মূর্খ, নীচ, জড়, অন্ধ প্রভৃতিকে ও মহাপাতকী জনদিগকে তুমি সর্বথাই প্রেমাধিকারী করিবে।'

তমিতি প্রহসন্ প্রাহ নর্ত্তকোঽহং তব প্রভো ।
করিষ্যামি যথাজ্ঞা তে যতস্ত্বং সূত্রধারকঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) নিত্যানন্দ হাস্যসহকারে প্রভুকে বলিলেন—'হে প্রভো! আমি তোমার নর্ত্তক ; তুমি সূত্রধারক, আমি তোমার আজ্ঞাপালনই করিব।'

তয়োরেবং কথয়তোঃ স্বরূপাদিগণৈঃ সহ ।
পুরীশ্রীপরমানন্দরামানন্দাদিভিস্তথা ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) তাঁহারা দুইজনে স্বরূপাদিগণ এবং পরমানন্দপুরী ও রামানন্দাদি সহ এইরূপে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে

দ্রাবিড়স্থো দ্বিজঃ কশ্চিদ্দরিদ্রো বুদ্ধিসত্তমঃ ।
আজগাম ধনার্থং চ জগন্নাথদিদৃক্ষয়া ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) দ্রাবিড়দেশী জনৈক দরিদ্র বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ ধনের আশায় জগন্নাথ-দর্শনে আসিয়াছেন।

নিবেদ্য স্বপ্রয়োজনং জগন্নাথস্য সন্নিধৌ ।
স্থিতঃ সপ্তদিনান্যেব প্রত্যাদেশং বিচিন্তয়ন্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) জগন্নাথের নিকটে নিজ প্রয়োজন নিবেদন করিয়া তিনি প্রত্যাদেশ জন্য সাত দিন তথায় অবস্থান করিলেন।

অপ্রাপ্য বাঞ্ছিতং দুঃখাৎ সমুদ্রতীরমাগতঃ ।
তত্রৈব হ্যাগতং দৈবাদ্বিভীষণঞ্চ দর্শয়ন্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) বাঞ্ছিত-পূর্ত্তি না হওয়ায় দুঃখিতচিত্তে তিনি সমুদ্রতীরে আসিলেন এবং দৈবক্রমে সেইস্থলে সমাগত বিভীষণকে দেখিলেন।

পপ্রচ্ছ কো ভবান্ কুত্র যাহি স ত্বং বদস্ব ভোঃ ।
সপ্তাহং শ্রীজগন্নাথদর্শনার্থং গতোঽপ্যহম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কে, কোথায় যাইতেছেন—

আপনি শীঘ্রই বলুন দেখি। আমি আজ সপ্তাহ যাবৎ জগন্নাথদর্শনে আসিয়াছি।'

বিভীষণো নাম মহ্যমিত্যুক্ত্বা প্রযযৌ স চ ।
বিপ্রোঽপি তেন সার্দ্ধঞ্চ যযৌ সৌভাগ্যপর্ব্বতঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) 'আমার নাম বিভীষণ'—এই বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতেছেন। সেই মহাসৌভাগ্যবান্ ব্রাহ্মণও তাঁহার সহিত চলিলেন।

আগতো গৌরচন্দ্রস্য সমীপং শ্রীবিভীষণঃ ।
দৃষ্ট্বা শ্রীচরণদ্বন্দ্বং তস্য দণ্ডনতির্ভুবি ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) শ্রীবিভীষণ শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটে আসিলেন এবং শ্রীপ্রভুর চরণকমল দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

বিপ্রোপি স চমৎকারং পশ্যন্ প্রেমপরিপ্লুতঃ ।
দারিদ্র্যং শ্লাঘয়ন্ দুঃখং ননর্ত্ত জাতকৌতুকঃ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) সেই ব্রাহ্মণও চমৎকার দেখিয়া প্রেমপরিব্যাপ্ত হইলেন এবং নিজের দারিদ্র্যদুঃখ শ্লাঘা করিয়া কৌতুকভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

বিভীষণঞ্চ ভগবান্ বাঞ্ছাকল্পতরুঃ প্রভুঃ ।
প্রাহ ব্রাহ্মণবর্য্যায় ধনং দত্ত্বা ভবান্ খলু ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ প্রভু বিভীষণকে বলিলেন—'আপনি এই ব্রাহ্মণবর্য্যকে ধন দিয়া

পূর্ণয়িষ্যতি যেনাসৌ দুঃখরোগাদ্বিমুচ্যতে ।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ সোঽপি জগ্রাহ শিরসি বচঃ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) পূর্ণমনোরথ করিবেন, যাহাতে ইনি দুঃখরোগ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।' তিনিও কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রভুর বাক্য শিরোধার্য্য করিলেন।

শ্রুত্বা দ্বিজবরঃ প্রাহ মা মাং সংত্যক্তুমর্হসি ।
যথা তে চরণপ্রাপ্তিস্তথা কুরু জগদ্গুরো ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) প্রভুর কথা শুনিয়া সেই দ্বিজবর্য্য বলিলেন—'আমাকে আর পরিত্যাগ করিবেন না। হে জগদ্গুরো! যাহাতে আপনার চরণপ্রাপ্তি হয়, তাহাই করিতে আজ্ঞা হয়।

জগন্নাথ হৃষীকেশ সংসারার্ণবতারক ।
পতিতপ্রেমদঃ কৃষ্ণস্ত্বমেব মাং সমুদ্ধর ।। ২৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) হে জগন্নাথ! হে হৃষীকেশ! হে সংসারার্ণব-তারক! আপনিই পতিতপ্রেমদ কৃষ্ণ, আমাকে এক্ষণে সমুদ্ধার করুন।

তং প্রাহ করুণাসিন্ধুর্যাহি ত্বং নিজমন্দিরম্ ।
ভুক্ত্বা ভোগান্ সমুৎসৃজ্য শ্রীকৃষ্ণচরণং সদা ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) তখন তাঁহাকে করুণাসিন্ধু গৌরাঙ্গ বলিলেন—'এক্ষণে আপনি নিজগৃহে গমন করুন, বিবিধ ভোগরাশি উপভোগ করিয়া পরে ত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণচরণই সদাকাল ভজন করিবেন।

ভজনাল্লভতে ভক্তিং যথা স্যাৎ প্রেমসম্পদঃ ।
এবং শ্রুত্বা প্রণম্যাসৌ যযৌ নিজগৃহং দ্বিজঃ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) ভজনেই ভক্তিলাভ হয় এবং তাহাতে প্রেম-সম্পত্তিলাভ হইবে।' প্রভুর মুখে এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ প্রভুকে প্রণাম করতঃ নিজগৃহে গমন করিলেন।

বিভীষণশ্চ তং স্তুত্বা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ।
জগাম স্বগৃহং রম্যং ধ্যায়ন্ তচ্চরণাম্বুজম্ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) বিভীষণও প্রভুকে স্তুতি ও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া প্রভুর চরণ-কমল ধ্যান করিতে করিতে নিজ রমণীয় গৃহে গমন করিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে রামদাসানুগ্রহো
নামৈকবিংশতিতমঃ সর্গঃ।
ইতি রামদাসানুগ্রহ-নামক একবিংশ সর্গ।

দ্বাবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

ততশ্চ শ্রীগৌরচন্দ্রো ভক্তবর্গসমন্বিতঃ ।
নিত্যানন্দং পুনরপি প্রাহ প্রহসিতাননঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) তৎপর ভক্তবর্গ-সমন্বিত শ্রীগৌরাঙ্গ সুহাস্যবদনে পুনরায় নিত্যানন্দকে বলিলেন—

পূর্ব্বং যৎ কথিতং তচ্চ কর্ত্তব্যং ভবতা কিল ।
গচ্ছ গৌড়ং হি তৎ শ্রুত্বা স জগাম হসন্ প্রভুঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) 'পূর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা তোমার করিতে হইবে ; তুমি গৌড়মণ্ডলে যাও'—এই বাক্য-শ্রবণে নিত্যানন্দপ্রভুও হাসিতে হাসিতে যাত্রা করিলেন।

পানিহাটং পুরং রম্যং রাঘবপণ্ডিতগৃহম্ ।
প্রণমন্তং দ্বিজং ক্রোড়ীকৃত্বা প্রাহ মহাসুখী ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) পানিহাট নামক রমণীয় গ্রামে শ্রীরাঘবপণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন—ব্রাহ্মণ দণ্ডবৎ করিলে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মহাসুখী শ্রীপাদ নিত্যানন্দ বলিলেন—

রাঘব কুরু শীঘ্রং মে সুবাসিতজলৈরপি ।
অভিষেকং চন্দনাদিপুষ্পালঙ্করণাদিনা ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) "রাঘব, শীঘ্রই সুবাসিত জলে আমার অভিষেক কর ; চন্দনাদি ও পুষ্পাভরণাদি দ্বারা এবং

স্বর্ণরৌপ্যপ্রবালাদিমণিমুক্তাদিনির্ম্মিতৈঃ ।
ভূষণৈশ্চ ত্বয়া কার্য্যং মদঙ্গপরিমণ্ডনম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবালাদি মণিমুক্তাদি-নির্মিত ভূষণসমূহদ্বারা তুমি আমার অঙ্গ সজ্জিত কর।

যেন মে প্রাণনাথস্য গৌরচন্দ্রস্য সর্ব্বদা ।
সচ্চিদানন্দপূর্ণস্য পূর্ণো মনোরথো ভবেৎ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) যাহাতে সচ্চিদানন্দপূর্ণ আমার প্রাণনাথ গৌরচন্দ্রের সর্বদা মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে।"

শ্রুত্বা সর্ব্বং শীঘ্রমেব কারয়িত্বা জনৈর্দ্বিজঃ ।
সুগন্ধিপয়সা সুরদীর্ঘিকায়া মুদান্বিতঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) প্রভুর কথা-শ্রবণে রাঘব লোকগণদ্বারা শীঘ্রই সুরধুনীর সুগন্ধি জল দ্বারা আনন্দভরে

স্নাপয়িত্বা সংনিমজ্য ভূষয়িত্বা স ভূষণৈঃ ।
গন্ধচন্দন-পুষ্পৈশ্চ ননাম ভুবি দণ্ডবৎ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) তাঁহাকে স্নান মজ্জনাদি পূর্বক বিবিধভূষণ ও গন্ধচন্দনমাল্যাদি পরিধান করাইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তো রেজে নন্দসুতো যথা ।
বলদেবঃ স্বয়ং চাপি স্বয়ং গোপালরূপধৃক্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) যেরূপ সর্বাভরণ-ভূষিত নন্দনন্দন বিরাজমান থাকেন, তদ্রূপ বলদেবও স্বয়ং গোপালরূপ-ধারণে বিদ্যমান হইলেন।

শ্রীদামাদ্যাঃ সখা যে চ ব্রজগোপালরূপিণঃ ।
বংশীবেণুবিষাণাদ্যৈরলঙ্কারৈশ্চ মণ্ডিতাঃ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) ব্রজের গোপালরূপী শ্রীদামাদি সখাগণও বংশী, বেণু, শিঙ্গাদি ও বিবিধ ভূষণে সজ্জিত হইলেন।

শ্রীরামসুন্দরগৌরীদাসাদ্যাঃ কীর্ত্তনপ্রিয়াঃ ।
বিহরন্তি সদা নিত্যানন্দসঙ্গে মহত্তমাঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) কীর্ত্তন-প্রিয় শ্রীরামদাস, সুন্দরানন্দ ও গৌরীদাস প্রভৃতি মহত্তম ভক্তগণও নিত্যানন্দ সঙ্গে সর্বদা বিহার করিতেছেন।

এবং স ভগবান্ রামস্তৈঃ সার্দ্ধং জাহ্নবীজলে ।
ক্রীড়ন্ তাণ্ডবমাসাদ্য স্বভক্তানাং গৃহে গৃহে ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) এইরূপে সেই ভগবান্ নিত্যানন্দ রাম তাঁহাদের সহিত গঙ্গাজলে ক্রীড়া করিতেন, ভক্তগণের গৃহে গৃহে তাণ্ডবনৃত্য করিতেন।

রমমাণঃ সুখেনাপি গদাধরগৃহং যযৌ ।
গোপীভাবেন পূর্ণং স দৃষ্ট্বা তং প্রেমবিহ্বলঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) এইরূপে সুখে বিহার করিতে করিতে তিনি গদাধরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। গোপীভাবে পূর্ণ গদাধরকে দেখিয়া সেই প্রভু প্রেমে বিহ্বল হইলেন।

আগতঃ কীর্ত্তনানন্দঃ সপ্তগ্রামাখ্যকং পুরম্ ।
ত্রিবেণীতীরমাসাদ্য গৌরাঙ্গগুণকীর্ত্তনে ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) অনন্তর কীর্ত্তনানন্দ নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম নামক পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। ত্রিবেণীতীরে উপনীত হইয়া তিনি গৌরাঙ্গগুণকীর্ত্তনে নৃত্য করিলেন,

ননর্ত্ত পরমানন্দং গোপীভাবং প্রদর্শয়ন্ ।
নিত্যানন্দোঽপি গৌরাঙ্গকীর্ত্তনানন্দদায়কঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) তাহাতে সকলকেই পরমানন্দময় গোপীভাব দর্শন করাইয়াছিলেন। গৌরাঙ্গকীর্ত্তনানন্দপ্রদ নিত্যানন্দও সেইগ্রামে

কৃত্বা তস্মিন্মহোল্লাসং পুরন্দরগৃহং যযৌ ।
তস্য প্রেমরসেনাপি কৃত্বা তস্য সুখঞ্চ সঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) মহা উল্লাস দান করিয়া পুরন্দরের গৃহে উপনীত হইলেন। তাঁহার প্রেমরসে বিভোর হইয়া প্রভু তাঁহাকেও সুখী করিলেন।

যত্র সপ্তর্ষয়ঃ সর্ব্বে স্মরন্তি ভাবতঃ পদম্ ।
মুক্তবেণীতয়াখ্যাতং বদন্তি বেদপারগাঃ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) যে স্থানে সপ্তর্ষিগণ সকলে ভাবভরে শ্রীনারায়ণের চরণ চিন্তা করেন—যাহাকে বেদপারগ ব্যক্তিগণ মুক্তবেণীরূপে বর্ণনা করেন—

গঙ্গাযমুনয়োশ্চৈব সরস্বত্যাশ্চ সর্ব্বদা ।
প্রবাহাশ্চ বদন্তিস্ম তদ্দর্শনমহোৎসবাঃ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সর্বদা প্রবাহশীল বলিয়া যে স্থান-দর্শনার্থে বহু লোকের আনন্দ উৎসবাদি হইয়া থাকে,

নরা মুক্তা ভবন্তি হি স্নাত্বা বা স্মরণাদপি ।
হরৌ ভক্তিঞ্চ বিন্দন্তি সর্ব্বদুঃখবিনাশিনীম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) মনুষ্যগণ যেস্থানে স্নান বা স্মরণ করিলেও সর্বদুঃখবিনাশিনী হরিভক্তি লাভ করিতে পারেন,

নিত্যানন্দপ্রভুস্তত্র বণিজান্তু গৃহে গৃহে ।
করোতি কৃষ্ণচৈতন্যনামসংকীর্ত্তনং মহৎ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) নিত্যানন্দ প্রভু সেই ত্রিবেণীতীরে বণিক্‌গণের গৃহে গৃহে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মহানাম সংকীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যথা সঙ্কীর্ত্তনসুখং নবদ্বীপে ভবেৎ পুরা ।
নিত্যানন্দপ্রসাদেন তদেবাত্র সুখং পরম্ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) পূর্বে নবদ্বীপে যেরূপ সংকীর্ত্তনানন্দ হইয়াছিল, নিত্যানন্দ-প্রসাদে সেই পরমানন্দ এক্ষণে ত্রিবেণীগ্রামে প্রকট হইল।

উদ্ধারণগৃহে স্থিত্বা তেন সার্দ্ধং জগদ্গুরুঃ ।
গৌরচন্দ্ররসে মগ্নঃ শান্তিপুরমগাত্ততঃ ।। ২২।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) উদ্ধারণের গৃহে তাঁহার সহিত অবস্থান করতঃ জগদ্গুরু নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্ররসে মগ্ন হইয়া অনন্তর শান্তিপুরে গমন করিলেন।

নিত্যানন্দমুখং দৃষ্ট্বা শ্রীলাদ্বৈতো মহামতিঃ ।
হুহুঙ্কারেণ নাদেন দিঙ্মুখং পরিপূরয়ন্ ।। ২৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) মহামতি শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দের মুখচন্দ্র-দর্শনে হুঙ্কার ধ্বনিতে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিলেন।

স্তুত্বা পরমহর্ষেণ নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ ।
তমালিঙ্গ্য প্রভুশ্চাপি প্রণম্য সসুখং বসন্ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) পরমানন্দে তাঁহাকে স্তব করিয়া, পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুও তাঁহাকে আলিঙ্গন ও প্রণাম করিয়া সুখে অবস্থান করিলেন।

তস্যাপি জনয়ন্ হর্ষং নবদ্বীপমগাৎ প্রভুঃ ।
গৌরাঙ্গগুণসংমত্তো জগদাহ্লাদকারকঃ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) তাঁহারও হর্ষ উৎপাদন করিয়া নিত্যানন্দ পরে নবদ্বীপে গমন করিলেন। গৌরাঙ্গগুণে উন্মত্ত হইয়া তিনি জগদ্বাসিরই আনন্দদায়ক হইলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতসঙ্গোৎসবো নাম দ্বাবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

ইতি শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত-সঙ্গোৎসব-নামক দ্বাবিংশ সর্গ।

ত্রয়োবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

তত আগত্য প্রথমং শ্রীশচীদর্শনোৎসুকঃ ।
প্রণম্য চরণোপান্তে মাতরাগতোঽহং সুখম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) শ্রীশচীমাতার দর্শনোৎসুক নিত্যানন্দ প্রথমতঃ আসিয়া তাঁহার শ্রীচরণকমলে প্রণত হইয়া বলিলেন—'মা, আমি সুখে আসিয়াছি।'

শ্রুত্বা সা সত্বরং মাতা তস্য মূর্দ্ধ্নি করদ্বয়ম্ ।
ধৃত্বা তাতেতি সম্বোধ্য সংচুম্ব্য চ মুহুর্ম্মুহুঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) শচীমাতা তাঁহার বাক্যশ্রবণে সত্বর তাঁহার মস্তকে হস্তদ্বয় স্থাপন করিয়া 'বৎস' বলিয়া সম্বোধনপূর্বক মুহুর্মুহু চুম্বন করিলেন।

উবাচ মধুরং তাত স্থাতুমর্হসি মদ্‌গৃহে ।
যেন ত্বাং সর্ব্বদা তাত পশ্যামি দুঃখচ্ছেদকম্ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) শচীমাতা মধুরস্বরে তাঁহাকে বলিলেন—'বৎস ! তুমি আমার গৃহেই থাক, যাহাতে আমি তোমাকে সর্বদা দেখিয়া দুঃখ নাশ করিতে পাই।'

প্রহসন্ প্রাহ তাঃ মাতঃ শৃণু সত্যং বদামি তে ।
বসামি সানুজোঽহং তে সদা সন্নিহিতোঽপি চ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) হাসিতে হাসিতে প্রভুও তাঁহাকে বলিলেন—"মা, শুন, আমি সত্যই বলিতেছি যে আমি অনুজ বিশ্বম্ভরের সহিত সর্বদাই তোমার সন্নিকটে বাস করিতেছি।

ত্বয়া পাচিতমন্নং যৎ শ্রীকৃষ্ণাধরপূরিতম্ ।
তল্লোভেন সদা মাতস্তিষ্ঠামি তব সন্নিধৌ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) মা, তুমি রন্ধন করিয়া যে অন্ন শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতসহ দান কর, তাহারই লোভে আমি সদাকাল তোমারই কাছে অবস্থান করিব।"

এবং শ্রুত্বা হসন্তী সা পক্বশাল্যন্নমুত্তমম্ ।
সূপং তং পায়সাদ্যঞ্চ তমন্নং পরমাদ্ভুতম্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) এই কথা-শ্রবণে মাতা হাস্যবদনে উত্তম শাল্যন্ন, সূপ (রসা) ও পায়সাদি প্রস্তুত করিয়া সেই পরমাদ্ভুত অন্নাদি সকল দ্রব্য

তস্মৈ সর্ব্বং বিনিবেদ্য পশ্যন্তী মুখপঙ্কজম্ ।
বুভুজে সানুজঃ সোঽপি প্রহসন্ ভক্তবৎসলঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) নিত্যানন্দ-সম্মুখে নিবেদনপূর্বক তাঁহার মুখকমলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। ভক্তবৎসল নিত্যানন্দ প্রভুও তখন নিজ অনুজ বিশ্বম্ভরের সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন।

দৃষ্ট্বা স রামকৃষ্ণৌ চ ভুক্তবন্তৌ সুখার্ণবে ।
মগ্না বভূব তাং দৃষ্ট্বা নিত্যানন্দদয়ানিধিঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) শ্রীরামকৃষ্ণ দুইভাই ভোজন করিলেন দেখিয়া শচীমাতা সুখসাগরে মগ্ন হইলেন। নিত্যানন্দ দয়ানিধি তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া

প্রাহ মাতঃ সত্যমেব বচঃ কিং মে বদাধুনা ।
সা প্রাহ তাত তে সত্যমীশ্বরস্য বচো যথা ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) জিজ্ঞাসা করিলেন—'বল দেখি, আমার কথা এক্ষণে সত্যই হইয়াছে কি না?' মাতা বলিলেন 'বৎস ঈশ্বরের বাক্যসদৃশই তোমার বাক্য সত্য।

তথাপি সানুজং ত্বাং হি দ্রষ্টুমিচ্ছামি সর্ব্বদা ।
যথাজ্ঞা তে সুখং মাতঃ কর্ত্তব্যং মে নিরন্তরম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) তথাপি সানুজ তোমাকে সর্বদাই দেখিতে ইচ্ছা করি।' প্রভু বলিলেন—'মা, তোমার আজ্ঞানুসারে যাহাতে তোমার সুখ হয়, তাহাই নিরন্তর আমার কর্ত্তব্য।'

এবং তত্র স্থিতো নিত্যানন্দঃ সর্ব্বসুখপ্রদঃ ।
জনয়ন্ পরমানন্দং নবদ্বীপনিবাসিনাম্ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) এইরূপে সর্বজনসুখপ্রদ নিত্যানন্দ নবদ্বীপবাসিদের পরমানন্দ বিস্তার করিয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন।

কুর্ব্বন্ সর্ব্বজনান্ কৃষ্ণচৈতন্যরসভাবিতান্ ।
গৌরাঙ্গকীর্ত্তনানন্দো ননর্ত্ত স্বজনৈঃ সহ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) সকল লোককেই কৃষ্ণচৈতন্যরসে বিভাবিত করিয়া গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তনানন্দে স্বজনগণসহ প্রভু নৃত্য করিতেন।

গন্ধচন্দনলিপ্তাঙ্গো নীলাম্বরসমাবৃতঃ ।
স্বর্ণরৌপ্যপ্রবালাদ্যৈরলঙ্কারৈশ্চ মণ্ডিতঃ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) তিনি গন্ধচন্দনাদিতে অনুলিপ্ত হইয়া নীলবসন পরিধান করিতেন এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্রবালাদি-নির্মিত অলঙ্কারে মণ্ডিত হইলেন।

কর্পূরতাম্বুলাদ্যৈশ্চ পূর্ণশ্রীমুখপঙ্কজঃ ।
লৌহদণ্ডধরো রূপ্যহারকৌস্তুভভূষণঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) শ্রীমুখকমল কর্পূরতাম্বুলাদিতে পূর্ণ থাকিত, লৌহদণ্ড ধারণ করতঃ রূপ্যহার ও কৌস্তুভদ্বারা ভূষিত হইলেন।

কুণ্ডলৈকধরঃ শ্রীমান্ বনমালাবিভূষিতঃ ।
বেণুপাণিঃ সদা কুর্ব্বন্ গৌরাঙ্গগুণকীর্ত্তনম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) এক কর্ণে কুণ্ডল পরিয়া শ্রীমান্ বনমালা-বিভূষিত হইয়া হস্তে বংশী ধারণপূর্বক সদাকাল গৌরাঙ্গগুণ কীর্ত্তন করিতেন।

চৌরদস্যুগণাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা তস্য বিভূষণম্ ।
হর্ত্তুং কুর্ব্বন্তি তে নানা স্বযত্নমাততায়িনঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) আততায়ী চৌরদস্যুগণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বিভূষণাদি দেখিয়া চুরি করিতে বিবিধ প্রয়াস করিল।

তানেব কৃপয়া পূর্ণো নিত্যানন্দো মহাপ্রভুঃ ।
গৌরাঙ্গকীর্ত্তনানন্দপরিপূর্ণান্ চকার হ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু কিন্তু করুণাপূর্ণ হইয়া তাহাদিগকে গৌরাঙ্গ-কীর্ত্তনানন্দে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন!!

এবং স বিহরন্ কৃষ্ণচৈতন্যরসভাবুকঃ ।
করোতি বিবিধাং ক্রীড়াং গোপালবাললীলয়া ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) এইরূপে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের রসভাবে বিহার করিতে করিতে গোপালবালক-লীলাদি বিবিধ খেলা করিলেন।

গঙ্গাতীরং সমাসাদ্য স্বভক্তানাং গৃহে প্রভুঃ ।
বিহরন্ স্নেহসম্পূর্ণঃ কৃষ্ণদাসগৃহং যযৌ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) গঙ্গাতীরে তীরে নিজভক্তগণের গৃহে গৃহে বিহার করিতে করিতে স্নেহময় প্রভু কৃষ্ণদাসের গৃহে উপনীত হইলেন।

বড়গাছীনিবাসী স প্রাপ্য দুষ্প্রাপ্যমীশ্বরম্ ।
আনন্দেনাকুলো ভূত্বা ধুন্বন্ বাসো ননর্ত্ত হ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) বড়গাছি-নিবাসী সেই কৃষ্ণদাস দুর্লভ প্রভুকে নিজগৃহে পাইয়া আনন্দে আকুল হইলেন এবং বস্ত্র উড়াইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

মহাপুণ্যতমো গ্রামো বড়গাছীতিসংজ্ঞকঃ ।
নিত্যানন্দস্বরূপস্য বিহারো ভাবি যত্র বৈ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) সেই বড়গাছি গ্রাম মহাপুণ্যতম, যেহেতু উহা নিত্যানন্দ-স্বরূপের বিহারভূমি।

কৃষ্ণদাসেন সার্দ্ধং শ্রীনবদ্বীপং সমাগতঃ ।
বিহরন্ কীর্ত্তনানন্দো রামদাসাদিভির্বৃতঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) অতঃপর প্রভু সেই কৃষ্ণদাসের সহিত রামদাসাদি-কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া কীর্ত্তনানন্দে বিহার করিতে করিতে শ্রীনবদ্বীপে সমাগত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম্না পরিপূর্ণং জগত্রয়ম্ ।
কৃত্বা ররাজ গোপালৈঃ সমং নন্দব্রজে যথা ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) নন্দব্রজে যেরূপ বলদেব গোপালগণের সহিত বিহার করিতেন—এক্ষণে এই নবদ্বীপেও সেই নিত্যানন্দরাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে ত্রিভুবন পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজমান হইলেন।

বেত্রবংশীশৃঙ্গবেণুগুঞ্জমালাবিভূষিতৈঃ ।
পার্যদৈরাবৃতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনামৃতবর্ষকৈঃ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) বেত্র, বংশী, শিঙ্গা, বেণু গুঞ্জামালাদিতে বিভূষিত কৃষ্ণকীর্ত্তনামৃতবর্ষী পার্যদ-গণে তিনি সর্বদা বেষ্টিত থাকিতেন।

বলদেবঃ স্বয়ং গোপো বৃন্দারণ্যবিলাসবান্ ।
তদ্রূপং দর্শয়ন্ লোকে গৌরাঙ্গপ্রাণবল্লভঃ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) বৃন্দারণ্যবিলাসী স্বয়ং গোপ বলদেব, সেইরূপই লোকে দেখাইয়া গৌরাঙ্গপ্রাণবল্লভ নিত্যানন্দ এক্ষণে শ্রীনবদ্বীপে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে শ্রীনিত্যানন্দবিলাসো
নাম ত্রয়োবিংশতিতমঃ সর্গঃ ।
ইতি শ্রীনিত্যানন্দ-বিলাস-নামক ত্রয়োবিংশ সর্গ।

চতুর্ব্বিংশতিতমঃ সর্গঃ।

ততঃ শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রঃ স্বরূপাদ্যৈঃ সমন্বিতঃ ।
শ্রীরাধাভাবমাধুর্য্যৈঃ পূর্ণো ন বেদ কিঞ্চন ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধার ভাবমাধুর্য্যে পূর্ণ হইয়া স্বরূপাদি ভক্তগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত থাকিতেন এবং তাঁহার দেহদৈহিকাদি বাহ্যবৃত্তি লোপ হইল।

রামানন্দেন সহিতঃ কৃষ্ণমাধুর্য্যবৈভবম্ ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়দ্ ভক্তান্ ভক্তবশ্যঃ স্বয়ং হরিঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) রামানন্দের সহিত কৃষ্ণমাধুর্য্যবৈভব আস্বাদন করিয়া ও ভক্তগণকে করাইয়া স্বয়ং হরি বিরাজ করিলেন।

বৃন্দাবনস্মারকাণি বনান্যুপবনানি চ ।
শ্রীকৃষ্ণান্বেষণং তত্র যমুনাস্মারকেণ চ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) তত্রত্য বন ও উপবনাদি তাঁহাকে বৃন্দাবন স্মরণ করাইত, তাহাতে তিনি শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ করিয়াছেন। যমুনার স্মরণে

সমুদ্রপতনঞ্চাপি স্বরূপাদ্যৈর্নিদর্শিতম্ ।
কৃষ্ণপঞ্চগুণেনৈব পঞ্চেন্দ্রিয়বিকর্ষণম্ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) তিনি সমুদ্রে পতিত হইলেন, স্বরূপাদি ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিয়া ফেলিলেন। কৃষ্ণের রূপরসাদি পঞ্চগুণে তাঁহার চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় আকৃষ্ট হইয়াছিল।

সুরভীমধ্যপাতেন কুর্ম্মাকারেণ ভাবনম্ ।
শ্রীরাসলীলাস্মরণাৎ প্রলাপাদ্যনুবর্ণনম্ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) (তেলেঙ্গা) গাভীর মধ্যে পতিত হইয়া কূর্মাকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন, শ্রীরাসলীলা-স্মরণে প্রলাপোক্তি করিয়াছিলেন।

গোবর্দ্ধনভ্রমেণৈব চটকগিরিদর্শনম্ ।
কৃষ্ণাধরামৃতাস্বাদং গোপীভাবেন সর্ব্বতঃ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) গোবর্দ্ধনভ্রমে চটকপর্বতের দর্শন এবং সর্বথা গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত আস্বাদ করিয়াছেন।

মথুরাস্মৃতিমাত্রেণ দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতম্ ।
জাতং স্বয়ং ভগবতো ভক্তিপ্রেমরসাত্মনঃ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) মথুরার স্মৃতিমাত্রই দিব্যোন্মাদগ্রস্ত হইয়া স্বয়ং ভগবান্ ভক্তিপ্রেমরসাত্মক-স্বরূপেও বিবিধ ভাববিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সাত্ত্বিকাদ্যৈরষ্টাভিশ্চ ভাবৈঃ সম্পূর্ণবিগ্রহঃ ।
রামানন্দস্বরূপাভ্যাং সেবিতো রাসসংজ্ঞয়া ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) অষ্ট-সাত্ত্বিকভাবের যুগপৎ উদয় হইয়া শ্রীবিগ্রহ ভাবময় হইত, রামানন্দ এবং স্বরূপ তখন রাসলীলার গানে তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিতেন।

ভাবানুরূপশ্লোকেন রাসসংকীর্ত্তনাদিনা ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্লীলারসবিদ্যানিদর্শনম্ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) রামানন্দের ভাবানুরূপ শ্লোক-পাঠ, স্বরূপের রাসলীলা কীর্ত্তনাদি এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস বিদ্যা প্রভৃতি

শ্রীরাধাশুদ্ধপ্রেম্না হি শ্রবণামৃতমদ্ভুতম্ ।
পীত্বা নিরন্তরং শ্রীমচ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) শ্রবণ-রসায়ন অদ্ভুত কাহিনী নিরন্তর আস্বাদন করিয়া শ্রীমচ্চৈতন্যরস-বিগ্রহ প্রভু শ্রীরাধার বিশুদ্ধ প্রেমভরে

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাত্মা রাধাকান্তোঽপি সর্ব্বদা ।
তদ্ভাবভাবিতানন্দরসমগ্নো বভূব হ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাত্মা রাধাকান্ত হইয়াও সর্বদা শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত থাকিয়া আনন্দরসে মগ্ন হইলেন!!

যাং যাং লীলাং প্রকুর্ব্বতি কৃষ্ণঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ ।
তাং তাং কো বক্তুং শক্নোতি তৎকৃপাভাজনং বিনা ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) সর্বেশ্বরেশ্বর গৌরকৃষ্ণ ক্ষণে ক্ষণে যে যে লীলা করিয়াছেন—তৎকৃপাপাত্র ব্যতিরেকে কেই বা তৎসমস্ত সম্যক্‌রূপে বলিতে পারে?

রামানন্দঃ স্বরূপশ্চ পরমানন্দনামকঃ ।
কাশীশ্বরো বাসুদেবো গোবিন্দাদ্যাশ্চ সর্ব্বদা ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) রামানন্দ, স্বরূপ, পরমানন্দপুরী, কাশীশ্বর, বাসুদেব ও গোবিন্দাদি

অপরৈশ্চ রসাভিজ্ঞৈঃ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনাত্মকৈঃ ।
সেব্যমানঃ স চ কৃষ্ণো ভক্তভাববিভাবিতঃ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) এবং অন্যান্য রসাভিজ্ঞ কৃষ্ণসংকীর্ত্তনময় ভক্তবর্গ-কর্ত্তৃক সেই ভক্তভাব-বিভাবিত গৌরকৃষ্ণ নিরন্তর সেবিত হইতেন।

শ্রীনবদ্বীপমাসাদ্য শ্রীনিত্যানন্দ ঈশ্বরঃ ।
শ্রীচৈতন্যরসোন্মত্তস্তন্নামগুণকীর্ত্তনৈঃ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া শ্রীচৈতন্যরসে উন্মত্ত হইয়া তাঁহারই নামগুণাদি-কীর্ত্তনে সদাকাল আবিষ্ট থাকিতেন।

পরিপূর্ণঃ সদা ভাতি গৌরাঙ্গগুণগর্ব্বিতঃ ।
তদাজ্ঞাপালনাদ্‌গৌড়ে স্থিতোঽপি তৎপ্রকাশতঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) তিনি গৌরাঙ্গগুণে গর্বিত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞাপালন জন্য প্রকাশ-মূর্ত্তিতে গৌড়ে অবস্থান করিয়াও কিন্তু

স্বেচ্ছাময়ো রসজ্ঞোঽসৌ কো বেদ তস্য চেষ্টিতম্ ।
তদ্দর্শনসমুৎকণ্ঠো যযৌ শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) সেই স্বেচ্ছাময় রসজ্ঞ তাঁহারই দর্শনোৎকণ্ঠায় শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিলেন—তাঁহার চেষ্টা (অভিপ্রায়) কেই বা অবগত আছে?

***... ... ...**

পুষ্পবাটীং সমাসাদ্য ধ্যায়ন্ গৌরাঙ্গসুন্দরম্ ।
উত্থায় প্রাণমদ্ভূমৌ নিপত্য প্রণমন্মুহুঃ ।। ২০।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) পুষ্পোদ্যানে আসিয়া তিনি গৌরাঙ্গসুন্দরের ধ্যান করিতে করিতে একবার উঠিতেছেন, আবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন—এই রূপে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন।

হুঙ্কারগম্ভীরারাবৈর্জয়গৌরাঙ্গনিঃস্বনৈঃ ।
তুষ্টাব পরমপ্রীতো গৌরচন্দ্রং মহাসুখী ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) হুহুঙ্কার শব্দে এবং 'জয় গৌরাঙ্গ' ধ্বনি করিয়া পরম প্রীত মহাসুখী নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের স্তব করিলেন।

এবং পরস্পরং কৃষ্ণরামৌ হি পরমেশ্বরৌ ।
প্রেমভক্তিরসাকৃষ্টৌ চক্রতুরভিবন্দনম্ ।। ২২।

---

* ১৮ ও ১৯ নম্বর শ্লোক পাওয়া যায় না।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) তখন কৃষ্ণরাম (গৌরনিতাই) পরমেশ্বর যুগল প্রেমভক্তিরসাকৃষ্ট হইয়া পরস্পর অভিবন্দন করিলেন।

শ্রীশচীনন্দনঃ প্রাহ শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্ ।
নন্দপুত্র ভবান্নন্দগোষ্ঠভক্তিপ্রদঃ সদা ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) অনন্তর শ্রীশচীনন্দন ঈশ্বর নিত্যানন্দকে বলিলেন—' হে নন্দপুত্র! তুমি সর্বদা নন্দগোষ্ঠ ভক্তিই প্রদান কর।

অলঙ্কারাদিরূপেণ নবধা ভক্তিমুত্তমাম্ ।
পশ্যামি তব দেহে চ কৃষ্ণকেলিসুখার্ণবে ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) কৃষ্ণকেলিসুখসমুদ্ররূপ তোমার এই দেহে আমি অলঙ্কারাদিরূপে উত্তমা নবধা ভক্তিই দেখিতেছি।

নন্দগোকুলবাসিনাং ভক্তিরেব সুদুর্লভা ।
ভাব্যতে শুদ্ধভাবৈশ্চ লভ্যতে বা নরৈঃ ক্বচিৎ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) নন্দ গোকুলবাসিদের ভক্তিই সুদুর্লভ, বিশুদ্ধ ভাব-সম্পন্ন মহাজনেরাই উহার ভাবনা (স্মরণ) করেন এবং মনুষ্যগণ উহা কদাচিৎ লাভ করিয়া থাকেন।

তাং ভক্তিং ত্বঞ্চ প্রীত্যা হি স্ত্রীবালাদিভ্যঃ স্বেচ্ছয়া ।
দদাসি কো ভবাংস্তত্র দাতাস্তীতি বদাশু মে ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) সেই (সুদুর্লভা) ভক্তিকেও তুমি প্রীতিভরে স্বেচ্ছায় স্ত্রীবালকমূর্খাদিকে দিতেছ—তোমার ন্যায় উত্তম দাতা কি আর জগতে হয়—বল দেখি!'

স প্রাহ প্রহসন্নাথ দাতা হর্ত্তা চ রক্ষিতা ।
প্রেমদঃ করুণস্তেযাং ত্বমেব সর্ব্বপ্রেরকঃ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) নিত্যানন্দও হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'হে নাথ! দাতা, হর্ত্তা, রক্ষিতা, প্রেমদ ও সেই সকল জীবের প্রতি করুণ, তুমিই সর্বপ্রেরক।

একঃ সপার্যদো নিত্যানন্দো বিশ্বম্ভরোঽপরঃ ।
স্বরূপাদ্যৈঃ সদা প্রেমপূর্ণ-আনন্দবিগ্রহৌ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) একতঃ সপার্যদ নিত্যানন্দ—দ্বিতীয় স্বরূপাদি পার্যদগণ-বেষ্টিত বিশ্বম্ভর—এই দুইজনই সর্বদা প্রেমানন্দপূর্ণ বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন।

গদাধরেণ চ সমং সেব্যমানৌ নিরন্তরম্ ।
ক্রীড়তঃ স্বসুখং কৃষ্ণকীর্ত্তনপ্রেমবিহ্বলৌ ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) গদাধরের সহিত উক্ত দুই প্রভু নিরন্তর সেবিত হইতেছেন এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রেমবিহ্বল হইয়া স্বানন্দাবেশে খেলা করিতেছেন।

যশোদানন্দনঃ কৃষ্ণঃ শ্রীগোপীপ্রাণবল্লভঃ ।
শ্রীরাধারমণো রামানুজো রাসরসোৎসুকঃ ।। ৩০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) "যশোদানন্দন কৃষ্ণ শ্রীগোপীপ্রাণবল্লভ, শ্রীরাধারমণ রামানুজ রাসরসোৎসুক,

রোহিণীনন্দনঃ কৃষ্ণো যজ্ঞো রামো বলো হরিঃ ।
রেবতীপ্রাণনাথশ্চ রাসকেলিমহোৎসবঃ ।। ৩১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩১) রোহিণীনন্দন কৃষ্ণ যজ্ঞ রাম বলদেব হরি রেবতীপ্রাণনাথ রাসকেলি-মহোৎসব"

ইতি নাম প্রগায়ন্তৌ ভক্তবর্গসমন্বিতৌ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দরামৌ স্মরেত্তু তৌ ।। ৩২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩২) ইত্যাদি নামাবলি ভক্তবর্গসমন্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দরাম নিরন্তর গান করিতেছেন—এই দুই প্রভুকে স্মরণ করিতে হয়।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে ভক্তমণ্ডলবিলাসো
নাম চতুর্ব্বিংশতিতমঃ সর্গঃ।
ইতি ভক্তমণ্ডল-বিলাস-নামক চতুর্বিংশ সর্গ।

পঞ্চবিংশতিতমঃ সর্গঃ।

এতত্তে কথিতং সূত্রং শ্রীকৃষ্ণচরিতং দ্বিজ ।
বর্ণয়িষ্যন্তি বিস্তারৈঃ শ্রীবাসাদ্যা মহত্তমাঃ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১) হে দামোদর দ্বিজ! এই আমি তোমাকে শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণের চরিতসূত্র বলিলাম—শ্রীবাসাদি মহত্তমগণ সবিস্তারে বর্ণনা করিবেন।

অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং শ্রীগৌরাঙ্গো মহাপ্রভুঃ ।
ফলাস্বাদনিমিত্তেন কথ্যতে তদনুক্রমঃ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) এই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরই পুনঃ পুনঃ বর্ণনা হইয়াছে। ফলাস্বাদনিমিত্ত এক্ষণে তাহার অনুক্রম বলা হইতেছে।

অবতারকারণঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য বিচেষ্টিতম্ ।
বহির্ম্মুখান্ জনান্ দৃষ্ট্বা নারদস্যানুতাপনঃ ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ প্রথম প্রক্রমে—(৩) শ্রীকৃষ্ণের অবতার-কারণ ও তাঁহার বিচেষ্টা, বহির্মুখ জনগণকে দেখিয়া নারদের অনুতাপ।

বৈকুণ্ঠগমনং চাপি শ্রীকৃষ্ণেনাপি সান্ত্বনম্ ।
সর্ব্বেষামবতারাণাং কথনং কৃষ্ণজন্ম চ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) নারদের বৈকুণ্ঠগমন ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তাঁহার সান্ত্বনা-দান, সকল অবতারের কথা, শ্রীকৃষ্ণজন্ম ইত্যাদি।

বাল্যলীলাদিকঞ্চৈব ব্রাহ্মণস্যান্নভোজনম্
বিশ্বরূপস্য সন্ন্যাসং নিত্যানন্দাত্মকস্য চ ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) বাল্যলীলাদি, ব্রাহ্মণের অন্নভোজন, নিত্যানন্দ-স্বরূপ বিশ্বরূপের সন্ন্যাস।

জগন্নাথস্য সংস্থানং দুঃখশোকানুবর্ণনম্ ।
বিদ্যাবিলাসলাবণ্যং মাতৃদুঃখবিমোচনম্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) জগন্নাথের পরলোকগমন, তত্রত্য পরিবারের দুঃখশোকাদির বর্ণনা, বিদ্যাবিলাস ও লাবণ্য, মাতার দুঃখবিমোচন।

লক্ষ্মীপরিণয়ঞ্চৈব পূর্ব্বদেশে গতে প্রভৌ ।
তস্যাঃ সংস্থিতিরেব স্যাৎ শচীশোকাপনোদনম্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) লক্ষ্মীপ্রিয়ার সহিত শুভ বিবাহ এবং প্রভুর বঙ্গদেশ-গমনে তাঁহার নির্যাণ, অনন্তর শচীমাতার শোকনাশ ;

বিষ্ণুপ্রিয়াপরিণয়ং পরমানন্দবৈভবম্ ।
পুরীশ্বরদর্শনঞ্চ গয়াকৃত্যসমাপনম্ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত পরিণয়, পরমানন্দ-বৈভব, ঈশ্বরপুরীর সহিত সাক্ষাৎকার এবং গয়াকৃত্যাদি সমাপন।

ভাবপ্রকাশনঞ্চৈব বরাহবেশধারণম্ ।
সংকীর্ত্তনশুভারম্ভং মেঘনিঃসারণং তথা ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ দ্বিতীয় প্রক্রমে—(৯) ভাব-প্রকাশ, বরাহবেশ-ধারণ, সংকীর্ত্তনের শুভারম্ভ, মেঘ-দূরীকরণ,

নামার্থকল্পানদেব গঙ্গাপতননির্গমম্ ।
অধীনং ভক্তবর্গাণাং শ্রীলাদ্বৈতস্য মেলনম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) ব্রাহ্মণবালকের মুখে নামে অর্থবাদকল্পনা শুনিয়া গঙ্গায় পতন ও উত্থান, ভক্তবর্গের অধীন হইয়া শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত মিলন।

ভক্তানুকম্পনঞ্চৈব শ্রীনিত্যানন্দদর্শনম্ ।
ষড়্ভুজদর্শনানন্দং বলরামপ্রকাশকম্ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) ভক্তানুগ্রহ, শ্রীনিত্যানন্দের দর্শনলাভ, ষড়ভুজমূর্ত্তির দর্শনানন্দ ও বলরামভাব-প্রকটন।

ভক্তিরসসমাকৃষ্টং হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনম্ ।
ভক্তদত্তগ্রহণঞ্চ মহৈশ্বর্য্যপ্রদর্শনম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) ভক্তিরসে সমাকৃষ্ট হইয়া শ্রীহরিমন্দির-মার্জন, ভক্তদত্ত-দ্রব্যাদির গ্রহণ ও মহৈশ্বর্য্য-প্রদর্শন,

নৃত্যগানবিলাসাদি গঙ্গামজ্জনমেব চ ।
ব্রহ্মশাপবরঞ্চৈব জীবনিস্তারহেতুকম্ ।। ১৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) নৃত্যগান বিলাসাদি, গঙ্গানিমজ্জন—ব্রাহ্মণের শাপে জীবননিস্তারকারক বরলাভ ;

বলরামরসাবেশমধুপানাদিনর্ত্তনম্ ।
গোপীবেশধরং নৃত্যগানমাধুর্য্যবর্ণনম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) বলরামের রসাবেশে মধুপান প্রভৃতি ও নর্ত্তন, গোপীবেশধারণে নৃত্যগীতমাধুর্য্য বর্ণনা। সন্ন্যাসের সূচনায় মুরারি গুপ্ত প্রভৃতিকে সান্ত্বনা দান ইত্যাদি।

সন্ন্যাসোপক্রমে গুপ্তমুরার্য্যাদিকসান্ত্বনম্ ।
নবদ্বীপকণ্টকাখ্যপুরবাসিবিলাপনম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ তৃতীয় প্রক্রমে—(১৫) নবদ্বীপ ও কণ্টকনগরবাসিদের বিলাপ,

সন্ন্যাসনামগ্রহণং প্রেমানন্দ-প্রকাশনম্ ।
রাঢ়দেশকৃতার্থঞ্চ চন্দ্রশেখরপ্রেষণম্ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) সন্ন্যাসোচিত নাম-গ্রহণ, প্রেমানন্দ-প্রকটন, রাঢ়দেশকে কৃতার্থ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে নবদ্বীপে প্রেরণ।

নবদ্বীপস্য চ নিত্যানন্দেন দুঃখনাশনম্ ।
শান্তিপুরবিলাসঞ্চ ভক্তবর্গসমন্বিতম্ ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক সকল ভক্তের দুঃখনাশ, ভক্তবর্গ-সমন্বিত শ্রীচৈতন্যের শান্তিপুরবিলাস।

ততো দণ্ডভঞ্জনং শ্রীগোপীনাথস্য দর্শনম্ ।
বরাহদর্শনং পুণ্যং বিরজাদর্শনং তথা ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) নিত্যানন্দ-কর্ত্তৃক প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জন, শ্রীগোপীনাথের দর্শন, বরাহদেবের দর্শন ও পুণ্য স্থলে বিরজাদেবীর দর্শন।

বৈতরণীযাজপুরশ্রীশিবলিঙ্গদর্শনম্ ।
নানাভাবপ্রকাশং শ্রীভুবনেশ্বরদর্শনম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) বৈতরণীতটে যাজপুরগ্রামে শ্রীশিবলিঙ্গ দর্শন, নানাভাব-প্রকাশ, শ্রীভুবনেশ্বর-দর্শন,

নির্ম্মাল্যগ্রহণস্যাপি বিধানকথনং শুভম্ ।
শ্রীমন্দিরস্থগোপালদর্শনং রোদনং প্রভোঃ ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) শ্রীশিবের নির্মাল্য-গ্রহণের শুভ বিধান, শ্রীমন্দিরস্থ গোপালদর্শন ও প্রভুর রোদন।

মার্কণ্ডেয়সরস্যেব শিবলিঙ্গপ্রদর্শনম্ ।
ততঃ শ্রীমজ্জগন্নাথদর্শনানন্দবৈভবম্ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) মার্কণ্ডেয় সরোবরতটে শ্রীশিবলিঙ্গদর্শন, অনন্তর শ্রীজগন্নাথদর্শনে আনন্দ-সম্পৎ।

সার্ব্বভৌমাদিভিঃ সার্দ্ধং পুনঃ শ্রীমুখদর্শনম্ ।
শ্রীমন্মহাপ্রসাদস্য বন্দনং ভোজনং শুভম্ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) সার্বভৌমাদির সহিত পুনরায় শ্রীমুখারবিন্দ-দর্শন, শ্রীমহাপ্রসাদের শুভ বন্দনা ও ভোজন।

সার্ব্বভৌমসমুদ্ধারং দক্ষিণগমনং হরেঃ ।
কূর্ম্মনাথদর্শনঞ্চ কূর্ম্মবিপ্রানুকম্পনম্ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) সার্বভৌমের উদ্ধার, প্রভুর দক্ষিণদেশে গমন, কূর্মনাথের দর্শন ও কূর্মবিপ্রের প্রতি অনুগ্রহ।

বাসুদেবসমুদ্ধারং শক্তিসঞ্চারণং তথা ।
জিয়ড়াখ্যনৃসিংহস্য চরিত্রাস্বাদনং সুখম্ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) বাসুদেবের উদ্ধার ও শক্তিসঞ্চারণ, সুখে জিয়ড়নৃসিংহদেবের চরিত্রাস্বাদন।

শ্রীলরামানন্দরায়মিলনং শুভদং শুভম্ ।
পুরীশ্রীমাধবশিষ্য-পরমানন্দদর্শনম্ ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) শুভদ ও শুভ শ্রীরামানন্দরায়মিলন, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরীর সহিত মিলন।

পঞ্চবটীরঙ্গক্ষেত্ররঙ্গনাথপ্রদর্শনম ।
তত্র শ্রীপরমানন্দপুরীপ্রস্থাপনং প্রভোঃ ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) পঞ্চবটী, রঙ্গক্ষেত্র ও শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শন, এবং শ্রীপ্রভুর পরমানন্দপুরীর সহিত মিলন ও তাঁহাকে পুরীতে প্রেরণ।

সেতুবন্ধে শ্রীলরামেশ্বরলিঙ্গপ্রদর্শনম্ ।
ততঃ শ্রীমজ্জগন্নাথদর্শনানন্দবর্ণনম্ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) সেতুবন্ধে শ্রীরামেশ্বরশিবদর্শন, অনন্তর শ্রীমজ্জগন্নাথ-দর্শনের আনন্দ বর্ণনা হইয়াছে।

বৃন্দারণ্যং সমুদ্দিশ্য গৌড়াভিগমনং শুভম্ ।
বাচস্পতিগৃহে কৃষ্ণং বৈভবং পরমাদ্ভুতম্ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) বৃন্দারণ্যের উপলক্ষ্যে প্রভুর গৌড়দেশে শুভাগমন, বাচস্পতিগৃহে অবস্থান ও পরমাদ্ভুত বৈভব-প্রকাশ ;

দেবানন্দং সমুদ্দিশ্য শ্রীভাগবতকীর্ত্তনম্ ।
তদ্বক্তুর্লক্ষণঞ্চাপি শ্রোতুশ্চ কথিতং শুভম্ ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) দেবানন্দের উদ্দেশ্যে শ্রীভাগবত-মহিমা কীর্ত্তন, এবং উহার বক্তা ও শ্রোতার লক্ষণ নির্ণয় হইয়াছে।

শ্রীনৃসিংহানন্দেন যৎ কৃতং জঙ্ঘালমুত্তমম্ ।
তেন যথা রামকেলিকৃষ্ণনাট্যস্থলাবধি ।। ৩০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) শ্রীনৃসিংহানন্দ কর্ত্তৃক উত্তম জঙ্ঘাল-বর্ণনা, সেই পথে প্রভুর রামকেলি ও কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত গমন,

গমনঞ্চ পুনঃ শ্রীলাদ্বৈতগেহশুভাগমঃ ।
নবদ্বীপভক্তবর্গমেলনং পুনরেব চ ।। ৩১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩১) পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীল অদ্বৈতমন্দিরে শুভাগমন এবং পুনরায় নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দের সহিত সম্মেলন,

শ্রীভোজনসুখং তত্র মাতুশ্চরণবন্দনম্ ।
পুরুষোত্তমমাসাদ্য শ্রীগোপীনাথদর্শনম্ ।। ৩২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩২) শ্রীভোজন-সুখ, মাতার চরণবন্দনা, তৎপরে পুরুষোত্তমে আগমন ও শ্রীগোপীনাথ-দর্শন।

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে গ্রন্থানুকথনে
শ্রীকৃষ্ণজন্মাদিগোপীনাথদর্শনপর্য্যন্তকথনং নাম পঞ্চবিংশতিতমঃ সর্গঃ।
ইতি গ্রন্থানুবাদ-নামক পঞ্চবিংশ সর্গ।

ষড়্বিংশতিতমঃ সর্গঃ।

বৃন্দাবনস্য গমনে ভক্তবর্গবিলাপনম্ ।
সান্ত্বনঞ্চাপি তেষাং বৈ বর্ণিতং প্রভুণা কৃতম্ ।। ১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ চতুর্থপ্রক্রমে ঃ (১) প্রভুর বৃন্দাবন-গমনে ভক্তবর্গের বিলাপ এবং প্রভু-কর্ত্তৃক তাঁহাদের সান্ত্বনা-প্রদান।

বনপথি ক্রমেণৈব কাশীপুর্য্যাশ্চ দর্শনম্ ।
তথা বিশ্বেশ্বরস্যাপি তপনাদেশ্চ মেলনম্ ।। ২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২) বনপথে গমন করিয়া পরে কাশীপুরী দর্শন, তথায় বিশ্বেশ্বর দর্শন ও তপনমিশ্রাদির সহিত মিলন।

প্রয়াগে মাধবদেবদর্শনং যমুনামনু ।
অগ্রবনরেণুকাদিমথুরালোকনং তথা ।। ৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩) প্রয়াগে মাধব-দর্শন, যমুনার তীরে তীরে আগ্রাবন (আগ্রা) রেণুকাতীর্থ ও মথুরা-দর্শন

কৃষ্ণদাসেন চ সমং ঘট্টকূপাদিদর্শনম্ ।
বৃন্দারণ্যাদিকং সর্ব্বং দ্বাদশবনমেব চ ।। ৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৪) বিপ্র কৃষ্ণদাসের সাহায্যে তত্রত্য ঘাট ও কূপাদির দর্শন, বৃন্দাবনাদি দ্বাদশ বন,

প্রতিগ্রামং প্রতিবনং প্রতিকুণ্ডং সনাতনম্ ।
কৃষ্ণনানাপ্রকাশঞ্চ লীলানুকরণং তথা ।। ৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৫) প্রতি গ্রাম, প্রতি বন ও প্রতি কুণ্ড দর্শন, কৃষ্ণের বিবিধ নিত্যলীলা প্রকাশ, লীলানুকরণ ইত্যাদি।

কৃষ্ণজন্ম সমারভ্য তথা কংসবধাদিকম্ ।
বর্ণনং শ্রবণঞ্চাপি তত্তদ্রূপপ্রকাশনম্ ।। ৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৬) কৃষ্ণজন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কংসবধাদি যাবতীয় লীলার বর্ণনা শ্রবণ এবং তত্তদ্রূপের প্রকট।

ভাবোন্মাদবিকারাদিবর্ণনং পরমাদ্ভুতম্ ।
সর্ব্বব্রজনিবাসিনাং গৃহে গৃহে প্রকাশনম্ ।। ৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৭) ভাবোন্মাদ বিকার ইত্যাদির পরমাদ্ভুত বর্ণনা—সব ব্রজবাসির গৃহে গৃহে কৃষ্ণলীলাপ্রকাশন।

পুনরাগমনঞ্চৈব প্রয়াগে রূপমেলনম্ ।
কাশ্যাং সনাতনস্যাপি তপনাদ্যনুরোধতঃ ।। ৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৮) পুনরায় প্রয়াগে আগমন ও শ্রীরূপের সহিত মিলন, কাশীধামে শ্রীসনাতনপ্রভুর সহিত মিলন, তপনমিশ্রাদির অনুরোধে

কাশীবাসিজনোদ্ধারচরিতং কিল্বিষাপহম্ ।
তক্রপানঞ্চ গোপস্য নবদ্বীপশুভাগমঃ ।। ৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৯) কাশীবাসি সন্ন্যাসির উদ্ধাররূপ পাপনাশন চরিত্র-বর্ণনা, গোপের তক্রপান, নবদ্বীপে শুভাগমন বর্ণিত হইয়াছে।

তত্র নিত্যবিহারঞ্চ গৌরীদাসগৃহেঽপি চ।
পুনরাচার্য্যগেহে চ গমনং শুভদর্শনম্ ।। ১০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১০) নবদ্বীপে নিত্যবিহার, গৌরীদাসগৃহে নিত্যাবস্থান, পুনরায় অদ্বৈতাচার্য্যগৃহে গমন ও শুভদর্শন।

ভক্তবর্গরসোল্লাসো মাতুশ্চরণবন্দনম্ ।
মাধবারাধনং তত্র নীলাদ্রিগমনং ততঃ ।। ১১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১১) ভক্তবর্গের রসোল্লাস, শচীমাতার চরণবন্দনা, মাধবেন্দ্রপুরীপাদের তিথি-আরাধনা, পুনরায় নীলাচলে গমন।

প্রতাপরুদ্রসন্ত্রাণং রথযাত্রাদিদর্শনম্ ।
নরেন্দ্রসরসি ভক্তমেলনং হরিকীর্ত্তনম্ ।। ১২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১২) প্রতাপরুদ্রের সমুদ্ধার, রথযাত্রাদি-দর্শন, নরেন্দ্র-সরোবরে ভক্তমেলন ও হরিকীর্ত্তন।

তৈর্দ্দত্তং ভোজনঞ্চাপি গৌরাঙ্গগুণকীর্ত্তনম্ ।
কৃতমদ্বৈতপ্রভুণা রামদাসানুকম্পনম্ ।। ১৩ ।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৩) ভক্তদ্রব্য-ভোজন, অদ্বৈতপ্রভু-কর্ত্তৃক গৌরাঙ্গের গুণ-কীর্ত্তন, রামদাসের প্রতি অনুগ্রহ।

নিত্যানন্দবিহারাদি-গৌরাঙ্গগুণকীর্ত্তনম্ ।
দিব্যোন্মাদাদিভাবানাং প্রাকট্যং স্যাদনন্তরম্ ।। ১৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৪) নিত্যানন্দের বিহারাদি ও গৌরাঙ্গগুণকীর্ত্তন, প্রভুর দিব্যোন্মাদাদিভাবপ্রকটন।

রামানন্দস্বরূপাদ্যৈ রাসসংকীর্ত্তনাদিকম্ ।
নিত্যানন্দবিহারাদিবর্ণনং গৌরদর্শনম্ ।। ১৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৫) অনন্তর রামানন্দ-স্বরূপাদি কর্ত্তৃক রাসলীলাকীর্ত্তন, নিত্যানন্দের বিহারাদি-বর্ণনা ও গৌরাঙ্গ-দর্শন বর্ণনা।

গুণ্ডিচায়াং পুষ্পবাট্যাং বিরাজঞ্চ সভক্তয়োঃ ।
গদাধরসমং নিত্যানন্দগৌরাঙ্গচন্দ্রয়োঃ ।। ১৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৬) শ্রীনিত্যানন্দের গুণ্ডিচায় পুষ্পবাটীতে বিদ্যমানতা এবং গদাধরের সহিত ভক্তবর্গ-সমন্বিত শ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গদেবের সহাবস্থান লীলাদি বর্ণনা হইয়াছেন।

এবং সঞ্চিন্তয়ন্ কৃষ্ণচৈতন্যচরিতং বুধঃ ।
শুদ্ধপ্রেমামৃতনিধৌ নিমগ্নো ভবতি সদা ।। ১৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৭) বুধ ব্যক্তি এইভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত্র সম্যক্ চিন্তা করিতে করিতে সর্বদা বিশুদ্ধ প্রেমামৃত-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন।

ঈশ্বরোঽপি স্বয়ং কৃষ্ণো যতো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ ।
আস্বাদয়তি স্বপ্রেমনামমাধুর্য্যমদ্ভুতম্ ।। ১৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৮) স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তিরসাশ্রয় হইয়াছেন বলিয়া নিজের অদ্ভুত প্রেম ও নামমাধুরী আস্বাদন করিতেছেন।

তল্লীলাস্বাদনাদেব কিং ন স্যাৎ প্রেমবৈভবম্ ।
অতো নির্ম্মৎসরো ভূত্বা শৃণু গৌরাঙ্গকীর্ত্তনম্ ।। ১৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (১৯) তাঁহার লীলা আস্বাদন করিলে কি প্রেমসম্পত্তি লাভ হয় না? অতএব নির্মৎসর হইয়া গৌরাঙ্গকীর্ত্তন শ্রবণ কর।

চত্বারঃ প্রক্রমা অস্য সর্গাদি অষ্টসপ্ততিঃ ।
প্রথমঃ ষোড়শশ্চাপি দ্বিতীয়োঽষ্টাদশস্তথা ।। ২০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২০) এই গ্রন্থে চারিটী প্রক্রম এবং ৭৮ সর্গ আছে। প্রথম প্রক্রমে ১৬ সর্গ, দ্বিতীয়ে ১৮।

তৃতীয়স্তু তথৈব স্যাৎ চতুর্থঃ ষড়্বিংশতিঃ ।
একোনবিংশশতশঃ সপ্তবিংশাধিকানি চ ।। ২১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২১) তৃতীয়েও ১৮ এবং চতুর্থে ২৬টি সর্গ আছে। শ্লোকসংখ্যা—১৯২৭;

শ্লোকানি সুপঠন্নেব রসিকঃ পরমাদরাৎ ।
প্রেমপূর্ণো ভবেন্নিত্যং শ্রবণাদপি ভাবুকঃ ।। ২২।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২২) এই শ্লোকাবলি সুন্দররূপে পরমাদরে পাঠ করিলে রসিক ব্যক্তি প্রেমপূর্ণ হইবেন এবং শ্রবণ করিলেও ভাবুক হইবেন।

শ্রুত্বা সর্ব্বং নিত্যানন্দগৌরাঙ্গগুণকীর্ত্তনম্ ।
মুরারিং সংপ্রণম্যাহ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ ।। ২৩।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৩) শ্রীদামোদরপণ্ডিত শ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গের গুণকীর্ত্তন সব শ্রবণ করিয়া মুরারিকে প্রণামপূর্বক বলিলেন—

কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং ন সংশয়ঃ ।
ধন্যোঽসি হি ভবান্ কৃষ্ণচৈতন্যরসপূরকঃ ।। ২৪।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৪) 'আমি কৃতার্থ হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি, ইহাতে আর সংশয় নাই। তুমিই ধন্য এবং কৃষ্ণচৈতন্য-রস-পূরক।

শ্রীলাদ্বৈতপ্রভুরপি সুখং শ্রীলগৌরাঙ্গচন্দ্র-
লীলারত্নসমঞ্জসং সুমধুরমাশ্রুত্য হর্ষাদসৌ ।
তং প্রাহ শ্রীমুরারিং ত্বমপি খলু সদা রামচন্দ্রস্য * *
তস্মাদেতত্ত্বয়ি প্রকটিতং গ্রন্থরত্নং হি তেন ।। ২৫।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৫) শ্রীল অদ্বৈতপ্রভুবর্য্যও সুখে শ্রীল গৌরাঙ্গচন্দ্রের সুমধুর লীলারত্নরাশি শ্রবণ করতঃ আনন্দে সেই মুরারিকে বলিলেন—'তুমি সর্বদাই শ্রীরামচন্দ্রের মহাভক্ত, সুতরাং এই গ্রন্থরত্নও তোমাতেই প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীরামো গৌর ইহ জগতি প্রাদুরাসীদ্ যতোঽসৌ
গ্রন্থেনৈতেন জনয়তি হি প্রেমমাধুর্য্যসারম্ ।
শ্রুত্বা সর্ব্বে পরমরসিকাঃ প্রেমপূর্ণান্তরাশ্চ
গায়ন্তস্তং পরমসুখদং মোক্ষমেবাক্ষিপন্তি ।। ২৬।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৬) এই জগতে শ্রীরামই গৌরস্বরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন বলিয়া এই গ্রন্থ দ্বারা তিনি প্রেমমাধুর্য্য-বিনির্য্যাসই উৎপাদন করিয়াছেন। প্রেমপূর্ণহৃদয় পরমরসিকগণ ইহার শ্রবণে পরমসুখদ শ্রীগৌরগুণকীর্ত্তন করিতে করিতে মোক্ষকেও নিন্দা করেন।

শ্রীবাসপণ্ডিতঃ প্রাহ প্রেমগদ্গদয়া গিরা ।
গ্রন্থমাস্বাদ্য হর্ষেণ মুরারিং পরমোৎসুকঃ ।। ২৭।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৭) শ্রীবাসপন্ডিত গ্রন্থ আস্বাদনের আনন্দে প্রেমগদ্গদকণ্ঠে পরমোৎসুকচিত্তে মুরারিকে বলিলেন—

ত্বমেব জগতাং বন্ধমোক্ষায় কৃতবান্ হরেঃ ।

লীলাং ভগবতো গ্রন্থং শ্রুত্বা মুচ্যেজ্জনো ভয়াৎ ।। ২৮।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৮) 'তুমিই চতুর্দশ ভুবনের বন্ধন মোচন করিবার নিমিত্ত ভগবান্ হরির লীলাগ্রন্থ রচনা করিয়াছ—যাহার শ্রবণে জনগণ (সংসার) ভয় হইতে নির্মুক্ত হইবে।'

এবং ভক্তগণাঃ সর্ব্বে গ্রন্থবর্ণনমদ্ভুতম্ ।

শ্রুত্বা মুরারিং সংনম্য প্রাহুঃ তস্য কথা মিথঃ ।। ২৯।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (২৯) এইরূপে সকল ভক্তগণই অদ্ভুত গ্রন্থ-বর্ণনা শুনিয়া মুরারিকে প্রণাম করতঃ পরস্পর তাঁহারই কথা বলিতে লাগিলেন।

সোঽপি প্রণম্য বিধিবন্মুরারির্ধৃত্বা তু তেষাং চরণারবিন্দম্ ।

প্রেম্না জয় কৃষ্ণচৈতন্যরাম ইতি ব্রুবন্নৃত্যতি রোরবীতি ।। ৩০।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩০) সেই মুরারিও বিধিমত তাঁহাদের চরণারবিন্দ ধরিয়া প্রণত হইলেন এবং প্রেমে 'জয় কৃষ্ণচৈতন্য রাম' এই নাম বলিয়া বলিয়া নৃত্য ও রোদন করিতে লাগিলেন।

অন্যোঽন্যমালিঙ্গ্য শ্রীগৌরচন্দ্র-রসেন পূর্ণাঃ কিল তে বভূবুঃ ।

শ্রীপতিরেকেন জগদ্ধিতায় প্রাকাশি লীলাং সুরহস্যামেতাং ।। ৩১।।

বঙ্গানুবাদ ঃ (৩১) তাঁহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরসে পূর্ণ হইলেন। লক্ষ্মীপতি গৌর একজন তারা জগন্মঙ্গলের জন্য সুরহস্যপূর্ণ এই লীলা প্রকাশিত করাইয়াছেন।

চতুর্দ্দশশতাব্দান্তে পঞ্চত্রিংশতিবৎসরে ।

আষাঢ়সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ।। ৩২।। *

ইতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে ষড়্‌বিংশতিতমঃ সর্গঃ।

সম্পূর্ণোঽয়ং গ্রন্থঃ।

ইতি ষড়্‌বিংশ সর্গ।

সম্পূর্ণঃ

---

* প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে এই শ্লোকটি যেরূপ আছে সেইরূপই মুদ্রিত হইল। কিন্তু উহা ঠিক কাল-নির্দ্দেশক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ সম্পাদিত এবং বিরচিত গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতম্—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী
২। শ্রীদানকেলিচিন্তামণি—শ্রীরঘুনাথ দাস
৩। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা— শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী
৪। শ্রীনিকুঞ্জকেলিবিরুদাবলী—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী
৫। শ্রীসুরতকথামৃতম্—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী
৬। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা—শ্রীজীব গোস্বামী
৭। ধাতুসংগ্রহঃ— শ্রীজীব গোস্বামী
৮। শ্রীযোগসারস্তব-টীকা—শ্রীজীব গোস্বামী
৯। শ্রীভক্তিরসামৃতশেষঃ—শ্রীজীব গোস্বামী
১০। শ্রীবিরুদাবলীলক্ষণম্—শ্রীরূপ গোস্বামী
১১। শ্রীগোপালবিরুদাবলী—শ্রীজীব গোস্বামী
১২। শ্রীমাধবমহোৎসবমহাকব্যম্—শ্রীজীব গোস্বামী
১৩। শ্রীকৃষ্ণাহ্নিককৌমুদী—কবি কর্ণপুর
১৪। শ্রীকৃষ্ণাভিষেকঃ—শ্রীরূপ গোস্বামী
১৫। শ্রীগোপালতাপনীটীকা
১৬। সিদ্ধান্তদর্পণঃ—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
১৭। ঐশ্বর্যকাদম্বিনী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
১৮। শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী—শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী
১৯। ছন্দঃকৌস্তুভঃ—শ্রীরাধাদামোদর
২০। আশ্চর্যরাসপ্রবন্ধঃ—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী
২১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ—শ্রীসনাতন গোস্বামী
২২। শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্ম্যম্—শ্রীরূপ গোস্বামী
২৩। কাব্যকৌস্তুভঃ—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
২৪। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দশতকম্—শ্রীরসিকমুরারি
২৫। পরতত্ত্বগৌরঃ—শ্রীহরিদাস দাস সঙ্কলিত
২৬। দশশ্লোকীভাষ্যম্—শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী

২৭। শ্রীগোবিন্দরতিমঞ্জরী—শ্রীঘনশ্যাম দাস
২৮। দুর্লভসার—শ্রীলোচন দাস ঠাকুর
২৯। 'মুক্তাচরিত্রে'র পয়ারানুবাদ—শ্রীনারায়ণ দাস
৩০। সাধনদীপিকা—শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী
৩১। নন্দীশ্বরচন্দ্রিকা—সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবা (তৃতীয়)
৩২। আর্য্যাশতকম্—কবি কর্ণপুর
৩৩। শ্রীগৌরচরিতচিন্তামণি—শ্রীনরহরি চক্রবর্তী
৩৪। শ্রীগীতচন্দ্রোদয়—শ্রীনরহরি চক্রবর্তী
৩৫। শ্রীকৃষ্ণবিরুদাবলী—শ্রীকৃষ্ণশরণ
৩৬। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশঃ—শ্রীরাঘব গোস্বামী
৩৭। সঙ্গীতমাধবম্—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী
৩৮। মুরারিগুপ্তের কড়চা—শ্রীমুরারি গুপ্ত
৩৯। ব্রহ্মসংহিতা (শ্রীজীব গোস্বামী কৃত টীকা ও অনুবাদ সহ)
৪০। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য—শ্রীহরিদাস দাস
৪১। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ—শ্রীরূপ গোস্বামী
৪২। শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্ (মূলমাত্রম্)—
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
৪৩-৪৫। পদ্ধতিত্রয়ম্—
১ম পদ্ধতি—শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী
২য় পদ্ধতি—শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী
৩য় পদ্ধতি—সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী (প্রথম)
৪৬। প্রেয়োভক্তিরসার্ণব—শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর
৪৭। শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়—কবি জগদানন্দ
৪৮। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব—শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর
৪৯। শ্রীগোবিন্দবল্লভ নাটক—শ্রীদ্বারকানাথ ঠাকুর
৫০। রসকলিকা—শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামী
৫১। ভাবনাসারসংগ্রহঃ—সিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী
৫২। বৃহদ্ভাগবতামৃতকণা—শ্রীকানাই দাস
৫৩। শীঘ্রবোধ-ব্যাকরণম্—আনন্দী
৫৪। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-তীর্থ—শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী
৫৫। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন (১ম খন্ড)— শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী

৫৬। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জীবন (২য় খন্ড)—শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী
৫৭। শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা—শ্রীনাথ চক্রবর্তী
৫৮। শ্রীনামামৃতসমুদ্র—শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী
৫৯। বৈষ্ণবানন্দিনী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
৬০। শ্রীহরিভক্তিতত্ত্বসারসংগ্রহঃ—শ্রীপুরুষোত্তম দাশশর্মা
৬১। প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী—শ্রীরূপ গোস্বামী
৬২। গীতগোবিন্দম্—শ্রীজয়দেব
৬৩। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-গ্রন্থমালা—শ্রীহরিদাস দাস সঙ্কলিত
৬৪। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিঃ—শ্রীরূপ গোস্বামী
৬৫। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (১ম খন্ড)—শ্রীহরিদাস দাস
৬৬। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান (২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড)—শ্রীহরিদাস দাস